INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963

24th March, 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday the 24th March, 1966.

PRESENT

Shri Upendra Kr. Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister three Deputy Ministers, Deputy Speaker aud twenty two members.

Mr. Speaker :—I take up the first item of the Agenda, First Item is Starred Questions. I would call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—589

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 589.

Question	Answer
a) How much green manure seeds were imported in Tripura from Assam in the year 1965 and what was the price therefor ?	3,885 kg, of Green manure seeds (Dhaincha) were imported at a price of Rs. 2,199·95 paise,
b) What is the percentage of the seeds so imported that actually germinated ?	Germination was conducted and 98% of seeds were germinated.
c) Is it a fact that 90% of the seeds imported from Assam did not germinate at all ?	It is not correct.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গ্রীণ ম্যান্যুর সিডস ত্রিপুরাতে তখন ছিল কিনা যখন ইম্‌পোর্ট করা হয় আসাম থেকে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে ছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে গ্রীণ ম্যান্যুর যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও আসাম থেকে ইম্‌পোর্ট করার কি কারণ ছিল ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তবে কিছু ছিল।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—600

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 600

	Question	Reply
1.	Whether notification authorising the use of Bengali for certain official purposes has been issued ·	No.
2.	If not what are reasons for not issuing the notification uptil now, and	The matter is under examination of the Government. In respect of enforcement of the Tripura Official Language Act, 1964, for the use of Bengali for official purposes prior approval of the Government of India is necessary.
3.	When the notification will be issued ?	After obtaining approval of the Government of India.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—গভর্ণমেণ্টের এ্যাপ্রুভেল পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যথাযোগ্য ষ্টেপ নিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—সেটা কি সেখানে পাঠান হয়েছে ফর এ্যাপ্রুভেল ? যদি পাঠান হয়ে থাকে তাহলে কবে পাঠান হয়েছে ?

শ্রী এম. এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে সেটা এ্যাপ্রুভেলের জন্য পাঠান হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—কবে পাঠান হয়েছে ?

শ্রী এম এল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্ষণে একজাক্ট ডেটটা বলা সম্ভব নয়, তবে এই হাউসে পাশ হওয়ার পরই গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে এ্যাপ্রুভেলের জন্য পাঠান হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই হাউসে কি এই এ্যাস্যুরেন্স দেওয়া হয়েছিল না, যে সার্টেন ডিপার্টমেণ্টে বাংলা ভাষা ইউজ করার জন্য নেসেসারী ইন্‌সট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—এ্যাপ্রুভেল না পেলে পরে যে সেটা দেওয়া যাবেনা তা মাননীয় সদস্য জানেন। অতএব সেই এ্যাপ্রুভেল পেলে পরে সেটা করা হবে। মাননীয় সদস্য জানেন যে কনষ্টিটিউশান্যালী আমাদের সেটার এ্যাপ্রুভেল নিতে হবে।

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—733

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 733

Question	Reply
(১) ১৯৬৫ ইং নবেম্বর মাস হইতে ১৯৬৬ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কোন কোন বিভাগে এবং স্থানে কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছে ; (২) কোন কোন প্রদর্শনী ব্যবস্থার জন্য কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য সত্বর সভায় উপস্থাপিত করা হইবে।

Shri Bulu Kuki :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে কৃষি প্রদর্শনী, সেটার মূল উদ্দেশ্য কি ?

Mr. Speaker :—No supplementary will be allowed at this stage. From the assurance it is clear that Hon'ble Minister would give reply to this question in course of fifteen days.

I would call on Shri Monchur Ali.

Shri Monchur Ali :—759

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No 759

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা আছে ও সমস্ত উন্নয়ন সংস্থাতে ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার আছে কি ?	১৭টি উন্নয়ন সংস্থাতে ১২জন ব্লক্ ডেভলাপমেণ্ট অফিসার আছেন। নিম্নলিখিত ৫টি উন্নয়ন সংস্থার কাজ পার্শ্বলিখিত অফিসারগণ দেখিতেছেন। ১) জিরানিয়া—ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, মোহনপুর। ২) উদয়পুর—সাবট্রেজারী অফিসার, উদয়পুর।

৩) ডম্বুরনগর—ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, বিলনিয়া।

৪) রাজনগর —ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, অমরপুর।

৫) ছামনু —ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, কৈলাসহর।

এই পদগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই পাঁচটা ব্লকে অফিসার নাই কেন? অফিসার কি আমাদের নাই অথবা আছে, এবং কোন ট্রেনিং নিতেছে, না এই পদগুলি খালি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, এটা পূরণ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কারণ কতকগুলি লোককে ট্রেনিং দিয়ে আনতে হয় এবং ট্রেনিং দিয়ে এনে তারপর সেখানে পাঠাতে হয়। এই যে মধ্যবর্ত্তী পিরিয়ড, সেই পিরিয়ডের জন্য এই অফিস গুলিতে তাদের দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন উন্নয়ন অফিসে কতদিন পর্যন্ত এই অফিসার নাই সেটা কি বলতে পারেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এই তথ্য এই মুহূর্ত্তে জানান শক্ত, পরে আমি সেটা জানাব, সো আই ডিমাণ্ড নোটিস অব ইট।

Mr. Speaker :— I would again call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :- 590

Shri S L. Singh — Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No—590

a) Is it a fact that for about 3 months there is no Superphosphate at Dharmanagar ;	No.
b) is it a fact that a large quantity of Superphosphate is lying at the Railway station and the Contractors are not carrying them for the necessary purpose ?	No

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ধর্মনগরে গত কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সুপার ফসফেট ছিল কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—North Zone, Dharmanagar-এ Superphosphate was available at Panisagar during the month of October, November December, 1965. অক্টোবর, ১৯৬৫তে ছিল, নভেম্বর, ১৯৬৫তে ছিল এবং ডিসেম্বর ১৯৬৫তে ছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গ্রোমোর ফুড স্কীমে যখন চাষীরা ফসল করছিল তখন সুপার ফসফেট সরকারের কাছে চেয়ে পাওয়া যায় নাই ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা অসম্ভব নয়। কারণ সুপার ফসফেট যেটা আনা হয় সেটার একটা কোয়ানটিটি আছে। সেই কোয়ানটিটির অতিরিক্ত দেওয়ার ক্ষমতা নাই। অতএব সেজন্যই হয়ত দেওয়া হয় নি বা দিতে পারেনি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গ্রোমোর ফুড ধর্মনগরে ব্যহত হচ্ছে এই সুপার ফসফেট না পাওয়াতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা অস্বীকার্য্য নয়। সুপার ফসফেট যে সময়ে উপযোগী সেই সময়েই তা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং তার সাথে সাথে জলেরও বন্দোবস্ত চাই, গুড সীডসও চাই। অতএব এই সমস্ত প্রক্রিয়া যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেই জায়গাতে সুপার ফসফেট, সরকারী কর্মচারী যারা থাকেন, তারা তা দিতে পারেন না। অতএব ব্লকের যারা ইনডেন্ট করেন সেই ইনডেন্ট অনুসারেই সে সমস্ত ব্লকে আনা হয়। অতএব ইনডেন্টের বাইরে যদি কেউ চেয়ে থাকে তা হলে হয়ত সেটা দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই সমস্ত কারণও আছে।

Mr. Speaker :—Shri Atiqul Islam,

Shri Atiqul Islam :—593.

Shri S, L., Singh :—Hon'ble speaker sir, question No, 593.

	Question	Reply
1)	Total acre of land brought under cultivation this winter before the office of the Director of Agriculture, Agartala,	0 068 acres,
2)	Total amount of expenditure incurred for this purpose ;	No expenditure has been incurred by the Government for this purpose,
3)	Total yield, its value and its sale preceeds ?	Not known to the Government.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—গভর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ডে কৃষি হল আর গভর্ণমেণ্ট জানেন না সেখানে কত উৎপাদন হল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে total amount of expenditure incurred for the purpose : no expenditure has been incurred by the Government for this purpose.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—টোটেল একসপেনডিচার থাকবে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যেটা করা হয়নি সেটার খরচ এবং কত প্রডাকশন সেটা গভর্ণমেন্ট এই মুহূর্তেই জানাতে পারে না। অতএব কথা হল সেটা আমরা জেনে দিতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—স্যার, এই প্রশ্নটা আসে না! জানার জন্যই তো এই প্রশ্নটা করেছি। প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে টোটেল ল্যাণ্ড কত। তারা খরচ বলতে পারেন নি। কিন্তু কত একর ল্যাণ্ড বলতে পেরেছেন। এটা যদি গভর্ণমেন্ট ল্যাণ্ড বলে স্বীকার করে নেন, গভর্ণমেন্ট ল্যাণ্ডকে গভর্ণমেন্ট ছাড়া পাবলিক করে না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—সেখানে অফিসাররা বা কর্ম্মচারী সেখানে করেছে। গভর্ণমেন্টের অনুমতী নিয়েই তারা করেছেন এবং সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— অতএব তা'র থেকে কি প্রডিউস হয়েছে যারা করেছেন সেটা তারাই জানেন। অতএব গভর্ণমেন্টের সেটা জানার প্রয়োজনীয়তা মনে করি না।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই যে ফসল উৎপাদন করা হয়েছে এর মালিক হবে কে ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— মালিক হবে যারা প্রডিউসার তারাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— গভর্ণমেন্ট ল্যাণ্ড কি যে কেউ রেভিনিউ না দিয়ে চাষ করে ফসল নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— পারমিশন অব দি গভর্ণমেন্ট, গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনকে জয়যুক্ত করার জন্য তারা নিয়েছেন এবং সেই ভাবে সেটা করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেই উদ্দেশ্যটাই তো আমি জানতে চেয়েছিলাম। সেখানে যে চাষটি করা হলো তার ফসলটা কতখানি হলো ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— সেটা আগেই বলা হয়েছে যে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনকে জয়যুক্ত করার জন্য যে কোনো ল্যাণ্ড পারমিশন নিয়ে করেছে। অতএব যারা করবে সেই প্রডিউসটা তাদের মধ্যেই বিতরণ করা হবে। তা না হলে সেখানে তাদের কোন ইনসেনটিভ থাকবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:— আমি তো দেওয়ার কথা বলছি না স্যার। আমি বলছি যে গভর্ণমেন্ট যদি গ্রো মোর ফুডের জন্য করে থাকেন তা হলেতো গভর্ণমেন্ট দেখবে যে আমি যে সেখানে ল্যাণ্ড দিলাম সেখানে কি প্রডিউস হল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি সেট. আমি পরে জানাতে পারি। তবে জাষ্ট নাউ ইট ইজ নট প'সবল ফর মি।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :— "জাষ্ট নাউ" এই কথাটা এখানে আসেনা।

Mr. Speaker :— The Hon"ble Minister means to say that the Land was given to the Officers or the employees concerned simply to encourage this campaign and Government is not responsible either for the profit or for the loss. It is the concern of the producers or the employees, who took up the work.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—গভর্ণমেন্ট শুধু এইটুকু দেখবে যে আমি যে ল্যাণ্ড দিলাম সেখানে তারা কিছু করল কিনা এবং করলে কতটুকু ইল্ড হলো। আমার ক্যাম্পেনটা সাকসেসফুল হল কিনা :

শ্রীশচীন লাল সিংহ :— সেটা গভর্ণমেন্ট দেখছে পিপল দেখছে সে সাকসেসফুল হয়েছে। অতএব কত কোয়ানটিটি প্রডিউস হয়েছে, টোটেল ইল্ড কত সেটা গভর্ণমেন্ট দেখতে পারে সমস্ত ত্রিপুরার ফসলই দেখবে।

Mr, Speaker :— I would call on Shri Monoranjan Nath again,

Shri Monoranjan Nath :— 592,

Sri S, L. Singh :— Hon'ble Speaker Sir, Question No—592.

Question	Answer
1. What is the percentage of germinating Potato seeds out of the quantity supplied by the Govt. for Dharmanagar Sub-Division in the last Season ;	Germination test, as such of Potato seed was not conducted, While getting supply of Potato seed these are physically examined to see whether the tubers are found free from diseased and also have prominent eye buds which may bevelop into plants after sowing.
2. is it a fact that 30% of the Potato seeds did not germinate at all in the Sub-Division of Dharmanagar ;	It is not the fact.

3. is it a fact that the seeds were mixed up with different kinds of inferior qualities and that some percentage of the supply were not seed ?	Admixture was noticed in a few plots. The off variety seems to be a variety grown ro: nd about Farakkabad in U, P, this was recognised from the appearance of the plants growing in the field. Both the off variety and the up to-date variety germinated The entire quantity of Potato supplied by this Department was fit to be used as seed.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অব ইনফিরিয়ার কোয়ালিটীজ অব সীডস ছিল তা কি এক্সপার্ট দ্বারা এগ্‌জামিন করে আনা হয়নি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে germination test, as such, of Potato seed was not conducted. While getting supply of Potato seed these are physically examined to see whether the tubers are found free from diseased and also have prominent eye buds which may develop into plants after sowing.

Mr. Speaker :—Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—596

Sh i M L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No 596.

Question	Reply
1) Total acre of land brought under culltivation this winter before the office of the District Judge, Agartala ;	0·5 acres of land (approx) in front of Judicial Commissioner and District Judge's courts has been brought under cultivation,

2) total amount of expenditure incurred for this purpose ;	An amount of Rs 80/- raised by subscription and otherwise has been incurred for the purpose.
5) total yield its value and sale proceeds ?	Total yield and its value value cannot be ascertained just now as Potatoes and other vegitables are yet in the field and have not been fully harvested. Sale proceeds upto-date have reached the sum of Rs 59/—. Potatoes and other vegitables which are in the field now will be sold' when harvested.

Mr. Speaker :—Starred Questions given notice of by the Members present are all over. There is one Starred Question given notice of by Shri Aghore Deb Barma. Any Member who is interested may put the question.

Shri Atiqul Islam :—764

Shri M. L. Bhowmik :+ Hon ble Speaker, Starred question No. 764

Question	Reply
1. Whether Agri. Assistants have been deputed to the resident of Ministers and Deputy Ministers to work at their garden.	No.

2) If so, member of Agri. Assistants ;	Does not arise.

Mr. Speaker :—There are two other questions given notice of by Shri Nripendra Chakraborty. Any Hon'ble Member who is interested may put.

Shri Atiqul Islam :—486.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 486

Question	Answer.
1) Whether in the absence of a whole time Judicial Commissioner for Tripura, Administration of Justice is dealyed in certain cases ;	Administration of Justice is not generally delayed. But in some cases because of Judicial Commissioner's absence from Tripura, issuing adinterim exaparte under order is delayed.
2) if so, whether Govt. is making any representation to the Central Government to take necessary steps for appointing a whole time Judicial Commissioner for Tripura ?	Does not arise,

Mr. Speaker :—There is another question.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—538

Shri M, L, Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 538

QUESTIONS & ANSWERS

	Question	Reply
1)	Total amount of ammonium sulphate and supper phosphate lost in transit during 1956-59.	During the period from 1956-57 to 1959-60, a total quantity of 852 Mds, 38 srs, of Ammonium Sulphate and 106 Mds, of Superphosphate was lost in transit.
2)	Whether any responsibility has been fixed for this loss ?	Yes,
3)	If so, steps taken againist the people responsible for this loss ?	Value of 365 mds 20 Srs of Ammonium Sulphate has been recovered from the carrying contractor, In case of 487 mds 18 Srs, of Ammonium Sulphate, no responsibility could be fixed and as such, value thereof has been written off. Value of 63 mds, 38 Srs, of Superphosphate was recovered from the carrying contractor, No responsibility could be fixed in respect of 36 mds, 2 Srs of Superphosphate, of which, value of 19 mds. 2 Srs has been written off and th question of write off the loss of 17 mds, of Superphosphate is under consideration of the Government, In respect of 6 mds, of Superphosphate, steps have been taken for recovery of the value thereof from the Railway authorities

Mr. Speaker :—There are some Unstarred Questions. I have requested the Hon'ble Minister to lay on the table of the House the reply of the Unstarred questions.

Now I pass on to the next item of the business. I announce the Report of the Business Advisory Committee reallocating time for the disposal of the Business of the House from 25th march, 1966.

The Report of the Business Advisory Committee, of the Tripura —— Legislative Assembly.

The Business Advisory Committee of the Tripura Legislative Assembly formed in pursuance of Rule 163 read with Rule 194 of the rules of Procedure and conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly met in the Committee room of the Tripura Legislative Assembly Secretariat on the 23rd march, 1966 at 10-30 A M. to consider the re-allocation of time on the various items of the agenda of the current session of the Assembly and recommended in pursuance of Rule 196 of the Rules of procedure and conduct of Business, Time table which has been supplied to the Hon'ble members, for consideration of the House.

I call on Shri Ersad Ali Choudhury, Deputy speaker designated by me to move the motion that the House agrees to the re allocation of time proposed by the Committee.

Shri Ersad Ali Choudhury (Dy. speaker,) :—Hon'ble Speaker, sir, I beg to move that this House agrees to the re-allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker :—I would now put the question for decision of the House.

Mr. Speaker :—

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voices Ayes

As many as are of contrary opinion will please say **Noes;**

No Voice—

Mr Speaker :— Ayes have it : Ayes have it

The Motion is carried.

I pass on to the next item of the Business. Government Business-(Financial). General discussion on Budget Estimates for 1966-67.

Next business to day is the General discussion on Budget for 1966-67 which is continuing. I would now call on Shri Nishikanta Sarker to resume his discussion

শ্রীএন, কে, সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত কল আমি ১৯৬৬-৬৭'র বাজেটের উপর যে বক্তৃতা করেছিলাম এবং বিরোধী পক্ষ বাজেট সমন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন তার খানিকটা উত্তরও আমি দিয়েছিলাম। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে যেসব আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধেও আমি কিছুটা উত্তর দিয়েছি এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে তারা কি কি সুবিধা পাচ্ছে তাও আমি বলেছি। তারা বলেছেন যে ট্রাইবেলদের পাঁচশত টাকা দুই ভাগে দেওয়া হয়, আর কিছু পায়না। আমি সে কথার উত্তরে বলব যে তারা সেটাত পাচ্ছেই তা ছাড়া তাদের জমি রিক্লেমেশন করার জন্য তারা এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা পেয়ে থাকে। তার একটা দৃষ্টান্ত আমি দেব যে রানীকিল্লা কলোনীতে জুমিয়ারা পুনর্বসতি পেয়েছে, টাকা পেয়েছে, সব কিছু পেয়েছে। আমি একদিন গেলাম সেখানে, তাদের অবস্থা দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে তারা টিলার মধ্যে খাঁচ কেটে যাতে ফসল করতে পারে সেই ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট থেকে করা হয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষা বিভাগ থেকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের হেড থেকে তারা টাকা পায় এক হাজার করে টাকা শিক্ষা বিভাগ থেকে তাদের স্কুল করার জন্য দিচ্ছে, এভাবে বিভিন্ন সুবিধা তারা সরকার থেকে পাচ্ছে তার উপর ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটির সুপারিশ অনুসারে স্কুলকে এক হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরা ফরেষ্টে লেবার দিতে গেলে ২ টাকা ১॥. টাকা রেট ছিল। সেখানে ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরী কমিটি সুপারিশ করেছেন তাদের ২ টাকা আড়াই টাকা করে দেওয়ার জন্য, উদয়পুরে তারা পাচ্ছে। অতঃপর ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটি বিভিন্ন জায়গায় ভিতরে আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে উইভিং তাঁত দিয়ে থাকে এবং ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাকালীন স্টাইপেণ্ড দিয়ে থাকে। তা ছাড়া অন্য দিক দিয়ে তো তারা সুবিধা পেয়ে থাকেই। বিশেষ করে আমি অনুরোধ করব

যে যুক্তি ঠিক ঠিক ভাবে দিলে তাদের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট সব সময়েই সেই প্রস্তাবগুলি গ্রহন করবে। তা ছাড়া তারা অ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে গ্রো মোর ফুড সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করেছে তারও খানিকটা উত্তর আমি গতকাল দিয়েছি। কথা হলো তেল গাড়ী, বাড়ী অফিসারের জন্যই টাকা সব দিয়ে দেওয়া হয়, কৃষকেরা খুব কম পায়। এইবার যে ভাবে আমরা কৃষকদের গ্রো মোর ফুডে উৎসাহিত করেছি এবং তার খানিকটা ফলও পেয়েছি এইভাবে যাতে আমরা কৃষক ভাইদের উৎসাহের ভিতর রাখতে পারি তার চেষ্টা মিলেমিশে করা দরকার। আমি বিভিন্ন যায়গায় গিয়ে দেখেছি তারা আলোচনা করেন এখানে একরকম। যখন শুক্রমুখপুরে গিয়েছি সেখানে দেখেছি একটা দল বলে যে বেশী ফসল করে কি হবে, গভর্ণমেণ্ট নিয়ে যাবে, গভর্ণমেণ্ট সীজ করে নিয়ে যাবে। আমি বোধ হয় এই বিষয়ে আগেও আলোচনা করেছি। এই বৎসর আমরা ফসল ভাল পেয়েছি। তখন তারা বলল যে গভর্ণমেণ্ট সীজ করবে, আর এখন বলছে যে প্রকিউর হয় নাই। আমার মনে হয় গ্রো মোর ফুডে যাতে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে এগোতে না পারি তার চেষ্টাই তারা করছেন। তবে আমি সাজেশন রাখছি যে এই যে বাজেটের টাকা এই টাকা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কৃষক ভাইদের জন্য ব্যয় হয় তার চেষ্টা করা উচিত। আমরা টাকা ঠিকই দিই। এইগুলি পেতে হয়ত সময় অনেকটা লাগে। আমার মনে হয় কৃষকদের পাওয়া সহজ সাধ্য হত যদি সমবায় সমিতিগুলিকে ভাল ভাবে চালু করা যেত। তাতেও হয়ত এইসরকারী সাহায্যগুলি পেতে দেরী হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে গাওসভার মাধ্যমে যদি কৃষকদের এই সুবিধাগুলি দেওয়া হয়, আমার মনে হয় গ্রো মোর ফুডে এটা সহায়তা করবে। তা ছাড়া গ্রো মোর ফুড করে এইবার আমি দেখলাম যে শাকসবজির দিক দিয়ে, আলুর দিক দিয়ে, টমেটোর দিক দিয়ে কৃষকরা দাম পায় নাই। তার কারণ ফলন বেশী হয়েছে। বিক্রীর জায়গা নেই। কাজেই তাদের পোষায় না। আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করব যে প্রত্যেক সাবডিভিশনেই যেন সংরক্ষণের জন্য সরকার এইরকম কাজ করে যাতে নাকি টমেটো সংরক্ষণ করা যায় বা আলু সংরক্ষন করা যায়। যেমন আমি বলব উদয়পুরে অত্যধিক আনারস হয়। আস্তে আস্তে আনারসের চাষ কমে যাচ্ছে। তার কারণ সেখানে চাষীর বা কৃষকরা আনারসের দাম পায় না। আমি হাউসকে অনুরোধ করব যে উদয়পুরে আনারস সংরক্ষণের জন্য অন্ততঃ একটা কারখানা তাড়াতাড়ি যেন করা হয়। তাছাড়া তারা মহাজনী আইন সম্বন্ধে বলেছেন। এই সম্বন্ধে আমি বলব যে, বোম্বের যে আইনটা আছে, ত্রিপুরা বিধান সভায় এটা যেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বদল করা হয়। আইন ঠিকই চালু আছে। আমি দেখেছি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যে মহাজনরা এই পলিসিতে যাচ্ছে না, অন্য পলিসিতে যাচ্ছে এবং গ্রামের কৃষকরা, আদিবাসী ভাইয়েরা এখনও তাদের থেকে মুক্ত হতে পারে নাই। তার কারণ আমি দেখেছি গজেন্দ্রনগর, সগরিয়া বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসী ভাইয়েরা এদের কাছেই যেন সমস্ত বিকিয়ে দিয়েছে। তার কারণ যখন অভাব পরে তখন টাকার বিনিময়ে ধান হাওলাত দিয়েছে বা ধান নেওয়ার সময় টাকাটা দিয়ে দিতে হয়। ঠিক এই ভাবে তারা পলিসি করে

আমাদের আইনের মধ্যেও পড়ে না। তাই এই আইনকে পরিবর্ত্তন করে নুতন আইন যেন চালু করা হয়। তাতে যদি দেরী হয় তাহলে আমি বলেছি যে গাঁও সভার মাধ্যমে বা সমবায়ের মাধ্যমে ওদের যেন সাহায্য করা হয়। আমার মনে হয় তাতে বেশী টাকা লাগে না। এক একটা আদিবাসী, আমি হিসাব করে দেখেছি ১০০, ১৫০ বা ২০০ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। কিন্তু দুইশ টাকা নিয়ে ৫০০, ৭০০ বা ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত দিয়েছে। তবুও তারা মুক্ত হতে পারেনি। এইরকম যেখানে কিছু সমাজদ্রোহী বা কালোবাজারী আছে তাদের আমরা আইনের মধ্যে পাচ্ছি না। আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই শোষন থেকে কৃষক ভাইয়েরা, আদিবাসী ভাইয়েরা যাতে মুক্ত হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করাহয়।

আমি সমবায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই কথাই বলব যে সমবায় আইনটাকেও যেন পরিবর্ত্তন করা হয়। কারণ আমি দেখেছি যে এক্জিকিউটিভ কমিটির উপর সবই নির্ভর করে। তাদেরকে কণ্ট্রোল করবার জন্য আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্ট লেভেলে তাদের উপর কোন চেকিং নাই। আদিবাসী ভাইয়েরা এই সম্বন্ধে কম বুঝে এবং আমার মনে হয় গ্রামের বাঙ্গালী লোকেরা ও সমবায় আইন কানুন সম্বন্ধে এতটা বুঝে না। তাই এই আইনটাকে পরিবর্ত্তন করে যাতে ত্রিপুরার মঙ্গল হয় সেজন্য আমি এই প্রস্তাব রাখছি।

আমি পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই কথাই বলব যে পঞ্চায়েত ইলেকশন আমার সাবডিভিশনে বা বিভিন্ন সাবডিভিশনে বোধ হয় আড়াই বছর, তিন বছর বা চার বছর হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের হাতে কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। তাতে পঞ্চায়েতের মেম্বার বা প্রধান, সরপঞ্চ তারাও বলছে "আপনারা কি করলেন আমাদের তো গ্রামের লোকেরা বিরক্ত করে, জ্বালাতন করে। অথচ আমরা তো কিছু করতে পারছিনা" আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব আইন মত পঞ্চায়েতের যে অধিকার পাওয়ার কথা এটা যেন তাড়াতাড়ি চালু করা হয়।

বিশেষ করে আমি স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলব আমার ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল' এর দিক দিয়ে উন্নতি অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে দেখছি। আমার বিরোধী দল বলেছেন যে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট বা স্বাস্থ্য বিভাগ কি করেছে? কি করেছে তার দৃষ্টান্ত আমি কয়েকটি দেব। তারা যদি চোখ খুলে দেখেন, দেখতে পাবেন প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে হাসপাতাল হয়েছে, প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হয়েছে, এবং ডিসপেন্সারী হয়েছে। তবে কথা হচ্ছে আরও হওয়া দরকার এটা আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে। ডাক্তারের অভাব হলেও আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে যদি আমরা বাইরের লোক না পাই অন্ততঃ আমাদের দেশে যে সমস্ত কম্পাউণ্ডার আছে, ডাক্তার আছে, তাদের অন্ততঃ বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে সে ভাবে ট্রেনিং দিয়ে যাতে আনা হয়। কারণ বাইরের ডাক্তার এখানে থাকতে চায়না। আমরা দেখেছি তারা আসে এবং কিছু দিন চাকুরী করে চলে যায়। উদয়পুরে একটা এক্সরে মেশিন আছে, তাতে আমরা খুব উপকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু কয়েক মাস ধরে

এক্সরে সেখানে হচ্ছেনা, কারণ ডাক্তার নাই। তাছাড়া আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে আমাদের হাসপাতালে আমরা যে রোগীকে রেশন দিয়ে থাকি সেটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। কি ভাবে দেওয়া হয় আমি জানি না, কেন না দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পরও যদি আগের মত প্রত্যেক রোগী পিছু দুই টাকা ধরা হয়ে থাকে সেই টাকায় এখন আর কুলোচ্ছেনা এটা আমি বলতে পারি। কি করে কুলোচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি বলব। উদয়পুর সম্পর্কে আমি বলব। আমার বাড়ীর সামনেই ডাক্তারখানা। টেণ্ডার একটা কল করা হয়। লোয়েষ্ট টেণ্ডারারকে সেই কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার বাবুকে যে এই লোককে কেন আপনারা সাপ্লাই করতে বলেন। সে যখন মাল সাপ্লাই ঠিক মত দেয়না, মাছ দেয়না, মাংস দেয়না যেটার দাম বেশী সেটাই সে সাপ্লাই দেয়না, তখন তাকে কেন সেটার ভার দেওয়া হয়। তখন ডাক্তারবাবু বললেন আমরা কি করব সেক্ত লোয়েস্ট টেণ্ডারার তা ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। এই যদি হতে থাকে, যার ডিম দরকার সে ডিম পাবে না, যার মাংসের দরকার সে মাংস পাবে না। কারণ এক টাকা কি পাঁচসিকা যদি কে, জি ধরা হয়ে থাকে তাহলে সেই দামে সে মাংস সাপ্লাই দিতে পারবেনা, সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে কমার্শিয়াল মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব এটা যেন দেখেন। কারন রোগীর সবচেয়ে আগে দরকার পথ্য এবং তার সুচিকিৎসার দরকার। ঔষদের কথা বলতে গেলে আমার মনে হয় আমরা ঔষধ পাই, কিন্তু তাও বোধ হয় সরকারের একটা নিয়ম আছে যে অমুক ফার্ম্ম থেকে আনতে হবে এবং এটা আনতে গেলে এখানে হয়ত অসুবিধা আছে। এটা দেখে আমার যতটুকু মনে হয় টেণ্ডার সিষ্টেম করে যে কোম্পানীকে লোয়েস্ট মনে হয় তাকে যদি দেওয়া হয় তাহলে ঔষধগুলি হয়ত আমরা ত্বরায় পাব। তার কারণ হয়ত একটা ধরাবান্ধা কোম্পানী থেকে আনতে হয় গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ মত। তারা হয়ত বিভিন্ন জায়গায় মাল সাপ্লাই দেয়, কাজেই তাদের পক্ষে হয়ত তাড়াতাড়ি মাল সাপ্লাই দেওয়া অসুবিধা হতে পারে। আমি বেশী কথা বলব না। ভেটিরিনারী সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। ভেটিরীনারী ডিস্পেনসারী উদয়পুরে একটা আছে। সেখানে ডাক্তার আছে, কেরানী আছে, সবই আছে। কিন্তু তাদের থাকার জায়গা এখন পর্যন্ত হয় নাই। তার কষ্ট পায়, কেউ থাও কারও বাড়ী ভাড়া পায়না হয়ত অনেকে মেসে থাকে আমি দেখেছি যে অনেকটা জায়গা গভর্ণমেণ্ট বহুকাল আগে এ্যাকুয়ার করে রেখেছে, সেই জায়গাটা খালি পড়ে আছে অথচ সেখানে যদি তাদের পাকার ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয় তবে তারা থাকতে পারে। হাসপাতালও সর্ব্বক্ষণ দেখাশুনা করতে পারে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন আজকে বাজেট আলোচনা করি তখন সেটা হল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর, অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ মাস চলছে। অতএব তিনটি পরিকল্পনা শেষ করে চতুর্থ পরিকল্পনায় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে হিসাব করতে হবে তিন তিনটি পরিকল্পনায়

ত্রিপুরার যে পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে, তার ফলে ত্রিপুরার উন্নতি বা অগ্রগতি কতখানি হয়েছে, তার হিসাব নিকাশ করে আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাব। আমরা গত তিনটি পরিকল্পনায় কত টাকা খরচ করেছি তার একটা হিসাব আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি শুধু প্ল্যানের টাকাটা বলব, ননপ্ল্যানের টাকাটা নয়। ফার্ষ্ট প্ল্যানে আমাদের খরচ হয়েছে এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ, সেকেণ্ড প্ল্যানে আমরা খরচ করেছি আট কোটি একানব্বই লক্ষ এবং থার্ড প্ল্যানে আমরা খরচ করছি চৌদ্দ কোটি আঠার লক্ষ টাকা। তাহলে মোট আমাদের দাড়াল পঁচিশ কোটি টাকা, আমি ফ্র্যাকশনগুলি বাদ দিলাম। তিনটি পরিকল্পনায় শুধু প্ল্যানে পঁচিশ কোটির উপর টাকা আমরা ত্রিপুরাতে খরচ করেছি। ননপ্ল্যান তার পাশাপাশি রয়ে গেছে। যদি পনের বছরে আমরা গড়ে নয় কোটি করে টাকা খরচ করে থাকি তাহলে ১০৪ কোটি টাকা ননপ্ল্যানে তিনটি প্ল্যান পিরিয়ডে আমরা খরচ করেছি। তাহলে আমাদের হিসাব গিয়ে দাড়ায় যে তিনটি প্ল্যানে আমরা ১৫৯ কোটি টাকা ত্রিপুরাতে খরচ করেছি। অতএব প্রত্যেক বৎসর গড়ে দশ কোটি টাকা গত পনের বছরে আমরা খরচ করেছি। একটা ইউনিয়ন টেরিটোরীর মধ্যে দশ কোটি করে যদি প্রতি বৎসর খরচ করে থাকি সেটা নগণ্য নয়। সেটা পর্য্যাপ্ত কিনা, সেটা নিয়ে সেখানে তর্ক বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে সেটা যে নগণ্য নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৫৯ কোটি টাকা খরচ করার পর আমাকে দেখতে হবে যে ত্রিপুরার কোন সমস্যার সমাধান তারা করতে পেরেছেন কিনা। যদি না করতে পারেন তাহলে কেন করতে পারেননি, আজকে সেই কৈফিয়ত আমি তাদের কাছে চাইব, তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করব যে আজকে ত্রিপুরাতে এই তিনটি পরিকল্পনায় ১৫৯ কোটি টাকা খরচ করার পর, তার যে খাদ্য, তার যে কৃষি, তার বেকার সমস্যা তার শিক্ষার কোনটার সমাধান আমরা করতে পেরেছি এবং কেন পারিনি? আমাদের খাদ্যের অবস্থা কি। তিনটি পরিকল্পনায় এত কোটি টাকা খরচ করার পরও আমাদের খাদ্য সংকটের কি সমাধান হয়েছে? আজকেও তা হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় চাউলের দাম ৭০ টাকায় পৌঁছেছে এবং তার উপর আগরতলায় চাউলের দাম ৪০ টাকা, বিশ্রামগঞ্জ ৪০ টাকা, তেলিয়ামুড়ায় ৪০ টাকার কাছাকাছি। কেন এত কোটি টাকা খরচ করার পরও আজকে খাদ্য সংকট এত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে? এই জন্য টাকা যেভাবে খরচ করা দরকার—আন্তরিকতা বা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে টাকা সৎভাবে খরচ করা উচিত ছিল, সেভাবে খরচ করা হয়নি, টাকা অপচয় হয়েছে, টাকা দিয়ে স্বজন পোষণ হয়েছে, সেই টাকা যে কনস্ট্রাকটিভ আউটলুকে খরচ করা প্রয়োজন, সেভাবে খরচ না করে পলিটিক্যাল আউটলুকে খরচ করা হয়েছে, দল বৃদ্ধি করার কাজে খরচ করা হয়েছে। টাকা আসছে, টাকা বিলি করা হচ্ছে, সেই টাকাতে কাজ হল কি না হল সেটা দেখার প্রয়োজন কেউ মনে করেন নি। আমাদের ত্রিপুরায় কত ল্যাণ্ডলেস পেজেন্ট আছে। তার সংখ্যা ৩২,৯১২ এবং তার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে ছাড়া কমছেনা। তা বাড়ছে কেন? আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি। সমাজতন্ত্রের কোন পাতায় একথা লেখা আছে যে আমরা ক্রমশঃ প্ল্যানের পর প্ল্যান

করব, টাকার পর টাকা খরচ করব আর দিনের পর দিন ল্যাণ্ডলেস peasants এর সংখ্যা বাড়বে? সেই ল্যাণ্ডলেস পেজেন্টের অবস্থা কি, সেটা আমার বলবার প্রয়োজন নেই, সেটা সেন্সাস রিপোর্টে আছে—Census Report of India Tripura, Part VI, page 29. সেখানে কি বলেছেন, তারা বলেছেন—

Landless people are merely Struggling for existance. They are always under the clutches of Mahajan and money lenders and have no life in the real sense and no hope for future and not even dream for better life. Census Report of India, Tripura, Part VI, page 29, 1961 Census-এ আছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে তারা বলেছেন, এই যে ভূমিহীন কৃষক, তাদের প্রকৃত জীবন নাই, ভবিষ্যত নাই, মহাজনের কাছে গিয়ে তারা ক্রমশঃ তাদের মুঠোর মধ্যে যেয়ে পড়ছে এবং ক্রমে তার শোষিত হচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয়, তিন তিনটি পরিকল্পনায় আমরা আমাদের কোন্ সমস্যার সমাধান করলাম? কেন আজকে ভূমিহীনরা এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে? আমাদের কৃষি ডিপার্টমেন্ট আছে, আমরাও খুব কৃষির কথা বলে থাকি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আছে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং কৃষিখাতে কম টাকাও খরচ হয়নি? কৃষিখাতে গত তিনটি পরিকল্পনায় কত টাকা খরচ করেছি? আমরা ফার্ষ্ট প্ল্যানে খরচ করেছি ৪'২৯০ টাকা, সেকেণ্ড প্ল্যানে খরচ করেছি ২৭,১৩০ টাকা, থার্ড প্ল্যানে খরচ করেছি ৪১'১৩৩ টাকা। অতএব তিনটি প্ল্যানেতে আমরা কত টাকা খরচ করলাম, শুধু প্ল্যানে ৭২'৫৫৩ টাকা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—তিনটা প্ল্যানে ৭২ লাখ টাকা খরচ করার পরেও আজকে কৃষকের এই অবস্থা কেন? স্কীমের তো কোন অন্ত নাই। বহু স্কীম আছে এগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেন্টের। তার ডেমনষ্ট্রেশান পারপাসের জন্য ১০টা স্কীম আছে, এগ্রিকালচার্যাল স্কীমের জন্য ননপ্ল্যানে ৭৩টা স্কীম আর প্ল্যানে আছে ৪৯টা স্কীম। ১০২টা স্কীম। ডিপার্টমেন্টের তো স্কীমের অন্ত নাই। প্রত্যেকটা স্কীমের জীপ গাড়ী আছে, তার ট্রেলার আছে, অফিসার যাচ্ছেন, আসছেন কোন কিছু ত্রুটি হচ্ছে না. প্ল্যানের টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু যেখানে টাকাটা খরচ করা দরকার, যাদের জন্য টাকাটা খরচ করা হচ্ছে তাদের উন্নতি হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কেন আজকে তিনটা প্ল্যানে শুধু প্ল্যানে কেন নন-প্ল্যানেও তো আরও অনেক টাকা খরচ করা হয়ে গেছে। শুধু তিনটা প্ল্যানে ৭২ লাখ টাকা খরচ করার পরেও আজকে কৃষকের ঘরে ঘরে হাহাকার কেন? কেন তারা খেতে পারছে না, কেন মানুষ আজকেও না খেতে পেয়ে মরছে? তার জবাবটা কে দেবে?

আমাদের ইরিগেশন ডিভিশন আছে। সেখানে কি খরচ আমরা করছি তিন তিনটা প্ল্যানে? ফার্ষ্ট প্ল্যানে ইরিগেশনে আমাদের কোন টাকা বরাদ্দ ছিল না। সেকেণ্ড প্ল্যানে কি হল? সেকেণ্ড প্ল্যানে আমরা ইরিগেশনে ৫'৩৩৫ লাকস্ অব রুপিজ খরচ করেছি। থার্ড

প্ল্যানে ২৪'৯৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হল। টোটেল কত দাঁড়াল? ৩০'৩১৫ লক্ষ টাকা, দুটো প্ল্যানে খরচ করা হল ইরিগেশনের জন্য। ইরিগেশনের ফলে এখন আমরা জমি কতদূর পেয়েছি, ইরিগেটেড অ্যারিয়া? টেকনো ইকনমি সার্ভে বলেছিল, সেই ৬১এর কথা টোটেল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যারিয়ার ৩'২ পারসেণ্ট হচ্ছে আমাদের ইরিগেটেড অ্যারিয়া। আমাদের ইরিগেটেড ডিভিশন কি বলেছে? গত সেসনে একটা কোয়েশ্চেনের অ্যানসারে পেয়েছি যে গত ৫ বছরে যতগুলি মাইনর ইরিগেশন স্কীম আমরা করেছি তার ফলে ৪৪৫ একর জমিতে আমরা মাত্র জলসেচ দিতে পেরেছি। তাহলে ৫ বছরে সমস্ত মাইনর ইরিগেশন স্কীম ইম্পলিমেণ্ট করে মাত্র ৪৪৫ একর জমিতে জলসেচ তারা দিতে পেরেছে। তাহলে কি তারা পেল? এই কথা গভর্ণমেণ্ট বলতে পারেন যে এক সময় কিছুই ছিল না। আজকে তো আমরা ৪৪৫ একর করেছি। তার পেছনে কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কত লক্ষ টাকা খরচ করার পর আজকে ৪৪৫ একর জমিতে জলসেচ হয়েছে, ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করার পর। এটাকি উন্নতি না অবনতি? এটাকি অর্থের অপচয় না আর কিছু। অর্থের অপচয় যদি এইভাবে না হয় তাহলে আর কিভাবে হতে পারে? তারা পাম্পিং সেটের কথা বলে থাকেন। পাম্পিং সেট তারা অনেক এনেছেন। পাম্পিং সেটের কথা টেকনো ইকনমিক সার্ভে বলেছে। লিফট ইরিগেশন পাম্প—তাতে ৮টি পাম্পের তারা গত বছরে লিফট ইরিগেশনের ওয়ার্কস্ কমপ্লিট করেছেন—সেই কাজগুলি কমপ্লিট করতে গিয়ে তাদের ৮৬,৭১০ টাকা খরচ করা হয়েছে। কত একর ল্যাণ্ড ইরিগেটেড হয়েছে? না, ১৮ একর জমিতে জলসেচ দিতে গিয়ে আমাদের খরচ করতে হয়েছে ৮৬ হাজার টাকা। এটাকি উন্নতির কথা। এটাকি অর্থের অপচয় নয়? অর্থের অপচয় এর চেয়ে আর কিভাবে হতে পারে? ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট আছে, সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আছে, কিন্তু ইরিগেশন হয়নি এবং ইরিগেশন ডিভিশন সম্পর্কে এষ্টিমেট কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে এ্যাচিভমেণ্ট ইজ ডিপ্লোরেবল। সাফল্যটা অত্যান্ত বেদনাদায়ক। সেখানে তারা দেখিয়েছেন যে কিভাবে লাখস্ অব রুপিজ খরচ করে একটা ইরিগেশন স্কীম একটা ইরিগেশন পাম্প কমপ্লিটলী ড্যামেজড হয়ে গেছে। তারা দেখিয়েছেন যে ফুলছড়ি জলসেচ কমপ্লেক্সে কম্পলিশান করার পর সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। আবার সেটাকে রিপেয়ার করতে হয়েছে এবং ৩৮ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। এইরকম একটার পর একটা বাঁধ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে অধিকাংশ বাঁধ তারা কম্পলিট করে রেখেছে কিন্তু পড়ে আছে পাবলিক নিচ্ছে না। কতগুলি ড্যামেজড হয়ে পড়ে আছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইরিগেশন ডিভিশনে যেভাবে টাকা খরচ করছি তার তুলনায় ইরিগেটেড ল্যান্ড আমরা পাই নি। কোন কিছুই সেখানে হচ্ছে না এবং ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করার পর যদি মাত্র ৪৪৫ একর ল্যান্ড আমাদের ইরিগেটেড হয় তাহলে সেখানে ইরিগেশন ডিভিশন কিছু করছে এইকথা আমি মানতে রাজী নয়। আজকে আমার কাছে বড় সমস্যা হচ্ছে এ্যাগ্রিকালচার। এ্যাগ্রিকালচারে আমরা কি করতে পেরেছি বা পারি নাই তার উপর নির্ভর ত্রিপুরার সবকিছু। কারণ আমাদের ত্রিপুরা হচ্ছে ম্যানলী একটা

এ্যাগ্রিকালচ্যাল টেরীটরী। সেখানে কৃষকদের উন্নতি অবনতির উপর ত্রিপুরার এ্যাগ্রিকালচারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমরা দেখব যে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট এবং ইরিগেশন ডিভিশন থেকে এই টাকা খরচ করবার পর তাদের টোটেল প্রডাকশন বেড়েছে কিনা। টোটেল প্রডাকশন কিছু বেড়েছে শুধু জমি বেশী আবাদে হয়েছে বলে। বিভিন্ন কারণে একটু জমি বেড়ে চলেছে, ট্রাইবেল কলোনী করা হয়েছে, উদ্বাস্তু কলোনী করা হয়েছে এই জন্য। খারাপ হউক ভাল হউক কিছু কিছু জমি আবাদ হচ্ছে। তবে টোটেল প্রডাকশনটা খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু টোটেল প্রডাকশনটা বাড়ছে কি বাড়ছে না সেটা আমাদের কাছে বড় কথা নয়। তা দিয়ে একটা কান্ট্রি ডেভেলাপ্‌ড হল কি হল না সেটা বোঝা যায় না। বুঝার সেই দিয়ে যে তার ইল্‌ড পার একর বাড়লো কি বাড়লো না। পার একর ইলড বেড়েছে কি বাড়েনি তা দিয়ে আমাদের ডেভেলাপমেণ্ট বুঝতে হবে। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি যে পার একর ইল্‌ড আমাদের কি এখন এসে দাঁড়িয়েছে। যতদূর আমরা সরকারী হিসাব পেয়েছি পার একর ইল্‌ড ৬১-৬২তে ছিল ১৫.৬২, ৬২-৬৩তে সেটা এসে দাড়ালো ১৫.৫২, ৬৩-৬৪তে সেটা কমে এসে দাঁড়ালো ১৫.৪০তে তাহলে আমাদের হল কি? না, পার একর ইল্‌ড প্রতি বৎসর কমে আসছে। ৬১-৬২তে যেটা ছিল ১৫.৬২ সেটা ৬৩ ৬৪তে তা এসে দাঁড়ালো ১৫.৪০ এ [illegible] তাহলে এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে, যে এত ক্রোরস অব রূপিজ খরচ করা হল তাতে পার একর ইল্‌ড না বেড়ে কমলো কেন? সেই জবাবটা আমাকে কে দেবে যে এত টাকা খরচ করার পরে আমার পার একর ইল্‌ড কমে গেল কেন? সব দোষ শুধু এখানে দিলে চলবে না। মানুষের হার বাড়ছে এই কথা বললে চলবে না। মানুষের হার তো সেই হারে বাড়ছে না। সে কথা এখানে আসে না। এইকথা আজ স্বীকৃত যে প্রডাকশন অব ফুড যে হারে বাড়ছে সেই হারে মানুষের জন্ম হার বাড়ছে না। তার কম বাড়ছে। কাজেই বিতর্কে আমাদের এখানে আসার দরকার নেই। সেটা এখন থাকুক কাজেই আমরা এটা দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে এত টাকা খরচ করার পরও আমাদের পার একর ইল্‌ড যে পরিমাণ হওয়ার কথা সেই পরিমাণ তো হচ্ছেই না বরং আরও কমে যাচ্ছে।

টেকনো ইকনমিক সার্ভে ত্রিপুরাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিল যেমন হাইলি প্রডাকটিভ জোন—সদর, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর এবং ধর্মনগর, প্রডাকটিভ জোন—নর্থ এণ্ড সাউথ, উদয়পুর, সোনামুড়া, বিলনিয়া এবং লো প্রডাকটিভ জোন—অমরপুর এবং সাবরুম, এইত যে তারা সমগ্র ত্রিপুরাকে তিনটি জোনে ভাগ করেছিলেন, ভাগ করে তারা বলেছিলেন কোথায় কোথায় ধান হতে পারে, কোথায় কোথায় কটন্ হতে পারে, কোথায় কোথায় সুগার কেন্ হতে পারে, তার একটা প্ল্যান তারা দিয়েছিলেন কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সেটাকে ফলো করার প্রয়োজন মনে করেননি এবং ফলে কি হয়েছে, যে তারা খুশীমত তা করেছেন। কোন প্ল্যান তারা রাখেন নি এবং প্ল্যান না রাখার ফলে যে যেখানে যা খুশী কৃষকেরা ফসল করেছে এবং তার

ফলে প্রডাকশন ফল করেছে। খোয়াই, ধর্মনগর—যে ধর্মনগরকে বলা হত শস্যের একটা ভাণ্ডার সেই ধর্মনগরে আজ প্রডাকসন ফল করেছে। কমলপুরের রাইস প্রডাকসন ফল করেছে খোয়াই রাইসের প্রডাকসন ফল করেছে। কেন করল, কারণ টেকনো ইকনমিক সার্ভে, তারা এক্সপার্ট পার্সন্যাল, তারা সয়েল দেখে বলেছিলেন যে কোন সয়েলে কি রকম প্যাডি বা কি রকম আদার ফুড গ্রেন্স হতে পারে, সেই দেশেতারা রিকম্যানডেশন দিয়েছিলেন, সেটাকে অবসার্ভ করার প্রয়োজন ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মনেকরেন নি। তারা খুশীমত কাজ করেছেন এবং ফলে যেসব জায়গায় ভাল ধান হত, ভালফসল হত, ভাল কটন হত, ভাল সুগার কেইন হত, দেখনে আজকে তা হচ্ছেনা আমি দেখলাম ধর্মনগর প্রডাকসন ফল করেছে, কমলপুরে প্রডাকসন ফল করেছে, খোয়াইএ প্রডাকসন ফল করেছে টোটেল প্রডাকসন অব প্যাডি ফল করেছে। কৈলাসহরে তারা বলেছিলেন যে কটন খুব ভাল হতে পারে। ১৯৬১-৬২ সেখানে কটন হয়েছিল ১৪৮০ বেলস আর ১৯৬৩-৬৪ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪০০ বেলস্। কটনটা সেখানে কমল। অথচ টেকনো ইকনমিক সার্ভে বলেছিল ছিল যে কটন সেখানে হতে পারে, সেখানে জোর দেওয়া দরকার কিন্তু তা দেন নি, না দেওয়ার ফলে, কটনের প্রডাকশন ছাড়া অন্যকিছু সেখানে হয়েছে, কিন্তু কটনের প্রডাকসন সেখানে কমে গেল। সুগার কেইন ব্যাপারে কি হল, সুগার কেইন কৈলাসহর, ধর্মনগর, তারা বলেছিল এই দুই জায়গাতে সুগার কেইন খুব ভাল হতে পারে, কিন্তু সেখানে সেরকম উপযুক্ত স্টেপ্স না দেওয়ার ফলে সুগার কেইনের প্রডাকশন ১৯৬১-৬২তে ৩৪৪৪ টন (গুড় হিসাবে) হয়েছিল যেখানে, আর ১৯৬৩-৬৪'এ সেখানে হয়েছে ২৯১০ টন গুড়। অর্থাৎ প্রডাকশন সেখানে ফল করল। তাহলে এই সমস্ত সার্ভে করবার সার্থকতা কি। টেকনিক্যাল সার্ভে আসলেন, তারা একটা রিকম্যান-ডেশন দিলেন যে কোথায় কোথায় প্যাডি হতে পারে, কোথায় কোথায় সুগার কেইন হতে পারে, কোথায় কটন হতে পারে তারা আমাকে ভাগ করল, তিনটি ভাগে, সেগুলি কোন কিছু অবজার্ভ করা হলনা। এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, বা মিনিষ্টি ব কেবিনেট তারা তাদের খুশিমত ফসল ছড়ালেন এবং খুশিমত ফসল হতে সুরু করল, আপনা আপনি এই রকম আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে এবং ফসল ফল করল। এক্সপার্ট ওপিনিয়নকে ইগনোর করার ফলেই আজকে আমাদের ফসল ফল করছে, কোন ডিপার্টমেন্ট তাদের কাজে এগুতে পারছে না। আমাদের কৃষকদের একথা বলা হয়ে থাকে বা অনেক সময় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বা যারা এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের হেডস আছেন তারাবলেন যে আমাদের ফসল'এর উৎপাদন কি করে বাড়বে, আমাদের কৃষকরা ফার্টিলাইজার ইউজ করেনা, তারা ফার্টিলাইজার ইউজ করতে জানেনা এবং যদি সার বা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার বা অন্যান্য সার আমরা ইউজ না করি তাহলে আমাদের প্রডাক-শন কি করে বাড়বে? কিন্তু একটা কথা তারা জানেন না যে কৃষকের যদি ফার্টিলাইজার ইউজ করে এবং তখন যদি বৃষ্টি না হয় বা জল না আসে তখন সেখানে যদি ইরিগেশনের ব্যবস্থা না থাকে তাদের অবস্থা কি সাংঘাতিক হয়ে দাড়ায়, তাদের ফসল কমপ্লীটলি ডেমেজড হয় এবং

তারা হয় ওয়াষ্ট´ সাফারার এবং এটা শুধু আমার কথা নয়, National Committee of Applied Economic Research এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, পত্র পত্রিকা যারা দেখেন তারা দেখেছেন যে তারা বলেছেন :—

If the price of production falls at the harvest time, or if there is no rain fall, or if the irrigation facilities do not become available or the crops are affected by pests, the fertiliser users might be worst sufferer than the non-user of fertiliser. জলসেচ যদি না হয়, পেস্ট থেকে যদি প্রটেকশন না পায়, বা যদি ড্রট হয়: যদি প্রাইস ফল করে তাহলে ফার্টিলাইজার ইউজ যারা করছে, যারা সার ইউজ করছে তারা হবে ওয়ষ্ট সাফারার দ্যান দি নন-ইউজার অব দি ফার্টিলাইজার। তাহলে এই যদি কনডিশন হয়ে থাকে এবং এই যদি একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেখতে হবে আমাদের ত্রিপুরাতে কৃষককে জলসেচের কতখানি ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পেরেছি, তারপর আমরা কৃষককে বলব যে তোমরা ফার্টিলাইজার ব্যবহার কর।

সেটুকু ব্যবস্থা না করে যদি আমরা গিয়ে কেবল তাদের ধমকায়, তাদের কাছ থেকে কৃষি ঋণ নেওয়ার সময় টাকা কেটে রেখে ফার্টিলাইজার তাদের কাধে চাঁপিয়ে দিই, তাহলে গভর্ণমেণ্টের কোটা পূর্ণ হতে পারে যে আমরা এত ফার্টিলাইজার এনেছিলাম এবং ডিষ্ট্রীবিউট করেছি. কৃষকরা সেই ফার্টিলাইজার নিয়েছে, তাদের কোটা ফিলড আপ হতে পারে, কিন্তু প্রডাকশন তাতে বাড়বেনা। বাড়তে পারেনা. প্রডাকশন বাড়বার পদ্ধতি এটা নয়। কাজেই এইসব দিকগুলি আজকে আমাদের মনে রাখা দরকার যে কৃষি বা ইরিগেশন ব্যাপারে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যে টাকা খরচ করেছেন তার তুলনায় তার এচিভমেণ্ট নাথিং। আমি দেখিয়েছি তার আগে যে এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে আমরা কত টাকা খরচ করেছি। ৭২ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে ফর ক্যাপিটেল আউট লে ফর দি প্ল্যান। আর ইরিগেশন প্ল্যানে খরচ হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। ৭২ লক্ষ এবং ৩০ লক্ষ মিলে প্রায় ১০০ লক্ষেরও বেশী টাকা সেখানে খরচ হয়ে গেছে কিন্তু উন্নতি কিছু হয়নি। সেখানে কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন আজ পর্যন্ত হয়নি। আমি আমার আলোচনার মধ্যে দেখিয়েছি যে সাধারণ কৃষক, গরীব কৃষক মহাজনের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়ে কি করে আরও গরীব হচ্ছে. যদি আমরা ত্রিপুরার ডেভলাপমেণ্ট চাই, উন্নত করতে চাই তাহলে কৃষকদের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে। কিভাবে পরিবর্ত্তন করতে হবে সেটার আলোচনা করার প্রয়োজন এখানে নাই, এই আলোচনা এই একতিয়ারের বাইরে। কারণ মহালনবিশ কমিটি বলে দিয়ে গেছেন যে কোথায় তার গলদ, কিভাবে বিগ বিজনেসম্যানরা বা বিগ ক্যাপিটালিষ্টরা সমস্ত মার্কেটকে

কণ্ট্রোল করছে। ইদানিং কিছুকাল আগেও মনোপলি এনকোয়েরী কমিশন বলেছেন যে ইণ্ডিয়ার মনোপলি ক্যাপিটালিষ্টরা ডিষ্ট্রিবিউশন অব প্রডাকশন কণ্ট্রোল করে রেখেছে এবং তারা এণ্টায়ার মার্কেট কণ্ট্রোল করছে। তারা খুশিমত বাজার দর চড়াচ্ছে, খুশিমত বাজার দর কমাচ্ছে। যদি আঘাত করতে হয় তাহলে এখান থেকে সুরু করতে হবে এবং যদি এখান থেকে সুরু করা না হয় তার কোন রিমেডি নাই, সেটা বন্ধ হতে পারে না। টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু সেখানে যে ফুটো আছে সেই ফুটো দিয়ে সব ঝরে পড়বে, কারও উন্নত হবে না, উন্নতি হতে পারে না। কাজেই সেখানে আঘাত করা প্রয়োজন। ঠিক সেখান থেকে যদি সুরু না হয় তাহলে এখানে আঘাত করে তার কোন প্রতিকার আমরা করতে পারব না। কাজেই সেখান থেকে সেই মনোপলি ক্যাপিটালিষ্টকে ছাঁট করে যদি ষ্টেট সেক্টারের দিকে এগিয়ে আমরা পাব্লিক কো-অপারেশন সেখান থেকে না নেই, যদি, সব কিছু অফিসারদের মধ্যে ছেড়ে না দিয়ে কেবল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ছেড়ে না দিয়ে, বুরোক্রেসীর উপর ছেড়ে না দিয়ে, পাব্লিক কো-অপারেশন নেওয়া হয় তাহলে এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। তা-না-হলে পরে গভর্ণমেণ্ট যদি নির্ভর করেন অন বুরোক্রেটিক অপারেশন'এর উপর উইদাউট এনি পাব্লিক কো-অপারেশন, তাহলে আমরা বর্ত্তমান পরিস্থিতির কোন উন্নতি, কোন ডেভলাপমেণ্ট করতে পারব না। আমি দেখেছি যে এই তিনটি পিরিয়ডে কৃষকদের অবস্থা কি রকম হয়ে দাড়িয়েছে। আমি তার আরেকটা উদাহরণ এখানে দেব যে আমরা দেখছি কৃষকরা যে দাদন নিয়েছিল, কৃষি ঋণ নিয়েছিল বা অন্য লোন নিয়েছিল সেই লোনের টাকা অভাবের দরুন তারা ফেরত দিতে পারে নাই। নিয়েছিল টাকা যখন ঠেকেছিল, তারপর ফেরত দেওয়া আর তাদের সাধ্যে কুলায়নি, ফলে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করতে হয়েছে, ক্রোক করে তাদের সেই টাকা আদায় করতে হয়েছে। এই রকম আপটু ১৯৬৪, ৫৫,২২৬টি ক্রোক হয়েছে। কাজেই একটা দেশে যদি ৫৫২২৬টি ক্রোক করা হয়ে তবে সে দেশের কৃষকের কি রকম অবস্থা সেটা বক্তৃতা করে জানিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

তিনটা পরিকল্পনার পরও কৃষকের অবস্থা কি অবস্থায় পৌছেছে সেটা আর বেশী করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। কাজেই আজকে আমি তাদের আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এত কোটি টাকা খরচ করার পরেও, এই প্ল্যান হওয়ার পরও, তিনটা পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরেও আজকেও খাজনা আদায়ের জন্য, তার কৃষি ঋণ আদায়ের জন্য, সম্পত্তি ক্রোক করতে হয় কেন? কৃষকের অবস্থা আজকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় গিয়ে পৌছলো কেন? তার জবাব আমরা সরকারের পক্ষ থেকে পেতে চাই। আমি আশা করব মন্ত্রীমণ্ডলী তার একটা জবাব দেবেন যে কেন তিনটা প্ল্যান শেষ হওয়ার পরেও, এতগুলি টাকা খরচ হওয়ার পরেও কৃষকেরা ক্রমশ: আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে। আমরা জানি যে ত্রিপুরার কৃষকের যে ঋণের বোঝা পূর্বভারতের আর কোথাওএত ঋণের বোঝা নেই। প্রায় প্রতিটি ফ্যামিলি ৩০০ টাকার উপর ঋণ নিয়ে রেখেছে। প্রতিটি কৃষক ফ্যামি-

জিতে ঋণের পরিমাণ হচ্ছে গড়ে ৩০০ টাকা এবং সেই ঋণ সে কোন দিন শোধ করতে পারছেনা। তার বংশ পরম্পরায় সে ঋণ বয়ে চলেছে এবং তার পর তার সুরবস্থাতো আছেই। কাজেই এই যে একটা অবস্থায় আমরা তিনটা পরিকল্পনায় গিয়ে পৌঁছুলাম তার পরিবর্ত্তন যদি না করতে পারি তা হলে এই অবস্থার আমরা কোন পরিবর্ত্তন করতে পারব না।

আমি এর পর কমিউনিকেশন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব। আজকে আমরা যাই করিনা কেন, আমাদের ইনডাষ্ট্রির কথা আসুক, আমাদের যে কোন ডেভেলাপমেণ্টের কথাই আসুক সেখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা কমিউনিকেশনকে কতখানি ডেভেলাপ করতে পেরেছি। কারণ কোন ইনডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট, প্রাইভেট কনসার্ণ তার ক্যাপিটালকে খাটাতে এখানে আসবে না যদি সে দেখে যে সে তার মার্কেট পাচ্ছেনা, যদি মার্কেট সে না পায় তাহলে টাকা খাটিয়ে ব্যবসা করতে সে আসবে না। অথচ তিনটা পরিকল্পনা শেষ করার পরও আমাদের কমিউনিকেশন ডেভেলাপমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আজ পর্য্যন্ত আমরা সারা ত্রিপুরাতে একটা রোডকেও ন্যাশন্যাল হাইওয়ে বলে ডিক্লেয়ার করতে পারিনি। আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে একটা রাস্তাকেও আমরা অল ওয়েদার রোড বলে ডিক্লেয়ার করতে পারি নি। যে আসাম আগরতলা রোড নিয়ে আমরা এত গর্ব করে থাকি, এত মানুষকে দেখাই, সেই রোডকে পর্য্যন্ত আমরা অল ওয়েদার রোড বলে ডিক্লেয়ার করতে পারি নি। এটাকে এখনও ফেয়ার ওয়েদার রোড বলা হচ্ছে। আজকে তিনটা পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরেও বর্ষাকালে এক ডিভিশন থেকে অন্য ডিভিশনে ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আগরতলা টু সাব্রুম, আগরতলা টু বিলোনিয়া, আগরতলা টু উদয়পুর ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তিন তিনটা পরিকল্পনা যাওয়ার পরেও ক্রোরস্ অব রুপিজ ব্যয় করার পরেও কমিউনিকেশনের আজকে এই অবস্থা কেন? টাকা তো কম খরচ হয় নি। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। ফার্ষ্ট প্ল্যানে শুধু কমিউনিকেশনের আমরা খরচ করেছি ৬২'৬২ লাখ, সেকেণ্ড প্ল্যানে আমরা খরচ করেছি ৩৬০'১৪ লাখ, থার্ড প্ল্যানে আমরা খরচ করেছি ৪৪৩'৫২ লাখ। অর্থাৎ তিনটা প্ল্যানে ৮৬৫'৭২২ লাখ টাকা আমরা শুধু কমিউনিকেশনের এবং শুধু প্ল্যানে, আমি নন্‌প্ল্যানে যাচ্ছি না। নন-প্ল্যানে তো আরও অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। শুধু প্ল্যানে তিনটা পরিকল্পনাতে ৮,৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারপরও আমাদের কমিউনিকেশনের শুধু ডিভিশন টু ডিভিশন যাওয়া ছাড়া, যদি আমি বাইরে কোথাও যেতে চাই তাহলে গাড়ী নিয়ে যাওয়া যাবে না, এমনকি গরুর গাড়ী নিয়েও যাওয়া যাবে না। হেটে যেতে হবে! এই হচ্ছে কমিউনিকেশনের অবস্থা। এই অবস্থা হচ্ছে কেন? অবস্থাটা আরও সাংঘাতিক এই জন্য যে প্ল্যান বাজেটে টাকাটা বরাদ্দ করা হয় ঠিক সেই টাকাও তারা খরচ করতে পারেন না। সমস্ত প্ল্যানের হিসাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ৬৪—৬৫এর বাজেট বরাদ্দ ছিল ১,১৬ লাখ টাকা কমিউনিকেশনের জন্য শুধু তার অ্যাকচুয়াল খরচ হয়েছে ৮৬ লাখ। ১.১৬ লাখ যেখানে বরাদ্দ ছিল, খরচ হয়েছে ৮৬ লাখের কিছু বেশী। ৬৫—৬৬এ আমাদের বরাদ্দ ছিল প্ল্যানে ১.২০

লক্ষ টাকা এবং রিভাইজড বাজেট আমাদের খরচ দেখানো হয়েছে ৯৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বাজেট যে টাকাটা ধরা হয় ঠিক সেই টাকাটাও খরচ করা হয় নাই। টাকাটাই খরচ হয় কিন্তু রাস্তাটা হয় না। এই যে অবস্থাটা এটা শুধু প্ল্যান। এর পরেও তো বহু প্ল্যান আছে, নন-প্ল্যান আছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের স্কীম আছে, সোস্যাল ডেভেলাপ্‌মেন্ট স্কীম আছে, ব্লক ডেভেলাপ্‌মেন্ট স্কীম আছে, আরও বহু স্কীম আছে। সেই সমস্ত স্কীম দিয়ে আরও অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে। কত কোটী টাকা তার কোন হিসাব করা যাচ্ছে না। এত কোটী টাকা খরচ করার পরেও বর্ষাকালে এক ডিভিশন আর এক ডিভিশনে যাওয়া যায় না। তারপরেও বলতে হবে যে আমরা খুব উন্নতি করেছি। আমাদের এই টাকাটা যে আমরা খরচ করলাম, আমাদের সেই টাকাটা গেল কোথায়? কেন এত কোটী টাকা খরচ করার পরেও আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছি। প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরাতে কামউনিকেশনের কোন ডেভেলাপমেন্টই হয় নি। প্ল্যান পিরিয়ডে যে সমস্ত রাস্তা করার কথা থাকে প্ল্যান পিরিয়ডে সে সমস্ত রাস্তা করাও যায় না। সোনামুড়াতে যে সমস্ত রাস্তা করার কথা ছিল সে সমস্ত রাস্তা করা যায় নি। সেকেণ্ড প্ল্যান পিরিয়ডের রাস্তা এখনও চলছে। থার্ড প্ল্যান শেষ হয়ে যাচ্ছে এখনও রাস্তা কমপ্লিট করা হয়নি। সোনামুড়া—নিদয়া যে রাস্তা, সোনামুড়া বক্সনগর প্রভৃতি আরও বহু ডিভিশনের কথা বলা যেতে পারে যে সেকেণ্ড প্ল্যানে যে রাস্তা তারা ধরেছিলেন সেকেণ্ড প্ল্যান পিরিয়ড শেষ হয়েছে, থার্ড প্ল্যান পিরিয়ড শেষ, কিন্তু আজকেও রাস্তা করা হয় নাই। এটা কি যোগ্যতা না অপদার্থতা? যদি অপদার্থতা হয় সেটা কার অপদার্থতা? টাকাতো খরচ হচ্ছে। আমি দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে টাকা আসছে, সেই টাকা কতখানি সীমিত তা জানি না, কিন্তু টাকা আসছে, টাকাটা খরচও হচ্ছে। যে বাবতে খরচ হচ্ছে সেটা ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে, জিপ হচ্ছে, ট্রেলার হচ্ছে, এলাউন্স পাচ্ছেন, অফিসার আছে, ষ্টাফ আছে, বিলডিং হচ্ছে অফিসারদের জন্য, সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছেনা যে কাজের জন্য এই টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই কাজটুকু। সেই কাজটুকু বাদ দিলে আর সবটুকু হচ্ছে আমি দেখাতে চেষ্টা করব স্যার, এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ কত আর আমাদের কেপিট্যাল আউটলে কত। ইণ্ডাষ্ট্রি তে বাজেট হচ্ছে ২৪ লক্ষ টাকা। মেইনলীএটা একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট কস্ট্। আর তার কেপিট্যাল আউটলে কত? তার কেপিট্যাল আউটলে হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা। ফিগারে সময় আমার অনেক নেবে। দেখা যায় যদি আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি খুলি, এ্যাগ্রিকালচার খুলি, বা কোওপারেটিভ খুলি, দেখা যাবে যে এসটাব্লিশমেন্ট কস্ট কেপিট্যাল আউটলের চাইতে অনেক বেশী অর্থাৎ একটা অফিস মেনটেন করা হচ্ছে, তার কোন ভলিউম অব ওয়ার্ক নাই। ইরিগেশনটা দেখা যাবে যে এষ্টাব্লিশমেন্ট হচ্ছে তার মেজর, অলমোষ্ট ৮০ পারসেন্ট। কিন্তু তার কেপিট্যাল আউটলে নগন্য। কাজেই আমরা একটা এষ্টাব্লিশমেন্ট শো করে রেখেছি। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে, তার হেডস আছে, তার সবকিছু আছে, নাই খালি তার ভলিউম

অবওয়ার্কস এবং যার ফলে স্কীমওয়াইজ টাকা আসছে, খরচ হচ্ছে। কিন্তু যে ডেভেলাপমেন্ট হওয়ার কথা সেই ডেভেলাপমেন্ট সেখানে হচ্ছেনা। (রেড লাইট) আমাকে একটু সময় দিন স্যার।

আমাদের একটা ইণ্ডাষ্ট্রি ডাইরেক্টরেট আছে। সেই ইণ্ডাষ্ট্রিতে আমাদের কি পরিমান টাকা এসে গেছে এবং কি পরিমাণ খরচ হচ্ছে এবং খরচ করার ফলেও আমাদের ডেভেলা-পমেন্ট যে প্রকৃত পক্ষে কিছুই হয় নি আমি শুধু সেই টুকু দেখাবার জন্য এই ফিগারগুলি এখানে তুলছি এবং সেই টুকুরই আমি অ্যানসার চাই. অন্য অ্যানসার আমি কারো কাছে চাই না।

আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য লোন পাবলিককে কম দেওয়া হয়নি, বহু লোন দেওয়া হয়েছে, টোটাল এ্যামাউন্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন পেড, ১৭ লক্ষ টাকা। রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন থেকে ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে আরও বহু লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং আরও বহু হেডে, বহু রকম ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে সেখানে দেখি কোঅপারেটিভগুলি-ও নাই, সেই ইণ্ডাষ্ট্রিও নাই। যাদের লোনের টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই লোনও গেছে, ইণ্ডাষ্ট্রিও গেছে। অনেকে লোনের টাকা ফেরত দিয়েছে, অনেকে দেন নি। আমার প্রশ্নটা সেখানে নয়। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে লোন যে দেওয়া হল, সেটা কি ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য দেওয়া হল, না আর কোন পার্পাসে দেওয়া হলো না টাকাটা বিলি করার জন্য দেওয়া হল? টাকাটা আছে আমাদের স্কীমে, টাকাটা আমাদের বিলি করতে হবে কাজেই আমরা বিলি করে দিলাম। আমরা ইণ্ডাষ্ট্রী ডেভলা-পমেন্ট করার জন্য লোন দিয়েছি কিনা? কাজেই যদি দেখা যায়, তা হলে দেখা যাবে ইণ্ডাষ্ট্রী গ্রো, করাটা সেখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু টাকা আছে. টাকাগুলি খরচ দেখাতে হবে। প্ল্যান এবং বাজেটে আছে, আমাদের বাজেটের টাকা খরচ করতে হবে। কাজেই যেভাবেই হউক টাকাটা বিলি করে দিয়ে দাও, ডেভলাপমেন্ট হল কি হলনা, সেটা প্রশ্ন নয়। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দলের প্রশ্নও সেখানে আছে। আমরা যদি খুঁজতে যাই তা হলে দেখব যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এমন লোক লোন পেয়েছে যারা কংগ্রেস দলভুক্ত। আমি সেই বিতর্কে যেতামনা, যদি আমি দেখতাম যে কংগ্রেসের লোক নিয়েও সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি করেছে, তাহলে আমি মনে করতাম যে আমার ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে, কিন্তু তা হয়নি। দলের নাম করে, দলকে টিকিয়ে রাখবার জন্য লোনের টাকা বিলি করা হয়ে গেছে, লোন নিয়ে গেছে। কিন্তু লোন নেওয়ার পরইণ্ডাষ্ট্রি আর গ্রো করা হয় নি। তার টাকা আদায় করতে পেরেছেন কিনা গভর্ণমেন্ট তা আমরা জানিনা। কিন্তু যে টাকা সেখানে ছিল সে টাকা খরচ হয়ে গেল, ত্রিপুরার ডেভলাপমেন্ট বা উন্নতি কিছুই হল না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে আমাদের একটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং সেই ডিপার্টমেন্ট এডুকেশনের জন্য অনেক কিছু করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখি যে প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্র পড়তে পারেনা। তারা স্কুলে ভর্ত্তি হতে যেয়ে ভর্ত্তি হতে পারেনা, যারফলে অনেক ছাত্র, তার শিক্ষার

দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। গত বৎসর কয়েক হাজার ছেলে ভর্তি হতে না পেরে ফেরত গেছে এবং এই বছরও অনেক ছাত্র ভর্তি না হতে পেরে চলে গেছে। আমরা একথা শুনি যে আমাদের আগরতলায় নাকি অনেক ডেভেলাপমেন্ট হয়েছে এবং অনেক স্কুল কলেজ হয়েছে এবং অনেক উন্নতি করা হয়েছে, উন্নতির আর শেষ নেই। কিন্তু সেনসাস রিপোর্ট এই সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছেন, আমি সেটা এখানে পড়ে দিতে চাই। তারা বলেছেন যে —

'compared to density and congestion, growth of social and educational facilities and other amenities are not adequate in Agartala : (Social and Educational facilities, both.) Census of India, 1961, Tripura Part V, page 11.

কাজেই এই যে একটা অবস্থা চলছে, ছেলেরা শিক্ষা নিতে যাবে, শিক্ষা নিতে গিয়ে শিক্ষার যে দরজা, সেখান থেকে ফেরত আসবে, এর একটা অবসান হওয়া উচিত। আমাদের ত্রিপুরায় শিক্ষার পারসেন্টেজ হচ্ছে ২০, আর মনিপুরে হচ্ছে ৩০। এডুকেশনে আমরা গত দশ বছরে ৯ পারসেন্টেজ বাড়াতে পেরেছি এবং যদি আমরা এই হারে বাড়াতে থাকি তাহলে আমরা কবে যে আমাদের এডুকেশনে ডেভলাপড হব তার কোন ঠিক নেই। আমরা জানি যে আমাদের এখানে অনেক স্বর্ণশিল্পী, প্রায় ৬০১ জন আছে, তারা বহু দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ টাকা সাহায্য পায়নি, যদিও ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের স্কীম আছে লোন দেওয়ার জন্য কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সমস্ত গোল্ডস্মিত, তাদের একটি মানুষও লোন পায়নি। কেন পায়নি তা আমরা জানিনা। আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট অনেক সময় বলে থাকেন যে আমরা অপজিশনের কাছ থেকে কো অপারেশন চাই এবং কো-অপারেশন না পেলে কি করে আমরা কাজ করব। কিন্তু কো-অপারেশন তারা কিসের জন্য চান, তারা যে দারিদ্র, অনাহার টিকিয়ে রেখেছেন তার জন্য? তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা কো-অপারেশন করতে পারব না। আরেকটা কথা হচ্ছে তারা আজ পর্যন্ত বহু কমিটি করেছেন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভাইসরী কমিটি, সিটিজেন কাউন্সিল, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, ত্রিপুরায় এ্যাসেম্বলী হওয়ার পরও তারা করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সে সমস্ত একটা কমিটী বা একটা বোর্ডেও অপজিশন মেম্বারকে নেওয়া হয়েছে কি? কোথাও নেওয়া হয়নি, তাহলে কো-অপারেশন তারা কি করে পাবেন? এক একটি কমিটী করবেন, এক একটা বোর্ড করবেন, কোন বোর্ডে, কোন কমিটীতে কোন অপজিশন মেম্বারকে নেওয়া হবে না, আর বলবেন আমরা কো-অপারেশন করছিনা,

আমরা কো-অপারেট করেছি কিন্তু তারা আমাদের কোঅপারেশন চান না। সেজন্য কোঅপারেশন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা জানেন যদি আমরা সেই কমিটিতে যাই তাহলে তারা যেভাবে কমিটিকে ব্যাবহার করতে চান সেভাবে কমিটিকে ব্যাবহার করতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Monchur Ali.

[Monchur Ali মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেবাজেট বিধানসভায় এসেছে তা আমি সমর্থন করি এবং এই বাজেট আমাদের সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সে হিসাবে নয়, তবে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ত্রিপুরার মানুষের বাঁচবার, ত্রিপুরার মানুষের উন্নতি করার দিকে লক্ষ রেখে এই বাজেট করা হয়েছে, সে জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। তবে বিরোধী দলের সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রে বলেছেন যে বাজেটে কোন কিছু নাই. শুধু কর্ম্মচারীর বেতন এবং অন্যান্য গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদির জন্য করা হইয়াছে, এই বাজেট জনসাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা স্বীকার করিনা, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে পূর্ববর্ত্তী অবস্থার যদি চিন্তা করা যায় তা হলে বুঝা যাবে ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে কি হয় নি। কোন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ত্রিপুরার উন্নতি হয় নি, একথা বলতে পারেন না এবং একথা স্বীকার করবেন না। তবে যে পরিমান উন্নতি হওয়ার দরকার ছিল সে পরিমাণ উন্নতি আমরা করতে পারি নাই এটা সত্য কথা। কারণ আমাদের সামনে বহু দুর্যোগ গিয়েছে, যার দরুণ আমাদের পদে পদে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের উদবাস্তু সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। দেশ বিভাগের পূর্বে ১৯৪১ সনে আমাদের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ, বর্ত্তমানে আমাদের লোক সংখ্যা হল ১৫ লক্ষ এবং আর হল আমাদের সমস্যা, বর্ডার সমস্যা। আমাদের ত্রিপুরার ৫২৮ মাইল তার বর্ডার। সেই বর্ডার রক্ষা করতেই আমাদের পুলিশ খাতে আমাদের নানাবিধ খরচ হয়। আমাদের আরেকটা বিরাট বাঁধা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের সংগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও জড়িত। এদিকে চিন্তা করলে, ভারতবর্ষের উপর দিয়ে যে অনেক দুর্যোগ গিয়াছে, কিছু দিন আগে চীনের হামলায় ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে যার দরুন আমরা ভারতবাসী হিসাবে এবং ত্রিপুরার নানাভাবে জড়িত সেই হিসাবে আমাদের উপরও বাঁধা এসেছে যার ফলে সমস্ত কিছু শেষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঁধা বিপত্তি না থাকলেও সবগুলি সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, পৃথিবীর কোন দেশের, কোন মানুষের সমস্ত সমস্যা শেষ হয়না। কারণ দিন দিন মানুষের সমস্যা বাড়তে থাকে যত উন্নতি করে তারপর আরও মানুষের উন্নতি করার আশা থাকে, সেই হিসাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা উন্নতির মোটেই কোন কিছু করি নাই একথা সত্য নয়। সেজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি বাজেট আলাপ করতে যেয়ে মাননীয় সদস্যরা নানাদিকে লক্ষ্য রেখে নানা কথা বলেন, সে কথাটা যে এভাবে বলেছেন তা আমি স্বীকার করিনা। কারণ এইবার যে বাজেট দেখছি সেটা ৪৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। সেচ বাবদ রাখা হয়েছে এ ৭ লক্ষের উপর আরও আছে পাঁচ লক্ষ। এইভাবে দেখলে ৬০ লক্ষ টাকার উপর কৃষি খাতে বাজেটে যে রাখা হয়েছে সেটা আমি মনে করি ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কারণ আমরা যদি মিলিতভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণকে বুঝাতে পারি যে কাজের মাধ্যমে সে টাকাটা, যাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে, যাতে সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগে। তাহলেপরেই আমাদের এই বাজেট সার্থক হবে। শুধু বাজেট কাগজে করিলেই চলিবে না, আরও

অন্যদিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের আজকে সে সমস্ত জিনিষের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত জিনিষ নাই, যেসব জিনিষ বাহির থেকে আনতে হয়। সেচ করতে হলে পামপিং মেশিন আমাদের নাই; সেটা আমাদের ভারতের অন্য জায়গা থেকে আনতে হয়। যে পরিমাণ সেচের মেশিন দরকার সে পরিমাণ মেশিন ভারতবর্ষেও নাই, কাজেই সেটা অন্য জায়গা থেকে আনতে হয়। সেই দিকে লক্ষ্য করলে উনারা বুঝবেন, দেখতে পাবেন যে বাজেটে শুধু টাকা ধরলেই কাজ শেষ হয় না। সেই দিকে আমি লক্ষ্য রেখে বলব এই বাজেট কোন দিক দিয়েই কম নয়, আজকে ত্রিপুরার মানুষের জন্য, ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য, যেভাবে কৃষির উন্নতি হতে পারে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি কোনখানে হয় নাই।

ত্রিপুরার মানুষকে যে সাহায্য দেওয়া হয় তার মধ্যে কর্জ দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সার তাদের দেওয়া হয় সরকার থেকে এবং তাদের বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাদের উন্নত ধরণের লাঙল দেওয়া ব্যবস্থা আছে, তাদের পাম্পিং মেশিন কর্জ নিয়ে ২০ বছর ১৫ বছর মেয়াদে দেওয়া ব্যবস্থা সরকার এই বাজেটে রেখেছেন। আজকে যে সমস্ত অনাবাদী জমি সেই সমস্ত জমি যাতে আবাদ করতে করতে পারে তার জন্য ও টাকা নেওয়া সে সুযোগও তাদের দেওয়া আছে এবং ফলের বাগান করার কৃষকের যে ব্যবস্থা সরকার করেছেন তার জন্য ও টাকা সরকার আজকে দিচ্ছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে যাতে এই টাকাটা মানুষের কাজে লাগাতে পারে সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা একযোগে কাজ করে যাই তাহলে নিশ্চয়ই এই টাকা কাজে না লাগার কথা নয়। এই টাকাতেই আমরা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারব। বাজেট বড় করে দিলেই যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে তা কোনদিনও হয় না। আজকে যে পরিমাণ সার আমাদের দরকার ভারতবর্ষে সেই পরিমাণ হয় না। ভারতের অন্য প্রান্তের লোকেরা নিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে সেই সার টুকু আমরা আনি। সেই হিসাবে সার আমরা সম্পূর্ণভাবে দিতে পারি না। হয়ত টাকা রাখা যায়। কিন্তু সার না পেলে টাকা দিয়ে সার আসবে না। পাম্পিং মেশিনের জন্য হয়ত টাকার অংক রাখা যেত। কিন্তু মেশিন না পেলে টাকা দিয়ে মেশিন আসবে না। এই দিক দিয়ে যদি আজকে চিন্তা করি তাহলে আমি মনে করি মাননীয় সদস্যগণ এই বাজেটকে সমর্থন না করে পারবেন না। আমি সেই দিকে চিন্তা করে বলব যে বাজেট এই হাউসে এসেছে সেটা সকলেই সমর্থন করবেন এই বিশ্বাস আমি রাখি। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্যি যে আমি বাজেট সমর্থন করি। তবে আমাদের বাজেটের কাজ করা যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য মাফিক কাজ না করাতে আমাদের যে কিছু ব্যাঘাত হয় না, এই কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। আজকে আমরা দেখছি যে কৃষকের যদি বাঁচতে হয়, কৃষকের যদি উন্নতি চাই, তাহলে এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে চাই ,তাহলে আমাদের এমন কতগুলি ত্রুটি আছে সেই ত্রুটীগুলিকে আমাদের সংশোধন করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষকেরা যে কর্জ টাকাটা নেয় সেই টাকাটা তারা পায় কিনা সেটা আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। সেই

টাকাটা সে সময় মত পাননা বলেই আজকে আমাদের উন্নতির কিছু বাধা বিঘ্ন হওয়ার একটা কারণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি যে বীজ কার্ত্তিক মাসে দেওয়ার কথা, সেই বীজ যদি আমরা পৌষ মাসে দেই তাহলে উন্নতি হবে না। এটা সত্যি কথা। আমাদের কাজের ফলে এইভাবে অনেক উন্নতির কাজ ব্যাহত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে পাম্পিং মেশিন আছে এই পাম্পিং মেশিন সব সময় কাজে লাগে কিনা, সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য আমাদের রাখতে হবে। সেই কর্ম্মচারীদের দরুণ আমাদের টাকা অনেক নষ্ট হয় এবং সব টাকা ঠিকভাবে কাজে লাগে না, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক জনসাধারণ আজকে ভুক্তভোগী যে সার নিতে এলেই লোকের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তার জন্য আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যাতে জনসাধারণ ঠিকভাবে বীজ পায়। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা টাকাটা নিতে পারে। টাকাটা নিতে যে কত কষ্ট হয়, কত কষ্ট করে যে অফিস থেকে বের করে নেয় তা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সচক্ষে দেখেছে তারা ছাড়া এইকথা বুঝবার কারও উপায় নাই। ২০০ টাকা যারা নেয়, মনে হয়, ২০০ টাকাত সে ঘরে নিয়ে যেতে পারে না। জায়গায় জায়গায় বাধা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা দরখাস্ত যখন তারা ২০।২২ মাইল দূর থেকে দেয় কৃষি লোনের জন্য, তখন ১০ দিন, ১৫ দিনে তাদের আসতে হয়। তাতেও সে টাকা পায় না। কারণ হয়ত কোন কেরানীবাবু বলেন যে টাকা নাই। টাকা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু টাকা আছে আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। আমাকে বলে টাকা নাই। তখন আমি এস, ডি, ও, সাহেবকে বললাম যে হিসাব দেখুন কত হাজার টাকা এসেছে, আর কত হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তখন দেখা গেছে যে টাকা আছে। এই যে অবস্থা, আমাকে যদি বলতে পারে টাকা নাই, অথচ হিসাব করলেই যেখানে টাকা পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই টাকা নেওয়া কত শক্ত তা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে। আমি অনুরোধ করব, যে বাজেট আমাদের হয়েছে, এইবাজেট আমাদের সত্যিকারের বাজেট। কিন্তু বাজেটের টাকা কাজে লাগাবার ব্যবস্থা যদি ঠিকমত না করা হয় তাহলে এই টাকা বাজেটেই থাকবে। কাজের উন্নতি কিছুই হবে না। কৃষক যাতে এই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে সময়মত পেতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইবার আলুর কথায় যাচ্ছি। আলু কার্ত্তিক মাসে লাগায়। এইবার আলু পৌষ মাসে গিয়েছে। এই দিকে চিন্তা করলে আমরা আগে আলু কিনে রাখতাম। কিন্তু আগে আলু কিনে রাখে নি। আমরা জানি যে যদি আগে আলু কিনে রাখত, তাহলে কৃষকদের ফসলও হত আর কম দামে পাওয়া যেত. আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে বোরো ধান করা যায়। ত্রিপুরাতে বোরো ধানের বীজ কিনে রাখতে পারা যেত। ১৩।১৮ টাকা যখন ধানের মন ছিল, সেই সময় আমাদের এখানকার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ধান কিনে নাই। যখন বীজ বপনের সময় চলে যায় তখন তারা চলে যায়, বোরোধানের বীজ কেনার জন্য। কিন্তু এই দিকে আমাদের চিন্তা রাখতে হবে যাতে আমাদের এই টাকাটা কাজে লাগে। উন্নতি না হওয়ার আরও কারন এইযে আমাদের বড় বড় জলাশয় আছে সেই সমস্ত জলাশয়ে বাঁধবা

স্লুইস গেট যদি না দিতে পারি তাহলে আমাদের এই যে খাদ্য ঘাটতি তা পূরণ করা অসম্ভব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুঃখের সাথে বলতে হয় যে সোনামুড়ায় রুদ্রসাগরে ৪ হাজার একর জলাশয় আছে। বর্তমান চৌমুহনী, খাস চৌমুহনী, জুমেরটেপা এইসমস্ত জায়গা ৪ হাজার একরের বেশী হবে. সে সমস্ত জায়গা জলে নষ্ট হয়। সেই জলায় যদি স্লুইস গেটহত, সেসমস্ত জায়গাও বাচতো। সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লেনে সেই স্লুইসগেট স্যাংশান হয়েছিল। আর এতদিন পর্যন্ত সেই স্লুইসগেটের কাজ হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেরীটরীয়াল কাউন্সিলের সময় হতে আজ ১০ বছরের মধ্যে আমি চীৎকার করে আসছি। কিন্তু কোন সুরাহা হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি একদিন আমাদের মাননীয় চীফকমিশনার এস, পি, মুখার্জী রুদ্রসাগর গিয়েছিলেন। এগ্রিকালচারের ডিরেক্টারও সঙ্গে ছিলেন। তখন চীফকমিশনার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই গেইটা এখনও হয় নাই কেন? তিনি বললেন যে, আমি যখন চীফ সেক্রেটারী ছিলাম তখন এটার স্যাংশান এসেছিল আর এখন আমি চীফকমিশনার হয়ে এসেছি এখনও শেষ হয় নাই। এইকথা তিনি নিজে বলেছেন আমার সামনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব এই যে ৪ হাজার একর জমি, এই ৪হাজার একর জমির সঙ্গে আরও দেড় হাজার একর জমি আছে। যদি এই ৬ হাজার একর জমিতে, একর প্রতি যদি ১০ মন করেও ধান হত তাহলেও দেখা যেত যে, দেড়লক্ষ মন ধান হত এক ফসলে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি কৃষককে বাঁচাতে চাই, আমরা যদি জনসাধারণকে বাঁচাতে চাই, তাহলে এই দিক দিয়ে চিন্তা করবার জন্য আমি অনুরোধ করব যে আমাদের যে স্লুইস গেটটা এটা যেন তাড়াতাড়ি হয় সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী যেন দৃষ্টি দেন।

আরেকটা জায়গা আছে আমার এখানে জীপতলি। সেখানে একটা যদি স্লুইস গেট্ করা হয় তাহলে পনের শত একর জমি ঐখানে বাঁচান যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও আছে, পদ্মতলি বলে একটা জায়গা আছে, যদি সেটাকে রক্ষা করা যায় তাহলে সেখানে ৫৫ দ্রোন জমি পাওয়া যায়। আমাদের আরও অনেক জমি আছে যা নাকি আমরা যদি চেষ্টা করি, সবটা একবারে হবেনা আমি জানি, তথাপি যেটা স্যাংশণ্ড হয়েছে, যেটা ধরা হয়েছে, সেটা যদি না হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যদি আমাদের এই সব জলাশয়গুলি রিক্লেম করি তাহলে আমরা, এই যে আমাদের খাদ্যাভাব, তার কিছুটা অন্ততঃ এড়িয়ে যেতে পারি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব এবং আমরা চাই যে সেইসব জায়গায় যাতে স্লুইস গেট হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শিক্ষার কথা বলব। শিক্ষার উন্নতি হয়নি বলে যে কথা মাননীয় আজিকুল ইসলাম সাহেব বলছেন, আমি বলব একথা সত্য নয়। কারণ উনি জানেন কিনা জানিনা, যে আমাদের ত্রিপুরায় মহারাজের সময়ে যে সমস্ত স্কুল ছিল তার একটা লিষ্ট আমি দেব। তাহলেই আমি আশা করি মাননীয় আজিকুল ইসলাম সাহেব এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ খুশি হবেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে দৃষ্টি ভংগীর উন্নতি হয়েছে। এবং তাদের যে উক্তি

শিক্ষার উন্নতি হয়নি, তার জন্য লজ্জা পাবেন। তাছাড়া তাদের উপায় থাকবেনা। মহারাজের আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৩৬৮টি এবং হাইস্কুল ছিল মাত্র নয়টি। আর বর্তমানে সরকারী শাসিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা—উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১৭০টি, বেসরকারী একটি, সরকারী হাইস্কুল চারটি, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ৪৫টি, বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ২৩টি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তাঁরা চিন্তা করে দেখেন তাহলে আমি মনে করি যে উনারা যে উন্নতি হয়নি বলছেন, একথা বলতে পারেন না। একথা বলার কোন যুক্তি এখানে নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা দিয়েই শিক্ষা বিভাগ ক্ষান্ত হয়নি। আজকে আমাদের এন. সি, সি, ট্রেনিংও দেওয়া হচ্ছে বালক বালিকাদের এবং আমাদের বালক বালিকার যাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, যাতে খেলাধূলার উন্নতি করতে পারে সে দিকেও ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ্য আছে এবং লক্ষ্য রেখে কাজ করছেন। শুধু শিক্ষা নয়, তাদের খেলাধূলার এবং স্বাস্থ্যের জন্য আজকে নজর দেওয়া হয়েছে, সেটা অস্বীকার করলে চলবেনা। ১৯৬৫-৬৬ সালে, যারা নাকি বড়ছেলে তাদের মধ্যে ৫৫৪ জনকে এন, সি, সি, ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং ৭০ জন বালিকাকে এই সনে এন, সি, সি, ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৩০৩ জন বড় ছেলেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং ১৩০০ জন ছোট ছেলেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং ৫০০ গার্লসকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং খেলাধূলার দিকে লক্ষ্য করলে আরও দেখবেন যে সরকার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যায়ামাগার করেছেন যাতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের মত স্বাধীন মন নিয়ে যাতে চলতে পারে তার জন্য ভারত সরকার তথা ত্রিপুরা সরকার কার্পন্য করেন নাই। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারা একেবারে কি করে অস্বীকার করতে পারেন আমি সেটা চিন্তা করতে পারি না। উন্নতি আমাদের দরকার, এটা বলতে পারেন, আমিও চাই আরও উন্নতি হোক। আপনারা যে কেবল অপদার্থতার কথা বলেন সেটা কোন মানুষ চিন্তা করতে পারেনা। চোখে আপনারা যা দেখেন তা কোনদিন আপনারা স্বীকার করেন না। এই যে একটা চরিত্র আপনাদের হয়েছে এটা বড় অন্যায় বলে আমি মনে করি। কারণ আপনারা বলেন যে আমাদের আরও কাজ করা উচিত, সেকথাটা আমরাও বলি যে, যা হয়েছে, তা আমাদের যা দরকার তার চেয়ে অনেক কম, আমাদের আরও উন্নতি করা উচিত, কৃষিতে, শিক্ষায়, রাস্তায়, সমস্ত দিকে আমাদের আরও উন্নত হওয়া দরকার। কিন্তু উন্নতি হয়েছে এটা ঠিক। একথা আপনারা বলেন না, আপনারা বলেছেন যে আমাদের কিছুই হয়নি। আট কোটি টাকা খরচ করে আমাদের কিছুই হয় নাই। আজকে আগরতলা থেকে ধর্মনগর, ধর্মনগর টু সাবরুম, কোন সময় জল হলে যাওয়া যায় না একথা কি সত্য? আমি বলব যিনি একথা বলেছেন তিনি রাস্তায় রাস্তায় যান না। তিনি বনজংগল'এর পথে যান, তা না হলে আজকে কোন মানুষ একথা বিশ্বাস করতে পারেন না যে রাস্তা দিয়ে, গেলে সাবরুম, ধর্মনগর, সোনামুড়া, বিলোনিয়া, খেজিরামুড়া, অমরপুর যাওয়া যায়না, একথা কোন বুদ্ধি সম্পন্ন

লোক বলতে পারেন না। আমার বিশ্বাস, তিনি যে জায়গা দিয়ে গিয়েছেন সে জায়গাতে রাস্তা এখনও হয়নি, নাও হতে পারে। আপনারা যদি আজকে আঠারমুড়ার টিলার উপর দিয়ে যান, সে জায়গায় রাস্তা করা সরকারের সম্ভব নয়। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে পরে তিনি বুঝবেন যে আজকে রাস্তা হয়েছে কিনা। আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের যে বাজেট সমর্থন করে এই বাজেটের টাকাটা জনসাধারণের বিভিন্ন কাজে যাতে লাগতে পারে এবং সরকার যাতে লাগায়, তার জন্য সুক্ষ দৃষ্টি যাতে তারা রাখেন এবং আমাদের টাকাটা অপচয় না হতে পারে, তার জন্য আমরা সকলে মিলে কাজ করে যাই যাতে এই ১৯ কোটি টাকা ঠিক ঠিক ভাবে জনসাধারণের কাজে লাগাতে পারি। তাহলেই আমি মনে করি ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে উপকার হবে, অপকার হবে না। শুধু আজকে যদি আমরা তর্কবিতর্ক করি, কেবল আন্দোলন করি বলি, তা দিয়ে দেশের উন্নতি হবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বীরচন্দ্র বাবু বলেছেন যে আমরা আন্দোলন করব, মানুষের আন্দোলন করা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করিনা। আন্দোলন করে যদি দেশের খাওয়া আসত তাহলে মানুষ শুধু আন্দোলনই করত, কোনকিছু কাজ করত না, উনিও অফিসে বসে উকালতি করতেন না। শুধু আন্দোলন আন্দোলন করতেন। আন্দোলন আন্দোলন করলে খাওয়া আসবেনা, চেষ্টা করতে হবে কিভাবে জনসাধারণকে এগিয়ে নেওয়া যায়। তাদের বুঝাতে হবে যে কাজ কর, তোমাদের এই টাকা, তোমরা এই সমস্ত কাজ কর, তাহলে তোমাদের উন্নতি নিশ্চয় হবে। আপনারা যেভাবে আন্দোলনের কথা বলেন, আন্দোলন দ্বারা মানুষ খেতে পারেনা, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব, আপনারা সেই দিকটা একবার চিন্তা করুন এবং টাকাটা যাতে কাজে লাগে তার দিকটাও চিন্তা করুন।

Mr. Speaker :—Your time is over.

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও ১০ মিনিট সময় দেওয়া হউক।

Mr. Speaker :—Yon have already taken 25 minutes. Yes go on.

শ্রীমনসুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্তবিভাগ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব যে আমাদের ২য় প্ল্যানে সোনামুড়া—বক্সনগর, সোনামুড়া টু নিদয়া যে রাস্তার কথা মাননীয় আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন সেটা সত্য। সত্যকে কেউ মিথ্যা করে না। আজকে আট নয় বছরের মধ্যে এই দুইটি রাস্তা হচ্ছে না, এটা দুঃখের বিষয়, আমিও একমত।

১০ বছরে যদি একটা রাস্তা না হয় তাহলে এই রাস্তা বাজেটে রাখার কি সার্থকতা থাকতে পারে। আমি মনে করি বাজেট যখন করব তখন আমাদের বাজেটের টাকা যাতে ঠিকভাবে খরচ হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা শুধু জনসাধারণের নয়। এই রাস্তা ত্রিপুরা সরকারের, দেশের। আজকে বর্ডারের জন্য এই রাস্তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই রাস্তা আমাদের যদি না হয় তাহলে যে কোন মুহূর্তে আমাদের বিপদ আসতে পারে। কারণ এটার সঙ্গে পাকিস্তানের রাস্তা একদম কাছে। এই রাস্তা সেই জন্য আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিদেশী আক্রমণকে রুখতে গেলে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও অনেক আগে। কিন্তু আজকে সরকারের গাফিলতির জন্যই এই রাস্তা করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়, বিশ্রামগঞ্জ টু সোনামুড়া একটা রাস্তা আজ কয় বৎসরে সেটার পীচ ঢালাই করার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাস্তার অর্দ্ধেকও শেষ হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে রাস্তা সেই সমস্ত রাস্তা যদি করা না হয়, তাহলে বাজেট করার কোন অর্থ নাই। (নয়েজ) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তাটি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সোনামুড়া হাসপাতালের ৬ ফার্লং রাস্তা ১৯৫৯ ইং থেকে আজ পর্য্যন্ত হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব যাতে আমার এই রাস্তাগুলি হয়। সোনামুড়ায় একটা গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা দরকার। যাতে এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব।

Mr. Speaker—Now I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা—অনারেবল স্পীকার স্যার, এই বাজেট ভাষণে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটা দেখে আমাদের মনে হয় যে আমরা এই ত্রিপুরায় কোথায় আছি? তিনি আমাদের চোখের সামনে একটা স্বর্গরাজ্য তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের এই ত্রিপুরায় বিভিন্ন খাতে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল আমরা সেই লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেছি। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের জাতীয় আয় সর্ব্বভারতের চেয়ে অধিক—১০৭ শতাংশ, যেখানে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৭২ শতাংশ মাত্র। কৃষি ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের লক্ষ্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি, ফরেষ্ট বিভাগেও ছাড়িয়ে গেছি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও। বাস্তব জীবনের দিকে তিনি একবারও কোন কথাই উল্লেখ করেন নি। আজ ত্রিপুরার মানুষের যদি এই জাতীয় আয় বেড়ে থাকে তাহলে জনজীবনের চিত্রটি কি, এটা কিন্তু তিনি তুলে ধরেননি। আজকে মানুষের যে জীবন কষ্ট, বিশেষ করে আমাদের এই ত্রিপুরায় কত বেশী সর্ব্বভারতীয় তুলনায়, সেটাতো তিনি বলেন নি। কারণ উনার চোখে সেই পড়ার কথা নয়। উনারা আছেন প্রাচুর্য্যের মধ্যে. বিলাসের মধ্যে। খাওয়া পড়ার তো কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রাচুর্য্যে এবং বিলাস ব্যসনে উনারা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আজ সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন কর্ম্মচারী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের যে কি অবস্থা সেই দিকে দেখবার

তারা সময় পান না। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যকে যে একটা স্বর্গরাজ্য তৈরী করেছেন সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমনসুর আলী যখনি কথা বলেন তখনি তার উলটো দিকটা চোখে পড়েছে। তিনি এই বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের বলেছেন যে অনেক টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি তার বিপরীত দিকটাও দেখিয়ে দিয়েছেন। তার ভাষণ থেকেই বুঝা যায় যে ত্রিপুরায় কি হয়েছে এবং কি হতে চলেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে কৃষকরা কৃষিক্ষেত্র গাফিলতির জন্য কি রকম সাফার করেছে। কৃষকরা মঞ্জুরীকৃত টাকা নিতে এসেও সেটা পায় না এবং যদি পেতে হয় সেটা অনেক দেরীতে পায়। বোরো ধানের যে বীজ সেটা সময় পেরিয়ে গেলে পরে গিয়ে পৌঁছায় কৃষকের হাতে। তখন সেটাকে কোন কাজে লাগানো যায় না। এই অবস্থা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন! আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শুনলুম আমাদের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। মনে হয় যে আমাদের আর কোন সমস্যা নাই। খাদ্য সমস্যায় আমরা যেন একেবারে স্বয়ং সম্পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছি এইরকম বলা হয়েছে।

Mr. Speaker :- The House stands adjourned till 2 P. M. The Hon'ble member speaking will have the floor.

(After Recess)

Mr. Speaker :—The General discussion on the Budget is to continue. I would call on Sri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—

Hon'ble Speaker Sir, কৃষি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করেছি বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে ঘোষণা করেছেন, এটা যেন প্রলাপের মত প্রকাশ। যেখানে Irrigation ব্যর্থ হয়েছে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির জন্য খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হয়েছে বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সেখানে খাদ্য যে লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করে গেছে এরকম একটা ঘোষনা সেটা স্ববিরোধী ছাড়া আর কিছু আমি বলতে পারি না। তিনি দেখেছেন, তিনি বলতে চান যে ছোটছোট বাগানগুলি সব্জিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাই দেখে তিনি মনে করেছেন খাদ্য ফসলও অভিযানে জনসাধারণ খুব উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু আমি বলি শুধু এইটুকু দেখেই তিনি যদি মনে করেন যে, খাদ্য অভিযানে সবাই উৎসাহিত হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে যেখানে কৃষককে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন সেখানে কি হয়েছে. সেটা আমার পূর্বে কংগ্রেস সদস্য মাননীয় মুনছুর আলী মহাশয় বলেছেন এবং যে তথ্য পরিবেষণ করেছেন, তাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আমাদের সরকারের তরফ থেকে। কৃষককে তার খাদ্য উৎপাদন

বাড়াবার জন্য ঢাক ঢোল দিয়ে প্রচার করতে হয় না। ঠিকমত যদি তাকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এবং অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা হয় তবে সে নিজের তাগিদেই এগিয়ে আসে উৎপাদন বাড়াবার জন্য। তার বীজ ধান যদি সময় মত তাঁকে দেওয়া হয়, কৃষক যে নাকি ভূমিহীন, উদ্বাস্তু যারা এখনো জমি পায়নি এবং উপজাতি যারা জুমিয়া তাদের হাতে যদি জমি দেওয়া হয় এবং সেই জমিতে উৎপাদন করার ব্যবস্থা ও অনুকূল অবস্থা যদি সৃষ্টি করা হয় তাহলে খাদ্যোৎপাদন করার বা বাড়াবার ব্যাপারে তারা নিশ্চয়ই পিছিয়ে থাকবে না। কিন্তু সেই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা সেটাই হল আমাদের জিজ্ঞাসা। সে ব্যাপারে শাসক পার্টির সদস্য যা বলেছেন তা থেকেই প্রমাণ হয় যে বীজ অসময়ে বিলি করা হয় এবং কৃষকদের মঞ্জুরীকৃত কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ও সময় অতিক্রম করে দেওয়া হয়। সে তথ্য তিনি তাঁর জোরালো ভাষায় এখানে ঘোষণা করেছেন। এর পরেও যদি তিনি বলেন খাদ্য শস্য বাড়াও এই আন্দোলন খুব জোরদার হয়েছে এবং জনপ্রিয় হয়েছে, তাহলে উনারাই বলতে পারেন।

আমি জানি Irrigation এর ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি বলেছেন—আমরা যদি আলোচনা করি তবে দেখব ১৯৬৪-৬৫ সনের তার বাজেট বক্তৃতায় তিনি কি বলেছিলেন, খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন যে অধিকমাত্রায় খাদ্য উৎপাদন নির্ভর করে একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায়, হয়ি উৎখাত প্রভৃতি পরিকল্পনার সফল রূপায়নের উপর। তিনি একথা খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু দেখা যায় ১৯৬৫-৬৬ সালে ইরিগেশন সম্পর্কে তিনি আর একটি কথাও বলেন নাই উনার বাজেট বক্তৃতায়, বিলকুল ভুলে গেলেন সে কথা। তারপর আসল ১৯৬৬-৬৭ সাল। দেখা গেল ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি ইরিগেশন সম্পর্কে যে জোর গলায় বক্তৃতা করেছিলেন সে সুর তার বদলিয়ে গেছে। শুধু একটি জায়গায় সামান্যতম তিনি উল্লেখ করেছেন; শুধু একথাই বলেছেন যে ক্ষুদ্র ২৮ প্রকল্পের অধীনে ১৯৬৬-৬৭ সালে চার হাজার একর জমিতে সেচের জলের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায়। তিনি এখন আশা করেছেন মাত্র। তাঁর সেই উচ্চ স্বরে জোর দিয়ে বলার ভঙ্গিমা ও এখন আমরা আর দেখি না। এবং বাজেট যদি আমরা আলোচনা করি বা দেখি তবে দেখতে পাব এই খাতে কিভাবে টাকা ধরা হয়েছে। Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works এর জন্য কি ধরা হয়েছে? Irrigation এর ব্যাপারে শুধু maintenance and repair—এই ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে maintenance of Minor irrigation Scheme এ এক লক্ষ টাকা। কোন Irrigation work এর maintenance এর জন্য কাজ করা হয় কি না আমি জানিনা। কারণ আমরা যদি বাস্তব অবস্থা দেখি এবং প্রত্যক্ষ field এ যাই তা হলে তার কোন অস্তিত্ব খোঁজে পাই না। সিদ্ধিমাছড়া ও অন্যান্য জায়গায় যেখানে হাজার হাজার টাকা Minor Irrigation এ ব্যয় করা হইয়াছিল, আজ তার চিহ্ন মাত্রও নেই। বাজাপানীয়া ছড়ার উপর প্রমোদনগরে Bund Construction করা হয়েছিল, তার কোন অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। সেই Bund দিয়ে এক কড়া জমিরও সেচের ব্যবস্থা হয় না। এইভাবে ত্রিপুরার যে সমস্ত Irrigation ও

Navigation এর কাজ হয়েছে তা লক্ষ্য করলে দেখব যে সব গুলিই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আর Maintenance করার জন্য এক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। নতুন বাঁধ গঠন করার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তা আমরা জানিনা। Agriculture এর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব Construction of bund etc. এর জন্য ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। কিভাবে খাদ্যোৎপাদন করে তার লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করে গেছে তা আমি জানি না। বাস্তব অবস্থায় আমরা দেখি খাদ্যের যে পরিস্থিতি, খাদ্যোৎপাদনের যে অবস্থা তা বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারব যে ঐ যুক্তির অসারতা কতটুকু। আজ হয়ত আপনারা বলবেন যে ত্রিপুরা রাজ্য একটি deficit area, সেটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু আমাদের হাতে যে সুযোগ আছে, সেটি গ্রহণ করে কাজে লাগালে আমি আনন্দিত হতাম এবং সেই কথা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমোহনচর আলীর সাহেবের বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে বাজেটের বিভিন্ন খাতে অনেক টাকাই ধরা হয়েছে, কিন্তু একথা তিনি অস্বীকার করেননি—বার বার বলেছেন টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে। আমরা জানি আমাদের লক্ষ্য মাত্রায় এখনও আমরা পৌছুতে পারি নাই। আমরা জানি এখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ভূমি হীনদের ভূমির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা সমস্যা আছে যার জন্য এই খাদ্য সমস্যাকে সমাধান করা কঠিন। কিন্তু তাই বলে তার দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা, সেটা উচিত নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির জন্য নিজের দায়িত্বকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। একদিকে তিনি বলেছেন যে খাদ্যোৎপাদনে লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করেছেন, আর অন্যদিকে নানা অসুবিধার দরুণ খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়নি এও বলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আমি ২/১টি কথা রাখতে চাই। শুধু স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেই শিক্ষার অগ্রগতি বুঝায় না। শিক্ষার মান কতটুকু বাড়ল সেটা দেখতে হবে। গ্রামদেশে যে সমস্ত Junior Basic, Senior Basic School আছে সেগুলিকে upgrade করার কোন চেষ্টা করা হয় না, তাই অনেক ছাত্র তাহাদের পড়াশুনা সেখানেই স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। আমি পূর্ব্বেও এই হাউসে একটি স্কুলের কথা উল্লেখ করেছিলাম যে, কুলাই মৌজায় একটি স্কুল ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে এমন একটি ঘর স্থানীয় অধিবাসীগণ তৈরী করেছেন যে তাতে একটি হাই স্কুল চলতে পারে। সেই স্কুলের কয়েক জন ছাত্র মেট্রিক পাশ করেছে, গ্রেজুয়েট হয়েছে এবং এম কি ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত হয়েছে। সেই স্কুলে পড়াশুনা করে শেষ পর্য্যন্ত তারা ঐ রকম উন্নতি করেছে। কিন্তু আজও সেই স্কুল প্রাইমারী স্কুলই রয়ে গেল, তাকে Upgrade করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের শাসকগুষ্টি মনে করেন নি। শাসকগুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য যেদিকে নজর দেওয়া দরকার সেদিকে দিচ্ছেন না। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয় আজকে আগরতলা সহরেও বহু ছাত্র ছাত্রী স্কুলে ভর্ত্তির সুযোগ পাইতেছে না। যদি ও মফঃস্বলের ঐসব স্কুলগুলিকে upgrade করে High Schoolএ রূপান্তরিত করা হত তাহলে সহরেও ছাত্র-ছাত্রীদের এত ভীড় বা অসুবিধা হত না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে আমি ২১১টি কথা না বলে পারছি না। তারা আজ কংগ্রেসের একটা ঠেঙ্গানো অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কারণ আমি দেখেছি Borderএ যে Smuggling হচ্ছে, এদিকে পুলিশের কোন নজর নেই। কিন্তু গ্রামদেশে, interior এ যেখানে Police Outpost স্থাপন করা হয়েছে সেখানে তারা জনসাধারণকে হয়রানি ও জুলুম করছে। গত পৌষ মাসে ছামনুতে নাজিরমুড়া নামে যে গ্রাম আছে সেই জায়গাকে একটা ডাকাতি Case ভিত্তি করে বহু লোককে হয়রানি করা হয়েছে। অনেকের নিকট থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হইয়াছে। অরুণ বর্দ্ধন নামে এক দারোগা সেখানে ৮০ বৎসরের এক বৃদ্ধকে বাজারে ধরে বলেছে যে তুমি যদি ৫০০৲ টাকা না দাও, তবে তোমাকে arrest করা হবে। সেই বৃদ্ধ এখন আর বাজারে আসতে সাহস পান না এবং নিজের গ্রামেও পলাতক অবস্থায় আছেন। পদ্ম মোহন রোয়াজা সেখানকার একজন অবস্থাপন্ন কৃষক, তার উপর যদি চাপ দেওয়া যায় তাহলে বেশ মোটা টাকা আদায় করা যাবে, এটা ভেবেছিলেন অরুণ বর্দ্ধন এবং একটি কেসে তাকে জড়িয়ে দেওয়া হল পদ্মমোহন রোয়াজার একটি লাইসেন্স করা বন্দুক আছে। তাকে বলা হল তুমি এই বন্দুক দিয়ে ডাকাতদের সাহায্য করেছ। কাজেই তোমাকে আমি arrest করব; আর যদি টাকা দাও, ছেড়ে দেব। এই পদ্মমোহন রোয়াজার বাড়ী হল সংখরাই বাড়ী। এইরকম শত শত লোক জুম কাটা ছেড়ে গ্রাম থেকে চলে গেছে। সেই গ্রামটি শ্মশানে পরিণত হবার অবস্থা। তারা পুলিশের ভয়ে গ্রামছেড়ে আসামে চলে গেছে। কেউ কেউ তেলিয়ামুড়া চলে গেছে এমনকি পাকিস্থানে পর্য্যন্ত চলে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে ত্রিপুরাকে গঠন করার কাজে তিনি জনসহযোগিতা পেয়েছেন। সেটা কার সহযোগিতা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। সহযোগিতা পেয়েছেন ঐ চোরাকারবারীদের, মুনাফা খোর মহাজনদের, আর পেয়েছেন নূতন মক্ষিকা দলের, মধু মক্ষিকার ন্যায় মাছি যারা কংগ্রেসের পতাকার গন্ধে ভন্ ভন্ করছে। আজকে যাদের সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন, জানিনা তাতে তিনি আনন্দিত না বিরক্ত, কারণ আমরা জানিএই মাছিরা শুধু ভন্ ভন্ করে, মাছি ভন্ ভন্ করে জ্বালাতন করে কিন্তু বাহিরে যে পবন বহে হে তা না?

Mr. Speaker :—This is not relevant to the point. Your discussion must be on the concerning demand.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—আজকে আমাদের শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসনে, ডি, আই, আর, এবং ইমারজেন্সীকে রেখে দিয়ে মানুষের কণ্ঠকে রোধ করেছে, তার বিরুদ্ধে এই রোষ। এর পরেও যদি সচেতন না হন তাহ'লে এই অনল আরও গরম হয়ে উঠবে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr Speaker :— I would now call on Shri Abdul Wazid,

আবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য, ভারতবাসী হিসাবে আমরা যারা ত্রিপুরার অধিবাসী, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণ যে ভাবে বসবাস করছে এবং বসবাসকরার জন্য তারা যেভাবে উৎসাহিত, আমরা ত্রিপুরাবাসীও উৎসাহিত। ঠিক সেইভাবে বসবাস করার জন্য। তাই নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষগুলির দরকার এই বাজেটের মধ্যে তা ধরা আছে। তার জন্য তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে বাজেট আলোচনায় বিরোধীপক্ষ যেভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন আমার মনে হয় উনারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে দাবী করতে ও বসবাস করতে লজ্জা বোধ করেছেন।

Shri Atiqul Islam :—Point of order, sir, উনি বলেছেন যে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে নাকি আমরা বলেছি, আমরা নিজদিগকে ভারতীয় নাগরিক বলতে লজ্জা বোধ করছি।

Mr. Speaker :—আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করছি, তিনি কি এটাই বলতে চেয়েছিলেন নাকি?

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—আমি বলতে চেয়েছিলাম—যে তাঁরা ভারতবাসী হিসাবে গর্ব করতে লজ্জাবোধ করছেন।

Mr. Speaker :—Please go on.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—কারণ তাঁরা যে আলোচনা করেছেন, তাতে ত্রিপুরাকে পৃথক ভাবে দেখে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ, ত্রিপুরায় যে সমস্যা তা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। আমরা যদি ত্রিপুরার কথা আলাদা ভাবে ভাবি, আমার মনে হয় তা ঠিক হবে না। তার কারণটি বিরোধ পক্ষ যে জানেন না, তা সত্য নয়। ১৯৬২ইং সনে যখন আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়, আমাদের যে পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা ছিল, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সেটাকে ব্যাহত করা। যার ফলে শুধু ভারত নয়, অন্য রাজ্যও বেশ কিছুটা affected হয়েছে। কেননা আমাদের বাজেটে যে অংশগুলি ছিল সেটার কিছুটা ছাঁটাই করতে হয়েছিল। কারণ হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে গেলে, আমাদের প্রস্তুতি নিতে গেলে, defence এর জন্য আমাদের সর্ব প্রথম সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিৎ। এই কারনে অন্যান্য যে সব deptt ছিল তার থেকে টাকা নিয়ে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যার জন্য আমাদের যে পরিকল্পনা তৈরী ছিল তারঅনেকটা ব্যাহত হয়েছে, এটা আমরা স্বীকার করি। কেননা, দেশ রক্ষাই আমাদের সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তারপর, কিছুদিন আগেও পাকিস্তান যখন আমাদের দেশকে আক্রমণ করে তখন বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা পাকিস্তানের বিরাট বর্ডারের মধ্যে এবং ত্রিপুরার বেশীরভাগ অংশই পাকিস্তানের বর্ডারের সহিত সন্নিবেশিত। যার ফলে ত্রিপুরার অনেক গুলি পরিকল্পিত কাজ যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথ ছিল, সে ভাবে হয়ে উঠতে পারে নাই। তার কারণ আমি যদি পূর্ত্ত বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে দেখব আমাদের Plan এর যে কাজ ছিল তার জন্য বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছিল এবং যে সব টাকা ছিল, আমরা বাধ্য হয়ে সেগুলিকে defence এর জন্য বড় বড় রাস্তা তৈরী করার জন্য বর্ডার অঞ্চলে engage করেছিলাম। তারপর যে সময়ের মধ্যে আমাদের কাজ করার কথা ছিল তাও সম্ভব হয়ে উঠেনি। আমাদের বাইরে শত্রু আছে এক দিকে পাকিস্তান, অন্য দিকে চীন। আমাদের স্বর্গীয় নেতা শাস্ত্রীজীর সঙ্গে পাকিস্তানের যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান কাজ করবে এবং তাদের সুমতি ফিরে আসবে এই আমরা আশা করি। কিন্তু পাকিস্তানের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ দেখে মনে হয়না যে তাদের সুমতি বেশীদিন থাকবে এবং তাদরকে বিশ্বাস করা ঠিক কিনা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। বাইরে শত্রু আছে, তাদের উদ্দেশ্য আমাদের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি দেখছে আমাদের ভারত যেভাবে এগিয়ে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে আমরা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান নেব তা সকলেই স্বীকার করেন আমাদের plan যাতে বানচাল হয়, আমরা যাতে আদর্শ চ্যুত হই তার জন্যই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাইরে যেমন শত্রু আছে অভ্যন্তরেও ঠিক তদ্রূপ বেশ একটা অংশ আমাদের দেশের উন্নতি যাতে ব্যাহত হয় তার জন্য তারা বিশেষ ভাবে চেষ্টিত। কারণ তারা জানে; যদি আমরা আমাদের আদর্শে দেশকে গড়ে তুলি তাহলে তাদের অস্তিত্ব আর এদেশে থাকবেনা। কাজেই তাদের অস্তিত্ব রাখার জন্য তাদের leadership রাখার জন্য, তাদের মতবাদকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ আমাদের Administration একটা machinaryর মত। Machinaryর মধ্যেও যথেষ্ট লোক আছে যাদের আমরা ধরতে পারছিনা এবং ধরাও হয়ত একটু অসুবিধা। তারাও আমাদের Plan যাতে বানচাল হয় ঠিক সেইভাবে চেষ্টা করছে।

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble member to be more relevant. It should not come in the discussion During the general budget discussion of the merits & demerits of the proposals should be discussed.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ —I withdraw it. এই বাজেট যদি আমরা দেখি তাহলে- অনেকে বলেছেন আমরা কিছু করি নাই কিন্তু বাজেটের মধ্যে যদি আমরা দেখি বা পূর্ব্বের ইতিহাস যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? একদিন আমাদের ত্রিপুরাতে মাত্র আগরতলা—খোয়াই—অর্দ্ধেকটা বর্ত্তমানের পাকিস্তানের আছে। আমাদের যে সীমান্ত আছে সেই সীমান্ত পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল রাস্তাই আমরা দেখি। কিন্তু এরপর আসাম—আগরতলা রাস্তা, আগরতলা—সাবরুম রাস্তা এবং আগরতলা—বিলোনীয়া ইত্যাদি যে main

road গুলি হয়েছে প্রত্যেকটা Division এ যেমন কৈলাসহর—কুমারঘাট, কমলপুর—দলুবাড়ী, খোয়াই—তেলিয়ামুড়া, এইভাবে এই যে রাস্তাগুলি হয়েছে এইগুলি উনারা মোটেই দেখেন না। অবশ্য না দেখারও একটা কারণ আছে। যারা জেগে ঘুমায় তাদের ঘুম, কেউ ভাঙ্গতে পারেনা। এমন কোন ঔষধ নাই যার দ্বারা তাদের জাগ্রত করা যায়; তাছাড়া এই যে রাস্তা এই রাস্তাটা ছাড়াও আমার মনে হয় যে ত্রিপুরায় এমন কোন গ্রাম নাই যে টাউনের সঙ্গে সেই গ্রামের সংযোগ নাই। সেটা পূর্ব্ব প্রান্তেও আছে অন্যান্য দিকেও আছে। তাছাড়া education সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি মাত্র কয়েকটি L. P. School তখন মহারাজার আমলে ছিল এবং মাত্র ৯টা হাইস্কুল ছিল। আজ প্রত্যেকটা Division সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি আমাদের মহারাজার আমলে যে স্কুল ছিল একটি Divisionই বর্ত্তমানে তার চেয়েও বেশী। Medical সম্পর্কে যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় মাত্র ৯টা dispensary মহারাজার আমলে ছিল। কিন্তু আজ আমার মনে হয় যে কোন একটা division এ ও ৯টার বেশী dispensary আছে। এরপরও যদি বলেন আমরা কোন কিছু করি নাই তাহলে আমি বলব যে সত্যকে উনারা গোপন করিয়াই এইসব বলছেন। হয়ত কাজের মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকতে পারে থাকাটা অনেকটা ইচ্ছাকৃত, অনেকটা অনিচ্ছাকৃত। তবে আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা দেখি সেইসব অনিচ্ছাকৃত। কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে বাইরের চাপ যখন আসে—যেমন চীনের আক্রমন, পাকিস্তানের আক্রমন এবং আমাদের দেশেও একশ্রেণীর সমাজ দ্রোহীর কার্য্যকলাপে শেষপর্য্যন্ত আমাদের বাজেটের targeted কাজগুলি সময়মত সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কে উনারা বলতে গিয়ে বলেছেন যে খাদ্য সম্পর্কে আমাদের সরকার কোন কিছু করেন নাই। এইটা শুধু ত্রিপুরায়ই নয় ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। লোক সংখ্যাও বাড়ছে। নুতন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন Paddy land এর উপর বাড়তী হচ্ছে, আবার forest কে বাড়িয়ে reserve forest কর হচ্ছে সেইদিকেও আবার tilla land বাড়ান হচ্ছে। দুইদিকের pressure তারপর স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট বিভিন্ন Construction জমির উপর হচ্ছে। কাজেই Paddy land এর পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। হয়ত বলতে পারেন এই সমস্ত বন্ধ করা উচিত। কিন্তু এমন অনেক Plan আছে ইচ্ছা করলেই সেইটা বন্ধ করা যায় না। যেমন ধরুন বর্ত্তমানে যে rail road আমাদের ধর্ম্মনগরে আছে সেই রেল রাস্তা করা আমরা সকলেই সমর্থন করি এবং আরো অগ্রসর হউক এটাও আমরা চাই। কিন্তু এই রেল রাস্তা আসার ফলে আমাদের খাদ্যের অনেকটা ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। হয়তো আপনার অনেকে তা অস্বীকার করতে পারেন। যে রাস্তাটি চোরাইবাড়ী থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এসেছে সে রাস্তাটির পাশে রাজবাড়ীতে যে কলোনী করা হয়েছে এবং ষ্টেশন করা হয়েছে তাতে একটি বিরাট মাঠ, যে মাঠ থেকে অন্ততঃ কয়েক শত পরিবার তাদের খাদ্য ফলাতো তা আজ ব্যাহত হয়েছে। পরিকল্পনা করতে গেলেই বেশীর ভাগ সময় আমাদের ফসলের জমিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এতদিন ত্রিপুরা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং সেই সব জঙ্গলে ট্রাইবেলরা জুম করতো। সেই

সকল জঙ্গল আজ পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে এবং কখন ও বা অতিবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে। সেই জন্যই আজকে আমাদের ফরেষ্ট রিজার্ভ করা দরকার। রিজার্ভ করতে গেলে পরে কিছু সম্পত্তি এবং জমি রিজার্ভের আওতায় পড়বেই। এদিকে জমি কিন্তু বাড়ছে না। এখন প্রশ্ন হলো খাদ্য বাড়াবো কি করে। প্রয়োজনীয় সার এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম দিয়ে খাদ্য বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে এবং সেভাবে আন্দোলনও চলছে। সেটা ব্লক এর মাধ্যমে ও এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে চলছে। এইভাবে যে আমরা অগ্রসর হতে চলছি তাতে কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী দল ঠিক ঠিকভাবে তা করতে দিচ্ছে না। তারা বাধা দিচ্ছে। দেওয়ার কারণ আছে। যদি তারা বাধা দেয় তবে দেশে একটা সংকট সৃষ্টি হবে, দেশে খাদ্যাভাব হবে। সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করবে। সামনে ইলেকশান আসছে, তাদেরে কিভাবে পরাজয় করা যায় ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই তারা অগ্রসর হচ্ছে। ত্রিপুরাবাসী সেটা জানে, স সব ঘটনা তাদের স্মরণে আছে। রাস্তা, স্কুল, কলেজ করতে তারা বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাদের সে বাধা, সে পলিসি, আজ ভেঙেছে। ত্রিপুরাবাসী অবগত আছেন যে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে। এই সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপ তারা আদৌ পছন্দ করে না। কিন্তু তবুও আমাদের অনেক বাধা পেতে হচ্ছে, আমাদের যে সময়ের মধ্যে যে টারগেট এ যাওয়ার কথা হয়তো সেটাতে সময় নিচ্ছে তাদের বাধার দরুন। তারপরে বলেছেন পুলিশের জুলুম। পুলিশকে রাখা হয়েছে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। এমন কোন দেশ নাই যেখানে পুলিশ ব্যতীত দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। কারণ এক শ্রেণীর লোক পৃথিবীর সর্বত্রই আছে যারা অশান্তিকে ভালবাসে এবং অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য সময় সময় চেষ্টা করে। তাদেরে রোধ করার জন্যই নিরাপত্তা বাহিনী রাখা হয় প্রতি দেশই সে বিষয়ে অবগত আছে, আমাদের ত্রিপুরা যে আলাদা তা নয়। আমাদের ত্রিপুরাও সে বিষয়ে অবগত আছে বলেই পুলিশকে রাখা হয়েছে যদি কোন জায়গায় কোন লোক গোলমাল করে বা পাকিস্থানে জিনিষ সরবরাহ করে তাহলে পুলিশ তাদের ধরবে। অনেক সময় হয়তো পুলিশ এদিক থেকে সেদিকে গেলে পরে ফাঁকা পড়ে। তখন গরু পাচার হয়। কারণ চোর সব সময়ই সুযোগ নেয় কি করে সে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। পুলিশ স্থানান্তরে যাওয়ার সময় হয়তো চোর চুরি করে সেটা আমরা অস্বীকার করি না। আমার মনে হয় যদি পুলিশের সামনে বা আমাদের ত্রিপুরাবাসীর সামনে এই সব অঘটন ঘটে তবে সর্বপ্রথম তাদেরই ধরা উচিত। তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে আমার মনে হয় পুলিশ হয়তো সেখানে ছিলেন না। তিনি নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদি সেই গরুকে আটক রাখতেন, তাহলে তিনি আজ আমাদের কাছ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ পেতেন। কিন্তু সেটা তিনি না করে আমাদের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই, হয়তো আজ আমাদের সামনে লম্বা চওড়া একটা বক্তৃতা রাখলেন। তারপর ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একপ্রান্তে, আমরা সব সময় বাইরে থেকে জিনিষপত্র আনি এবং বাইরের উপরই আমাদের সব

সময় নির্ভর করতে হয়। আমাদের উপর দিয়েই বিশেষ করে আমাদের কম্যুনিকেশন। বিভিন্ন সময় আমাদের মধ্যে নাগারা গোলমাল করে, এটা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। মাননীয় Speaker sir, আমাদের যে রেল লাইন আছে তাতে তারা বিভিন্ন বোমা বিস্ফোরণ করে এবং অনেক সময় এক্সিডেন্ট ও ঘটে। সিডস্ এর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। আমাদের বাইরে থেকে যে সিডস্ আসে, জিনিষপত্র আসে বা Materials আসে, ঠিক আসার সময়ে রাস্তা বন্ধ থাকার ফলে—যেমন নাগারা আসামে গণ্ডগোল করে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো, তখন কম্যুনিকেশন বন্ধ হলো। সেই জন্য ত্রিপুরাতেও সময় মত জিনিষপত্র না দেওয়ার কারণ ঘটে থাকে। কারণ এই রাস্তা ব্লক হইলেই আমাদের যে সমস্ত জিনিষপত্র বাইরে থেকে আসার কথা তা ঠিক সময় মত আসে না, যার জন্য আমরাও effected হই। অতএব আমরা যে ইচ্ছা করেই সময় মত সিডস্ দেই না তা নয়। কারণ বাইরে থেকে এটা কালেকশন করতে হয় এবং বাইরে থেকে আসার যে সুযোগ সুবিধা তার উপর এটা নির্ভর করে। তারপর আমি আর একটা কথা বলবো যে কৃষির উপরই নির্ভর করছে সারা ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরাও। কিন্তু কৃষকের হাল চাষের যে বলদ তার উপরই নির্ভর করছে তার উৎসাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ত্রিপুরাতে সার্ভে সেটেলমেন্ট চলছে, আজ ত্রিপুরাতে গোচারণ ভূমি মোটেই নাই। এবং সেই গোচারণ ভূমি যদি ভবিষ্যতে না থাকে তাহলে গরু চরাবার কোন জায়গা থাকবে না। এর দরুন কৃষি কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সারের অভাবে আমাদের এগ্রিকালচার ব্যাহত হবে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো যাতে অন্ততঃ ৫ | ৬টি গ্রাম নিয়ে বা ৬ | ৭টি গ্রাম নিয়ে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জায়গায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গোচারণ ভূমি রিজার্ভ রাখা হয়। এবং এটার উপরই আমাদের সার পাওয়া নির্ভর করছে এবং এই সারের উপর নির্ভর করছে আমাদের কৃষি কৃষির উপর নির্ভর করছে আমাদের ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের খাদ্য। তারপর মহারাজার আমলে সদর মিউনিসিপ্যালিটির যে প্লেন ছিল তার দরুন আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই আগরতলাতে জন সংখ্যা বেড়ে যাবে, যার দরুন চলা ফেরার অসুবিধা হতে পারে। তারপর ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর, ও কমলপুর প্রভৃতি যে সব সাব-ডিভিশন আছে, তাতে লোকজন ইচ্ছামত কোন প্লান প্রোগ্রাম ছাড়াই বাড়ীঘর তৈরী করছে। এখন আমি দেখছি এবং আমাদের বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যদেরও জানা আছে যে এমন অনেক রাস্তাঘাট আছে যেখানে জীপ চলেনা এমনকি রিক্সাও চলেনা। আমাদের প্লান ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে যেসব building আমাদের করতে হয়, এর ফলে হয়ত আমাদের সেসব কাজ করা অনেক দুরূহ হয়ে পড়বে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব, যাতে যে সব যায়গায় টাউন আছে সেখানে একটা কমিটি করে প্ল্যানড ওয়েতে ঘরবাড়ী তোলা হয় এবং ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘরবাড়ী না করতে পারে। এইরকম একটা প্লান করা খুবই দরকার। তা না হলে পরে আমরা সহরগুলোকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারব না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই House এর সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন তার প্রস্তাবটীতে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই House এ পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলে গেছে, আজ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে। ভেবেছিলাম যে এই বাজেটে কিছুটা নতুনত্ব থাকবে। কিন্তু বাজেট দেখে বুঝলাম সে নতুনত্ব কিছুই নাই। আমরা জানি যে Budget estimate করতে হয় জনসাধারণের জীবন ধারনের মান উন্নয়ন করার জন্য। বছরের পর বছর বাজেট করা হ'চ্ছে, কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থার কোন পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই না। ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের অভাব আজ পর্যন্ত মিটাতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বছর বছর আমরা বাজেট করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করি খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কিন্তু আজ পর্যন্ত উৎপাদন একটুকু বাড়েনি। তাই দেখতে পাই ত্রিপুরার প্রতিটি সহরে, প্রতিটি গ্রামে ও প্রতিটি বাড়ীতে আজ খাদ্যের জন্য হাহাকার উঠছে। Ruling Party থেকে বলা হয়েছে যে এই বাজেট ত্রিপুরার উন্নতির জন্য করা হয়েছে এবং এতেই ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করব ত্রিপুরার তথা জনসাধারণের জীবন ধারনের মান উন্নত হয়েছে কিনা? মান মোটেই উন্নত হয়নি। কারণ জিনিষ পত্রের মূল্য যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার মত মানুষের আর্থিক অবস্থা নাই। কাজেই আমাদিগকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে ত্রিপুরার জনগণের জীবনের মান উন্নত হতে পারে তদনুযায়ী বাজেট তৈরী করার দিকে। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সরকার নিজের অকৃতকার্যতার সাফাই গাইতে গিয়ে বলেন যে লোক সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, যার ফলে আমরা খাদ্য সমস্যা মিটাতে পারেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের অবস্থাটা কি? ভারতের লোক সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। প্রতি চার মাইলে ৩৬০ জন লোক আছে ভারতে, যেখানে জাপানে আছে ৬৫০ জন; হল্যান্ডে ৮৮০। অথচ সেসব দেশে খাদ্যের সমস্যা বলতে কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু ভরতবর্ষে খাদ্য সমস্যাটা বলছেন তারা লোক সংখ্যার দোহাই দিয়ে। যারা বড় বড় পুঁজিপতিদের দালালী করে তাদের মুখে এই রকম উত্তর ছাড়া আর কি আশা করা যায়। পুঁজিপতিদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যই এই বাজেট রচনা করা হয় যাতে তাদের কাছ থেকে তারা টাকা রোজগার করতে পারে। আমি জানি ১৯৬০ সালে গভর্ণমেন্ট যখন একটা Committee নিয়োগ করেছিলেন তখন সেই Committee তাদের report এ কি বলেছেন। সেই মহালনবীশ কমিটি এই কথাই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশ মাত্র ২০ জন লোক ভোগ করছে। স্বাধীনতার পূর্ব্বে তাদের যে আর্থিক সম্পদ

ছিল তা আজ স্বাধীনতার পরে ১০০ গুণ বেড়ে গেছে তার অর্থ হল যে, ধনী ধনীই হচ্ছে, গরীব ক্রমশঃই গরীব হচ্ছে। এটা আমার কথা নয় এ হ'ল Indin Govt এর Committee র কথা। আমি তাই একথা স্বীকার করি না যে সরকার খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে একটুকু আগ্রহী। যেখানে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ সেখানে বাজেটে Agriculture headএ ধরা হয়েছে মাত্র ৪৮ লক্ষ ১১হাজার টাকা। এই অল্প টাকায় কি হবে? এই টাকার বেশীর ভাগই শুধু বড় বড় অফিস, দালান তৈরী ও কর্মচারীর বেতন বাবদ খরচ করা হবে। Research এর জন্য ও খরচ করা হবে। আমরা বুঝি research করা আমাদের দরকার এবং সেজন্য টাকাও খরচ হবে যদি আমরা উন্নত ধরনের চাষাবাদ করতে চাই। কিন্তু সেই research এর ফলে কতগুলো কৃষক উপকৃত হয়েছে এবং কতটুকু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তা আজ পর্যন্ত এই মন্ত্রিসভা বলতে পারেন নি। শুধু খাদ্যাভাবটা দেখছি এবং বাজেট বক্তৃতাতেও তাই বলা হয়েছে। আমরা জানি যদি এই খাদ্য সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হয় তা হলে খাদ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হ'বে কিন্তু সরকার খাদ্যের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, গুরুত্ব দিয়েছেন পুলিশের উপর। তাই পুলিশের জন্য ধরা হয়েছে ১৪৬,৩৭০০০ টাকা। পুলিশের প্রয়োজন কাদের? Ruling Party, কংগ্রেস এর জন্য প্রয়োজন। কারণ তারা জন জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে। জনসাধারণ তাদের আর বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই পুলিশের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। কিছুদিন পূর্বে খাদ্যের জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ দাবী জানিয়েছে। এই দাবী বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রয়োজন হয় পুলিশের। কারণ পুলিশ ছাড়া তাদের দল, তাদের গদি থাকে না। আমরা জানি, আজ ভারতের বিভিন্ন দিকে খাদ্যের দাবী, বাঁচার দাবী উঠেছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় ত্রিপুরায় ও তা হবে, তারই প্রতিফলন স্বরূপ আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার দিকে দিকে প্রায় সর্ব্বত্রই বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা জানি জনগণের এই দাবী তাঁরা কোন দিন মিটাতে পারবেন না। তাঁরা খাদ্য উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে, অন্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানী করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এই খাদ্য আমদানীর ফলে তাঁদের পকেটে পয়সা আসে। কাজেই তাঁরা চান দেশের মধ্যে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে। তাই যদি না হবে, তাহলে এত টাকার খাদ্য আমদানী না করে এটাকাগুলো কৃষকদের দেওয়া হলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হত এবং বেশী পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হত'ন। তা না করে লোক দেখানোর জন্য খাদ্য বাড়াও, খাদ্য বাড়াও বলে চীৎকার করেছেন। Grow-More Food Campaign করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, কৃষক সরকারকে বিশ্বাস করে ফসল বাড়ানোর জন্য তাদের যথা সর্ব্বস্ব দিয়েছে, কিন্তু সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য সময় মত না করাতে তাদের আজ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। Grow More Food Campaign করতে গিয়ে বলেছিলেন তোমরা বোরো ধান কর, যে ক্ষেতে আমন ফসল হয় সে ক্ষেতেও বোরোধান করে ফসল বাড়াও, সরকার থেকে জলের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় যখন বোরো ক্ষেতের মাটি খরায় ফেটে যাচ্ছে, তখন কৃষক জল দাও জল দাও বলে সরকারের নিকট

আবেদন নিবেদন করা সত্বেও জলের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তৃতায় কি বলেছিলেন? বলেছিলেন যে, "যদি ১ ইঞ্চি জমিও কেউ খালি ফেলে রাখে তাকে আমি পঞ্চম-বাহিনী বলে গণ্য করব"। কিন্তু আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যাঁরা জলের ব্যবস্থা করে দেবে বলে কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি তাঁরাই পঞ্চম বাহিনী।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু খাদ্যের দিক দিয়েই এই সরকারের ব্যর্থতা নয়, বনের দিক দিয়েও আজ তারা ব্যর্থ হয়েছে। বনের প্রয়োজন আছে। তা রক্ষা করার ও দায়িত্ব সরকারের, এই কথা সবাই আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এই বন কার জন্য প্রয়োজন? মানুষের প্রয়োজনেই এই বনাঞ্চল। মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই বনের প্রয়োজন। কিন্তু বন থাকবে মানুষ থাকবে না এই উদ্দেশ্যেতো বন সংরক্ষিত হচ্ছে না। আমি জানি যে ইণ্ডিয়া ফরেষ্ট এক্টএ এই কথাও বলা আছে যে, জন বসতি এলাকা বাদ দিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমানা দূরে নির্দ্ধারণ করতে হবে যাতে পার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণের জীবন যাত্রার অসুবিধার সৃষ্টি না হয় যদি কারো জোতের জমি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত করা হয় তাহলে তাকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারই তার একমাত্র ব্যতিক্রম। ত্রিপুরা সরকার কি করেছেন? যেখানে মানুষের বসতি আছে সেসব এলাকা রিজার্ভ এর অন্তর্ভূক্ত করে নিচ্ছেন। তার অর্থ হল এই যে, মানুষ অন্যত্র চলে যাক, মানুষ মরুক আমি জানি তেলিয়া মুড়া এলাকায় রাখাল বাড়ীতে তাদের সমস্ত জায়গা, যে যায়গায় তারা আজ প্রায় ৬০ | ৭০ বৎসর যাবত বসবাস করছে, আজ রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গতকাল একটা প্রশ্নের উত্তরে এই সভায় বলা হয়েছে যে, রিজার্ভ অঞ্চলে বনজ গাছ গাছড়া কাটা ও জুম করার বাধা সরকার তুলে দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে অনেক জায়গাতেই ট্রাইবেলদের জুম করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তারা জুম করতে পারছে না।

সরকার পক্ষ থেকে এখানে বলা হয় তারা এই করেছেন, সেই করেছেন কিন্তু এলাকায় গেলে আমরা তার বিপরীত কার্য্যকলাপ দেখতে পাই। তাহলে আমরা এই Ruling Partyর কথার উপর কিভাবে আস্থা রাখতে পারি?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়দিগকে তথা Ruling partyকে অনুরোধ করছি, মন্ত্রী মহোদয় তো এখানে নেই, জনসাধারণের কাছে আপনাদের কথার যাতে দাম থাকে সে ব্যবস্থা আপনারা করবেন।

দ্বিতীয় কথা হল, খাদ্যের ব্যাপারে কয়েক দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডেকে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে খাদ্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। সে আলোচনায় তিনি বললেন যে ৪০ টাকার উপরে চাউলের দর না উঠলে আমি আর কনট্রোলে চাউল দিতে পারবনা। এই সম্পর্কে আমি একথা বলতে চাইযে, কয়েক দিন আগে প্রথমবার তিনি বলেছিলেন ৩০টাকা দাম উঠলে পরে কণ্ট্রোলে চাউল দিব। এখন আবার বলেন ৪০

টাকার উপরে দাম না উঠলে কণ্ট্রোলে চাউল দেওয়া হবেনা। তার পর আমরা বলেছিলাম তাহলে কি ব্যবস্থা করা হবে বলুন। তাহলে Central government এর কাছে এ সম্পর্কে আপনি information দিন যাতে এই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উত্তরে তিনি বলেছিলেন আমি পারিনা। আমরাও জানি যে তিনি পারবেন না। পারার মত ক্ষমতা Ruling partyর নেই। কোনটা পারেন তারা? যখন গদীর প্রশ্ন নিয়ে তাদের মধ্যে টানাটানি চলে তখন দিল্লী, জয়পুর, কলিকাতায় দৌড়তে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের চাহিদার জন্য, খাদ্যের দাম যখন বাড়তে থাকে, লোক যখন মরবে, তখন তারা কোথাও যেতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ জন্য আমি অনুরোধ করব জনসাধারনের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে Ruling Party র কাজ করা উচিত। তাদের বক্তৃতার বিষয় বস্তু হল চীনের সঙ্গে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কাজেই আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হচ্ছে। কিন্তু আমরা আগে থেকেই বলে আসছি তাদের ডেকে আপোষ রফা কর, শান্তি বজায় রাখ। আর সেইজন্যই আমাদিগকে বলা হয়েছিল পাকিস্তানী চর, চীনের চর। আমরা জানি যখনই কোন স্থানে যুদ্ধ হবে তখনই তার ফল হবে মারাত্মক। কিন্তু আজকে কি হল? আমাদের কথা মতই তাসখন্দ চুক্তি হল। কিন্তু তারা এক সময়ে বলেছিলেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংগ, আমরা কাশ্মীরের ১ ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বনা। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকারই আজ পাকিস্তানের সঙ্গে তাসখন্দ চুক্তি করেছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে দেশের মধ্যে emergency রাখার ফলে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সদস্যদিগকে D. I. Rule প্রয়োগ করে জেলে আটক করে রেখেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হল প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়েফেলে শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখা বর্ত্তমান সরকারের একান্ত প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Ruling party র সদস্যরা বলেছেন মহারাজার আমলে দেশে স্বল্প সংখ্যক স্কুল ছিল, এখন অনেক স্কুল হয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু তখনকার লোক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের বলা উচিত ছিল। তখন লোক সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ আর বর্ত্তমানে লোক সংখ্যা হল ১৫ লক্ষ। দশ লক্ষ লোক বেড়েছে দেশে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে সেটা আমরাও চাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে শিক্ষার যে ব্যবস্থা তার দিকে লক্ষ্য করা উচিত। বর্ত্তমানে যারা Class V এ পড়ে তাদের অন্য স্কুলে উপরের Class এ Admission নিতে হলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। Class V এ পাশ করা সত্বেও ভর্ত্তির সময় Admission test দিতে হয়, বহু ছাত্র Seat এর অভাবে স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারে না। আমার মনে হয় Ruling party র আসল উদ্দেশ্য হল, তাঁরা শিক্ষার বিস্তার চান না। তাঁরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চান যাতে বর্ত্তমান এই ব্যবস্থা চিরদিনের জন্য চলতে থাকে। অতএব Hon'ble Speaker এর মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলীর নিকট এই অনুরোধ করব তারা যেন দেশের বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দেন,

শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন। একটা দেশকে যদি উন্নত দেশে পরিণত করতে হয় তা হলে দেশের Industry কে উন্নত করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ কোন বড় Industry এখন পর্যান্ত গঠন করতে বর্ত্তমান সরকার সক্ষম হয়নি, যদিও আমাদের ত্রিপুরাতে বহু কাঁচামাল রয়ে গেছে Industry চলার পক্ষে। ত্রিপুরাতে যদি Paper Mill, Jute Mill গড়ে উঠত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার টাকা আয় বাড়াত এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার হাজার হাজার লোক বেকার সমস্যা থেকে অব্যাহতি পেত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তাঁরা অফিসারের এবং অন্যান্য post এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে কিন্তু একটা দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য যা যা করা একান্ত প্রয়োজন সেগুলো করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

Mr. Speaker—No more, I would now call on Shri Krishnadas Bhattacharjee:

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৬—৬৭ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে সর্ব্বোতভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। বাজেট আলোচনা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই আমি আজকের দিনে দেশের সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সে সমস্যাটির কথা উল্লেখ করব। সেটি হল খাদ্য সমস্যা। প্রথমতঃ আমি ত্রিপুরা সরকারকে এবং মন্ত্রী মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে তাঁরা এই খাদ্য সমস্যাকে গত একটি বছর, যে বছরটি খুব গুরুতর গিয়েছে, মোটামুটি আয়ত্বে রাখতে পেরেছেন ত্রিপুরাতে। কারণ অন্যান্য প্রদেশের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল কেরলে, উড়িষ্যাতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের সাথে যার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এসেছেন তাদের মুখে আমরা শুনেছি সেখানে খাদ্যের কি অভাব। হোটেলে ভাত পাওয়া যায় না, বাড়ীতে ভাত মিলাতে পারে না। চাউল পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। এমন একটি অবস্থা কলকাতায় গেছে। এখান থেকে যারা কলকাতায় যেতেন দেখতুম ২ সের ২॥ সের করে চাউল নিয়ে যেত। কারণ তারা যাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করা, বিব্রত করা হবে বলে মনে করতেন। এরকম একটা অবস্থা আরম্ভ হয়েছে গত বছর থেকে বিভিন্ন প্রদেশে। কিন্তু এই অবস্থাতে ও ত্রিপুরাতে আমরা চাউলের জন্য কোন কষ্ট পাইনি, মোটামোটি চাউল আমরা পেয়েছি, খাদ্য আমরা পেয়েছি। কলকাতা থেকে হয়ত কেউ আসবেন এমন একটা চিঠি পেয়েছিলাম, যাব—কিন্তু তোমাদের এখানে চাউল পাওয়া যাবে তো, ভাত খেতে পারব তো। কারণ তারা ভাবতে ও পারেনি যে এখানে চাউল পাওয়া যায় এবং এখানে ভাত খেতে পারবে। তার থেকে বুঝা যায়, ত্রিপুরাতে আমরা অন্তত এই একটি বৎসর খাদ্যের দিক দিয়ে অন্যান্য স্থানের তুলনায় সুখেই ছিলাম। তার জন্য আমি আমাদের

এই সরকারকে, মন্ত্রীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করব ভবিষ্যতে ও তাঁরা যাতে এইরকম ধন্যবাদ আমাদের ত্রিপুরার জনগণের কাছ থেকে পান। কিন্তু সেটা যেমন আশা করছি সে রকম তাদের সম্মুখে আরো একটি গুরুতর,গতবারের চেয়ে ও আরো সঙ্কটজনক,আর একটি বৎসর আসছে, সেটি সম্বন্ধেও আমি তাঁদের সর্তক করে দিচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে আগামী বছরটি খাদ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হবে। কারণ প্রত্যেক স্থানেই খাদ্যের অভাব। কেন্দ্রের কাছ থেকে যে পরিমাণ চাউল আমরা পেতাম, সে পরিমান চাউল আমাদের পাওয়ার উপায় নেই। আমাদের নিজেদের প্রোডাকশনের দিক থেকে ও এখানকার সমস্যার সমাধানের কোন উপায় নেই। এমন অবস্থায়, সামনের বছরটী আরো সঙ্কট জনক হবে, এটা খুব সহজেই বুঝা যাচ্ছে। এটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার খুব সুচিন্তিত ভাবে, সতর্কভাবে handle করবেন, এটা আমি আশা করি। তবে আমরা শুধু তাদের উপরে দায়ীত্বটা তুলে দিয়েই নিষ্কৃতি পাব তা নয়, সেই সঙ্গে আমাদের দিক থেকেও একটা কর্ত্তব্য আছে। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি,যারা দেশের নেতারা আছেন বিভিন্ন দলের, সকলেরই একটা কর্ত্তব্য আছে যে, জিনিষটাকে উপলব্ধি করে, সমস্যাটাকে উপলব্ধি করে, যাতে এর একটা সমাধানের চেষ্টা করি এবং তাকে অবলম্বন করে যেন অশান্তির সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (Noises) অশান্তি কারা করছে সেটা সকলেই জানে। কারণ খাদ্য দেওয়ার দায়িত্ব যাদের নেই, খাদ্য যারা দিতে পারবে না তারাই অশান্তির সৃষ্টী করছে। যাদের উপর খাদ্য দেওয়ার দায়িত্ব, যারা খাদ্য দিতে পারবে, তারা অশান্তির সৃষ্টী করতে পারে না।

(Noises) তারা মনে করে এই একটা সুযোগ, যারা নাকি সমাজদ্রোহী, যারা সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তারা এই খাদ্য সমস্যাটাকে অবলম্বন করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা সুযোগ খোঁজেন। আমি আশা করবো, যে তারা যেন এটা না করেন। কারণ আন্দোলন করলে খাদ্য আসবে না। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যের যে অভাব তার সমাধানের জন্য আমাদের একটা উপায় চিন্তা করতে হবে এবং সহনশীলতা অর্জ্জন করতে হবে, যাতে আমরা অস্থির না হয়ে ধীরে সুস্থে এই সমস্যাটিকে ফেস্ করতে পারি। আমাদের দেশবাসী যাতে একটা চরম অবস্থাকে ফেস্ করতে পারে, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা আমার মনে হয় উচিত নয়, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সহযোগীতার দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমতঃ খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে কতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে,এবং Food, Agaiculture, Irrigation (minor) বিশেষ করে এই তিনটি Depttই in a line খাদ্য সমস্যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এই যে Deptt গুলি আছে, সেগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই Deptt. গুলিকে একটা unit এর under এ এনে এই Deptt. গুলি যাতে নিজেরা আলোচনা করে, নিজেরা বসে একটা Constructive wayতে কাজ করতে পারে সেভাবে চেষ্টা করা উচিত। কারণ Food Deptt.

তার কাজ করে যাচ্ছে Agriculture Deptt, তার কাজ করে যাচ্ছে, আবার minor Irrigation Deptt. একটা কাজ করে যাচ্ছে। তাতে Agriculture Deptt. এর কোন দায়ীত্ব নেই। এটা আমরা উল্লেখ করছি Estimate committee Report এ ও যে, পরস্পরের মধ্যে একটা সহযোগিতা নেই। যেমন Minor Irrigationটা করা হচ্ছে Agriculture এর জন্যই, অথচ minor Irrigation ও Agriculture Deptt. এর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এই যে বাঁধগুলো তৈরী হচ্ছে, কে যে তার দায়িত্ব নেবে তা নির্দিষ্ট নেই। তার ফলে দেখা যাচ্ছে, এই যে একটা জরুরী বিষয়, খাদ্য, এই বিষয়টিতে এমন একটা অসহযোগীতা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। সুতরাং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে খাদ্যের বিষয় নিয়ে যে সমস্ত Deptt. deal করছেন, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বন্টন, সেই সমস্ত deptt. গুলিকে একটা unit এর under আনা এবং এই গুলোকে খুব effeciently run করা। পরস্পরের সহযোগীতায় যাতে run করতে পারে তার জন্য দরকার staff, কারণ Food problemটা আজকে একটা burning issre. এর জন্য দরকার সবচেয়ে efficient staff. সবচেয়ে যোগ্যতা বেশী এমন যে সব কর্মচারী আছেন তাদের এ কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের নিয়োগ করতে হবে। তা হলে এ সমস্যাটাকে তারা খুব ভালভাবে deal করতে পারবে। তার জন্যই দরকার খুব efficent and honest officers, ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে যে সমস্ত ভাল ভাল officers আছেন যাদের efficiency tested বিশেষ করে তাদেরকে খাদ্যের ব্যাপারে নিয়োগ করা দরকার এবং তাহলে একটা emergencyর ভিত্তিতে এই খাদ্য সমস্যাকে deal করা সম্ভব হবে, নতুবা হবে না। বর্তমানে জানিনা সরকারের কি পরিমাণ সংস্থান আছে, সামনে stock আসতে বহু দেরী। বোরোধান নষ্ট হয়ে গেছে। আউস ধান কি পরিমাণ হবে না হবে এখন বলা যাচ্ছে না। কারণ চাষীরা এখনো চাষ দিতে পারছে না। এমতাবস্থায় আরো বেশ কয়েকমাস আমাদের বসে থাকতে হবে প্রথম ফসলের জন্য। অথচ এদিকে বর্ষা এসে যাচ্ছে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের খাদ্য আনতে হয়, বাইর থেকে যদি আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয় তাহলে অবিলম্বে সেটা আনা উচিত। কারণ বর্ষা আসছে, তখন transport difficultyতে আরো অসুবিধা হয়ে যাবে খাদ্য আনতে। তার জন্যই দরকার অবিলম্বে যাতে আসামের stock godown থেকে চাউল এনে এখানের godown এ মজুত করা যায় তার ব্যবস্থা করা। কারণ আসামের সঙ্গে বাইরের যে link তা যতটুকু সহজ, আমাদের সঙ্গে সেই linkটা ততটুকু সহজ নয়। বর্ষাকালে প্রায়ই আমাদের dead road হয়ে থাকে Transport এর দিক থেকে। এ সমস্ত অবস্থা ত আছেই। তাছাড়া emergency arise করতে পারে, কারণ পাকিস্থানের মনোভাব ভাল নয়। সুতরাং সে সব চিন্তা করে আমার মনে হয় আমাদের অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী চাল ও গম এনে মজুত করে রাখা দরকার। তা না হলে কয়েক মাসের মধ্যেই বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন এ ব্যাপারে একটা অসুবিধা সৃষ্টি হবে।

তখন চিৎকার করেও এ সমস্যার সুরাহা করা যাবে না। এদিক থেকে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে তাঁরা যেন এ বিষয়ে চিন্তা করেন।

Production ভাল করার জন্য Agriculture এর বাজেটকে বেশ বর্দ্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কিভাবে Production বাড়ানো যাবে সে সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা থাকা আমাদের দরকার খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে Agriculture department এর উপর specific responsibility দেওয়া দরকার। একথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় ভাল চাষ ও ভাল সারের অভাবে ফসল উৎপাদন ভাল হচ্ছে না, উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে যে কিছু করা যাবে তা আমার মনে হচ্ছে না। প্রচার ত থাকবেই, কৃষকদের সাহায্য দেওয়ার যে ব্যবস্থাগুলি আছে সেগুলিকে সচল করা দরকার যাতে সময় মত সাহায্য পায়। তাছাড়া অতিরিক্ত একটা partial nationalsation of cultivation এর চিন্তা করা দরকার। যেখানে প্রত্যেকটি Blockএ এবং প্রত্যেকটি স্থানেই একজন করে Agriculturist আছেন, একটি Extension officer আছেন এবং বিভিন্ন স্থানে posted আছেন, তাদের দায়িত্বে এমন কতকগুলো জায়গা দেওয়া দরকার—যেমন একটা areaতে যদি দেখা যায় ১০০ একর বা ২০০ একর জমি একসাথে আছে এই সকল জায়গাগুলো যদি সরকার নিজের কালটীভেশন এ নিয়ে আসেন এবং সরকার যে এক্সটেনশন অফিসার বা এ্যাগ্রিকালচার এক্সপার্ট আছেন তাদের হস্তে যদি দিয়ে দেন যে তোমাদের দায়িত্বে এই খামারগুলি রইল, তোমাদের এখন থেকে প্রোডাকশন করতে হবে। তার একটা trget এবং cost ও বেঁধে দিতে হবে। তাহলে পরেই বুঝা যাবে তারা কতটুকু successful হচ্ছে। এইভাবে specific responsibility দিলে পরেই production বাড়বে এবং তাদেরও কর্ম্মশক্তি প্রমানিত হবে। এখনও এমন অনেক বিল পরে আছে, উদয়পুরে আছে, কৈলাসহরে আছে আরো নানা জায়গায় আছে। বিরাট বিরাট area নিয়ে এক একটা বিল পড়ে আছে। আমার মনে হয় এই সমস্ত বিলগুলিকে Direct Agriculture Department এর হাতে দেওয়া যায় যে তোমাদের under এ এই বিলগুলি থাকবে, তোমরা এই গুলিতে ফসল উৎপন্ন করবে। এভাবে যদি একটা specific responsbility তাদের দেওয় যায় তাহলে তারা প্রমাণ করতে পারবে কতটুকু উৎপাদন করতে পারল। এই ভাবে ধীরে ধীরে কয়েকটি খামার যদি তৈয়ার করে ফেলে কয়েকশত একর জায়গা নিয়ে আমার মনে হয় যে সেখানে improved nature এর fertiliser তাহলে ব্যবহার করে প্রডাকশন যথেষ্ট বাড়ান যাবে। তারপর fertiliserএর প্রশ্ন। Fertiliser আনতেও সেই ডিফিক্যালটি। তবে আমার মনে হয় বর্ষার আগেই fertiliser আনা প্রয়োজন এবং সেটা যাতে কৃষকেরা সময়মত পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। কারণ সময় মত fertiliser দিতে না পারলে কোন লাভ হবেনা। কাজেই সময় থাকতেই যাতে fertiliserএর stock করা হয় এবং সময় মত বিভিন্ন ব্লকে distribute করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তারপর

যখন পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল এবং বিদেশ থেকে খাদ্য পাওয়াতে অসুবিধার সৃষ্টি হল তখন গ্রো মোর ফুড এর ব্যাপারে একটা উৎসাহ দেখা দিয়াছিল এবং সরকার থেকেও যে প্রেরণা দেয়া হয়ে ছিল সেই জাতীয় প্রেরণা এখনও বর্ষার ফসলের আগে থাকা প্রয়োজন। তারপর বর্ষার সময় যে তরীতরকারী হয় সেইগুলি যাতে ভালভাবে বেশী পরিমাণে করা যায় তার জন্য এখন থেকেই একটা ড্রাইভ দেওয়া প্রয়োজন। গতবার যে ড্রাইভ দেওয়া হয়েছিল সেটা আমার মনে হয় এইটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এবারের drive টা যাতে সময় থাকতে দেওয়া হয় সেইদিকে এখন থেকেই নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই গেল food, agriculture, irrigation ইত্যাদি যা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। তারপর irrigation scheme গুলি implement করার ব্যাপারে আমি estimate committeeর report দিয়েছি। সেইগুলি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি সরকারের নেওয়া প্রয়োজন। কারণ irrigation যদি পড়ে থাকে তাহলে agriculture এর improvement করা অসম্ভব। এবার বাজেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে, Revenue account দেখা যাচ্ছে A group, Page 2. of the budget Taxes, Duties & other Principal Heads of Revenue এখানে আয় হচ্ছে 40,26,000 আর on that head Collection of Taxes, duties & other Principal Heads of Revenue, সেখানে Collection এর জন্য খরচ দেখা যাচ্ছে 31, 46,000, আয় ৪০ লক্ষ এবং ব্যয় ৩১ লক্ষ, অর্থাৎ income করার জন্য যে খরচটা সেটা হল ৩১ লক্ষ আর income হল ৪০ লক্ষ কাজেই দেখা যাচ্ছে ৯ লক্ষের মত মাত্র difference। এটা কেন হবে আমি বুঝতে পারছি না। এটা সম্বন্ধে একটা scrutiny করা প্রয়োজন। কারণ Revenue earning department গুলির খুব efficiently কাজ করা দরকার। এখান থেকে যদি এই সমস্ত revenue গুলি আদায় না হয়, revenue collection এর খরচের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রাখা না হয়, সেটা অবশ্য বিশেষ কারণে নাও হতে পারে কারণ জরীপ চলছিল তখন। এটা বেশী দিন continue করা উচিত নয়। আয়ের থেকে ব্যয় যদি বেশী হয়, আমি সব ক্ষেত্রে বলছিনা কারণ ত্রিপুরাতে আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হবেই কিন্তু Particularly 'A'group এ আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের এই সামান্য ব্যবধান কেন থাকবে? তাতো থাকা উচিত নয়। অবিলম্বে এই ব্যাপারে একটা scrutiny করে দেখা প্রয়োজন। আর যদি কোন বিশেষ কারণ থাকে যার জন্য এই সামান্য পরিমাণ excess থাকছে সেই অসুবিধাটাকে দূর করা প্রয়োজন। Next হচ্ছে vehicles, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, vehicles সম্বন্ধে বলতে গেলে আপনারা দেখেছেন গত দুই তিন বছরের মধ্যে vehicles এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রত্যেকটি বড় বড় routeই বড় বড় deluke bus চালু হয়েছে। আপনারা দেখছেন, তবে আরও উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন। হয়ত গত এক বছরে আরো উন্নতি করা যেত কিন্তু transport সম্পর্কে policy টা কি হবে সেটা ঠিক না হওয়াতে ততটা অগ্রসর হওয়া যায়না। এখান থেকে একটা Proposal গিয়াছে central govt এর নিকট state transport corporation এর জন্য। এখন সেটা সম্পর্কে একটা decision না হলে এখানে private sector এর improve করা সম্ভব হচ্ছেনা।

যদি Transport corporation হয় তাহলে private sector এ initiative দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এইদিক থেকে আমার যতদূর জানা আছে যে central govt থেকে একটা proposal sanction হয়েছে for state Tramsport এই ব্যাপারে central govt. বেশ জোর দিয়েই বলছেন যে তোমরা state Transport corporation করে ফেল, Transport corporation এর under এনিয়ে নাও, আমার মনে হয় এখন ত্রিপুরা সরকারকে এই ব্যাপারে decision দিতে হবে। Decisionটা নেওয়া হচ্ছেনা। অবিলম্বেই decision নেওয়া দরকার ; যে সুযোগ central govt দিয়েছেন বহুলক্ষ টাকা central govt. দিচ্ছেন কাজেই এইসুযোগ ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করবেন কি করবেননা সেই ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার। আমার মনে হয় এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক হবেনা, সর্বত্রই এই scope টা দেওয়া হচ্ছে Corporation এর মাধ্যমে ; এতে জনসাধারণ ও উপকৃত হচ্ছে, এমন সুযোগ পাওয়া খুবই দুস্কর। Central Govt যখন নিজের থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন এটাকে implement করার জন্য আমার মনে হয় এই সুযোগ ছাড়া উচিৎ হবে না। আশা করি মন্ত্রী মণ্ডলী এই ব্যাপারে চিন্তা করে একটা decision নেবেন। তারপর হচ্ছে Demand No 8. Parliamant, State Union Territory Legislature. Legislative Assembly র বাজেট সম্বন্ধে গতবারও আমি বলেছিলাম যে এখানে আমাদের মেম্বারদের থাকার একটা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বাজেটে সেটা দেখতে পাচ্ছিনা। মেম্বারদের যাঁরা বাইরে থেকে আসেন তারা কিভাবে থাকেন তারাই জানেন। আমরা যারা আগরতলায় থাকি তারা ভালই থাকি। কারণ আমাদের আগরতলায় বাড়ী আছে। বাইরে থেকে যারা আসেন তারা কিভাবে থাকেন সেই সম্পর্কে আমার একটু ধারনা আছে। এইজন্য গতবারও বলেছিলাম যে মেম্বারদের থাকার একটা সুবধা করা প্রয়োজন। সরকারের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, যদি তারা Member's hostel করতে পারেন ভালকথা নতুবা যে মেম্বারের quarterএর প্রয়োজন তাদের quater দিতে পারেন। এই ব্যবস্থাটা অবিলম্বে করা প্রয়োজন, কারন মেম্বারদের যেখানে সেখানে এইভাবে থাকা উচিত নয়। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে, এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। General Administration সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে তার efficiency কতটুকু বাড়ছে বা কমছে তার একটা হিসাব করা দরকার। আমরা প্রায়ই দেখে থাকি personal file পড়ে থাকে। মানুষ গিয়ে ফিরে আসে, দরখাস্ত পায়না, এই কাজ হয় না, ঐ কাজ হয় না. একটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। এইরূপ কেন হয় ? সেটা কিছুটা inefficiency এবং Callousness এর জন্য দায়ী corruption বহুমুখী, দেখতে পাবেন যে কর্ম্মচারীরা সাধারনতঃ ১০টার সময় আসেননা। ১০॥টা, ১১টার সময় আসেন, তারপর আবার ১টার সময় টিফিন খাওয়ার এসে যায়। এইভাবে কাজ কতটুকু হয় এই বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে এবং কাজ না হলে মানুষের বিরম্বনা হওয়া স্বাভাবিক। সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে General Admini stration এর দিকে একটা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, এবং efficiency

improve করার জন্য যতটুকু দরকার তা করা প্রয়োজন। employeeরা যাতে সময় মত আসেন এবং সময় মত যান এবং কাজ করেন এই সম্পর্কে প্রত্যেক অফিসে যে সমস্ত bossরা আছেন তাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তারা যদি একটু দেখেন তবে আমার মনে হয় efficiency improve করা সম্ভব। আর কে কতটুকু কাজ করছে তারও assessment কিভাবে করা যায়, একটা time to time review কিভাবে করা সেই সম্পর্কে একটা কিছু চিন্তা করার জন্য বলব। তারা যেন একটা পদ্ধতি যেভাবেই হউক বের করেন। অনেকে আছেন কাজ করেন না শুধু আড্ডা মেরেই বেড়ান। এই সমস্ত যাতে রোধ করা যায়, মানুষ যাতে বিড়ম্বিত না হয়, সময় মত এসে কাজ পায়, —দূর থেকে তারা আসে, কাজ না সেরেই যদি ফিরে যায়, দিনের পর দিন যদি তাদের ফিরে যেতে হয়, তবে তাদের যে অসন্তোষটা সেটা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিফলিত হয়। সেটা কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে হয় না সরকারের বিরুদ্ধে হয়। সেই জন্যই প্রয়োজন মানুষ যাতে বিড়ম্বিত না হয়, সময় মত তারা যেন কাজ পায় এবং যারা কাজ করছেন, অর্থাৎ employeesরা efficiently কাজ করছেন কিনা সেটা দেখা দরকার। volume of work কে কতটুকু করছেন তার একটা assessment করার পদ্ধতি বের করা দরকার। অফিসের bossরা তা করতে পারেন এবং দেখতে পারেন কারা কাজ করছেন, কারা কাজ করছেন না। পুলিশের বাজেট সম্পর্কে অনেকে কটুক্তি করেছেন। কিন্তু সেটা বড় না করে আমাদের উপায় নেই। কারণ আমাদের প্রয়োজনের তাগিদেই সেটা বড় করতে বাধ্য হয়েছি। কেননা আমরা border stateএ আছি। এখানে শুধু আমাদের পুলিশ বাহিনীই আছে তা নয়, বিভিন্ন স্থান থেকেই আমাদের পুলিশ বাহিনীর সাহায্যের জন্য পুলিশ আনতে হয়। তাদের খরচটাও আমাদের বাজেট থেকে দিতে হয়। সেজন্য পুলিশের বাজেটটা বড় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্য হয়ত বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হন। পুলিশের বাজেটটা বড় করলেই তারা ভীত হয়ে পড়েন। ভীত হওয়ার কারণ নেই। সেটা ভীতির জন্য। দেশকে রক্ষা করার জন্য এই বাজেটটা বড় করা হয়েছে। Education সম্পর্কে তারা অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা Engineering collage এখানে স্থাপিত হয়েছে। তারপর একটা B. T collage হয়েছে। B. T. পড়তে বা Engineering পড়তে যে বাইরে যেতে হতো সেটা এখন এখানেই হচ্ছে। Post Graduate সহ-আরম্ভ হবে আশা করা যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষারদিক দিয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, যার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যায় আর শিক্ষা সমন্ধে নিম্ন বুনিয়াদীও উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যাও বেশী বেড়েছে। আমাদের সদস্যরা তার একটা সংখ্যা দিয়াছেন যে কতটা বেড়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন qualityর দিক থেকে qualityর দিকে নজর দেওয়া। কারণ quality খুব বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু quality যাতে খুব ভাল হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা শিক্ষার মত না হলে, মানুষের মত মানুষ যদি এই শিক্ষা তৈরী না করতে পারে তবে সেই

শিক্ষা ব্যর্থ হয়। সেই জন্যই দরকার qualityর এবং quality depends on quality of teachers। এখানে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের traning এর জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। যারা নুতন শিক্ষক হিসাবে appointment পাচ্ছেন, তারা যাতে join করার পূর্ব্বেই একটা training নিয়ে যেতে পারেন তারও একটা ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না। এখন join করার পর বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর একটা training এর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় join করার পূর্ব্বে তারা যদি একটা training পায়, তবে তারা ভালভাবে পড়াতে পারবেন। তারপর quality of students ও একটু বাড়ানো দরকার। সেটা, যেমন class v পাশ করে class vi এ ভর্ত্তি হওয়া ভীষণ সমস্যা। class viii এ পাশ করে ক্লাশ ix এ ভর্ত্তি হওয়া আরেকটা সমস্যা। যারা নাকি পড়াশুনা করতে চায় তাদের সেই সুযোগ নিশ্চয়ই দিতে হবে। কিন্তু যারা class vi এ উঠলো class v পাশ করার পর, যদি আবার সেই পরীক্ষা নেওয়া হয় তখন এমন একটা অবস্থা দেখা যায় যে সে class v এ পড়েছিল তা মনেই হয় না। এই দিক থেকে আমার মনে হয় class v থেকে class vi এবং class viii থেকে class ix এ এমন একটা বাধ্যতামুলক পরীক্ষা নেওয়া দরকার যাতে quality improve করে। কেননা student দের quality যদি ভাল না হয় তাহলে তাকে লেখাপড়া শেখানোর অর্থ হয় না। class v এ যদি general examination এর মত করা হয় তাহলে একটা average standard ঠিক হবে এবং class viii এ যদি একটা public examination করা হয় তাহলেও একটা average standard ঠিক হবে। এইদিক থেকে আমি মনে করি আমার এই প্রস্তাবটা একটু চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। এতে মাষ্টাররাও বুঝবে যে তারা শুধু পরীক্ষা নিলেই class v থেকে class vi উঠে যাবে সেটা হবে না। সুতরাং তাদেরও একটা দায়িত্ববোধ বাড়বে যে আমার স্কুলে যদি fail বেশী করে তবে বদনাম হবে। কাজেই তাদেরও ভালভাবে পড়াবার একটা tendency grow করবে এবং ছেলেরাও বুঝবে যে আমার পরীক্ষাটি ঠিক স্কুলের মাষ্টার বাবুরা নিচ্ছেন না, অন্যভাবে নেওয়া হচ্ছে।

যে ratioতে master দেওয়ার কথা, সেই ratio তে master দেওয়া হচ্ছে না। তখন তার ছেলেও বুঝবে যে আমার পরীক্ষাটি ঠিক এই স্কুলের মাষ্টার মশাই নিচ্ছেন না। এটা অন্যভাবে হচ্ছে। তার ও পড়াশুনার দিকে একটা ঝোঁক থাকবে। সেইদিক থেকে আমার মনে হয় class v এবং class viii এই দুইটা stage এ public examination করা দরকার। Education dept এর কতগুলি allied deptts আছে, তারমধ্যে অনেকগুলি public welfare nature এর যেমন, অনাথ আশ্রম, মহিলা, infirmary, social welfare ইত্যাদি অনাথ আশ্রমে আমরা গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে, দেখে ভালই লাগল। বেশ জায়গা, প্রচুর জায়গা বাড়াবার যথেষ্ট scope রয়েছে. এবং মহিলা আশ্রম ও Children Home রয়েছে, তার পরিচালনা খুবই সুন্দর কিন্তু স্থানটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। ঐ স্থানটিতে একগুলি

ছেলেকে রাখা বা further expension করা কিছুতে সম্ভব নয়। আমি জানতে পারলাম সেখানে নাকি জায়গা acquire করার প্রস্তাব চলছে। তবে তা করালেও সেখানে suitable কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ সেখানে Veterinary রয়েছে। Acquire করতে হলে Veterinary acquire করতে হয়। আমার মনে হয় অভয়নগর যে স্থানটিতে মহিলা আশ্রম ও Children Home দুটা আছে সেখানে শুধু মহিলা আশ্রমটি রেখে, ঐ Children Home (Boys & Girls) অন্য একটি বড় জায়গায় shift করে দিয়ে, আরো বড় জায়গায় নিয়ে যেখানে বড় খেলার মাঠ বা দৌড়াদৌড়ি করার, ছুটাছুটী করার জায়গা থাকবে, এবং আরো কিছু extra land থাকবে, সেই রকম একটা জায়গায় নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কারণ এখানে অত্যন্ত congestion আমরা, যা দেখে এসেছি। ছেলে-মেয়েদের একটা congestion এর মধ্যে রাখা উচিত নয়। যদিও এখানকার management খুব চমৎকার, অত্যন্ত সুন্দর, তবু তাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আর একটু খোলা জায়গায় যদি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে মনে হয় খুব ভাল হয়।

Next আমি আসছি Medical সম্বন্ধে। Medical সম্বন্ধে বলতে গেলে বলা যায়, আমাদের বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে। আজকে চিকিৎসা বিষয়টি ত্রিপুরা রাজ্যে একটা Standard এ এসে পৌঁছেছে। বিশেষ করে আগরতলায় যে বড় দুটো হাসপাতাল হয়েছে, এখানে বেশ কোয়ালিফাইড ডাক্তারও আমরা পেয়েছি। সেদিক থেকে চিকিৎসার উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। তবে আরেকটু efficiencyর প্রয়োজন, সেদিক থেকে ওষুধ পত্র বিছানা পত্র ইত্যাদি যেন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আমরা গিয়ে প্রায়ই দেখি যে হাসপাতালে অনেক সময় বেশী রোগী হয়, মাটির উপরে তাদের থাকতে হয়। মাটীতে থাকতে বাধা নেই! কিন্তু অনেক সময় শুধু একটি কম্বলের উপর তাদের শুয়ে থাকতে হয় কেন? তোষক নেই, চাদর নেই, বালিশ নেই, ইত্যাদি অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেটা কেন হয় বুঝিনা। কারণ কোন কোন সময় রোগীর rush যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক এটা। Emergencyতে meet করার জন্য extra bed, extra তোষক, বালিশ, বিছানার চাদর প্রভৃতি রাখা উচিত। প্রত্যেক হাসপাতালেই তা থাকে। এখানে কেন নেই আমি বুঝতে পাচ্ছিনা। এখানে নাকি purchase হচ্ছেনা। সে জন্যই এ সমস্ত হচ্ছে। এগুলি না হয় ছেড়েই দিলাম। Medicine এর দিক থেকেও bulk purchase এখানে হচ্ছে না। Territorial Council এর আমলেও একটা central store ছিল। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ওষুধ আমরা রাখতাম কিন্তু এখন central store এ ওষুধ আছে বলে আমার মনে হয় না। আর bulk purchase হচ্ছে না। ২৫০৲ টাকা করে ওষুধ কেনা হচ্ছে। তাতে ওষুধের দাম বেশী যায়, টাকা বেশী খরচ হয়। অথচ ওষুধ বেশী আসে না। সময় মত ওষুধ আসেনা। সেই জন্যই আমার মনে হয় যে bulk purchase করা দরকার। গত ১ বছর ২ বছর যাবত bulk purchase হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং ওষুধ পত্র bulk purchase করা দরকার; এবং হাসপাতালের যে

বিছানা পত্র বালিশ তোষক প্রভৃতি আরো purchase করা দরকার। যেগুলি আছে, সেগুলি condemend হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু fresh purchase আর হচ্ছে না! এগুলি কেন হচ্ছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে হয় administrative dead lock হয়ে আছে। যার জন্য এগুলি হচ্ছেনা। প্রত্যেকেরই কাজ করার উৎসাহ আছে। বিশেষ করে আজকাল যে সমস্ত ডাক্তার আমরা পেয়েছি হাসপাতালে—G, B, হাসপাতালে or V, M, হাসপাতালে—তাদের প্রত্যেকেরই কাজ করার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। তবু এগুলি হচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু administrative dead lock রয়ে গেছে যার জন্য এগুলি হচ্ছে না। আমার মনে হয় যদি কর্তৃপক্ষ যদি Hospital authorityকে এবং তার উপরস্থ যে উপরওয়ালা আছেন—তাদের সকলকে ডেকে একসঙ্গে বসে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে এই administrative dead lock টি solution করার চেষ্টা করেন তবে সেটা ভাল হয়। রোগীরা আরেকটু benefit পায়, আরেকটু comfort পায়, এবং চিকিৎসার আরো সুব্যবস্থা হয়। এটা এমন কোন জটিল কাজ নয় যে সেটা সমাধান করা যায় না। আমার মনে হয় যদি মন্ত্রী মহোদয়গণ তাদের প্রত্যেককে ডেকে একসঙ্গে বসে যদি discussion করেন তবে এটা সমাধান করা যায়। Medical & public Health এর বাজেটে আর একটি Item আছে, Family Planning এটি আর একটি চমৎকার, এটি বহু বৎসর আগের থেকেই বোধ হয় বাজেটে আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন কাজ নেই। কোন staff oppointment নেই এমন একটা important deptt সেটা এখন defunct হয়ে থাকবে এটা আজকের দিনে সর্বত্রই একটি গুরুত্ব নিয়ে কাজ করছে তার বিষয় বস্তু নিয়ে এখানে খুব poster ছাপানো হচ্ছে। কিন্তু Family planning এর organnisation টি একেবারে defnet হয়ে আছে। অবিলম্বে এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের খাদ্য সমস্যার দিক থেকেও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি যাতে অবিলম্বে চালু করা হয় সেদিকে আমি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব।

Cooperative Socity সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে! Co pertive Societyতে যে audit হয়, দেখা যাচ্ছে সময়ে audit হলে, audit এর একটা মূল্য থাকে। কিন্তু ঠিক সেই সময় হয়না। এই Cooperativo Society যখন মরে ভূত হয়ে যায়, তখন এটার audit আরম্ভ হয়। অথচ যদি ঠিক সময় মত audit টা হয়, তার যে defect গুলো সেগুলো সময়মত ধরা পড়ে এবং সেগুলো ractify করা যায় কিন্তু এখানে তা হয় না। আমরা দেখেছি companies Act এ একটা কড়া provision রয়েছে যে finanoial year শেষ হবার ৬ মাসের মধ্যে audit করে, audit report, general meeting এর report সহ Registar of companies এর কাছে দাখিল করতে হবে। খুব কড়া আজ কাল, এটা খুব strictly follow করা হচ্ছে। সেটার কারণ হল এই যে, যাতে সময় মত একটা companyর defects গুলো ধরা পড়ে। এখানে cooperetive society যখন নাকি একেবারে শেষ হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তখন এটার audit আরম্ভ

হয়। audit এর হাতে কোন মূল্য থাকে না। audit টা হয় liquidation এ যাওয়ার জন্য, সোজা কথা। তাই আমি অনুরোধ করব যাতে এই cooparetive societies গুলোর audit এর কাজ সময় মত করা হয়, cooperativa deptt এর audit brauch যেটা আছে, সেই brauch থেকে যাতে সময় সময় aupit করা হয়। Firaucial year শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে যাতে audit complete করে দেয় সেই নির্দেশ দিতে হবে। আর cooperative Society র audit এর যে deptt টী আমার মনে হয়, ঐ deptt টি ঠিক cooparetive deptt এর সঙ্গে থাকা সঙ্গত হবে না।

এই Audit Deptt কে Finance Deptt এর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া উচিত। কারণ audit টা একটা impartial job audit যারা করবেন তাদেরই Cooperative organisation. cooperative যাতে বেশী করবার সেটাহচ্ছে cooperative deptt এর লক্ষ। এবং naturally তাদের একটা চেষ্টা থাকবে যে cooperative soctety যত করতে পারা যায় ততই ভাল, ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু audit কে যদি তাদের guidance এ চলতে হয় তাহলে সেটা ঠিক সঙ্গত হবে না, audit কে একটা independent scope দিতে হবে, তা নাহলে auditটি ঠিক মত হবে না তাই coorperative deptt এর audit organisation টীকে ঠিক cooparative deptt এর সঙ্গে যুক্ত না রেখে finance deptt এর সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া দরকার এবং তাদের একটা independent scope দেওয়া দরকার। Audit party কে একটা indepen dent scope না দিলে audit reper টা ঠিক হয় না audit করা ও সম্ভব হয় না।

Animal Husbandry Department এ, টেরিটরিয়েল কাউন্সিলের আমলে শুনেছিলাম যে একটা Milk colony র মত করা হবে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দু মিনিটের সময় দিন আমি দু মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলব। Milk colony করার proposal আমরা শুনেছিলাম যে ৫০ টির মত ভাল cow এনে আরম্ভ করা হবে সে কি হলো আমি বুঝতে পারছিনা। দুধের অভাব সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্ছে। milk suply diary টী কে যদি চালু রাখতে হয় তবে আমার মনে হয় একটী independent milk colony করা দরকার। সেই scheme টীর কি যে হলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা একটু scenitiny করে দেখবেন এবং যদি সেটা থাকে তবে সেটাকে যাতে অবিলম্বে start দেওয়া যায় এবং নিজস্ব একটি গোশালা স্থাপন করা যায়, সে জন্য তারা সচেষ্ট হবেন। কারণ বাইরের থেকে দুধ কিনে এনে আর খুব বেশী দিন চলবে বলে আমার মনে হয় না। কারণ সর্ব্বত্রই দুধের অভাব দেখা যাচ্ছে।

Industry deptt সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে Paper mill, Sugar mill অনেক কিছুর কথা শুনেছিলাম এবং সেটা কতটুকু কার্য্যকারী হলো বুঝতে পারছিনা। অবশ্য সেটা করা যে সহজ নয় তাও বুঝি। কারন emergency র ব্যাপারে Public sectorএ এই সমস্ত মিল ইত্যাদি করা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় না। Private sector এ ও নানা রকম অসুবিধার দরুন কোন লোক আসবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং, এই সমস্ত mill এর fate কি হবে, মিল হবে

কিনা at all তা বুঝতে পারছিনা। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব টাকা দিয়ে এখানে mill স্থাপন করবেন বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট সেই দিক থেকে খুব আশা পান নি এবং private sector, যারা চেষ্টা করে ছিলেন, নানা রকম অসুবিধার কথা চিন্তা করে তারা আসবেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। তাহলে ও Industry র কিছু improvement দরকার। সেদিক থেকে আমি বলব যে ত্রিপুরাতে যে tea Industry আছে, যেখানে maximum number labour employed হচ্ছে সেই tea Industry দিকে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ tea industry টা সাধারনত central subject এবং Tea Board দ্বারা সেটা Supervised হয়। State govt সাধারণতঃ সেট interfere করেন না। কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থা বিবেচনায়. আমার মনে হয় ত্রিপুরা State govt এর একটা নিজস্ব সংস্থা গঠন করা দরকার যেটা নাকি tea garden এর improvement এর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। Tea garden গুলির financial difficulties, agricultural improvement এই সমস্ত নিয়ে deal করবেন।

Soil matters নিয়ে deal করবেন, তানা হলে আর কোন বড় industry হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এমতবস্থায় এই industry গুলোকে যদি rematerialised না করা যায় তাহলে industryর দিক থেকে কোন কাজই হবেনা এবং এই industry গুলো আজকে নষ্ট হওয়ার পথে। govt যদি এদিকে লক্ষ্য না দেন তাহলে হয়ত এর অবনতিই হবে, উন্নতি হওয়া দূরের কথা।

Stationary & printing Deptt সম্পর্কে আমি একটু বলব। আজকে ত্রিপুরাতে একটি বিধান সভা হয়েছে। ত্রিপুরা একটি প্রদেশের মত হয়ে গেছে। সেদিক থেকে আমার মনেহয়, আজকে আমাদের একটা Cetral Govt এর বই বা publication কিনতে হলে Calcutta লিখতে হয় বা কলকাতা না পাওয়া গেলে দিল্লীতে লিখতে হয়। আমরা তাতে খুব অসুবিধায় পড়ি। আমার মনে হয় State Govt একটু initiative নিয়ে তাদের নিজেদের publication গুলোকে নিয়ে যদি একটা Book Depot করেন এবং central publication কলকাতা যেমন রয়েছে, আসামে যেমন রয়েছে, Central Govt Book depot বা State Govt book depot সেই রকম যদি একটা book depot স্থাপন করেন তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হয়। Central Govt এর যে publication সেগুলো আমরা কিনতে পারি। State Govt এর publication ও আমরা কিনতে পারি। দোকানের মত করলে একটা সুবিধা কি people ও জানতে পারবে যে এখানে Govt এর publication বিক্রি হয়। people ও তাহলে আমাদের publication গুলো Assembly বই বলেন বা State Govt এরই বলেন, সেই publication গুলো পড়ার জন্য interest feel করবে। সে দিক থেকে আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের একটা book depot খোলার জন্য অনুরোধ করা দরকার। আর তারা যদি নিজেরা independently একটা book depot খুলতে রাজী না-ও হন তবে agency basis এ আমাদের State Govt এর

ক্সিকেদের বই এবং তাদের বই নিয়ে একটা দোকান খোলা দরকার যেখানে আমরা Central Govt এবং Stote Govt এর pulbication পেতে পারব।
আর Forest deptt কে আমি অনুরোধ করব যে তাদের achievement টা যেন prove করেন; কারণ এখানে wood fuel এর দাম যেমন বেড়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি শহরে wood fuel কেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা অবশ্য মাঝে একটা প্রচেষ্টা নিয়ে ছিলেন যে বিভিন্ন বাজারে কন্ট্রোলের দোকান দিয়ে ২\|২।|২॥ টাকা মন দরে লাকড়ি বিক্রি করছে। তবে সেই লাকড়ীর quality অত্যন্ত খারাপ. সেগুলো সাধারনতঃ বিশেষ চালু হয়নি। তাই আমি তাদের বলব যে যারা নাকি forest এর permit নিয়ে লাকড়ির ব্যবসা করে তাদের ও যাতে rateটা fixed করে দেন, সটা তারা পারেন কিনা চিন্তা করে দেখবেন। এখানে কয়লা যখন থাকেনা তখন লাকড়ির বাজার ৬০ | ৭০ টাকা করে বিক্রি হয়, তাও লাকড়ির যে file সেটা অত্যন্ত সরু। সেদিক থেকে আমি forset depttকে অনুরোধ করব তারা যেন সেই লাকড়ি গুলো যারা নাকি তাদের permit নিয়ে লাকড়ির ব্যবসা করেন, লাকড়ির rateটা যাতে restrict করে দেন সেই দিকে যেন তারা দৃষ্টি দেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Sri Sunil Kumar Choudury.

শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটা দেখে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সমস্যাগুলির এখনও যে তিনি চিন্তা করছেন সে ভাব আমি দেখতে পেলামনা। অনেকটা যেমন এটা একটা গতানুগতিক বাজেট এবং এই বাজেট রাখতে হবে তাই তিনি রেখেছেন। প্রথম আমি বলছি এখানে আজকে ত্রিপুরারাজ্যে যে খাদ্য সমস্যা সে সমস্যাকে যে কি উপায়ে সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করা যায় তার কোন দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নেই; এখন কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় খাদ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরার প্রায় সব জায়গায়ই আজকে চাউলের বাজার দর ৩৫।৪০ টাকা। আজ সেখানে সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নেই সেটাকে রোধ করবার। ভবিষ্যতে যাতে এটাকে রোধ করতে পারেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। এখন কথা হচ্ছে এবারে ত্রিপুরা রাজ্যের total need ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। এখানে ঘাটতি প্রায় ৪৯ হাজার মেট্রিক টন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আনা হবে। তাহলে বাকী ১৯ হাজার মেট্রিক টন সেটা কি হবে। সেটার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য আমরা শুনতে পাইনা rulling party থেকে। কথা হচ্ছে এই ১৯ হাজার ৬০০ শত মেট্রিক টন খাদ্য যদি না আসে ত্রিপুরা রাজ্যে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক কি খাবে। কাজেই ওটা সম্পর্কে সে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এখানে নেই। কথা হচ্ছে আজকে আমরা কোন পর্য্যায়ে এসেছি। একটা, দুইটা, তিনটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে আজকে আমরা

উপনীত হয়েছি। কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের এই চেহারা। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যদি ৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আসে তাহলেও দেখা যাবে যে ১১ হাজার ৬ শত মেট্রিক টন খাদ্য আমাদের নেই। এটা সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট জবাবও নেই। এখন কথা হচ্ছে এই যে সমস্যা সে সমস্যাকে উনারা কিভাবে দেখেছেন। সেটা হচ্ছে যে উনারা এপর্য্যন্ত ৪১০ একর জমি মাত্র irrigation করতে পেরেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে। বাঁধ ইত্যাদি দিয়ে উনারা করেছেন ৪৪৫ একর এবং আটটা পাম্পে lift irrigation করে ২৮ একর করেছেন। অথচ খরচ করেছেন কত? খরচ করেছেন ১,০২,১৬,০০০ টাকা। এখন টাকার অংকে দেখতে গেলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে টাকাটাই বেশী খরচ হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে জল সেচের যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থাটা আশানুরূপ হয় নাই। আমি এখানে বলতে চাই যে খাদ্য সমস্যায় যখন আমরা জর্জরিত সেই সময়ে আমাদের খাদ্য সমস্যার দিকে লক্ষ্য না রেখে জুমিয়াদের হঠাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের যে alternative provision, সে provision রাখা হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে হচ্ছে কি? জুম কেটেছে, কিন্তু এখন পুড়তে দেওয়া হচ্ছেনা। Forest থেকে বিভিন্ন জায়গায় মোকদ্দমা দেওয়া হয়েছে; গত বৎসর সাবরুমে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ মোকদ্দমা দেওয়া হয়েছে। সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জুমিয়া ভাইদের ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হয়েছে। এটা হচ্ছে সত্যি ঘটনা। এ ঘটনাকে অস্বীকার করা যাবেনা। এটা গত বৎসরের ঘটনা-গত জুনের। এই বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আজকে কি দেখা যাচ্ছে? বন্ধ করার ফলেই আজকে খাদ্য সমস্যা আরো প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে। তা না হলে কম করে হলেও সাবরুমে আরো ৫।৭ হাজার মন ধান বেশী হতো। কিন্তু জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সেই খাদ্যটা হয়নি এবং তারই ফলে আজ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আজকেও সরকার জুম কাটার উপর বিচার বিবেচনাহীনভাবে যে বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন, তার ফলে খাদ্য সমস্যা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আরেকটা জিনিষ আমি এখানে বলছি সেটা হলো Irrigation Scheme. Lift irrigationই বলুন, Pump irrigationই বলুন আর বাঁধই বলুন, যেটাই বলুন এই যে বাজেট, এই বাজেটে আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না যে সাবরুমের জন্য কোন কিছু করা হয়েছে। অথচ Techno Economyর যে Survey হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই Techno Economy Surveyতে ত্রিপুরার যে Sub-Division সাবরুম তাকে পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। মানে lowest producer. এখন কথা হচ্ছে lowest producer যে Sub-Division তাকে যদি আমরা উন্নত না করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার যে অগ্রগতি সে অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কাজেই আমি এখানে বলছি যে ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য এখানে অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটে সুনির্দ্দিষ্ট কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কারণ

আমি কতবার বলেছি যে আমাদের এখানে যে গোবিন্দ মাঠ আছে, সেটা প্রায় দেড়শত দ্রোণ হবে। তার যে সংলগ্ন জমি, যেটা নাকি কল্যাণনগর, বেলতলী, ইত্যাদি নিয়ে, সেটা প্রায় ২০০ দ্রোণের কাছে হবে। প্রত্যেক বছর সেখানে flood হচ্ছে, flood থেকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা সরকার এখনও নেননি। এই বাজেটেও নেননি অথচ যদি সমস্ত জমিটাকে যদি flood থেকে রক্ষা করা যেত, তবে আমি মনে করি সাব্রুমের যে deficit ছিল, সেই deficit পূরণ করে আরো surplus হতো। আমরা অন্যান্য Sub-division এ খাদ্য সরবরাহ করতে পারতাম। কিন্তু এখানে কি দেখতে পাই? এখানে দেখতে পাই যে অর্থ মন্ত্রীর সে দিকে কোন লক্ষ্য নেই। তারপর আরেকটা কথা বলছি যে কৃষি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হচ্ছে যে আমরা অনেক করেছি, অমুক করেছি। কি করেছেন? তাঁরা অদ্য পর্যন্ত damonstration Farm ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। Demonstration Farm করার যথেষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। আর demonstration করার দরকার নেই। এখন আসুন, এসে জমিতে নামুন। জমিতে নেমে ফসল ফলান। আর demonstration এর দরকার নেই। অনেক হয়ে গেছে।

তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে যে Fishery Department. Fishery Department ও তথৈবচ। পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছেনা। মাছের production কোথাও হচ্ছে না।

(Interruption)

Mr Speaker I would request the Hon'ble Members not to argue with the Hon'ble member speaking in the House with the permission of speaker.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী—এখন কথা হচ্ছে Land reforms Act & Rules এ আগে এই সরকারই বলেছিলেন যে অনেক জমি পাওয়া যাবে। সেই জমি যারা নাকি landless, land less Tribal, Jumia ইত্যাদি তাদের দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে? বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আজও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না যে, কতটুকু জমি আমরা পাব। অথচ এই যে Survey Operation সেটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে? ১৯৫৭ সাল থেকে। এটার জন্য আমরা হাতী পোষার খরচ যোগাচ্ছি। অথচ কাজ কিছুই হচ্ছে না। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের ডায়রীতে দেখানো হয়েছে যে ত্রিপুরার আয়তন ৪,১১০ বর্গমাইল। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এটা ৪,১১৬ বর্গমাইল ছিল। কি করে এটা কমে গেল সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কথা এখানে নেই। আমার মনে হচ্ছে, আমি বলছি মাননীয় Speaker মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে বোধ হয় জলাইয়া যে জায়গাটা আছে সেটা পাকিস্তানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং লক্ষীপুর নামে যে জায়গাটা সেটাকেও পাকিস্তানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা না হলে কমবার

কোন কারণ নেই। কাজেই এখানে আমার মনে হচ্ছে এই যে Survey র নাম করে ত্রিপুরার যে ৪১১০ বর্গমাইল বলা হচ্ছে, সেটার পেছনে জনতার যে দৃষ্টি সে দৃষ্টিটাকে সড়িয়ে নেবার জন্যই ৪,১১৬ শত বর্গমাইল যেটা ছিল, সেটাকে ৪১১০ বর্গমাইল দেখানো হয়েছে।

এরপর আমি আসছি Education এ Education সম্পূর্কে প্রথমেই আমি বলব যে অনেক বক্তাই বলেছেন যে class I to class V পড়ে তাদের যে অসুবিধা, সেটা হল class VI এ ভর্তি হওয়া। এখন কথা হচ্ছে class I to V পর্য্যন্ত কজন পড়তে পারে? কমলপুর pilot project এ যে সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে যে class I to class V পড়তে পড়তে প্রায় অর্দ্ধেক ছেলে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কেন দিচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে কি? কারণ হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অন্য কিছু নয়। Standard টি এমন ভাবে করা উচিত যাতে কোন ছাত্র Class I থেকে V পর্য্যন্ত পড়ে Class VI এ সে ভর্তি হতে পারে এবং কোন বাধাও সৃষ্টি না হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে Class V থেকে পাশ করার পর class VI এ অর্দ্ধেক ছাত্রও ভর্তি হতে পারে না। আবার class VI থেকে VIII পর্য্যন্ত পড়ার পর class VI এ অর্দ্ধেক ছেলেও ভর্তি হতে পারে না। কারন হচ্ছে এই যে Senior Basic School এর যে Syllabus এবং Higher secondary School এর যে Syllabus এ দুটো র মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, Standard এর অনেক বেশকম থাকায় তারা class IX এ ভর্তি হতে পারেনা।

আজ পর্য্যন্ত আমরা ছাত্রদের জন্য Boarding House করতে পারিনি, অথচ বাজেটে এর জন্য টাকা আছে। সে টাকাটাই আমরা খরচ করতে পারিনি।

প্রাইভেট স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে grant ঠিক ঠিক মত দেওয়া হয় না। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না এবং ছাত্রদের শিক্ষাদানের যে রুচিবোধ সেই রুচিবোধ শিক্ষকদের আর থাকেনা এই বেতন না পাওয়ার ফলে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি ফটিকরায় স্কুলের শিক্ষকরা অনশন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যারা শিক্ষা দিচ্ছেন তারা আজ তাদের ন্যূনতম বেতন পর্য্যন্ত পাচ্ছেন না। ধর্মনগর D. N. Institution এর শিক্ষকগণ ১৪ই মার্চ থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন; কেন বন্ধ করে দিয়েছেন? কারণ তারা ৪মাসের বেতন পান না। এখনও পায়নি। সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে যখন শিক্ষকরা বেতন চায় তখন সেক্রেটারী বলেন যে আমি তো এখনও grant পাইনি, বেতন কি করে দেব? আমাদের কথা হচ্ছে grant পান আর না পান শিক্ষকরা তো grantএর জন্য বসে থাকতে পারেননা। সেক্রেটারীর উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাতে শিক্ষকরা বেতন পেতে পারেন। কিন্তু সেক্রেটারী সেটার কোন ব্যবস্থা করছেন না। কাজেই আমি দাবী করছি যে বর্ত্তমান Ruling party এখন grant এর টাকাটা সেই স্কুলকে দিয়ে দিন যাতে শিক্ষকরা এই চরম দুর্মূল্যের দিনে কিছুটা রেহাই পেতে পারেন। একটু আগে Ruling partyর এক জন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে teacher দের quality বাড়ানো দরকার যাতে

শিক্ষার মান উন্নত হয়। এই সম্পর্কে আমি তার সাথে একমত। আমি মনে করি এর ফলে Education টা আরও strengthened হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপেশ বাবু বলেছিলেন যে মেট্রিক পাশ কাব্যতীর্থ শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত কম; সত্যি, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে মেট্রিক পাশ teacher যারা আছেন তাদের বেতন বেশী। অথচ যখন সেই মেট্রিক পাশ teacher কাব্যতীর্থ পাশকরে হেড পণ্ডিত হবেন তখন তার বেতন কমে গেল।

Public Health সম্পর্কে আমি বলছি যে এই head এর টাকা কোন কাজেই আসেনা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে tube well এ জলের কোন খোঁজই নাই। গত অধিবেশনে ও আমি বলেছি যে সাব্রুমে ১৯টি স্কুল যেখানে ছোট ছোট শিশুরা শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু সেই স্কুলগুলিতে এখনও জলের কোন ব্যবস্থা নাই। মনুবাড়ীয়ায় যে Primary health centre আছে, সেখানেও জলের ব্যবস্থা নাই। দু'দিন বাদে যখন বর্ষা নামবে, তখন আমরা দেখব যে সাব্রুম, বিলোনীয়া অমরপুর প্রভৃতি বিভাগের সঙ্গে আগরতলার কোন যোগাযোগ নাই, আমরা এমনই রাজত্বে বাস করছি। তিন টি পরিকল্পনা আমরা শেষ করেছি, এইটাই শেষ বৎসর, কিন্তু আশ্চর্য্য যে আজ পর্য্যন্ত ও আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি করতে পারলাম না। গত দুই বৎসর যাবৎই বাজেটে দেখছি যে কাকুলীয়া ঘাট ও মনুর উপর Bridge তৈরীর জন্য টাকা ধরা হচ্ছে, কিন্তু এটা লোক দেখানোর জন্যই কিনা জানিনা। এ বাবদ একটি পয়সাও খরচ করা হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত ও ঐ রাস্তা আমরা all weather road বলে ঘোষণা করতে পারি নাই, কাজেই আমি বলছি তা যদি না করতে পারি তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আমরা সব দিক দিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। Dumbur Electric supply এর Scheme তাও আমরা রূপায়িত করতে পারব না যদি এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পারি। ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের একটা প্রস্তাব আমার মনে হয় এই Assemblyতে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এই বাজেটে তার কোন উল্লেখই নাই যদিও তার উল্লেখ রাখা উচিত ছিল। ঐ প্রস্তাবের পর আমরা কি করেছি? আমরা কি চাপ দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে এখানে সত্বর রেল লাইন বসানো হউক? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা সুখের রাজত্বে বাস করছেন, তাই এই সব চিন্তা করার তাদের কোন দরকার নেই। আর একটি কথা আমি বলতে চাই, contractor দের classification করা সম্বন্ধে। classificationটা স্বজন পোষণ নীতির ভিত্তিতে করা হয়, না অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর করা হয় তা জানিনা। যদি স্বজন পোষণ নীতির উপর করা হয় তবে সেটা আলাদা কথা আর যদি অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর করা হয় তাহলে আমার আপত্তি এইখানে যে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যারা ১ লক্ষ টাকার কাজ তুলছেন তাদের কি করে ২০ হাজার টাকার capacityতে অন্তর্ভুক্ত করা হল?

Industry সম্পর্কে কৃষ্ণদাস বাবু অনেক বলেছেন যে আমাদের এখানে মিল করার কথা ছিল, এটা সেটা করার কথা ছিল, কিন্তু তার কি হল, কিছুই হল না। তার ফলে হল কি?

অন্য কোন উপায় না পেয়ে, বাঁচবার জন্য সকলেই চাষ করতে চাচ্ছে যার জন্য land dispute হচ্ছে এবং মামলা মোকদ্দমা বেড়ে চলেছে। তারপর Grow more food campaign, খুব ভাল কথা। বিভিন্ন জায়গায় আমরা কৃষককে বলেছি চাষ কর, ফসল ফলাতে হবে। কিন্তু কি দেখা গেল ফসলের জন্য যখন জলের প্রয়োজন হল তখন সেই জলের কোন ব্যবস্থা সরকার করতে পারেন না, যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় বোরো ধান সব নষ্ট হয়ে গেল। আলু চাষের সময়ও আমরা দেখি যে আলু কার্ত্তিক মাসে চাষ হয় তা হল মাঘ মাসে, বীজ পেতে দেরী হওয়ায়। তাছাড়া Super phosphate ও অন্যান্য সার কিছুই পাওয়া গেল না। এই সমস্ত কারণে Grow more food scheme যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইল।

Mr. Speaker :—I would now call on shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—আমি আর একটু সময় চাইছি, জুমিয়া সম্পর্কে একটা কথা বলে আমি শেষ করছি। জুমিয়া সম্বন্ধে আমাদের Chief-Minister মহোদয় বলছেন যে তাদের জন্য খুব করা হচ্ছে ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই ? যে উনি বিমাতৃসুলভ দৃষ্টি দিচ্ছেন। তার কারণ হচ্ছে সারক্রম বিভাগে যে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের ৫ কানি জমিও দেওয়া হয় নাই, দুকানি, আড়াই কানি আর বাদ বাকীটা হচ্ছে তার যে বাড়ী সেইটা দিয়ে কোন রকমে ৫ কানির বুঝ দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা যেখানে দেওয়ার কথা সেইখানে ৩০০ টাকা দিয়ে ৫ বৎসর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে. বাদ বাকী টাকা যে কবে পাবে তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সময়ও নাই। কথা হচ্ছে হাল বলদ যদি সে না কিনতে পারে, বীজ ধান না কিনতে পারে তখন সে ঐগুলির জন্য মহাজনের কাছ থেকে বিভিন্ন সুদের হারে টাকা নিয়ে, বীজ ধান কিনে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে যাচ্ছে। কাজেই Bombay money lenders Act আছে এই কথা বললে চলবে না, এটা ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ১৯৬৬-৬৭ সনের যে বাজেট আমাদের সামনে রাখা হয়েছে তাতে ১৯ কোটী ৮৮ লক্ষ, ১১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আজকে এটা বড় আনন্দের কথা যে কোন পক্ষই টাকাটা যে inadequate সে প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। তার মধ্যে Plan এ আছে ৬ কোটী ৯২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা : এবং এবারে যে planning,

সে planning এর বরাদ্দ গতবারের চাইতে কম। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে, যে অবস্থায় এবং যে পরিস্থিতিতে আমাদের দেশ পড়েছিল এবং যে টাকার প্রশ্ন central এ দেখা দিয়েছে এই পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার উপর সেটাকে ভিত্তি করে যখন দেখা যায় এই ছাঁট কাট প্রত্যেক প্রদেশেই হয়েছে তাতে আমাদের planning এ ও এবার কিছু টাকা কম রাখা হয়েছে। একটা জিনিষ দেখতে হবে, যে আমাদের এই যে বাজেট, শুধু ত্রিপুরার নয় সারা ভারতের যে বাজেট, সেই budget হচ্ছে এবার agriculture basis এ, কারণ যে শিক্ষা আমরা পাকিস্থানের সাথে যুদ্ধের সময় পেয়েছি সেটা হল এই যে, যদি একটা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রাখতে হয়, সংহতি এবং শ্রমশক্তির সাথে সাথে খাদ্যে ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে। যে সব দেশ শক্তিশালী এবং অগ্রসর সে সব দেশ সাধারণত চাপের সৃষ্টি করে। সে চাপের ফলে অনেক সময় দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু এবার ভারতবর্ষ সেই চাপে পড়েও তার সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেয়নি। তাই সে এবার এ সত্যটুকু বুঝতে পেরেছে যে আমার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রাখতে গেলে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যই এবং এই ভিত্তিতেই Grow more food অথবা আমাদের এই যে Budget, সেটা agriculture basis এ করা হয়েছে। একটা Budget যখন করা হয় তখন সে দেশের সমস্ত অবস্থা, লোক সংখ্যা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই গড়া হয়। আমাদের ত্রিপুরার area হচ্ছে ৪১১৬ বর্গমাইল। population হচ্ছে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ১৯৬১ সালের census অনুসারে। আর rural population হচ্ছে ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার আর urban population হচ্ছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৯৬৭ জন। এই যে বাজেট, সেটা করবার আগে চিন্তা করতে হবে যে, ১৯৫১ সাল থেকে ত্রিপুরার এই একটা অবস্থা, 78 percent population আজকে বেড়েছে। এই যে 78 percent যে influx সেই imflux এর মূলে যে বাজেট এবং তার খাদ্য সমস্যা, সেটা তার পূর্ব্বে যে জমি ছিল সেই জমির যে সীমিত production সেটার সঙ্গে সমতা রাখতে পারেনি। তাই বর্ত্তমানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে production বাড়েনি তার উত্তর হচ্ছে যে, production বেড়েছে। কিন্তু এত লোক আসার সাথে সাথে তাদের মধ্যে নানা ধরণের class of land distribute করা হয়েছে, যার জন্য per acre yield বাড়েনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সারা ভারতের avrage yield, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে বাড়েনি। 80 million tons খাদ্য aveage yield করেছে তাতে দেখা যায় যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমাদের ঘাটতি অবশ্য planning এর মধ্যে তা নয়, সেটা ৫০ লক্ষ টন। সেই দিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা এই লোক আসার ফলে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হওয়ার মধ্যে দেখা যায় যে কতগুলি আছে surplus area, যেমন মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, আবার কতগুলি আছে self sufficeient যেমন, U, P, রাজস্থান, Madras, Mysore, Assam। আর কতগুলি

আছে deficit যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হিমাচল, ত্রিপুরা, বিহার, West Bengal, কেরালা, কাশ্মীর, আর marginal হচ্ছে মনিপুর। কিন্তু এবারে যে সব দেশ self sufficient, surplus সে সব প্রদেশেও আজ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক কারণে। অতএব প্রাকৃতিক কারণে আজ সেসব প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, তেমনি আমাদের দেশেও এবার ফসল কম হয়েছে। কিন্তু কম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৬ সালের যে হিসাব পাই তাতে আমরা দেখি যে এখানকার land এ যা ফসল হয় তা সেই land হচ্ছে ৫,৬১,৩৬২ একর। আমাদের আতিকুল সাহেব অনেক figure দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেজন্য আমি এটা বলছি। Total crop area ৬৫৭৩৬৫ একর। এর মধ্যে ৪৩৫২০০ একরে production হয়েছে ২৭০৬৫০ metric-ton.

(interruption)

আমাদের আনতে হয় ৩৩৮৬৫ Metric ton এবং তার সাথে wheat ও আনছি ৮২৫০ metric-ton, এ হিসাবটা বীরচন্দ্র বাবুর। ১৯০০০ মেট্রিক টন আমাদের খাদ্য রাখতে হবে সেই হিসাবের মধ্যে ৮২৫০ মেট্রিক টন wheat ধরা হয়নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোথা থেকে খাদ্য আমদানি করি। খাদ্য আনা হচ্ছে বিদেশ থেকে। সেখানে PL 480 সোচ্চারে বলা হয় যে PL 480 অনুযায়ী খাদ্য মা আনার জন্য। Purn a থেকে Australia থেকে আনা হচ্ছে, Newzealand থেকে আনা হচ্ছে এবং যেহেতু আমাদের India তে production কম

(interruption)

আপনারা বোধ হয় জানেন না যে agricultural production in India is so low, যা পরিমাণে জাপানের তুলনায় ⅓ ভাগ, আমেরিকার অর্দ্ধেক per acre. কেন হল? তার কারণ হচ্ছে যে, আমাদের একটা সুনিশ্চিত ধারনা ছিল যে, আমরা Ist plan, 2nd plan এবং 3rd plan এ self sufficiently grow করেছি, Heavy Industry করবার চেষ্টা করেছি এবং Industry র উপর তখন আমাদের Budget হয়েছিল, 2nd plan এ Industry ছিল, 3rd plan এ Industry ছিল। Ist plan এ সামান্য। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে সে তখন দেশ Industry র দিকে ঝুঁকেছিল এবং Industry র উপর basis করে Budget করা হয়েছিলে। agricu ture basis করে হয়নি। কিন্তু এখন আমাদের বাজেট agriculture basis করে হয়েছে। তার জন্য আমরা দেখছি যে, এবার কৃষিখাতে যে টাকা আমরা ধরেছি। অন্যান্য খাতে কম করে ধরেও কৃষিখাতে টাকা এবার আমরা বেশী ধরেছি। Agriculture এ দেখাযায় যে ৪৮,১৭,০০০ হাজার, আর demand No.38, capital out-lay তে দেখবেন ১০,৯২,০০০ হাজার আর grow more food এ দেখবেন ৩৮,৩৫,০০০ হাজার। সেই টাকাটা আলাদা and not for establishment. এই ১০,৯২,০০০ ও ৩৮,৩৫,০০০ টাকা not for establishment. এই ৪৮,১৭০০০ টাকার মধ্যেও সমস্তটা establishment বাবদ নয়।

আপনারা বাজেটের প্রতি যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে জিনিষটা বুঝতে পারবেন। এইদিক দিয়ে দেখলে পরে দেখতে পাবেন যে grow mcre fccd এর জন্য আমরা একটা চেষ্টা করছি. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা

(interuption)

—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পপুলেশন সম্পর্কে যে একটা কথা বলা হয়েছে, আমাদের Indian statistics এ যা পেয়েছি তাতে দেখছি eight million persons increase of population per year এবং তার জন্য requirement হচ্ছে one million tons of additional fcod grains. অতএব সেক্ষেত্রে productionটা বাড়ানো দরকার সেটা হিসেব করলে তার সাথে সমতা রাখা যাচ্ছেনা। অতএব

(interruptlon)

Yield যা প্রয়োজন তাই আমি House এর সামনে রাখছি।

তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যে, সেসব step আমরা দিয়েছি তা হচ্ছে Minor Ir rigation এ আমরা রেখেছি প্রায় ৭ লক্ষ আর ৫ লক্ষ মোট ১১ লক্ষ টাকা। এবং ১১ লক্ষ টাকা রাখার পর

(interruption)

হ্যাঁ, এটা স্বীকার করছি, irrigaiion plaaining টা defective হচ্ছে, ১৯৬৫—৬৬ সনে ৩০০০ একরে জলসেচের plan আমাদের ছিল এবং ৪০০০ একর ১৯৬৬—৬৭ সালে গ্রহণ করেছি।

(Nóise)

Mr. Speaker—I request the Hon'ble members to maintai silence in the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—কিন্তু কার্যত: defective plan এর জন্য অনেক যায়গায় জলসেচ করা হয়নি। জনসাধারণকে pursuade করা দরকার। আমাদের এই বিধান সভার সদস্যদের উচিত যাতে cannal করে তাদের ক্ষেতে জল নেয়। এভাবে আমরা কাজ করেছি অনেক ক্ষেত্রে। Non utilisation এর যে কারণটা সেটিতে আমরা বলেছি যে, একটি department এর সাথে আর একটি department এর understanding এর অভাব। যেমন যেমন ইরিগ্যাশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজটি Complite করা হয়েছে অথচ কেউ দায়িত্ব নিচ্ছে না। তখন বলা হয়েছে যে A, D, M. Development যে দায়িত্ব নিবে। কিন্তু A.D.M. বলে যে আমরা সেটা নিবনা, irrigation সেটা manage করবে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়ের মারফতে মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট এই আবেদন রাখব যে এর যেন একটা ফয়শলা হয় এবং প্রকৃত দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয় তাকে যেন utilisationএর ব্যাপারে special direction দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, Co-operative সম্বন্ধে। কারণ এ্যাগ্রিকালচার এর সাথে

Co-operative এর একট relation আছে। বর্ত্তমানে যে Co-operative Act সেটাকে amend করা দরকার। ১৯২৫ সালের Bombay Co-operative Actকে আমাদের এখানে extend করা হয়েছে। ১৯২৫ সাল বৃটিশ আমলের। কাজেই সেই Act আজ এই ১৯৬৬ সালে চলতে পারে না। সেই Act এর পরিবর্ত্তন বা সংশোধন বা নতুন করে act করে আমাদের উচিত তাকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে farming cooperative করে এ্যাগ্রিকালচারেল প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য একটা instinctive peopleকে দেওয়ার জন্য দরকার। নতুবা এই ভাবে cooperative করলে বিশেষ কোন ফল পাবনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার আর কিছু বলার নেই।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Prafulla Kr. Das.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচ্য বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটের আলোচনায়—

(interruption)

বাজেটের সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছে, বিরোধী পক্ষ থেকে এই বাজেটের বিরোধীতা করা হয়েছে শুধু একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বাজেটের প্রকৃত তথা যেটি এই বাজেটের সঙ্গে জনসাধারণের মঙ্গল কতখানি জড়িত এবং ভাল করতে গেলে suggestive দিক দিয়ে তারা খুব বেশী লক্ষ্য করেনি, এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এ আমি বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সেইগুলি, শিক্ষার ব্যাপারে মাননীয় সদস্য কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য যে সমস্ত suggestion রেখেছেন, যেমন qualityর দিক দিয়ে আরেকটু উন্নতির জন্য, সে দিক দিয়ে তাঁর যে suggestion যেমন examination for class V এবং VIII, এটা general examination এর মাধ্যমে qualityর দিক দিয়ে একটু উন্নতি সাধন। এটা অত্যন্ত বিচার বিবেচনা (থাকা) বলে আমি মনে করি। এবং এই আমি আমার যুক্তি ও বক্তব্য রাখছি। এছাড়া আর একটা জিনিষ দেখা যায় যে, শিক্ষকের appointment এর ব্যাপারে ঠিক যোগ্যতার দিকে নজর রেখে অনেক ক্ষেত্রে appoint হয়না বলে, ঠিক শিক্ষকসুলভ যে aptitude থাকা দরকার তা না থাকার ফলে তারা শিক্ষকতার কাজের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না।

Transfer এর ব্যাপারেও অনেক সময় শিক্ষকদের সুবিধামত স্থানে পোষ্টিং না হলে তাদের মানসিক অশান্তি দেখা দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। গরীব ছাত্রছাত্রীদের বর্ডিং এর অভাব। টাকার বরাদ্দ থাকলেও অনেক সময় পূর্ত্তবিভাগ ঠিক ঠিক সময় বর্ডিং হাউস কনষ্ট্রাক্‌শন করতে পারে না। কারণ যাহাই হউক, শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরার যে অগ্রগতি হয়েছে

তাকে যাতে আরও উন্নততর করা যায় সেই জন্য গরীব ছাত্রদের বর্ডিং এ থাকার জন্য বর্ডিং হাউসগুলি যাতে শীঘ্র তৈরী হয় সেইজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব তেলিয়ামুড়াতে welfare board থেকে বর্ডিং হাউস তৈরী করার জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে এবং তা তৈরীর জন্য অর্থের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বর্ডিং হাউস তৈরী না হওয়ায় বহু সংখ্যক গরীব ছাত্রছাত্রী তাদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগরতলা শহরেও একটি বর্ডিং হাউস থাকা দরকার, যাতে গরীব ছেলেমেয়েরা তারা Scheduled tribe, scheduled caste, other backward communities বা অন্য যে কোন সম্প্রদায়েরই হউক, যাতে বর্ডিং এ থেকে পড়াশুনা করতে পারে। এ বিষয়ে বর্ডিং হাউস এর জন্য। টাকার কোন অভাব নাই। অন্তরায় হইল বর্ডিং হাউস constructionএর। এছাড়া বুকগ্রেণ্ট এর জন্য যে টাকা তা বই কেনার জনাই দেওয়া হয়। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রে দেরীতে দেওয়া হয়, সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে টাকাটা যাতে সময়মত distribute করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

কৃষির ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে নবাগত উদ্বাস্তু যারা, অনেক ক্ষেত্রে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এসে থাকা খাওয়ার সংস্থান করতে পারেনি, সেই ক্ষেত্রে এক দিকে নূতন ভাবে ঘর বাড়ী তৈরী করে আবার কৃষিকাযের জন্য টাকা তাদের কাছে নেই। কারণ তারা অধিকাংশই গরীব উদ্বাস্তু, সেচের দিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়ার প্রযোজনীয়তা আছে বলে মনে করি। কৃষির দিক দিয়ে আশানুরূপ সাফল্য গত বৎসর আমরা লাভ করেছি এবং এবৎসরও আমাদের বাজেটের দিকে দেখা যায় যে আরো ৯ হাজার টন চাউল অতিরিক্ত উৎপাদনের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রথমতঃ গত বৎসর এখানে খুব তরীতরকারী উৎপাদন হয়েছে, ফুলের বাগানে আমরা সব্জীর বাগান দেখেছি এবং জনসাধারণ খুব সস্তা দরে তা ক্রয় করতে পেরেছেন। এ দিকে কৃষককে খুব ধন্যবাদ দেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলছি। কোন কৃষকদের বাড়ী যাওয়ার পর সে আমায় বলল যে সরকারের কথা মত তরিতরকারী আমরা খুব ফলিয়েছি কিন্তু তা ফলাতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা বিক্রি করে সে অর্থ আমরা তুলতে পারিনি। কাজেই আগামী মরসুমে কৃষকরা এই ভাবে আবার তরিতরকারী ফলাবে কিনা তা সন্দেহ। কথাটা টিপ্পনীচ্ছলে বলিয়াছে কিনা জানিনা, তবে আমার মনে হয় কৃষকরা যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পেতে পারে তা দেখার দরকার। কৃষিক্ষেত্রে মৎস্য চাষের ব্যাপারে আমি বলব পূর্ব্বে যে সমস্ত জলা সরকারের হাতে ছিল এখন বহুলাংশে সেই সব জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এটা যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ নিজদের আয় বাড়ানোর প্রয়োজনে এবং নিজদের মৎস্য খাওয়ার জন্য তারা মৎস্য চাষ বাড়াবে। সরকারী ভাবে জিনিষটা এতটা profitable নয় বলে হয়ত সরকারী কর্ম্মচারীরা ততটা মন দিতনা। তা ছাড়া

আমরা দেখি যারা যে ব্যবসায়ে জাতি গত বা বংশগত ভাবে অভ্যস্থ অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য ঠিক সেই ভাবে তাদের সাহায্য দেওয়া হয়, যেমন তাঁতীদের তাঁত, Industry যাতে Grow করে তার জন্য marketing facilites দেওয়া হয়। ঠিক সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যারা মৎস্য জীবি, মৎস্য ব্যবসায় উপর যাদের নির্ভর করতে হয়, তার জন্য মৎস্য চাষের উপযোগী জলা জমি যাতে তারা পেতে পারে তার জন্য preference দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি। Backward class সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা গত কাল যে ভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন তা শুনে মনে হয় যেন এটা বাজেট বক্তৃতা নয়, election campign এ তারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, অর্থাৎ একটা অসঙ্গত কথা বলে তারা জনসাধারণের নেতৃত্ব করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন Back ward class এর উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তারা বলছেন যে এই বাজেট অধিবেশনে তপশীলি নেতা এই বলছেন। অর্থাৎ ইঙ্গিত এ রকম যে কিছু দিন আগে একটা তপশীলি কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সের হয়েছিল, সেই কনফারেন্সের কথাও তার বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে. একথা যদিও নাম করে বলেনি, তবুও একথাটা স্পষ্ট যে তপশীলিজাতির উন্নতির জন্য এই বাজেট আলোচনায় কিছু বলছি না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে তারা কবে তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তা করেছেন, কবে কি কথা বলেছেন, কবে কি কাজ তাদের সামাজিক কল্যাণের জন্য করেছেন, কবে কোন গ্রামে সমাজের উন্নয়নের জন্য গিয়েছেন, মানুষের যে অভাব অভিযোগ আছে তা দূর করার জন্য চেষ্টা দরকার, তারা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজীক উন্নতির জন্য কতটুকু তাদের সঙ্গে মিশেছে আমি তা জিজ্ঞাসা করতে চাই। শুধু বাজেট বক্তৃতা দিয়েই তারা তপশীলি জাতির সমর্থন পাবে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা না থাকাই ভাল, এ ধরণের নেতৃত্ব করবার যে একটা চেষ্টা, সেটা অপচেষ্টা বলেই আমি মনে করি। তাদের সম্পর্কে কি বলি বা না বলি সেটা তারাই ভাল জানে, এটা উনাদের বলার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে এ জায়গাগায় তাদের একটা নিস্ফল আক্রোশ যে তারা এদের নেতৃত্ব দিতে পারছে না, সুতরাং যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, ভ্রান্ত ও অসংগত কথা বলে ঐ নেতৃত্বের সঙ্গে যে একটা যোগাযোগ সেটা বিচ্ছিন্ন করে একটা false নেতৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি বলছি যে সত্যিকার কাজের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্ব যদি পেতে চান তবে সেই নেতৃত্বকে আমি সমর্থন করব ও বাহবা দেব। কিন্তু যারা কাজ করছেন তাদের কাজের অসত্য সমালোচনা করে এই নেতৃত্ব নেবার যেন একটা ভ্রান্ত মোহ না থাকে এবং সেটা ত্যাগ করতে আমি তাদের অনুরোধ করব।

(Interruption form opposition)

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে যে টাকা provision ছিল, সে ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি এ বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা উল্লেখ করেছেন, সুতরাং এই সম্পর্কে আমি আর বিশেষ কিছু বলব না, তবে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যে Programme রাখা হয়েছে তার দিকে

বিশেষ দৃষ্টি দিবার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব।

পুলিশ বাজেট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে ঐ খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমি বলব যে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে যখন দেশ রক্ষা আমাদের অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার তখন পুলিশদের বেতন, ভাতা, বাসস্থান এবং তাদের ammenities এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাতে বিরক্ত প্রকাশ করার মত আমি কিছুই দেখছিনা। বিরক্তির কারণ এই হতে পারে যে উনারা বাহিরের শত্রুর সঙ্গে আমাদের লোকেরা যে মোকাবেলা করছেন সেই পুলিশদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের স্বার্থের হয়ত বা গড়মিল থাকতে পারে। এই জন্যই তারা হয়ত এই আপত্তি প্রকাশ করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তা সমর্থন করে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি আর বিরোধী পক্ষের অযৌক্তিকতার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, আশা করি যে তারা বাজেটে সত্যিকারের ভাল মন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাজেটের সমালোচনা করবেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তা করবেন না।

Mr. Speaker :— There is no other member to take part in today's discussion. So, discussion will be resumed tomorrow' the 25th March, 1966. The House stands adjourned till 11 a. m. on Friday the 25th March, 1966.

APPENDIX 'A'

UNSTARERED QUESTION NO. 371.

by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

Question.	Answer.
Will the Hon'ble Minister incharge of the Agriculture Department be pleased to state :—	
1). A Sud-Division-wise break-up of the number of landless Agriculturelsts in Tripura.	The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as compiled.
2). A Sub-Division-wise breakup of the number of Bargadars who cultivate land on lease basis.	
3). Whether numbers of both the above categories are in the increase ;	
4). If so, the reasons thereof.	

UNSTARRED QUESTION NO 535.

by Shri Nripendre Chakraborty, M. L. A.

Question.	Answer.
Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—	

1). What percentage do the landless agriculturists come to, compared with the total Agriculturists population in each Sub-division,	The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as compiled,
2). Number of landless agricultural labours hired for definite periods and number of such labourer employed seasonally ;	
3). Staps taken to give them land for increasing agricultural productions.	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March, 25, 1966.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala, on Friday, the 25th March, 1966 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, two Deputy Ministers and twenty Members.

Mr. Speaker :— I take up the first item, questions. Starred questions. I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :—605.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 605.

QUESTION	REPLY
1. Whether Shri Naresh Saha, Sub-Deputy Collector of the Government of Tripura is still in service ;	Yes, But he has been on un-authorised absence since 8.4.62 and as such is not on duty.
2. if so, whether his salaries have been withheld from July, 1962 until now ;	No. His salaries were withheld by Accountant General, Assam & Naga Land, Shillong since 8.4.62.
3. if so, under what rule this has been done.	Under F. R. 17.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই on 8.4.62 he was serving as charge officer, Udaipur.

Shri S. L. Singh :—He was serving as officiating Assistant Settlement Officer as charge officer, Udaipur. Shri Naresh Ch. Saha a confirmed Sub-Treasury Officer, now re-designated as sub-Deputy Collector.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি whether he has been transferred to Sonamura as S. T. O. on 14.3.62 ?

Shri S. L. Singh :— Proceeded on 37 days' earned leave with effect from the 2nd March, 1962.

Shri Birchandra Deb Barma : — Whether it is a fact that during this period he has been transferred to Sonamura as S. T. O. ?

Shri S. L. Singh :—Orders were issued on the 14th March, 1962 reverting him to his confirmen post and he was posted at Sonamura.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether he has applied to take over and make over charge as Charge Officer, Udaipur ?

Shri S. L. Singh :—On the expiry of the leave he did neither resumed duties at Sonamura nor applied for extention of leave.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that Settlement Officer on 24.3.62 ordered him to make over charge to J. C. Bose, Charge Officer at Udaipua ?

Shri S. L. Singh :—I previously told that he was re-designated as Sub-Deputy Collector.

Shri Birchandra Deb Barma :—I understand, But my question is whether first of all Settlement Officer on 24.3.62 ordered him to make over charge as Charge officer to J. C. Bose the then Charge Officer who is to take charge from the Charge Officer, Udaipur ?

Shri S. L Singh :—I repeatedly told that his post was re-designated as Sub-Treasury Officer and so if the Hon'ble Member wants a detailed information about it then I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that subsequently Settlement Officer cancelled his order on 29.3.62 and ordered him to proceed to Sonamura directly ?

Shri S. L. Singh :—I replied that he was ordered to proceed on 37 days' leave with effect from 2nd March, 1962. On his request orders were issued on 14th March, 1962 reverting him to his confirmed post and he was posted at Sonamura.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether Shri Saha sent a savingsgram to the Chief Secretary, Government of Tripura on 7.4.62 that he should take the charge of S. T. O., Sonamura after giving over charge as Charge Officer of Udaipur to J. C. Bose, the then Charge Officer, Udaipur ?

Shri S L. Singh :—I demand notice of it.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that he has been dabarred from taking over and making over charge as Charge Officer, Udaipur and thus Tripura Government has prevented him from proceeding to Sonamura to take over Charge as S. T. O. ?

Shri S. L. Singh ; No such detail is available now So I demand notice.

Shri Bir Chandra Deb Barma :- Whether it is a fact that A. G., Assam & Nagaland has informed that it is under direction of Tripura Government that no pay slip has been issued ?

Shri S. L. Singh :—So far it is known the Accountant General, Assam & Nagaland Shillong advised the Officer in his lather dated 1st November, 1962 to fefund the amount overdrawn. Shri Saha does not appear to have done so. Departmental proceeding were drawn up against Shi Saha on 7. 3. 1963.

Shri Birchandra Deb Barma :— What it is the fate of the departmental proceedings ?

Shri S. L. Singh :—I cannot speak it now. So I demand Notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether Shri Saha has been suspended from his service at the sequence of department all proceedings ?

Shri S. L. Singh :—Departmental proceedings were drawn up upagainst Shri Saha on 7.3.63 The same is now pending.

Shri Birchandra Deb Barma :—The question is whether he has been suspended from service ?

Shri S. L. Singh :—I repeatedly told that the proceedings are pending now.

Shri Birchandra Deb Barma :—Proceedings are pending. But just after drawing up the proceedings, employee can be suspended from seivice pending final disposal of the proceedings. Whether in case of Saha, he has been suspended from his service ?

Shri S. L. Singh : —In my previous answer, I have told that he has been on un-authorised absenee since 8. 4. 62 and as such he is not on duty. Again, against question No. 2. I have told that his salaries were withheld by Accountant General, Assam and Nagaland, Shillong, since 8. 4 62 and not from July, 1262 and against No. 3, under what rule this has been done ? The answer was under F R. 17.

Shri Birchandra Deb Barma : — My question is that before withholding the pay of an Officer, he must be suspended from service, otherwise either his service will be terminated or removed or dismisal order should be issued. Whether in case of Saha, suspedsion order has been made or whether his service has been terminated or whether he has been removed from service ?

Shri S. L. Singh : — Again and again I am speaking that he was not on duty and so his salaries were withheld by the Accountant General, Assam and Nagaland, Shillong. So issuing of suspension order does not arise.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that the Tripura Government has prevented him from joining his post as S. I. O., Sonmura by not allowing him to make over charge as Charge Officer, Udaipur ?

Shri S. L. Singh :— No.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether he has made a representation to Joyshukhalal Hathi, Union Home Minister, Ministry of Home Affairs to the effect that he has been illegally debarred or prevented by the Tripura Government from taking the charge of S. I. O. ?

Shri S L. Singh :—He submitted a petition to the Home Minister, Union of India for release of his arrear pay. Govenment of India has forwaded the same to the Tripura Government. Now the question, whether he will be entitled any arrear pay, would be decided on the basis of the order which may be passed by the Department according to the departmental procedure.

Shri Birchandra Deb Barma :—How-long the departmental proceedings will be continued and how-much time it will require to end it ?

Sri S L. Singh : -According to procsdure we are to proceed.

Shri **Birchandra Deb Barma** :—Whether the employee concerned is entitled to any subsistance allowance ? Whether the employee concerned has been given any subsistance allowance during this proceedings ?

Shri S. L. Singh :—If F. R allowes.

Shri Birchandra Deb Barma :—My question is whether he has been given any subsistance allowance ? Answer should be affirmative or negative.

Shri S. L. Singh :—If F. R. allowes then he will get the subsistance allowance.

Shri Birchandra Deb Barma :—My question is F. R. allowes. Now whether he has been given subsistance allowance ? If so under what rule ?

Shri S. L. Singh :—His pay was withheld under F. R. 17. So we have not done it against the rule.

Shri Birchandra Deb Barma :—My question is not as regards of withhelding of pay. My question is whether he been given subsistance allowance during the proceedings period.

Shri S. L. Singh :—I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether his pay was withheld before drawing up the proceedings or after drawing up the proceedings ?

Shri S. L. Singh :— I repeatedly told that his pay was withheld since 8. 4. 62.

Shri Birchandra Deb Barma :—What is the date of drawing up of proceedings against this incumbent ?

Shri S. L. Singh :—I demand notice All on a sudden I cannot give this.

Shri Birchandra Deb Barma :—My point is that his arrears of pay has been withheld before drawing up the proceedings.

Shri S. L. Singh :— I am not in a position to give the correct answer, just now, so I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that A. G., Assam has communicated the incumbent concerned to make a correspondance with the Government concerned, because the Government concerned has instructed him to issue a low pay-slip in case of this incumbent ?

Shri S. L. Singh :—It is not known to me.

Shri Birchandra Deb Barma :— Will the Hon'ble Minister inform this House about these details ?

Shri S. L. Singh :—I will inform the House in details later on.

Mr. Speaker :— Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—613.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 613.

QUESTIONS	REPLIES
1) Whether it is a fact that the raiyat, in the sub-divisions where clause (c) of sub-section (1) of section 99 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1966 has been implemented, has to obtain prior permission of the Forest Department before felling any trees of his land ;	Yes.
2) if so. under what provision of law, the forest department has issued such order ;	Under Rule 11 of Notification No. 12 dated 29.4.52 of the Forest Rules for—Tripura.

QUSSTION	REPLIES
3) and what is the conStents of that order ?	A copy of the Rules is placed on the Table of the House.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাহলে আমার নিজের জোত'এর গাছ কাটতে হলে পরেও ফরেষ্ট থেকে পার্মিশন লাগে ? লাগেনা বলে যে কথাটা আগে বলা হয়েছিল, সে কথাটা আর তাহলে সত্য থাকল না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে এ্যাটেস্‌টেশন না হওয়া পর্য্যন্ত এটা যে আমার জোতের গাছ সেটাই স্থিরকৃত হলনা, সে জায়গাতে কি করে সেই অর্ডার ইস্যু করা যেতে পারে। অতএব কথা হচ্ছে যে এ্যাটেস্‌টেশন'এর পরে আমরা সেটা করব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এ্যাটেস্‌টেশন যেখানে কম্‌প্লীট হয়ে গেছে সেখানে এই সেকশন তারা ইমপ্লীমেন্ট করেন। যেখানে এ্যাটেস্‌টেশন হয়নি সেখানে তারা এই ধারাকে কর্য্যকরী এখন পর্য্যন্ত করেননি, গভর্ণমেন্ট বলছেন যে যেখানে এ্যাটেস্‌টেশন কম্‌প্লীট হয়ে গেছে, ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ৯৯ সেকশন কার্য্যকরী হয়েছে। যেখানে নাকি এ্যাটেস্‌টেশন কম্‌প্লীট হওয়ার পরে এই ধারাটি কার্য্যকরী হয়ে গেছে সেখানে আবার পার্মিশন লাগবে কেন, প্রশ্নটা আমার সেটা।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই এই হাউসে বলেছি যে এ্যাটেসটেশন হয়ে গেলে পরেও যদি কোন ডিসপ্যুট থাকে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেটা করার তাদের অধিকার থাকবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—পার্টিকুলার কেসের প্রশ্ন নয় এটা। পার্টিকুলার ল্যাণ্ডে ডিসপ্যুট থাকে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে বা কারও নিজের জোত নয় সেখানে এই প্রশ্নটা আসতে পারে। যেখানে জেনারাল এ্যাটেস্‌টশন শেষ হয়ে গেল ঠিক সেখানে এই সেকশন ইমপ্লীমেন্ট করার পরও কি করে পার্মিশন নিতে হয় এবং কি করে মিনিষ্টার বললেন যে লাগেনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা আগেই বলা হয়েছে যে এ্যাটেস্‌টেশন কম্‌প্লীট হয়ে গেলে পরেও কতকগুলি আপত্তি থাকে এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে সেই রুলসগুলি এ্যাপ্লাই করতে গেলে পরে কোনরকম অসুবিধা আছে কিনা ? কারণ জেনারেলাইজেশন করা খুবই শক্ত। অতএব এ্যাটেশটেশনের কাজ সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেলে পরে, তখন আমরা সে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধারাটা প্রয়োগ আমরা করতে পারব, ফেলিং ডাউন অব ট্রীজ, ডিজপোজড অব ট্রীজ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমরা যে এই সেকশন চালু করে তাকে গাছ কাটার অধিকার দিলাম, আরেক দিকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে নোটিস দিয়ে বললাম যে পার্মিশন নিয়ে কাটতে হবে, এই দুইটি আদেশ কি পরস্পর বিরোধী নয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়, কারণ Rules strengthen the Act. কাজেই রুলস এণ্ড এ্যাক্ট পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত আছেন যে সেটার জন্য যে যে ব্যবস্থা করা দরকার সেটা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 620.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 620.

QUESTION	ANSWER
1) Whether more than five hundred Jumia families had to leave the area of Chamanu, Rajdharnagar and Gobindabari ;	The materials are under collection and it will be furnished soon.
2) if so, what are the reasons ;	
3) if it is a fact, what is the actual number of families and where they have gone ?	

Mr. Speaker :—Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog : – 697.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 697.

QUESTION	REPLY
১। মুঙরীপুর বন রিজার্ভ হইতে কত পরিমাণ ভূমি স্থানীয় অধিবাসীদের বসবাসের জন্য এলট করা হইয়াছে ?	৩২৪ একর।
২। যদি এলট করা হইয়া থাকে, রিজার্ভমুক্ত করা হইয়াছে কিনা ?	না।
৩। উক্ত এলাকা রিজার্ভমুক্ত করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ কোনরকম দরখাস্ত করিয়াছিল কিনা ?	হ্যাঁ।

শ্রীহ্লা অং মগ :—না হয়ে থাকলে এটার কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার ব্যবস্থা করার কোন প্রশ্ন এখানে আসেনা। কারণ ১৯৫টি পরিবারকে মুঙরীপুর বন রিজার্ভে অ্যাজ ফরেষ্ট ভিলেজার্স অ্যাবজর্ভ করা হয়েছে উইদিন দি ফরেষ্ট রিজার্ভ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নম্বর ১২৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা প্রশাসনের অধীনে কতজন সরকারী কর্ম্মচারী সাসপেনশন অবস্থায় আছেন ?	৮০ জন।
২। তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	২২ জন কর্ম্মচারী বিভাগীয় তদন্তাধীনে আছেন ৩৭ জনকে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। ২৪ জন কর্মচারীর অপরাধ এখনও পুলিশ তদন্তাধীনে আছে।

আতিকুল ইসলাম :—কারা কতদিন যাবত সাসপেনস'ন হয়ে আছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাসপেনশানের কারণগুলি বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তারা অপরাধ করেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কি ধরণের অপরাধ বলতে পারেন কি ?

Mr. Speaker :—There are 83 cases of different kinds. This is not allowed.

Shri Birchandra Deb Barma :—S. T. O., Dharmanagar, Jitendra Bhattacharjee তিনি কতদিন যাবত সাসপেনশনে আছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Birchandra Deb Barma to go to the next question.

Shri Birchandra Deb Barma : – Question No. 716.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 716.

QUESTIONS	REPLIES
1) Whether the enquiry into the complaint against C. F. O., Tripura raised by the Tripura Government Employees Association has been completed ;	The matter was looked into departmentally.
2) whether in course of enquiry the complainant has been examined ;	No.
3) if the answer to questiion (i) is affirmative, the result thereof ?	There is no substance in the allegation.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যারা কম্প্লান করেছে তাদের শুনানী নেওয়া হয়নি কেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যেহেতু এটার সাবষ্টেনস-ই নাই সেইহেতু নেওয়া হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—: তাদের কমপ্ল্যানগুলি কি কন্‌ক্রীট ছিলনা, নাকি ভ্যাগ কমপ্ল্যান করা হয়েছিল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা ভ্যাগ নেচারের ছিল বলেই সাবষ্টেনস ছিল না।

Mr. Speaker: – Shri **Atiqul Islam.**

Shri Atiqul Islam :– 615.

Shri **M. L. Bhowmik :** – Hon'ble Speaker, Sir, question No. 615

QUESTION	REPLY
1) Whether there is any forest manual in Tripura ;	No.
2) If not, the reasons for not framing such a manual so long ;	It is under preparation.
3) What steps are being taken to frame the manual ;	As above.
4) When it is expected to be completed ?	Cannot be stated at this stage.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে এই ম্যানুয়াল না থাকার ফলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ কর্ম্ম অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মনে করা হচ্ছে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মনে করা না হলে এটা তৈরী করার কি প্রয়োজন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—ম্যানুয়াল থাকা উচিত, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ারও আছে সেজন্য এটা করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সব রাজ্যেই তো ম্যানুয়াল আছে। আমাদের এখানে নাই কেন এই পর্য্যন্ত।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—উত্তরে বলা হয়েছে যে আণ্ডার প্রিপারেশন। প্রস্তুত হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—প্রিপারেশন করা হচ্ছে তো এই জন্য যাতে কাজ কর্মের সুবিধা হয়। কাজেই এটা না থাকার ফলে ক্ষতি হচ্ছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্ষতি হচ্ছে বলে আমরা মনে করি না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 695.

Shri M. L. Bhowmik : Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 695.

QUESTION	REPLY
1) Whether any person has been trained for conducting rubber plantation in Tripura ;	Yes.
2) If so, whether he has been entrusted with the works of conducting rubber plantation ;	Not in all cases.
3) If not, the reason thereof ?	More officers have been trained than the number of Rubber plantation Centres.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন ইয়ারে, কতজন রাবার প্ল্যান্টেশন ট্রেণিং'এর জন্য পাঠান হয়েছিল ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন ইয়ারে কতজন পাঠান হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট সন এবং তারিখ বলা এক্ষনে সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই পর্য্যন্ত কতজনকে ট্রেণিং দিয়ে আনা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পর্য্যন্ত আট জনকে ট্রেণিং দিয়ে আনা হয়েছে।

শ্রীলুড়া অং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তার পিছনে কত টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষনে দেওয়া সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সদরের কাঠালিয়াতে রাবার প্ল্যান্টেশন হচ্ছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্ষনে এই সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যেখানে রাবার প্ল্যান্টেশন হচ্ছে সেখানে যারা ট্রেণিং নিয়ে এসেছে, তারা আছেন কিনা ? তাদের সেখানে রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে সব কেসে রাবার প্ল্যান্টেশন ট্রেণ্ড পার্সন্যাল ডিপুটেড হয়নি বা পোষ্টেড হয়নি ইন অল সেন্টার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তার কারণ কি কিছু বলতে পারেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—কারণ, আমাদের নাম্বার অব প্ল্যান্টেশন সেন্টার হচ্ছে পাঁচটি, ট্রেণ্ড পার্সন্যাল'এর সংখ্যা হচ্ছে আটজন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমাদের সেন্টার যেখানে নাকি পাঁচটি, সেখানে আট জনকে ট্রেণিং দিয়ে আনা হয় কেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কারণ হল যদি কোন সময় কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, পীড়িত হয়ে পরে, তখন সে সময়ের জন্য রাখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের ট্রেণিং দিয়ে আনা হয়েছে তাদেরকে যেখানে রাবার প্ল্যান্টেশন হচ্ছে সেখানে রাখা হচ্ছে না, তার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে সবগুলি সেখানে রাখা হচ্ছে না, যে সব জায়গায় প্রয়োজন আছে সে সব জায়গায় রাখা হচ্ছে। কেবল রাবার প্ল্যান্টেশনই নয়, আরও অন্য ব্যাপারেও তাদের ট্রেণিং আছে। So these traind personnel are going to bo utilised in other purpose also.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—গভর্ণমেন্টের কি এই রকম নিয়ম আছে যে একজন এম্প্লয়ী পোষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে আরেকজন এম্প্লয়ীও এ্যাপয়েন্ট করা হবে এই কারণে যদি প্রথম ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সেই ২য় ব্যক্তি সেখানে কাজ করবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা স্বভাবতঃই আসে যে যদি কোন লোক অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে ষ্টাফ সেখানে ডিপ্যুট করতে হয়। অতএব অবস্থা বিবেচনাতে সে সমস্ত জায়গায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টেও কি এইভাবে লোক নিয়োগ করা হয় যে একজনের জায়গায় আরেকজন নিয়ে সেখানে কি দুইজন এ্যাপয়েণ্ট করা হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের এই রকম কোন রুলস আছে কিনা?

Mr. Speaker :—You are going to the general questions.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যে সমস্ত ক্যাডারকে রাবার প্ল্যানটেশন'এ ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে, সেই সমস্ত ক্যাডারকে যেখানে রাবার প্ল্যানটেশন হচ্ছে সেখানে না রাখার কি যুক্তি আছে?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের উত্তরে আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের নাম্বার অব প্ল্যানটেশন সেণ্টার চাইতে ট্রেণ্ড পার্সন্যালের সংখ্যা বেশী। আমাদের পাঁচটি রাবার প্ল্যানটেশন সেণ্টার, কিন্তু আমাদের ট্রেণ্ড পার্সন্যাল হচ্ছে আটজন। কাজেই আটজনকে আমরা আটটা সেণ্টার খুললে পরে দিতে পারি। কাজেই বর্তমানে আমাদের তিনজন সারপ্লাস হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারপ্লাস বলছেন না, তিনি সাবষ্টিটিউট বলছেন। তিনি একথা বলছেন না যে আমরা আটটি সেণ্টার ভবিষ্যতে খুলব এবং সেইজন্য আটজনকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেটা পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে বিভিন্ন পোষ্টে কি এইভাবে আরও সাবষ্টিটিউট রাখা হয়েছে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না, আমি আগেই বলেছি যে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রীএম, এল ভৌমিক :—তারা এখন অন্য কাজ করছেন এবং আমরা যখন প্ল্যানটেশন সেণ্টার এক্সটেণ্ড করব তখন তাদের সেসব জায়গায় দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যেখানে রাবার প্ল্যানটেশন বর্তমানে হচ্ছে সে জায়গাতে যারা ট্রেনিং দিয়ে এসেছে তাদের সেখানে রাখা হচ্ছে না, তার কারণটা কি?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাত আমরা বলছি না।

Mr. Speaker :—They did not say so. In every Centre there is one.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—প্রশ্নটা হচ্ছে, এই যে পাঁচটা সেণ্টার আছে, এই পাঁচটা সেণ্টারেও ট্রেণ্ড পার্সন্যাল নেই, অন্য লোক আছে, অন্য লোককে সেখানে ডিপ্যুট করা হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেখানে কেটাগরিক্যালি বলা হয়েছে যে পাঁচটি সেণ্টারে পাঁচজন লোক আছে।

Shri Atiqul Islam :—Whether they are trained personal in plantation ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আটজন লোক ট্রেণ্ড আপ করা হয়েছে, তারমধ্যে পাঁচজন, কাজেই তারা ট্রেণ্ড পার্সন্যাল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা সত্য কিনা যে প্ল্যানটেশন ট্রেনিং দিয়ে যাদের আনা হয়েছে তাদের প্ল্যানটেশনের কাজে নিয়োগ না করে তাদের অন্য কাজে—ডি, এফ, ও হিসাবে কাজ করান হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না, এইরকম কোন কিছু করা হয়না। তবে এই রকম হতে পারে যে তাকে ট্রেণ্ড আপ করে আনলাম বলেই আমার যেখানে কাজ নেই সেই জায়গাতে সেই লোককে বসিয়ে রাখব আর কোন কাজ আমি তাকে দিতে পারব না সেজন্য তা করা হয়নি, তা করলে তারা ডিপ্রাইভড হবে। তারা প্ল্যানটেশনে কেবল ট্রেণ্ড নয়, তারা ডিফারেন্ট টাইপ অব ফরেষ্ট মেথড'এ তারা ট্রেণ্ড আপ পার্সন্যাল। অতএব তাদের কাজটা যখন যে জায়গায় দরকার হয়, সেই জায়গাতে ইউটিলাইজ করা হয়, তাদের ক্ষমতা অনুসারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে কাঠালিয়ায় রাবার প্ল্যানটেশন হচ্ছে কিন্তু সেখানে যিনি চার্জ্জে আছেন তার রাবার প্ল্যানটেশন সম্বন্ধে কোন ট্রেনিং নাই, সেখানে ট্রেণ্ড পার্সন্যাল না রাখার কি যুক্তি আছে ? উনারা বলছেন সারপ্লাস। কিন্তু যেখানে প্ল্যানটেশন হচ্ছে সেখানে যারা ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন সেখানে তাদের রাখা হয়নি, সেখানে হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

Mr. Speaker :—No trained personal is posted at Kathalia ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সেখানে আনট্রেনড পার্সন আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কথা হয় আমাদের পাঁচটা সেন্টার আছে, কাঠালিয়া না কোথা আমি সেটা জানি না। আমার পাচটা সেন্টারে পাঁচজন ট্রেণ্ড আপ ইন রাবার প্ল্যান্টেশন পার্স আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার কথা হচ্ছে যিনি সেখানে চার্জ্জ অফিসার আছেন রাবার প্ল্যানটেসন সম্পর্কে কোন ট্রেনিং তাকে দেওয়া হয়নি।

শ্রীএল, এল, সিংহ :—আমার কথা হল এই যে আমাদের পাঁচটি সেন্টার আছে সেই পাচটি সেন্টারে ট্রেণ্ড আপ পার্সন্যাল আছে। এখন এই কাঠালিয়া সেই পাঁচটি সেন্টারের মধ্যে পরে কিনা আমি তা জানি না। অতএব আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট। আমি পরে হাউসকে জানাতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআতিকুল ইসলাম।

আতিকুল ইসলাম :—৬১৪।

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 614.

QUESTIONS	REPLY
1) Whether it is a fact that ministerial staff in the C. F. O's Office are asked to work beyond Office hours without any overtime allowance ;	No.
2) if so, under what provision of law this is asked ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, সি, এফ, ও'র অফিসে পাঁচটার পর, ছয়টা পর্য্যন্ত ওভারটাইম এ্যালাউয়েন্স না দিয়ে কাজ করান হয় কিনা?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অফিস আওয়ারের পর যদি কাজ করান হয়, তাহলে ওভারটাইম এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হয়, এই হচ্ছে আইন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সি, এফ, ও তার অর্ডার বুকে এইরকম অর্ডার দিয়েছেন কিনা যে তোমার ত্রুটির জন্য কাজ জমে গিয়েছে, কাজেই তোমাকে ওভারটাইম খেটে কাজ করতে হবে এবং তারজন্য তুমি ওভারটাইম এ্যালাওয়েন্স পাবেনা।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয় সরকার অবগত নয়। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন তিনি এই বিষয়ে এনকোয়ারী করে দেখবেন কিনা যে সি, এফ, ও কি করে সিদ্ধান্ত করলেন যে এমপ্লয়ীর নেগলিজেন্সের জন্যই তার কাজ জমে গিয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি তাকে নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে থাকে এবং সেই কাজ অফিসে আওয়ারে না করে তাহলে তাকে কাজ ফিনিশ করতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সি, এফ, ও অফিসে একটা এমপ্লয়ী কয়টা ফাইল ডীল করবে ডেলী' তার কোন ইনষ্ট্রাকৃশন দেওয়া আছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নিশ্চয়ই তার অফিসে ফাইল অনুসারেই লোক নিযুক্ত করে। অ্যাকর্ডিং টু লোড অব ওয়ার্ক লোক দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে সি, এফ, ও অফিসে একটা এমপ্লয়ীর কয়টা ফাইল ডেলী ডিল করবে সেই সম্পর্কে কোন ইনষ্ট্রাকৃশন বা রুলস্ ইত্যাদি আছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যখন ডিপার্টমেন্ট, তখন নিশ্চয়ই সেটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে লোড অব ফাইল কত হবে, প্রত্যেকটা কর্ম্মীর উপর তা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—না স্যার, আমি একটা উত্তর চাই। হয় তিনি বলবেন আছে, না হয় বলবেন যে নাই অথবা বলবেন যে ডিমাণ্ড নোটিশ। ইফ দিয়ে কোন অ্যানসার হয় না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আই হ্যাভ নট সেড্ 'ইফ'। যখন অফিস আছে, কর্ম্মচারী আছে, তখন সেখানে লোড অব ওয়ার্ক অনুসারেই কর্ম্মচারী রাখা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—টোটেল লোড অব ওয়ার্ক-এর কোয়েশ্চান নয় স্যার, আমার কোয়েশ্চান হচ্ছে একটা এমপ্লয়ী সি. এফ, ও অফিসে ডেলী কয়টা ফাইল ডীল করবে তার কোন ইনষ্ট্রাকৃশন বা সেইভাবে কাজ ডিষ্ট্রিবিউট করা হয় কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—লোড অব ওয়ার্ক নিশ্চয়ই আছে। নট অনলী ফাইলস্। ডিফারেন্ট সর্টস্ অব ওয়ার্কস ইন দি অফিস এ্যালটেড টু দেম অ্যাকর্ডিং টু রুলস অ্যাণ্ড রেগুলেশন এবং তার যে লোড আছে সেই অনুসারেই কর্ম্মীগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—না স্যার। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না। আমার প্রশ্ন

হচ্ছে সি, এফ, ও-এর অফিসে একটা এমপ্লয়ী কয়টা ফাইল ডীল করবে ডেলী সেইভাবে কোন ইনস্ট্রাকৃশন দেওয়া আছে কিনা আমি সেই অ্যানসার চাই।

Shri S. L. Singh :—It depends upon the nature of the file. Not only the file, it depends upon the nature of the works.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—বেশ তো সেইভাবেই কোন ইনস্ট্রাকৃশন দেওয়া আছে কিনা যে একটা এমপ্লয়ীর লোড অব ওয়ার্ক কত হবে সেইরকম কোন ইনস্ট্রাকৃশন দেওয়া আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নিশ্চয়ই, নেচার অব ফাইল যখন আছে তখন সেখানে দেওয়া আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি যদি বলি যে দেওয়া নাই তিনি তার খুশীমত ওভারটাইম খ টান ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি বলছি যে তিনি তার খুশীমত কোন কাজ করতে পারেন না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে কেন তিনি তাকে প্রটেক্শন দিচ্ছেন বারবার, ঘটনা না জেনে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি বলছি যে কোন কর্মচারীর খুশীমত কোন কাজ করার কোন অধিকার নাই।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 617.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 617.

QUESTION	ANSWER
১) গত বৎসর সালেমা রিজার্ভ বন সীমানা জরিপের সময় মধুছড়া এলাকায় ৪টি বাড়ী রিজার্ভ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা এবং জুমিয়াদের পুনর্বাসন মারফত প্রাপ্ত লোঙ্গা আবাদী জমি রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা ?	বাড়ীর মালিকদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা না জানিলে নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। জুমিয়াদের পুনর্বাসন প্রাপ্ত লোঙ্গা আবাদী জমি রিজার্ভের বহিসীমানার অভ্যন্তরে থাকিলেও রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত নহে ?

Mr. Speaker : The starred question of all the members present are over. There are 3 questions given notice of by Shri Nripendra Chakraborty. He is absent from the meeting today.

Sri Atiqul Islam :—Sir, 214.

Sr. M. L. Bhowmik :—Hon'ble Sp-aker Sri, question No. 214

QUESTION	ANSWER
1) Whether the attention of the Govt. has been drawn to the open letter of Sri Naresh Ch, Saha, T. C. S. of Khowai, Tripura published in 'JAGARAN' of 6.5.65 and in subsequent issue of the same;	(I) Yes.

2) if so, whether there is a number of very serious allegations against the Govt. in that letter ;	(2) He has made various statements.
3) if so, whether the Govt, will hold an impartial enquiry into those allegations ?	(3) Does not arise since it is against the rules of conduct of Government Services to write to the press in such matters.

Mr. Speaker :—Next ?

Sri Atiqul Islam :—222.

Sri M. L. Bhomik :—Hon'ble Speaker, Sri, question No. 222.

QUESTION	ANSWER
1) Whether Rules have been framed regarding the mehod of recruitment and qualifications necessary for appointment to all Govt posts ;	Yes, except some posts as shown in the Annexure.
2) if not, the posts for which such Rules could not be framed ;	Information given in the Annexure.
3) whether Govt. of India, Ministry of Home Affairs made any notification on 13-7-59, in respect of framing such rules ;	Yes.
4) If so, what are the reasons for making delay in framing Recruitment Rules ?	Draft recruitment rules for almost all the posts have been prepared and are now under secrutiny. Consultation with the U.P.S.C. is necessary in finalising the rules for the Gazetted posts. Draft rules are expected to be finalised shortly.

ANNEXURE

Statement mentioned in the answer to starred question No. 222

Sl. No.	Name of Department/Office.	Name of the posts for which recruitment rules have not yet been framed.
1.	2	3.
1.	Department of Agriculture.	1. Cashewnut Development Officer.
		2. Principal, Gram Sevak Trainig Centre.
		3. Superintendent of Agri (Marketing).
		4. Assistant Soil Chemist.
		5. Superintendent of Agri. (Soil conservation).
		6. All Class III Posts.
		7, All Class IV Posts.
2.	Education Department.	1. Director of Education.
		2. Addl Direetor of Education.
		3. Deputy Director of Education.
		4. Deputy Director (Youth Programme)
		5. Deputy Director (Women's Programme).
		6. District Inspector of Social Education.
		7. District Inspector of Schools (Primary & Basic Edn.)
		8. Hindi Education Officer.
		9. Science Consultant.
		10. Civil Assistant Surgeon (Gr. I)
		11. Special Officer, Pilot Project.
		12. District Inspector of Schools (for Secondary Education)
		13. Social welfare Officer.
		14. Officer-in-charge for Dducation Publication.
		15. Statistical Officer.
		16. Subject Inspector.
		17. Inspector of Schools.
		18. Principal, Music College.
		19. Senior Lecturer, Music College.
		20. Principal Basic Training College & Hindi Teachers Training College.
		21. Sr. Lecturer, -do
		22. Principal, B. T. (Secondary Teacher') College Agartala

1	2	3
	Education Department (contd.)	23. Sr. Lecturer, (Secondary Teacher's)
		34. Lecturer, -do-
		25. Principal, Craft Teacher's Training Instt., Agartala.
		26. Headmaster/Headmistress, High/ Higher Secondary Schools for boys & girls & Asram School.
		27. Headmistress, Sishu Bihar, Agartala.
		28. Guidance Officer, Bureau of Educational and Vocational Guidance, Agartala.
		29. Counseller-in-charge, -do-
		30. Assistant, M. B. B. College, Agartala.
		31. Physical Instructor, (for all institutions.)
		32. Librarian (for all Institutions).
		33. Draftsman (for Education Directorate and Polytechnic Institute).
		34. Instructors (for all Institutions).
		35. Asstt. Lecturer (for Polytechnic Institute).
		36. Junior Instructor (for Polytechnic Institute.)
		37. Stenographer (for Education Directorate & Polytechnic Institute).
		38. Driver (for all Institutions and Office).
		39. Mechanic (M. B. B. College & Polytechnic Institute).
		40 Motor Driving Mechanic (Polytechnic Institute).
		41- Laboratory attendent (for M. B. B. College and Polytechnic Instt./High/ H. S.
		42. Compounder (Polytechnic Institue) Infimary).
		43. Sorter (Library services & Polytechnic Institute
		44. Lecturer (for Higher Secodary Schools and Basic training Colleges Music College, Hindi Teachers' Training College, Janata College and Craft Teachers' Training Instt. Agartala.

1	2	3
	Education Department (contd)	45. Project Operator (for all Instititions).
		46 Hindi Teachers (High/Higher Secondary Schools and Hindi Teachers' Training College).
		47 Hindi Pracharak (for all Hindi Pracher Centres)
		48 Superintendent, (Childred Home's for boys and girls' Infirmary/Mahila Asram & Craft Teachers' Training Instt),
		49. Tutor (for Homes and Janata College'.
		50. Nurse (for Homes)
		51. Craft Instructors (for High/Higher Secondary Schools and Middle stage Schools and Mahila Asram & in firnmary:
		52. Professional Craftsmen (Craft Teachers' Training Instt).
		53. Supervisor (Higher Secondary Schools and Graft Teachers' Training Instt.)
		54. Senior Instructor (for Craft Teachers' Traning Instt.)
		55. Asstt. Instructors (Craft Teachers' Training Instt.)
		56. Medical Officer (for Infirmary).
		57. Chief Social Education Organiser (for Social Edn.)
		58 Asstt. Inspector of Schools (for Social Education).
		59. Social Education Organiser/Mukhya Sevica (for Social Education).
		60. Technical Superviser (for Higher Secondary Schools and Social Education)
		61. Social Education Worker (for Social Education).
		62. Gram Sevika (for Social Education)
		63. Artist (for Social Education.)
		64. Statistical Assistant (for Education Directorate).
		65. Senior Computor (for Education Directorate).
		66. Junior Computor -do-

1	2	3
	Education Department (Cotd).	67. Duplicator Opertor (for Education Directorate).
		68 Asstt. Teachers (for High/Higher Secondary Schools/Middle Stage Schools and Primary Schools)
		69. Asstt. Headmaster/Head-mistress (for High/Higher Secondary Schools/Middle Stage Schools).
		70 Classical Teachers. -do-
		71. Lecturer in Technology (for Higher Secondary Schools).
		72. Tabalchee (for Higher Secondary Schools)
		73· Drawing teacher (for High/Higher Secondary Schools)
		74. Instructor in Short-hand and type-writing (for Higher Secodary Schools).
		78. Sub-Insdector of Schools. -do-
		79. Headmaster/Headmistress (for Middle Stage and Primary Schools).
		80. Store-keeper-cum-Bazar Sarkar (for Iufirmary.)
		81. Class IV (for all Institutions and Officers).
		Ministerial Staff.
		1. Office Superintendent.
		2. Head Clerks.
		3. Accountants.
		4. U. D. Clerks.
		5. L. D. Clerks.
3	Department of Industries.	6. Store-Keepers.
		7. Clerk-cum-Cashiers.
		1. Project Officer.
		2. Planning-cum-Survey Officer.
		3. Technical Officer.
		4. Superintendent, Industrial Trading Institute.
		5. Statistical Investigator.
		6. Superintendent, RawMaterial Depot.

1	2	3
		8. Lower Division Clerk.
		9. Store Keeper, Accountant-cum-Store Keeper, Clerk-cum-Storekeeper.
		10. Stenographer.
		11. Accountant.
		12. Upper Divisin Clerk.
		13. Head Clerk, Head Clerk-cum-Accountant & Senior Clerk.
		14. Office Superintendent.
4.	Animal Husbandry & Vety. Services Department.	All Categories of Posts.
5.	Department of Labour & Employment.	All Categories of Posts.
6.	Forest Department.	1. Senior Forest Ranger,
		2. Plantation Supervisor.
		3. Accountant.
		4. Forerest Ranger.
		5. Head Clerk/Senior Clerk.
		6. Office Superintendent.
		7. Upper Division Clerk.
		8. Stenographer.
		9. Instructor, Forest Guards' Training School.
		10. Draughtman
		11. Senior Soil conservation Assistant.
		12. Survey Supervisor.
		13. Overseer.
		14. Asstt. Instructor, Forest Guards' Training School.
		15. Jeep Driver.
7.	Police Organisation.	All Class III and IV Posts.
8.	Public Works Deparment.	All Class III and IV Posts.
9.	Office of the Chief Electoral Officer.	All Class III and IV Posts.
10.	Department of Labour.	All Categories of Posts
11.	Addl. D. M. & Collector (T. W. Section).	All Class III and IV Posts.
12.	Addl District Magistrate (Food Section).	All Class IV Pcsts.

1	2	3
13.	Home Department (Political).	All elass III & IV Posts under the D. S. S. & A. Board, Tripura.
14.	Rehabilitation Department.	1. Director-cum-Secretary. 2. Asstt. Director 3. Rehabilitation Officer.
15.	Statistical Department	1. Senior Statistical Officer. 2. Statistician.
16.	District Administration.	All Class III and IV Posts.
17.	Registering Authority, Motor Vehicle.	All Categories of Posts.
18.	Addl. D. M & Collector (Development sec.).	All Class III & IV Posts.
19.	Addl District Magistrate (Supplies)	All Class IV Posts.
20.	Office of the Collector of Excise.	All posts.
21.	Office of the Public Relations Officer.	All Categorics of Posts.
22.	Legislative Assembly Sectt.	All Class III & IV Posts.
23.	Office of the Settlement Officer.	1. Head Quarter Assistant Settlement Officer & Compensation Officer (Gazetted). 2. All Non-Gazetted posts.
24.	Madical and Public Health Deptt.	1. Head Clerk-Cum-Accountant. 2. L. D. Clerk. 3. Store-keeper. 4. Typist Clerk. 5. Overseer. 6. Sub-Overseer. 7. Mechanic. 8. Peon. 9. Head Clerk. 10. U. D. Clerk. 11. Cashier. 12. Typist. 13. Driver. 14. Class VI.

1	2	3
24.	Medical and Public Health Deptt. (Contd.)	15. Senior Clerk.
		16. Midwife.
		17. Compounder.
		18. C. A. S., Grade II.
		19. Kaviraj.
		20. Sanitary Inspector.
		21. Lady Health Visitor.
		22. Staff Nurse.
		23. Assistant Nurse.
		24. Health Educator.
		25. Trained Dhai.
		26. Social Worker.
		27. Female Ward Servant.
		28. Cook.
		29. Masalchi.
		30. Sweeper
		31. Carrier.
		32. Talua.
		33. Assistant Nurse-cum-Midwife.
		34. Ward Servant.
		35. Cook cum-Masalchi.
		36. Store-keeper cum Compounder.
		37. Female Field Worker.
		38. Clinic Attendant.
		39. Office Superintendent.
		40. Auxiliary Nurse-cum-Midwife
		41. O. T. Nurse.
		42. Projectionist.
		43. U. D. Clerk-cum-Store-keeper.
		44. Clerk-cum-Typist,
		45. Statistical Assistant.
		46. Family Planning Welfare Workers.
		47. O T. Attendent.
		48. Cleaner-cum-Peon.
		49. District Extension Educator.
		50. Store keeper-cum-Accountant.
		51. Attendant.
		52. Extension Educator.
		53. Regional Health Officer.
		54. Inspector of vaccinator and vital Statistics.

1	2	3
24.	Medical and Public Health Deptt. (Contd.)	55. Vaccinator.
		56. Seasonal Vaccinator.
		57. Sanitary Assistant.
		58 Operator.
		59. Compounder-cum-Clerk.
		60. Orderly.
		61. Para Madical Assistant.
		62. Enu[illegible]or.
		63. Stor[illegible]er-cum-Cleaner.
		64. Jam[illegible].
		65. Senior Ward Master.
		66. Nursing Superintendent.
		67. Ward Sister.
		68. Sister Tutor.
		69. Jr Sister Tutor.
		70. Librarian.
		71. Mali.
		72. Chowkidar.
		73. Warden.
		74. Pharmacist.
		75. Auxiliary Nurse.
		76. Utensil Cleaner.
		77. Ward Boy.
		78. Washerman.
		79. Wardmaid.
		80. Ambulance Driver.
		31. Jeep Driver.
		82. X-Ray Technician.
		84. Cleaner.
		85. B. C. G. Technician.
		86 Radiographer.
		87. Bardar.
		88. Diet Clerk.
		89 Enquiry Clerk.
		90. Streacher-Cum-bearer-Cleaner.
		91. Store keeper (General)
		92, Store keeper (Medical)
		93. Store Superintendent.
		94. Stenographer.
		95. Cashier.

1	2	3
24.	Medical and Public Health Deptt. (Contd)	96. Assistant Accountant.
		97. Carpenter
		98. T. B. Healh Visitor.
		99. Chemist
		160. Laboratory Technician,
		101. Laboratory Attendant.
		102. Assistant Cook.
		103. Technician.
		104. Assistant Technician.
		105. Assistant Unit Officer (Non-Medical)
		106. Senior Malaria Inspector.
		107. Junior Malaria Inspector:
		108. Truck Driver.
		109. Superior Field worker.
		110. Field worker.
		111. Surveillance worker.
		112. Surveillance Inspector.
25.	Superintendent, Printing and Stationery.	1. Office Superintendent.
		2 Accountant.
		3. Upper Division Clerk.
		4. Store-keeper.
		5. Accounts Clerk.
		6. Clerk.
		7. Duftry.
		8. Peon.
		9. Orderly.

Mr. Speaker :—Another question.

Shri Atiqul Islam :—224.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, question No. 224.

QUESTION	ANSWER
1) Whether recruitment rules for the post of Circle Officer in the District Administration under the Government of Tripura have been framed ;	Yes.
2) if so, whether all the existing Circle Officers have got the qualifications required by these Rules ;	Yes.

3) if not, what steps will be taken in such cases where qualifications fall short of reqirements ? — Does not arise.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—All the starred questions are over. I pass into the next item. Calling Attention Notice. I have received Calling Attention Notice from Shri Atiqul Islam on the subject of 'acute shortage of salt and resultant increase in price and step taken by the Government to meet the situation'.

I have given consent to the notice of Shri Atiqul Islam today. I would request the Hon'ble Minister in charge to make a statement.

Shri S. L. Singh :—I shall make a statement on the 4th April.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET

Mr. Speaker :— We pass on to the Next item] Government Business General discussion on Budget Estimates for 1966-67.

Next business to day is the General discussion on Budget for 1966-67 which is continuing. I would now call on one Member from the Opposition Shri Hemanta Deb We have only one hour and fifteen minutes at our diposal. One hour would be given to the Hon'ble Chief Miniser to give his reply. I would request the Hon'ble Member to finish his speech within 10 minutes.

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই ১৯৬৬-৬৭' সালের বাজেট এখানে আলোচনা করছি এবং এইযে বাজেট তাঁরা রচনা করেছেন এবং আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন এত বাজেট সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা কোথায় আছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট বক্তৃতায় গতবার ঠিক এখানে, যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কাজেই আমরা এখন কি আঞ্চলিক পরিষদে আছি না আইন সভার সভ্য হিসাবে আইন সভায় আলোচনা করছি সেটা বুঝতে পারছিনা। আমার মনে হয় আমরা এখনও সেই আঞ্চলিক পরিষদের বাজেটই আলোচনা করছি। পরিবর্ত্তন কোন্ জায়গায়? পরিবর্ত্তন শুধু এই যে, লাল, সবুজ কাগজের মলাট. আর পরিবর্ত্তন হচ্ছে টাকার পরিমাণ। যেখানে ছিল পাঁচ কোটি টাকার বাজেট সেখানে হয়েছে ২০ কোটি টাকার বাজেট। আমরা কি আশা করেছিলাম? আমরা আশা করেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভার বাজেট ত্রিপুরার নানা সমস্যার দিকে নজর রেখে, যারা বাজেট রচনা করেছেন, তারা তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে, কিভাবে তারা দেশ শাসন করতে চান তার একটা নিশানা আমরা এই বাজেটে পাব। কিন্তু তার কোন হদিশ আমরা এই বাজেটে পাচ্ছি না। আঞ্চলিক পরিষদে পেতাম লম্বা একটা কাগজে একটা ফিরিস্তি। আর আজকে এখানে আমরা লাল কাগজে, গ্রীন মলাটের ভিতর কতগুলি ফিরিস্তি পাচ্ছি। আঞ্চলিক পরিষদে উনারা ছিলেন আংশিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাজেই সেই সময়ে যে ভাবে তারা বাজেট রাখতে পারতেন সেই ভাবেই রাখতেন। আজকে আমরা এটাকে যদি মিলিয়ে দেখি তা হলে দেখা যাবে যে আঞ্চলিক পরিষদের হুবহু নমুনায় আজকে এই বিধান সভার বাজেট করা হয়েছে। আপনারা একটু নজর করলেই দেখবেন যে, যে সমস্ত হেডে টাকা রাখা হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬

বাজেটে, আজকে ১৯৬৬-৬৭ বাজেটে তার খুব বেশী গরমিল বা অদল বদল হয় নাই। নিজেদের অক্ষমতা, যে ক্ষমতা তাদের নাই, তাদের যে কোন কিছু করার ইচ্ছা নাই তার প্রমাণ করে এই বাজেট। আপনারা একটু নজর করলে দেখবেন এই বাজেটের হেডের চেহারাগুলি, বাজেটের যে হেডগুলি আছে, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ বাজেটের মধ্যে যেখানে যেখানে যত টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, গত বৎসর যে সমস্ত হেডে রাখা হয়েছিল বেশী, রিভাইজড হয়ে এসে যে টাকা হয়েছে সেই পরিমাণ টাকা রাখার দরকার হয়েছে। কোন কোন জায়গায় রিভাইজড বাজেটে এসে বর্ধিত টকা খরচ করতে পারেন নি, ঠিক সেইমত এই ১৯৬৬-৬৭' এর বাজেটে রাখা হয়েছে। যেমন পাবলিক হেল্‌থ সম্পর্কে যেখানে ২৭ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে রিভাইজড হয়ে, কমল ঠিক সেই কম অংকটা এখানে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বেলায়ও ঠিক তাই। কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে ইণ্ডাষ্ট্রী বা আদার ডিপার্টমেন্টস, যেখানে যেখানে পাবলিক ওয়ার্কস আছে সেখানে কোন পরিবর্ত্তন নেই। যে সমস্ত পাবলিক ওয়ার্কস জনসাধারনের স্বার্থে করা দরকার ছিল সে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলি কাজ করতে পারে নাই বা টাকা বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। এমন অবস্থায় বাজেটে আমরা কি আশা করেছিলাম ? যেহেতু ত্রিপুরার মধ্যে আইন সভা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান'এর পথ কি হবে, সে পথের বিভিন্ন দিক এখানে থাকা উচিৎ ছিল, বিভিন্ন আইন প্রনয়ণ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু সেই দিকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলী বা আমাদের চীফ মিনিষ্টার মহাশয় কোন নজর দেন নাই।

Mr. Speaker :— I want to draw the attention of the Hon'ble Member to one point. Time at our disposal is short, so I would request the Hon'ble Member to dwell on the points of the Budget.

Sriri Hemanta Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম..............

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Member, that you should observe this etiquette that when the Speaker is speaking, you should keep silent to listen what he says.

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের খাদ্যাভাব বরাবরই আছে। আমরা গত বাজেট আলোচনার সময়ে বলেছিলাম যে ত্রিপুরাতে দুইবার দুযোগ হয় এবং খাদ্য ভাব হয়। সেই খাদ্যাভাব পরিপুরণ করার জন্য আমাদের লক্ষ্য কি ? লক্ষ্যবিহীন ভাবে আমাদের এই বাজেট তৈরী হয়েছে। গতবার বাজেট স্পীচে মাননীয় চীফ মিষ্টার বলেছিলেন যে আমাদের খাদ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, । অনাবৃষ্টি এবং অতি বৃষ্টির ফলে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। এখন এই বাজেট বক্তৃতায় ঠিক সেই একই সুর আমরা শুনতে পাই কিন্তু তার জন্য আমাদের যা করণীয়, কি করা উচিৎ, সেই সম্পর্কে বাজেটে নূতন কি পন্থা অবলম্বন করা যায় তার কোন ব্যবস্থা সেখানে আমরা দেখিনা। আজকে আমরা গ্রোমোর ফুড, খাদ্য ফসল বাড়াও একথা বলে থাকি। একথা খুব সুন্দর কথা। খাদ্য বাড়াতে কোন চাষী, কোন জোতদার পেছপা নয়। তারা যদি সরকার থেকে উপযুক্ত সাহায্য পায়, তারা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদের মন্ত্রী মহোদয়, যিনি এখন হর্তাকর্তা বিধাতা, তিনি কি মনে করেন ? তিনি মনে করেন যে

ফুলের বাগানগুলি যদি আমরা তরকারীর বাগান করতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অফিসে যে সমস্ত কর্ম্মচারী আসছেন শুধু তাদিগকে দেখালেই চলবেনা, মাঠে যারা কাজকর্ম্ম করে তাদিগকে দেখানো দরকার। যে বীজ দেওয়ার কথা ছিল চৈত্র মাসে সেই বীজ দেওয়া হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। যে আউসের সার দেওয়ার দরকার হবে চৈত্র মাসে সেই সার শ্রাবণ মাসে দেওয়া হয়। আর যে বীজ দেওয়ার কথা ভাদ্রে সেই বীজ দেওয়া হবে আশ্বিন মাসে, কার্ত্তিক মাসে। এটা হল আমাদের গ্রো মোর ফুড কেম্পেনের নমুনা। এইভাবে যদি গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন করা হয় তবে উনারা হয়ত সন্তুষ্ট থাকতে পারেন যে ফুল বাগানে কপির চাষ, আলুর চাষ হচ্ছে। যে পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করে, যে পরিমাণ সার দিয়ে যে ফসলটুকু হয় তাতে কি রকম লাভবান হওয়া যায় সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, এটা যারা করে তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। কাজেই এই সমস্ত হল খাদ্যের দিক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কে সরকারী পক্ষের সদস্য কেউ কেউ উক্তি করেছেন যে পুলিশ খাতে বেশী টাকা রাখলে আপনাদের ভয় করার কারণ কি? আমি বলি না যে পুলিশ আমাদের দরকার নাই। শান্তির জন্য পুলিশ দরকার। আমি একদিন থানাতে গিয়ে দেখেছি যে একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে, "পুলিশ সব সময় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে।" বেশ সুন্দর কথা। পুলিশ শান্তির জন্য রাখা হয়েছে? খুবই ভাল কথা। কিন্তু শান্তির নামে অশান্তি যারা করে তার জন্য দায়ী কে? আমি বলতে চাই এবং এটা প্রত্যেকের জানা আছে যে ইমারজেন্সীর জন্য আমাদের পুলিশ দরকার নিশ্চয়ই। আমাদের ভারত রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা দরকার সে ব্যবস্থা আমরা চাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই যে বেলবাড়ী পুলিশ ক্যাম্প, এটা কোন্ পাকিস্তানী শত্রুকে রুখবার জন্য? এটা কি প্রমাণ করে না যে সরল প্রাণ পাহাড়ীদের উপর, সরলপ্রাণ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার জন্যই এটা করা হয়েছে? তাদের দূরবস্থার জন্য আজকে পুলিশকেই দায়ী করতে হয়। সেই বেলবাড়ীতে খোয়াইয়ে এই রকম ২০ ৩০টা কেস হয়েছে। কোন্ পাকিস্তানী আক্রমণ রুখবার জন্য এটা হল? দলীয় স্বার্থ, দলীয় সংহতি রক্ষার জন্যই আপনারা পুলিশ রাখেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বন সম্পর্কে আমি দুয়েকটা কথা বলতে চাই। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্য বনে পরিপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্য সাধারণত পাহাড়ী এলাকা এবং বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক জায়গা আবাদ হয়ে গেছে কাজেই আমাদের বন রক্ষার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি না যে বনের প্রয়োজন নাই। আমি চাই বন রক্ষা করা হউক। কিন্তু সেই বন রক্ষা করতে গিয়ে কি করা হচ্ছে? বন রক্ষার নামে আজকে কি চলছে? মাননীয় চীফ মিনিষ্টার মহোদয়ের বাজেট বক্তৃতায় উপজাতি কল্যাণের পক্ষে বেশী কথা বলেন নি। বাস্তবকে লুকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। কাজেই আমি কি দেখছি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দিকে বন রক্ষার নামে ট্রাইবেল উচ্ছেদ হচ্ছে। অপরদিকে সরকারী কতকগুলো ফার্ম্ম হচ্ছে। আমার গ্রামের ফতার ডেমনষ্ট্রেশন সেন্টার, ডেয়ারী ফার্ম্ম করার জন্য ২৫ ৩০ বছর ধরে যারা বাস করে আসছে তাদের ঘরবাড়ী গত ৫ই সেপ্টেম্বর উঠিয়ে দিল। কত আপত্তি করা হল, কোন কথা শুনলো না। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, চীফ মিনিষ্টারের কাছে, ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টারের কাছে কত দরখাস্ত দেওয়া হল তার কোন পাত্তাই আমরা পেলাম না। এটা অত্যন্ত দুঃখের

বিষয়। আমি চাই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হউক, ত্রিপুরা রাজ্যে কলেজ হউক, ফার্ম্ম হউক। এটা তো কেউ কোন আপত্তি করবে না। আজ পশ্চিম বড়জলায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হবে। খুব ভাল কথা। কাজেই সেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ করার নামে ৩৫০টি পরিবারকে আজকে উচ্ছেদ করতে হবে। আইনে আছে, সংবিধানে আছে যে কোন ট্রাইবেলকে উচ্ছেদ করতে গেলে কতগুলি ক্ষতিপুরণ দিতে হয় এবং যতদুর সম্ভব তাদের উচ্ছেদ না করাই ভাল হয়। এই রকম প্রস্তাব সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের আছে। কিন্তু সেই সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশ, কোথায় সেই ধেবর কমিশনের সুপারিশ? কোন কোন কিছুই ফলো করা হয় নি। যার ফলে পশ্চিম বড়জলায় ৩০০টি পারবার উচ্ছেদ হয়েছে। আর ডেয়ারী ফার্মের নামে, সার্ভে সেটেলমেনটের দুষকর্মের ফলে ৬০।৭০ বছরের জোত, এই জোতকে তারা টিলা বলে, ধানী জমিকে তারা টিলা ভুমি বলে ঘোষণা করল। আমি সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসারকে বললাম যে এটা কি হল? তখন সে বলল যে হ্যাঁ এটাতো ভুল হয়ে গেছে। কাজেই এইসব দুষকর্ম করে একদিকে ফরেষ্টের নেতৃত্বে ফরেষ্টের দায়িত্বে অপর দিকে সরকারী পরিকল্পনার নামে এটা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিষ এখানে তুলে ধরতে চাই যে কি কাজ হচ্ছে ট্রাইবেলদের উচ্ছেদের জন্য।

Mr. Speaker :—Do you require time?

Shri Hemanta Deb :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দশ মিনিট সময় চাই।

Mr. Speaker :—You will be allowed only five minutes.

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সদর সেটেলমেন্ট অফিস থেকে যে একটা ঘোষণা দেওয়া হল, সেই ঘোষণার ফলে রামশংকর পি, ডব্লিউ, ডি এলাকার অর্থাৎ সীমনা টু আগরতলা আগরতলা টু সীমনা, সীমনা হইতে কাতলামারা, কাতলামারা টু সীমনা পর্য্যন্ত সেই রাস্তার পুবদিকে কোন ট্রাইবেল আর সেখানে টিকতে পারে না। কি রকম? উক্ত বনভুমির পরিমাণ আনুমানিক ১৫৯০ বর্গমাইল উহার চৌহদ্দি নিম্নে দেওয়া হইল:—কি রকম— মোহনবাড়ী টু কালাছড়ার নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া পুরান বনরেখার বরাবর উত্তর দিকে গজেন্দ্রমোহন বাড়ী, তানবাড়ী এবং টাং বাড়ী পার হইয়া গকুল কোপরা বাড়ী, জোত ভুমি (যতটা সম্ভব বাদ দিয়া) বাদিরে ফেলিয়া উত্তর প্রান্ত ভারত পাক সীমা রেখায় মিলিত হইয়াছে। অতঃপর ভারত পাক সীমারেখা বরাবর চলিয়া গিয়া দীঘাবাড়ী, প্রগ্রামবাড়ী, মতংগাবাড়ী হইয়া, যথাসম্ভব জোতভুমি, চাসাবাদ ভুমি বাদিরে ফেলিয়া এই চৌহদ্দির সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। এই চৌহদ্দির মধ্যে যদি এই জায়গায় রিজার্ভ করার প্রস্তাব করা হয় তাহলে পরে এই এলাকায় কোন ট্রাইবেল বাস করতে পারে না। কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার দিকে সরকার যদি নজর না দেন, তাহলে সরকারকে খোলাখুলি বলা উচিত যে এই সমস্ত ট্রাইবেল আমাদের দেশের শত্রু, তাদের গুলি করে মারা উচিত, সমস্তকে লাইন করে বেয়নেট চার্জ করে দেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার সৃষ্টি করার কি যে প্রয়োজন তা আমি বুঝিনা। পি, ডব্লু, ডি, সম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল যে পি, ডব্লু, ডির, ওয়ার্ক কিভাবে চলে, কিভাবে হচ্ছে এবং কারা করেন, কারা করান, এই সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলব। কোন এক কনট্রাকটার এক বছর আগে টাকা ড্র করে এবং তার এক বছর পর মাটি কাটে। সেই মাটি কাটবার পর আবার বিল ড্র করে, কি রকম লজ্জার কথা। এই রকম আরো নজির আছে, । কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়, যে সমস্ত পুলগুলি এখন অকেজো অবস্থায় আছে প্রায় দীর্ঘ চার পাঁচ বছর যাবত, এই পুলগুলি মানুষকে অসুবিধায় রেখেছে। আমাদের চীফ মিনিষ্টারকে এই সম্পর্কে আমি বলেছিলাম। সেই যে রাণীর বাজারের পূর্ব্ব দিকে ঘোড়ামারা নদীর উপর বিরাট পুল, সেই পুলটার কাজ আজ পর্য্যন্ত হল না। এই বাজেটেও আমি তার কোন প্রভিশন দেখতে পাই না। কাশীপুর টু কামালঘাট যে রাস্তা, সে রাস্তার কাজ কয়েক বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু আধাআধি কাজ করে রাস্তাটা পরে আছে। কিন্তু সেই রাস্তার যেখানে যেখানে পুল করা দরকার সেই পুল ত দেওয়া হয়ই নাই, উপরন্তু যে কয়টা পুল আছে সেগুলি রিপেয়ারিংএর অভাবে ব্যবহার করা যায় না। সেই পুলের উপর দিয়ে লোক চলাচল করতে যেয়ে অনেক লোককে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। এইরকম করে রাখার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমি চীফ মিনিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কাশীপুর টু কামালঘাট রাস্তাটার কাজ না করার কারণটা কি? এটা ত আমারই শুধু এলাকা নয়, এটা ত চীফ মিনিষ্টারেরও এলাকা। তবে কেন কাজ টা হচ্ছে না? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমার মনে হয় এই বাজেট যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, এটা বিধান সভার বাজেট, সেই বিধান সভার বাজেট না হয়ে আজকে সেই গতানুগতিক বাজেট, সেই পুরান দিনের বাজেট হয়েছে। কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট দিয়ে কি হবে, আমাদের কি উপকারে আসবে আমি জানি না। কাজেই আমি আশা করি এই বাজেটে যা আছে এবং যেখানে সেখানে সংশোধন করা উচিত এবং যেখানে যেখানে আমাদের নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং আমি অনুরোধ করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত যে আমার যে বক্তব্য, যে লক্ষ্যে আমি চিন্তা করছি, আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সেই দিকে চিন্তা করে এই বাজেট সংশোধন করবেন। এই বলেই আমি আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Chief Minister.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই বাজেট সমালোচনা করতে যেয়ে উনারা বলেছেন যে বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছে, পরিবেশের উপর লক্ষ্য রেখে করা হয়নি এবং টাকা খরচের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত মারাত্মক। অতএব এই বাজেটে অংক রাখলে কি হবে, তারা ত খরচ করতে পারছেন না। এই তথ্য মাননীয় সদস্যরা কোথা থেকে পেলেন সেটা আমি বুঝতে পারি না। তবে তাদের বলা দরকার, তাই তারা এমন কথা বলতে পারেন। তথ্যের ধার তারা ধারেন না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত হাউসের সামনে তুলে ধরছি ফার্ষ্ট প্ল্যানে এ্যাগ্রিকালচারেল প্রডাক্‌শন, এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি, ফিসারী, কো-অপারেশন, ফরেষ্ট, পাওয়ার প্রজেক্ট, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, কম্যুনিকেশন, মেডিক্যাল, পাবলিক হেলথ, এডুকেশন, এবং সেকেণ্ড প্ল্যানে, এ্যাগ্রিকালচার, এ্যানিমেল হাজবেনড্রী, মেডিক্যাল, পাবলিক হেলথ; এডুকেশন— এই সমস্ত খাতে আমরা খরচ কত করেছি। ফার্ষ্ট প্ল্যানে যে অংক ধার্য্য করা ছিল সেই অনুসারে আমরা খরচ করেছি। তারপর এর প্ল্যান পিরিয়ডে আমাদের কি অবস্থা ছিল সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আমি মাননীয় সদস্যদের বলব। তখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসছে, রাস্তা-ঘাট ছিল না, সমস্ত জায়গার কম্যুনিকেশন প্রায় ডেড্‌ লক ছিল বললেও অত্যুক্তি

হবে না। ত্রিপুরা ওয়েজ ডেডলক আয়ারল্যাণ্ড কোন রাস্তা-ঘাট ছিল না। পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাবার ক্ষমতা নাই। তাই আমরা অনুভব করেছিলাম যে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে হবে। তার কম্যুনিকেশনের অন্যান্য অংশের উপর নির্ভর করছে ভারতের সাথে যোগাযোগ। তাই এখানে চিন্তা করতে হবে যে উইদইন এ ডে রাস্তা তৈরী করতে পারা যাবে না। তাই করা হল এয়ারোড্রাম'এর সৃষ্টি। খোয়াইতে করা হল, বিলোনীয়াতে করা হল, করা হল কৈলাসহরে, করা হল কমলপুরে। তার কারণ ত্রিপুরার এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাতে হবে। অতএব তারি পরিপ্রেক্ষিতে তা তৈরী করতে সুরু করা হল এবং সাথে সাথে এ, এ, রোড তৈরী করতে সুরু করা হল ; এবং সেই কথা মনে রাখতে হবে তখন একজন মাত্র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ছিল। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে তখন ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক ছিল না। তা সত্ত্বেও দেখা গেল ১,৯৭,৮৬০০০ হাজার টাকাতে আমরা গড়ে তুললাম অ্যাগ্রিকালচার্যাল প্রডাকশন, এনিমেল হাজবেনড্রি- যেখানে এ্যানিমেল হাজবেনড্রি ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফিসারিতে কোন কিছু ছিল না, কো-অপারেশনের ছিল না কোন কিছু। ফরেষ্ট আজকে যে প্ল্যানটেশন থেকে সুরু করে যে কাজ হচ্ছে তার কোন কিছু ছিল না। পাওয়ার প্রজেক্ট, কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি, কমিউনিকেশন গড়ে তোলা হল এবং ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের কাজ সুরু করা হল। একটা-মাত্র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে এই বিরাট কাজ করতে হল। তারপর মেডিক্যাল অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের ১১ লক্ষ টাকা, পাবলিক হেলথে ৩.৪৮ লক্ষ টাকা, এডুকেশন ১৪.৩৮ লক্ষ এ্যাগ্রিকালচারে, এনিমেল হাজবেনড্রিতে ফার্ষ্ট প্ল্যানে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, মেডিকেলে ৮.৬১ লক্ষ, পাবলিক হেল্‌থে ২.৮১ লক্ষ, এডুকেশনে ২৬.৬৭ লক্ষ,। তাই তাদের কাছে অনুরোধ করবো যাতে তারা এ'দিকে দৃষ্টি দেন এবং সেই ভাবে চিন্তা করেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট ছিল ১১ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকা এবং সেই টাকার মধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চলত কারণ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ঠিক সেইভাবে গঠিত ছিল। সেই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে সচল করে ১,৯৭,৮৬০০০ টাকা খরচ হল জনসাধারণের উন্নতির জন্য। তারপর সেকেণ্ড প্ল্যানে, আমি বলব, অ্যাগ্রিক্যালচার প্রডাকশনে খরচ হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকার উপর। মাইনর ইরিগেশনে ৫,৩০,০০০ টাকার উপর। এনিমেল হাজবেনড্রিতে ৬ লক্ষের উপর, ডেয়ারী মিলক্ প্লাইয়ের জন্য ২,৭৭০০০ টাকার উপর, ফরেষ্ট সয়েল কনজার্ভেশনে ১৫ লক্ষ টাকার উপর, ফিসারীতে ৩ লক্ষের উপর, কো অপারেশনে ১৫ লক্ষ টাকার উপর, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ৫৯ লক্ষ টাকার উপর। পঞ্চায়েতে ধরা হল ১,০১০০০ টাকা। ইরিগেশন পাওয়ার্সে ধরা হল ৩৩ লক্ষ এবং ইন্ডাষ্ট্রি মাইনিং-এ ধরা হল ৪২ লক্ষ টাকা। রোডসে ৩,৩৫,৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হল। তাহলে তাদের যে বক্তব্য সেটা তাদের অনুধাবন করতে বলব। আগরতলা থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটাই তার নিদর্শন। আমার বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমরা টাকা খরচ করতে পারিনি। কারণ প্রত্যেক সাবডিভিশনে যে রাস্তা হয়েছে সেটাও আমার বাজেটেই দেখানো হয়েছে এবং কতগুলি রাস্তা আছে যে রাস্তার কথা আমি বাজেট ভাষণে বলেছি। যেখানে ১,৬৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্ম্মাণ করা হচ্ছে এর মধ্যে আছে ৫২০ কিলোমিটার পীচের, ৫১৮ কিলোমিটার বাঁধানো, ৫৯৬ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, ব্লকের

রাস্তা, ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারের রাস্তা এবং টি, টি, সির রাস্তা যেগুলি পি, ডব্লিউ, ডির বুকে নেই। তা বাদ দিয়েই রাস্তার কাজ করা হয়েছে এবং জনসাধারণ তা জানে। অতএব সেই অর্থ ব্যয় করছি না, কাজ করছি না এইকথা যে বলা হচ্ছে সেটা সত্যের বিপরীত কথাই বলে মনে হচ্ছে। জনসাধারণ এটা জানে যে ফাষ্ট প্ল্যানে ১·৯৭ লক্ষ টাকা, আর সেকেণ্ড প্ল্যানে ৮,৯১,৬১,৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব আমি মাননীয় সদস্যদিগকে চিন্তা করতে বলব অর্থ ব্যয় করতে পারছি না, কাজ কর্ম্ম কোন কিছু হচ্ছে না এই যে কথা বলছেন তারা যেন বলেন। প্রথম বাজেটের সাথে দ্বিতীয় বাজেটের তুলনা করে প্রথম প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান, তারপর আমি থার্ড প্ল্যানের কথা বলব। থার্ড প্ল্যানে আমরা করেছি ১৫ কোটির চেয়েও বেশী টাকা ব্যয় বরাদ্দ করতে পারব। অতএব মানে দ্বিতীয় প্ল্যান থেকে ডাবল অর্থ এখানে ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে। আমাদের বাধা বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও বরাদ্দকৃত যে অর্থ আছে সেটাই আমরা ত্রিপুরার উন্নতির জন্যই ব্যয় করে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যদিগকে আমরা চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব যে আমাদের ডিফিকাল্‌টিজ অনেক আছে। আমাদের টেকনিক্যাল ম্যান নাই বললেও অত্যুক্তি হবে না। সেই সমস্ত ডিফিকাল্‌টি থাকা সত্ত্বেও আমরা বাজেটের নির্দ্দিষ্ট অংক ব্যয় করে যাচ্ছি এবং ডাবল ওয়েতে ব্যয় করে যাচ্ছি। এক কোটি টাকা যেখানে ব্যয় করেছি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে আমরা প্রায় ৯ কোটির মত অর্থ ব্যয় করেছি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬ কোটি টাকার মত ব্যয় করা হচ্ছে। অতএব প্রত্যেকটি জায়গাতে ডাবল অর্থ আমরা ব্যয় করছি। অনেক কিছু বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা তা করতে সক্ষম হয়েছি। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরাকে উন্নত করতে হবে। তাই নানা দিক দিয়ে নূতন নূতন প্রচেষ্টা জনসাধারণের উন্নতির জন্য করা হচ্ছে।

পুলিশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথম তারা বললেন যে ত্রিপুরার জোয়ানদের রাখতে হবে। পি, এ, সি,র দরকার নাই, বি, এম, পি,র দরকার নাই। আমাদের নওজোয়ানদের রাখতে হবে এবং সেই অনুসারেই ত্রিপুরার পুলিশের বাজেটে দুইটি ব্যাটেলিয়ন এবং সিবিল পুলিস যা আছে তার অর্থ এখানে ধরা হয়েছে এবং বি, এম, পি, পি, এ, সি, যা আছে তাও এখানে ধরা হয়েছে। বি, এম, পি, ও পি, এ, সি, রাখা হল প্রতিরক্ষার জন্যই। অতএব আমরা যদি আমাদের লোক দিয়ে টি, এ, পি, গড়ে তুলতে পারি তখন আমাদের টি, এ, পি, অন্যান্য জায়গায় যাবে, ত্রিপুরাকে রক্ষা তো করবেই। অতএব পি, এ, সি, এবং বি, এম, পি, যারা আছে তারা ত্রিপুরা রক্ষার জন্যই নয় কেবল, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সীমানা রক্ষা করছে। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের মানুষকেই রক্ষা করছে। তাদেরকেও প্রতিরক্ষা কার্য্যকে গড়ে তুলবার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করতেই হবে।

তারপর বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মানদাই বাজার এবং খোয়াইয়ে অনেকগুলি ক্যাম্প করা হয়েছে। ক্যাম্প করা হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ যখন ক্যাম্পের জন্য আবেদন করেন তখন। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনসাধারণ যখন চাইলেই, ক্যাম্প করা হবে। কারণ পুলিশ জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আছে এবং ভারতবর্ষের পুলিশকে আজকে চিন্তা করতে হবে যে তারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের সেবা করছে। সেভাবে তাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে তাদিগকে চলতে হবে

যারা আর্মড পুলিশ আছে তাদিগকে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে, সেইভাবে আমাদের বাহিনীকে গড়ে তুলতে হবে যে আমরা এখানে আছি ভারতের কল্যাণের জন্য, ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সেই ভাবে তারা চিন্তা করবেন, সেইভাবে কাজ করে যাবেন, অতএব সেইভাবে তারা সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলছেন যে মেশিনগান দিয়ে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে মেরে ফেলা হউক, কিন্তু ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল, সেটা চলবে রেড চীনে, সেটা চলতে পারে সেখানে, তারা তা করতে পারেন। আমরা এখানে যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি তাতে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর সরকারকে থাকতে হবে, ইচ্ছার উপর আইন তৈরী হবে, অতএব সেই অনুসারে সেটা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে ফরেষ্টে যারা আছে, তারা এমনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যা নাকি ত্রিপুরার লোকের স্বার্থের অন্তরায় হচ্ছে। ত্রিপুরার স্বার্থের জন্যই ফরেষ্ট গড়ে তোলা হচ্ছে। আবার এখন যদি রাবার প্ল্যান্টেশন হয়, এখন যদি কেসু নাট প্ল্যান্টেশন হয়, তাহলে পরে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ আন করতে পারব, আমরা ভারতবর্ষের একটা বিরাট সাহায্য গড়ে তুলতে পারব। আমরা যদি কেসু নাটের চাষ করি এবং রাবার প্ল্যান্টেশন করি, কফির প্ল্যান্টেশন করি, টী'র প্ল্যান্টেশন করি এবং রাবার প্ল্যান্টেশন করি, এবং তাকে উন্নত করার চেষ্টা করি, ফরেন এক্সচেঞ্জকে ষ্ট্রেংদেন করার জন্য এবং সেভাবে কাজ করা হচ্ছে। তাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্ব প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে যে আমাদের মানুষের জন্য ফরেষ্ট এবং ফরেষ্টের জন্য মানুষ আছে। অতএব পারস্পারিক একটা ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। অতএব এই ফরেষ্ট আছে আমাদের জন্য। আজকে আমাদের ফুয়েলের অভাব হবে, থেচিং গ্রাসের অভাব হবে, খুঁটির অভাব হবে, আমরা যদি নির্বিকার চিত্তে সমস্ত বন কেটে সাফ করে দেই তাহলে ত্রিপুরা একদিন মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং কৃষির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কৃষককে যদি বাঁচতে হয়, কৃষিকে যদি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে পরে আমাদের প্ল্যান ওয়েতে ফরেষ্টকে রাখতে হবে। কারণ ফরেষ্ট'এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টিপাত যেমন হয় তার সাথে সাথে ভূমি ক্ষয়কে নিবারণ করার সহায়ক হয়। অতএব আমরা সেই দিকে লক্ষ্য করে, পরস্পরের দিকে লক্ষ্য করে প্রতিটি কাজকে প্রতিটি কাজ সহায়তা করবে, সেজন্য সেইভাবে প্ল্যান রাখা হয়েছে, সেইভাবে সেখানে কাজ করা হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করা হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেই জায়গাতে করা হচ্ছে জনসাধারণ তা চাচ্ছে, জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে সে সমস্ত জায়গায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ গড়ে উঠছে এবং সেই জায়গাতে বলা হয়েছে যে তিনশত লোক উচ্ছেদ হবে। ঐ জায়গাতে তিনশত পরিবার সেখানে আছে কিনা আমি জানিনা। তবে এখন যদি বা তারা তারা সেই জায়গাতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কাজ বন্ধ করার জন্য, ব্যাহত করার জন্য লোক দিয়ে ঘর উঠিয়ে বসে থাকে সেই খাস ল্যাণ্ডের মধ্যে, তাহলে আমি মনে করব এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হয়ত এখানে চাচ্ছেন জনসাধারণের দাবীর জন্য, অতএব ছলে বলে তাকে হয়ত ব্যাহত করার প্রচেষ্টা কেউ যদি করে থাকেন তাহলে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি এই জায়গাতে যে লোক আছে তার সংখ্যা ১৫ থেকে ১৬ পরিবারের বেশী নয়। অথচ সেই জায়গাতে বিরাট একটা কলেজ যদি গড়ে তুলতে হয় এত খাসল্যাণ্ড কোন জায়গাতে থাকবে না যেখানে। সেই কলেজ গড়ে তুলতে গেলে পরে কোন লোকের জায়গা পরবে না। ত্রিপুরা রাজ্য তাহলে কোন জায়গাতেই কোন স্কুল কলেজ গড়ে উঠতে পারবে না। রাস্তা আমি করব, কোন লোকের জমি পরবে না এই যদি

চিন্তাধারা হয়, তাহলে হাওয়ার উপর দিয়ে রাস্তা চলবে না। অতএব চিন্তা করতে হবে, রাস্তা করতে গেলে পরে তিন হাজার কিলোমিটারের একটা রাস্তা করব, কোন লোকের জমি পড়বে না সেটা অসম্ভব পরিকল্পনা. আমি বলব। অতএব আমরা এমনভাবে রাস্তার পরিকল্পনা করছি, যার ফলে যত কম সংখ্যক লোকের জমি পড়তে পারে এবং চাষাবাদের জমি কম সংখ্যক লোকের পড়তে পারে সেই অনুসারে সেইভাবে, সেখানকার জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে আমরা সেখানে স্কুল, রাস্তা, কলেজ, হাসপাতাল গড়ে তুলেছি। আমাদের এখানে জি, বি, হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, আমি হাসপাতাল করব সেই জায়গাতে যেখানে কোন লোকের জমি পড়বে না এত যারা চিন্তা করেন তাদেরকে আমি বলব যে তাঁরা তা চান না বলেই একথা বলছেন, তারা হাসপাতাল চান না, তারা রাস্তা-ঘাট চান না, তারা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চান না, তারা বেসিক ট্রেনিং কলেজ চান না, শিক্ষা চান না, তারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চান যার ফলে ঐ সমস্ত উন্নয়নমূলক কোন কার্য্য ত্রিপুরায় না হতে পারে। অতএব আমি তাদের অনুরোধ করব যাতে আমরা সেইভাবে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য, রাস্তা-ঘাট করার জন্য আত্মনিয়োগ করি এবং সেইভাবে আত্মসমীক্ষা এবং আত্ম অনুসন্ধানের জন্য আমরা চেষ্টা করি এবং সেই দিক দিয়ে আমি স্পীকারের মাধ্যমে হাউসকে অনুরোধ করব যাতে আমরা সেইভাবে চিন্তা করি। তারপর বলা হয়েছে যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে আমার বাজেট স্পীচে কোন কিছু নাই। তার কারণ হল আমি ভীত সন্ত্রস্ত সেজন্য বলিনি। বাজেটের মধ্যে সেখানে টাকার অংক নির্ধারণ করা হয়েছে। ওয়েলফেয়ার অব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাবের জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তা এন্টিসিপেটেড ফর ১৯৬৫-৬৬। সেখানে ২৯ লক্ষ ৯৯ হাজার সাত শত টাকা আমরা সেখানে ব্যয় করেছি। অতএত অর্থের দিকে দৃষ্টি দিলে পরেই মাননীয় সদস্যরা দেখতে পারবেন যে সেখানে আমরা কোন দিক দিয়ে অন্যায় কোন রকম কাজ করিনি। তাদের স্পেশ্যাল যে সমস্ত অঞ্চল সে সমস্ত অঞ্চলের জন্য কাজ হচ্ছে। স্পেশ্যাল ওয়েলফেয়ার'এর জন্য সেখানে তিন লক্ষের মত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে. লেবার ওয়েলফেয়ারের জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তাই আমি মাননীয় সদস্যগণকে বলব যে তারা নিজেরা জানেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য কি কি কাজ'এর সূচনা করেছি আমরা। আমরা জানি যে আমাদের নয় হাজার ফেমিলি আছে ট্রাইবেল জুমিয়া ভাই, তাহাদিগকে আমাদের পুনর্বাসন দিয়ে ভূমিতে বসাতে হবে সে জন্য অর্থ রাখা হয়েছে। এবং তাদেরকে যাতে ভূমিতে দ্রুত বসাতে পারি তার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই অনুসারে ফরেষ্ট ভিলেজের মধ্যে টংঙ্গি সিষ্টেমে তারা কাজ করতে পারে, সেখানে প্রত্যেকটি ভিলেজ যাতে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে পারে তার চেষ্টা হবে। কারণ জনসাধারণ সেখানে যে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশন করছে, সেই প্ল্যানটেশন-এ যাতে তাদের অধিকার আসে, এবং তা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা যাতে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে সেই দিকে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব, যাতে আমরা সেইভাবে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে পারি। কারণ একটা বিরাট অর্থ এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে, সেই অর্থে তাদের গ্রুপকে শক্তিশালী করতে হয়, আমরা মনে করছি আমরা সেই ভাবে কো-অপারেটিভ সিস্টেমে ফরেষ্ট ভিলেজ গড়ে তুলব যাতে সেখানকার ফরেষ্ট প্রোডাক্টস মার্কেটিং করে বিপুল অর্থ আমদানী করতে পারে। আমরা দেখছি গতবার এখানে ফুয়েল'এর যখন অভাব হল সেই কো-অপারেটিভ থেকে ১৭ হাজার টাকা নেট ইনকাম সেইফরেষ্টরা ভিলেজার্স করেছে।

ঠিক সেইভাবে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ সে সমস্ত কাজ কর্ম্ম করছে। বাঁশ বেত সমেত যা আমরা আমদানী করছি সে সমস্ত বন থেকে, তারা যাতে কো-অপারেটিভ করে ডাইরেক্টলী যাতে আমদানী করতে পারে এবং পি. ডব্লিউ ডি'কে দেয় তাহলে একটা বিরাট অর্থের সম্ভাবনা তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কো-অপারেটিভকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থ রাখা হয়েছে এবং কৃষকেরা যাতে কো-অপারেটিভ গড়ে তুলতে পারেন এবং তাদের প্রডিউসের রিমিউনারেশন পেতে পারেন সেই জন্য সার্ভিস কো-অপারেটিভ, সমবায়াত্মক কো-অপারেটিভ গড়ে তোলা হচ্ছে এবং যাতে কৃষকের হস্তকে আমরা শক্তিশালী করতে পারি সেজন্য এপেক্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি আমরা গড়ে তুলছি। তার মারফতে আমরা যে ক্যাশ ক্রপ কিষাণ পায় তার বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য আপনারা জানেন যে আমাদের ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা সেখানে দেওয়া হচ্ছে যাতে পাটের মূল্য নিম্নগামী না হতে পারে, রিমিউনারেটিভ হতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা চিন্তা করছি। আমরা ভাবছি ত্রিপুরাকে যদি বড় করতে হয় তাহলে অ্যাগ্রো-বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রি, ফরেষ্ট বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রি আমাদের গড়ে তুলতে হবে সেই অনুসারে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিকে গড়ে তুলবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চলছে এবং সেই অনুসারে সেখানে অর্থ রাখা হয়েছে। কৃষক যেন মনে করতে পারে যে সে তার উৎপন্নজাত ফসলের রিমিউনারেশন সে পাবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব আমরা মনে করি সেই উদ্দেশ্যকে বেসিস করে আমরা আমাদের কার্য্য পরিচালনা করতে পারব। অতএব আমি আশা করব হাউসের সেই দিকে দৃষ্টি থাকবে যাতে আমরা ত্রিপুরাতে অ্যাগ্রি বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রী এবং ফরেষ্ট বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি এবং সেই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি কিনা সেই কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি। আমার বিশ্বাস আমরা যদি কৃষকের হাতে রিমিউনারেটিভ ভিত্তি তুলে দিতে পারি তার প্রডিউসের, তাহলে কিষাণ তার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করবে তার কৃষিকে উন্নত করবার জন্য আমাদের নির্দ্দিষ্ট একটা প্ল্যান আমরা করেছি যেমন মিডলম্যান, ইন্টারমিডিয়ারী আমরা রাখব না। সরকার এবং রায়ত, এই হবে, সম্বন্ধ তাহলে tiller যারা তারা হবে ভূমির মালিক এবং ভূমিহীন ও জুমিয়াদের মধ্যে জমির মনোবৃত্ত তৈরী হতে পারে। জমির জন্য এক বিরাট ক্ষুধা মানুষের আছে যুগ যুগ থেকে। যে মানুষ ভূমি থেকে বঞ্চিত ছিল সেই মানুষকে ভূমির অধিকার দেওয়ার জন্য, সেই অধিকারে অধিকারী করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে তারই মারফত ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে, জুমিয়াকে জমি দিতে হবে যে রায়তের সাথে জমিদারী ছিল, তালুকদারী ছিল সেই প্রথাকে উচ্ছেদ করে নিয়ে হাজার হাজার রায়ত এবং গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। আজকে তাদের শক্তিশালী করতে গেলে পরে সেই কিষাণের হস্তকে শক্তিশালী করতে গেলে কৃষিকে রিমিউনরেটিভ হতে হবে। তাহলেই সে তার কৃষিকে উন্নত করবে, কৃষিতেই লেগে থাকবে। সেই দিক দিয়েই প্রচেষ্টা করে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে কো-অপারেটিভকে গড়ে তোলার এক আন্দোলন করা হচ্ছে এবং সেই অনুসারে আমাদের চিন্তা করতে হবে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া, জুমিয়াকে জমি দেওয়া দরকার। তার সাথে সাথে কৃষিকে উন্নত ধরণের যাতে আমরা করতে পারি তারি জন্য এই অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি আশা করব যে, যে অর্থ আমরা এখানে বরাদ্দ করেছি সেই অর্থকে আমরা ঠিক ভাবে কাজে নিয়োজিত করতে পারব। কারণ জনসাধারণের মধ্যে তার উৎপন্নজাত ফসলকে বৃদ্ধি করার এক প্রচেষ্টা প্রতিটি কৃষকের মধ্যে প্রতিটি

ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে এসেছে। আমরা দেখেছি প্রতিরক্ষার সময় প্রতিটি জায়গাতে, যে সমস্ত জায়গায় কোন কিছু হত না, সেই সমস্ত জায়গায়ও মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ফসল তৈরী করেছে। ত্রিপুরার যে জমিতে হয়ত একমাত্র আমন ধান তৈরী করত আজকে সেই জমিতে তারা তিনটা ফসল তৈরী করছে। আমন বুরো তৈরী করার প্রচেষ্টা চলেছে। তাই আজকে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা তার পরিকল্পনা করছি। আমরা জানি যে যদি তিনটা ফসল করতে হয় তাহলে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই বিষয়ে ইরিগেশনের জন্য যে ব্যবস্থা ফাষ্ট প্ল্যানে, সেকেণ্ড প্ল্যানে ছিল, থার্ড প্ল্যানে তার চার গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা জানি যে ইরিগেশন ফেসিলিটিস্ আমাদের খুলে দিতে হবে। ফ্লাড প্রডাকশনের যে কাজ সেই কাজ আমাদের সুরু করতে হবে এবং সেই অনুসারে সেই প্ল্যানে এই টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই কার্য্য করা হচ্ছে। কেবল তা করলেই চলবে না, আমরা জানি যে কৃষিকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে সীডস্ দিতে হবে উন্নত ধরণের, পটেটোর জন্য উন্নত ধরণের বীজ আমাদের আনতে হবে। আমরা জানি আমাদের অসুবিধা আছে, বীজের সংরক্ষণের জন্য কোল্ড ষ্টোরেজ আমাদের এখানে একটি মাত্র আছে। অত-এব কি করে আরও অধিক সংখ্যক কোল্ড ষ্টোরেজ আমাদের রাখা চলে সেই দিকে লক্ষ্য করতে হবে। সেই অনুসারেই এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা সুরু হয়েছে। আমরা জানি এই কোল্ড ষ্টোরেজ পরিকল্পনাকে যদি সাকসেসফুল করতে হয়, যদি জয়যুক্ত করতে হয় তা হলে আমদের বাল্ক সাপ্লাই চাই। তাই আমরা উমযাম থেকে আমরা বাল্ক সাপ্লাই আনছি যাতে অতি অল্প ব্যয়ে তারা ইউনিট পেতে পারে। কৃষি যাতে তাদের কাছে উন্নততর একটা ব্যবসায়ে পরিণত হতে পারে তারি প্রচেষ্টা করে সেই প্ল্যানকে গড়ে তোলার কাজে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। যেমন সীডস আমার রাখতে হবে, তার সাথে সাথে ম্যানুয়র এর বন্দোবস্তও করতে হবে। কম্পোষ্ট থেকে সুরু করে উন্নত ধরণের সায়েন্টিফিক ম্যানুয়র আমদানী করা চলে কিনা সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে দৃষ্টি দিতে বলব। আমাদের যে জমি আছে তার তুলনায় আমাদের ভারতবর্ষের যে ফ্যাক্টরী আছে, তা একেবারে নগণ্য বললে অত্যুক্তি হবে না এবং সার বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় এবং আমদানী করতে গেলে পরে ফরেন এক্সচেঞ্জের দরকার পড়ে। তাই আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের যে ইনডেজিনাস ম্যানুয়র আছে সেই সমস্ত পন্থকে উন্নত ধরণে আমরা নিয়োগ করতে পারি কিনা। সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সেই অনুসারে তার কার্য সুরু হয়েছে। তাই আমি যেমন এই দিক দিয়ে ম্যানুয়রের কথা চিন্তা করব তার সাথে সাথে আমার চিন্তা করতে হবে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানী করার কথা। আমাদের যে বিরাট অভাব আছে তার কাছে সেটা অতি নগণ্য। তাই আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে আমাদের যে ইনডেজিনাস প্রসেস আছে সেই প্রসেসকে আমরা নিয়োগ করব কিনা। আমরা বসে থাকব না। আমরা আমাদের যে চিন্তা আছে, বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধিকে কার্যে নিযোজিত করব। ইরিগেশন বাঁধ রাতারাতি সমস্ত জায়গায় গড়ে তুলতে পারব না। তাই আমাদিগকে চিন্তা করতে হবে যে ভাল টিউবওয়েল করে জল দেওয়া চলে কিনা। আমাকে চিন্তা করতে হবে ছড়া নালা বাঁধ দিয়ে সেখানে জল সরবরাহ করতে পারি কিনা। আমাকে চিন্তা করতে হবে যে জমির উপর আমরা সাড়ে তিন হাত থেকে চার হাত খুঁড়লে সেখান থেকে আমরা জল সরবরাহ করতে পারি কিনা। আমার যা সম্বল আছে সমস্ত সম্বলকে সেই দিক দিয়ে নিয়োজিত

করতে হবে। আমরা যেন সেই কো-অপারেটিভের মনোভাব নিয়ে সেই সমস্ত শক্তিকে ফসল উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করি। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরার যে জনসাধারণ, ত্রিপুরার যে কৃষক, তারা শ্রমে ভীত নয়, তারা যে কৃষি জানে না তা নয়, তারা কৃষি জানে। উন্নত ধরনের যে কৃষি সেই সম্বন্ধে হয়ত তারা অবগত নন্। কিন্তু আজকে আমাদের সবাইকে মিলে তাদের কাছে উন্নত ধরনের যে চাষ পদ্ধতি, সেই চাষ পদ্ধতির নিয়মাবলী তুলে ধরতে হবে। এক বছরের মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা যায়, কিন্তু এই যে প্রডাকশনের কাজ, এই কাজ অত্যন্ত শক্ত কাজ। তাই আমি আবেদন করব এই দুরূহ কাজে আমরা প্রতিটি মানুষ আমাদের সমস্ত শক্তিও সামর্থ যেন নিয়োজিত করতে পারি।

কারণ আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্য ঘাটতি রাজ্য। এই রাজ্যে অনবরত জনসংখ্যার স্রোত আসছে। পাকিস্তানে যদি কোন কিছু ঘটে তাহলে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ত্রিপুরাতে এসে উপস্থিত হয়। তাদেরকে জায়গা দিতে হবে, ভূমি দিতে হবে, তাদের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। তার সাথে সাথে আমাদের যে পরিবেশ সেই সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেই ভাবে আজকে এই যে লোক সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে তার সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার জন্য এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে সেই বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে কাজে নিয়োজিত করে ফসল উৎপাদনের কার্যকে বৃদ্ধি করে আমাদের ঘাটতির কিছুটা অংশ পূরণ করতে পারি। আমি এমন কথা বাজেটে বলিনি যে আমি ফসল ফলাও আন্দোলনের দ্বারা রাতারাতি ঘাটতিকে পূরণ করে ফেলব। কারণ আমাদের অনেক কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়। ন্যাচারের উপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই আমরা জানি এমন যন্ত্রপাতি আমরা করতে পারিনি, এমন কৃষি ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, যার ফলে রাতারাতি সেই ন্যাচারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, সেই ন্যাচারকে আমার দাসে পরিণত করে, কর্মে নিয়োজিত করতে পারব। এইরকম বৈজ্ঞানিক প্রথা আমরা গড়ে তুলতে পারি নি তাই অনেকক্ষেত্রে আমাদিগকে নেচারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমরা প্রকৃতিকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে তাকে কাজে লাগাতে পারব। সেই দিনেরও চিন্তা আমাদের আছে এবং ভারতবর্ষে গড়ে উঠছে। ভারতবর্ষ আজ এ্যাটমের চিন্তা করছে। সেই এ্যাটম পরিগণিত হবে, পরিচালিত হবে জনসাধারণের জন্য, তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এবং গত ১৮ বছরের মধ্যে আমরা তা গড়ে তুলেছি। অতএব মাননীয় সদস্য যারা আছেন, প্রত্যেকের কাছে বলব, আমরা পশ্চাতে পড়ে থাকিনি। আমরা ১৮ বছর হল স্বাধীনতা পেয়েছি, এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানে আমরা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছি। আমরা জানি আমাদের এই উন্নতিকে আঘাত করার জন্য উত্তর সীমান্তে চৈনিক কম্যুনিষ্ট আমাদিগকে আঘাত হেনেছে, আমাদের হাজার হাজার একর হিমালয় ভূমি তারা দখল করে আছে। তার কারণ হল এই যে, তারা মনে করে যে, যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে তাকে যদি আঘাত করা হয়, তাহলে তার এই গঠনমূলক কার্যক্রম থেকে তার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে। কারণ তখন ভারতবর্ষ বাধ্য হবে প্রতিরক্ষা খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে। তাই আমরা জানি এবং সেই অনুসারে আমরা আমাদের

প্রতিরক্ষাকে ডেভেলাপমেন্টের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে চাই। সেই অনুসারেই এই বাজেট পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা জানি পাকিস্তানের সংগে কম্যুনিষ্ট চীনের বন্ধুত্ব হয়েছে, সখ্য হয়েছে। রাণ অব কচ্ছ, কাশ্মীর সীমান্তে, পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, ভারতবর্ষের এমন একটা গঠনতন্ত্র গড়ে উঠেছে, যখনই যে জাতি আক্রমণ করবে, আমাদের ভিতরে যত বিভেদই থাকুক না কেন, যত মতানৈক্যই থাকুক না কেন, যখন ডেঞ্জার আসে সমগ্র জাতি বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্রিত হয়ে সেই ডেঞ্জারের, সেই বিপদের সম্মুখীন হতে কার্পন্য করে না। তারা দুই দুইটি ডেঞ্জারের, বিপদের সম্মুখীন হতে কার্পন্য করেনি এবং দুই দুইটি কাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তা দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণের মুখে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছিল— 'জয় জোয়ান, জয় কিষাণ।' ভারতবর্ষের একটা মানুষও পিছিয়ে ছিল না। ত্রিপুরার মানুষও সেই শক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য দূরে বসে ছিল না। প্রতিটি জায়গাতে তারা ফসল বৃদ্ধি আন্দোলনের কাজ, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের কাজ, স্কুল কলেজ গড়ে তুলবার কাজ করেছে, প্রতিটি লোক তাদের সামর্থ দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তাই আমরা আশা করব যে, আমাদের যতপ্রকার দৈন্যই আসুক না কেন আমরা সেইভাবে আমাদের প্রতিরক্ষাকে গড়ে তুলব। প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে হলে পরে, ফসল বৃদ্ধি, কল কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই অনুসারে আমাদের পরিকল্পনা আমরা গড়ে তুলেছি। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে পরিকল্পনার বাজেট আমি পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা যাতে অ্যাগ্রো বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি, ফরেষ্ট বায়াস ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারি। সেই দিকে যদি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতে পারি তাহলেই আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের দিক দিয়ে গড়ে তুলতে পারব। আর একটা বিষয় আমাদের বাজেটে আছে—প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া। পাঁচ শত প্রাক্তন সৈনিক এখানে আছেন, তাদেরকে আমরা পুনর্ব্বাসন দেব এবং তার কাজ আমরা সুরু করেছি। এটা একটা নূতন ধরনের কাজ এবং এটা আমরা করেছি এই জন্য যে, প্রাক্তন সৈনিক যারা দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং বার্দ্ধক্যে পৌঁছেছেন, তাদের পরিবারের যারা এখানে আছেন, তাদের একটা পুনর্ব্বাসন কি করে দেওয়া যায় তার একটা পরিকল্পনা আমরা পাঠিয়ে ছিলাম। সেই পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করেছেন। সেই অনুসারে আমরা পাঁচ শত সৈনিককে বসবাস দেওয়ার পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছি। তারপর সীমান্ত দুর্ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের জন্য একটা হেড খোলা হয়েছে। আমি মনে করি যে, যে কোন সময়ে যে কোন দৈব আসতে পারে কাজেই সেই দিকে লক্ষ্য করে আমাদের এই কাজটা করা হচ্ছে। আরেকটা হেড এখানে রাখা হয়েছে—কর্ম্মচারীদের কল্যাণের জন্য, ক্লাব সমূহে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য। তার কারণ হল এই, তাদের একঘেঁয়ে জীবন যাপন নির্বাহ করতে হয়। অতএব তাদের এমন একটা ক্লাব থাকা দরকার যাতে সেই ক্লাবে বসে তারা তাদের দিনটিকে আমোদে, আহ্লাদে কাটাতে পারেন, একঘেঁয়ে না হয়।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যও অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি আরেকটা কথা এই জায়গাতে নিবেদন করছি মাননীয় সদস্যদিগকে। ১৯৫০ সালে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬ শত একর। প্রথম পরিকল্পনার শেষার্ধে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৮১ হাজার একর, মোট ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমি আমরা বের করেছি। ২য় পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ২৪০ একর আর ১৯৬৪ সালে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৪০৯ একর জমি। অতএব জরীপের বন্দোবস্তের কাজ হয়নি, কৃষিতে কোন কিছু হয়নি এটা তো প্রমাণ করে না। কারণ কাজ এখানে ডাবল করা হয়েছে। যে জায়গায় ১৯৫০-৫১ সালে ছিল তিন লক্ষ এখন হয়েছে সাত লক্ষ। অতএব যারা সংখ্যাতত্বের দিক দিয়ে অন্ততঃ জানেন, আমি জানি মাননীয় সদস্যরা সংখ্যাতত্বের দিক দিয়ে অনভিজ্ঞ নন তারা অভিজ্ঞ, তবে তারা জেনে কেন একথা বলেন সেটা আমি চিন্তা করতে বলব। তবে আবাদি জমি হলেই হবেনা, তার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, তার ভাল বীজের বন্দোবস্ত করতে হবে, ভাল যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করতে হবে। - তার সাথে সাথে আরও চিন্তা করতে হবে................

Mr. Speaker. :— The House stands adjourned till 2 P. M. The Hon'ble Minister Speaking will have the floor.

Mr. Speeker :—The General discussion on the Budget is to continue. I would call on Hon'ble Chief Minister.

Sri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গাতে যে হিসাবটি রেখেছি সেটা আমরা ব্যয় করব চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে। সেই টাকাও এখানে যথাযথভাবে বিবৃত করা হয়েছে। ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। কারণ আমরা জানি Planning-এর খাতে যে টাকা আমরা বরাদ্দ করেছিলাম সেই অর্থ কিভাবে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করেছি। ৪র্থ পরিকল্পনায় দু'টো জিনিষকে আমরা এখানে রাখছি। একটা উমিয়াম, আর একটা হাইডেল স্কিম। কারণ আমরা জানি এই পরিকল্পনা ব্যতিরেকে আমাদের কুটীর শিল্প এবং কৃষির উন্নতি হবে না। কুটীর শিল্প ও কৃষিকে উন্নত করতে হলে এই দুটি পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা চলেছি। আবাদি জমির পরিমাণ এখানে দেখানো হয়েছে। আমাদের প্রথমে ছিল intensive agriculture। এখন আমাদের সেই intensive কে more intensive করতে হবে। সে সম্বন্ধেও আমি House এর সামনে রাখছি Intensive agriculture করতে গেলে পরে আমাদের কি করতে হবে। উৎপন্ন যে কৃ'য সে সম্বন্ধে যে চিন্তা সেটাকেও সামনে রাখতে হবে। আমাদের উৎপন্ন হচ্ছে, ২৪ লক্ষ মেট্রিক টনের মত। সেই জায়গাতে আমরা দেখেছি seeds দরকার এবং তার সাথে সাথে ওয়েষ্টেজ হচ্ছে 14%। এদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবেযে আমাদের ওয়েষ্টেজটা 14% যেখানে হচ্ছে সেটাকে কিভাবে কমাতে পারি। একটু চেষ্টা করলে পরে আমরা তা কমাতে পারবো। কারণ মাঠে ধান যখন থাকে তখন থেকে শুরু করে গুদামজাত করা পর্য্যন্ত এবং চাউল তৈরী করে, বাজারে নেওয়া পর্য্যন্ত মধ্যখানে যে wastage হচ্ছে, সেই wastage কে কমাতে পারি কি না? তারজন্য আমি প্রত্যেকের Co-operation চাইব। সহানুভূতি চাইব। এই ওয়েষ্টেজ যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে এই অর্থ কৃষকের হাতে

থাকবে এবং দেশও শক্তিশালী হবে। তাহলে১৪°/. কে যাতে ৫°/. এ আনতে পারি এবং আমাদের seeds কে উন্নত ধরণের করতে পারি সেইদিকে লক্ষ্য করে ৩০ হাজার মেট্রিক টন wheat এখানে রাখা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যগণ যেখানে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ৩৯ হাজার টন আমাদের ঘাটতি যা উৎপন্ন হচ্ছে তাকে যদি wastage এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে এই ৩৬ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য, যেটা import করতে যাচ্ছি, সেটাকে manage করতে পারবো। অতএব সেটা নির্ভর করছে Central Covt. এর supply এর উপর। এখন Central Govt, এর কাছে আমরা সে সম্বন্ধে লিখেছি যাতে আমরা এহ খাদ্যটা পেতে পারি। বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরাবাসী wheat এ অভ্যস্ত নয়। বিশেষ করে tribal ভাইয়েরা যারা আছেন তারা মোটেই wheat এর preperation জানে না। অতএব এইদিক দিয়ে চিন্তা করে যাতে আমাদের rice এর কোটা টাকে ঠিক রাখে সেইজন্য আমরা আবেদন করেছি। আশাপোষণ করি যে এইদিকে দৃষ্টি রেখে Central Govt. আমাদের চাহিদা পূরণ করলে পরে আমরা এই food situation থেকে ঠিক ঠিক ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবো। যে ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ৬ হাজার মেট্রিক টন আটা চেয়েছি তার দ্বারা ঘাটতি পূরণ করতে পারবো। এই হলো খাদ্যের দিক দিয়ে খাদ্য ব্যবস্থা। আরো অবনতির দিকে যেতেপারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো আসতে পারে। বোরো ধান, আউস ধান. জলের অভাবে যদি করতে না পারি তাহলে আমাদের উৎপাদন ব্যহত হতে পারে। অতএব সেই সমস্ত দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ১৪% যে loss হয়, Wastage হয়, সেটাকে যদি কমাতে না পারি এবং Seeds যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে রাখতে না পারি তাহলে পরে আমাদের খাদ্যের অবস্থা অবনতির দিকে যাবে। অতএব মাননীয় সদস্যদের প্রত্যেকের কাছে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আবেদন করব, যাতে আমরা সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কার্য্যকে রূপান্তরিত করতে পারি, wastage এর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। তাহলে আমরা চেয়েছি যা তা দিয়ে চালিয়ে যেতে পারব। তার সাথে সাথে বোরো ধানও যাতে আমরা ঠিকভাবে করতে পারি সেদিকে লক্ষ্য করতে হবে। যেই Processগুলোর কথা আমি আগেই বলেছে সেই Processগুলোর উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ আমি দেখেছি সেই উৎসাহকে যদি আমরা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা আমরা ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হব। আমি কৃষকের উপর ভরসা করছি এই জন্য যে আমাদের দেশে যখন পাকিস্তানের আক্রমণের সূচনা হয় সেই সময়ে আমাদের সীমান্তের কৃষক মজুর প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য মনে করেছিল এই যে, লাঙ্গল ধরতে হবে; অব্যাহত গতিতে আমাদের পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। তারা গুলীকে উপেক্ষা করে তাদের সেই অঞ্চলে কৃষি কার্য চালিযে গেছেন। সেইজন্য তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কোনদিক দিয়ে তাদের কর্ম্মের শিথিলতা আসেনি। এই মনোবলের উপর নির্ভর করে একদিকে যুদ্ধ চলেছে। যদিও Communication dead lock হয়ে গিয়েছিল, তবুও আমরা আমাদের খাদ্যকে ঠিক ঠীকভাবে পরিচালনা করতে পেরেছি। Essential comodities এর supply যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও ঠিক ঠিক-

ভাবে রাখতে পেরেছি। প্রধানতঃ জনসাধারণের morale উন্নত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অতএব আমি আশা করি সেই morale আমরা ঠিক ঠিকভাবে রাখতে পারব। এই বিশ্বাস আমার আছে। এখানে বলা হয়ে ছিল যে আমরা অর্থ ব্যয় করতে পারছি না। প্রথম Plan, দ্বিতীয় Plan ও তৃতীয় Plan এর কথা বলেছি। 4th Plan এর 1st year এ করছি সাধারণ প্রশাসন, শিক্ষা, পুলিশ, চিকিৎসা, কৃষি, পূর্ত, বন বিভাগ সম্পর্কে যেটা আমি বিশেষভাবে বাজেটে এই House এর সামনে রেখেছি, সেটাকে আমি এখানে আর উল্লেখ করছি না। আমি আশা করব যে অর্থ আমরা বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি সেই অর্থ ঠিক ঠিকভাবে খরচ করে ত্রিপুরাকে আমরা আরও উন্নত করতে পারব।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমার বলতে হচ্ছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোন দিক দিয়েই পিছিয়ে নেই। কারণ মহারাজার আমলে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বা পরিকল্পনার আগে যা ব্যবস্থা ছিল সেটা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকে অবগত আছেন। অতএব সেটা বিশেষভাবে আমি House এর সামনে রাখব না। যেখানে মাত্র ৭টি হাইস্কুল ছিল এবং মাত্র ২৬ জন ছাত্র Matric candidate সমগ্র ত্রিপুরায় ছিল, সেখানে আজকে হাজার হাজার ছাত্র হচ্ছে Metric candidate এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী candidate অতএব সেই দিক দিয়ে আমি বিশেষ বলব না। কারণ এটা সূর্যের মত উদ্ভাসিত, সত্যের মত উদ্ভাসিত এটা বলে আমি আর বাড়াতে চাই না। এখানে Engineering College গড়ে উঠেছে, Polytechnic গড়ে উঠেছে Public Collegeও গড়ে উঠেছে বিলোনিয়াতে এবং কৈলাসহরে, বেসিক ট্রেনিং কলেজ গড়ে উঠেছে, Craft Teacher's Training College গড়ে উঠেছে, B. T. Training Collegeও গড়ে উঠেছে এবং Women College গড়ে উঠেছে। আমরা আমাদের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যে অবস্থায় এসেছি তাতে আমি বলব শিক্ষায় আমরা কোন প্রদেশ থেকে নীচে নেই। বর্তমানে ৬ থেকে ১১ বৎসরের শিশু ৮৮% এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকা ৩৫%, বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স্কদের ১০০ জনকে আমরা আনব এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের শতকরা ৫৫ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে বলে আমরা আশা করি। Musical College গড়ে তুলেছি। অতএব কোন দিক দিয়েই আমরা শিক্ষায় পশ্চাদপদ নই। এবং শিক্ষার খাতে যে অর্থ আমরা রেখেছি সেই অর্থও আমরা ব্যয় করেছি। Class VIII পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীরাই free studentship পাচ্ছে। Scheduled Tribe ও Scheduled Cast এর ছাত্র ছাত্রীদের Book grant ও stipend দেওয়া হয়। Higher education এর জন্যও তারা stipend পাচ্ছে; সে Medical এই যাউক বা Engineering এই যাউক অতএব আমি বলব যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য এই যে ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে গড়ে উঠেছে তা ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় অভূতপূর্ব।

শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি বলব যে ঐ সব খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের আরো উন্নতি করতে পারব। কারণ সর্ব-

স্তরের নাগরিকদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতির নানা দিক দিয়েই আমাদের নজর রাখতে হবে। আমাদের পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করে আমাদের Social Democracy যেটা আছে তাকে শক্তিশালী করে নূতন এক জাতিতে পরিণত করব। তাই আমাদের ভারতবর্ষের এই সীমান্ত রাজ্য রক্ষার জন্য এখানে আমাদের সৈন্যরা, B.M.P. P.A.C. এবং জনসাধারণ যারা কাজ করেছেন তাদের অভ্যর্থনা জানাব এবং ধন্যবাদ জানাব। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রতিটি জনসাধারণ ও কর্ম্মচারী মিলে কাজ করেছেন. Block এর মধ্য দিয়ে, Agriculture এর মধ্য দিয়ে, Forest এর মধ্য দিয়ে, শিক্ষার কাজে, খাদ্য সংগ্রহের কাজে, সমষ্টি উন্নয়নের কাজে, সমবায়, পুনর্ব্বাসন, পঞ্চায়েত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যানের জন্য, পুলিশের কাজের জন্য, অগ্নি নির্ব্বাপক কাজের জন্য, জরীপ বন্দোবস্ত, মুদ্রনালয়, পরিসংখ্যান. শ্রম সংস্থা, আগরতলা পৌর প্রতিষ্ঠান, প্রচার, সহর গ্রাম পরিকল্পনা, প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন, কর্ম্মচারী কল্যান, যুদ্ধের জন্য এবং অন্যান্য বিভাগে যারা কাজ করছেন, প্রতিটি জনসাধারণের কাছে আমি active co-operation চাইব এবং তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমার বাজেট বক্তব্য শেষ করব।

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Mr. Speaker :—The general discussion on the Budget Estimate for 1966—67 is over. I will pass on to the next item—Discussion on matters of urgaut public importance for short dunation. The next bussiness of the house is the discussion on matters of urgent public importance for short duration on sudden "closuse of the Educational Institution by the Government". The notice has been given by Shri Atiqul Islam, M.L.A. I call on Shri Atiqul Islam to start discussion. The discussion would last for half an hour. The hon'ble member will start the discusson & the Minister Education will reply.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগরতলার স্কুলগুলি কিছুদিন আগে হঠাৎ ৭ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। কেন বন্ধ করে দেওয়া হল তার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি, শুধু বলা হল যে স্কুলগুলি বন্ধ। আমরা অনুমান করতে পারি কিছুদিন আগে আগরতলার ছাত্ররা যে হরতাল করেছিলেন, সেইজন্য আমাদের সরকার ভয়ে স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার কথা হল হরতাল যখন হয় তখন ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বা অন্য কারো কোন রকম সংঘর্ষ বা অশান্তিপূর্ণ কোন রকম ঘটনা ঘটেনি। খুব একটা peaceful wayতে হরতাল পালন করা হয়েছে। কলিকাতায় যে Police Firing হয়েছে এবং ছাত্ররা নিহত হয়েছে, তার প্রতিবাদে ছাত্ররা এখানে খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে শোক ও বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা Chief Minister এর নিকট deputation দিয়েছে এবং কতকগুলি প্রস্তাব দিয়ে একটি memorandum দিয়েছেন। কাজেই এই সব ঘটনার মধ্যে কোথাও কোন unpleasant বা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেনি এবং এমন কোন কারণও দেখা দেয়নি। সমস্ত ত্রিপুরাতেও হরতাল বা ধর্ম্মঘট হয়েছে কিন্তু কোন জায়গা থেকেই কোন রকম দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর আচরণের কোন খবর আজ পর্য্যন্ত আমরা পাইনি। এ সম্বন্ধে সরকারী ভাবে কোন খবর

কর্তৃপক্ষ পেয়েছেন কিনা জানি না তবে আমাদের যতটুকু জানা আছে, কোন জায়গায়ই কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। তার পরও স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? তারা কি মনে করেন না যে এতে শিক্ষাকার্য্য ব্যাহত হচ্ছে? স্কুল এমনিই নানা কারণে বন্ধ থাকে। যে course বৎসরের মধ্যে শেষ করার কথা তা কিছুতেই শেষ হয় না, অর্দ্ধেক পড়া হয় আর বাকীটা private tutor রেখে বাড়ীতে পড়ে শেষ করতে হয়। একটা স্কুলে বৎসরে কতটা ক্লাশ করতে হবে তার মোটামোটি একটা হিসাব আছে, কিন্তু সেটা রক্ষিত হয় না, তার থেকে অনেক কম হয়। তার উপর সরকার ভয়ে বা কোন কারণ ছাড়া স্কুলগুলি যদি এভাবে বন্ধ করে দেন তাহলে তাতে শিক্ষার কাজ যথেষ্ট ব্যাহত হয়, তাতে শিক্ষার অগ্রগতি হতে পারে না। আর যদি সরকার মনে করেন যে স্কুল খোলা থাকলে অশান্তি বা গণ্ডগোল হতে পারে, তাহলে তারা সেটা face করবেন, সেটা সামলাবেন। ছাত্ররা হরতাল করবেন এই ভয়ে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া চলতেই পারে না, একটা Demcoratic রাষ্ট্রে যে কোন ছাত্র শান্তিপুর্ণ ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে এটা তার Democratic right কিন্তু সেই জন্য যদি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আমি বলব যে তাতে তার Democratic right এর উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কাজেই এই যে ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে শিক্ষাকে ব্যাহত করা, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তা করায় এখানকার অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। সরকার এমন কি দেখলেন যে স্কুল, কলেজ যদি বন্ধ করে দেওয়া না হয় তাহলে শান্তি আর রক্ষিত হচ্ছে না, এই রকম একটা সিদ্ধান্তে কি ভাবে পৌছলেন? কাজেই এই রকম অবস্থায় যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker :—The hon'ble Minister will please reply.

Shri S. L. Singh :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য স্কুল কলেজ কেন বন্ধ রাখা হল সেজন্য public impotance এ discuss করার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। হরতাল শান্তিপুর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। সভাসমিতি করা, শোভাযাত্রা করা ইত্যাদির অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে এবং সেই অধিকারে তারা তা করবেন। শহীদ দিবস পালন করা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন যাদেরে তারা শহীদ বলে মনে করেন তারা তা পালন করবেন। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সরকারের কোন ইচ্ছা নেই। এখানে বলা হয়েছে যে স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়াতে ছাত্র সমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু আমি মনে করি ছাত্র সমাজ ও অভিভাবকরা তাতে আনন্দিতই হয়েছেন। আনন্দিত হয়েছেন এই জন্য যে তারা হয়ত অকারণে কোন কিছু আশঙ্কা করতে পারে। আমরা জনসাধারণের হৃদয়ের যে চিন্তাধারা, শিশুদের যে চিন্তাধারা, তা উপলব্ধি করেই তাদের আনন্দ উপভোগ করার জন্যই আমরা ছুটি দিয়াছি। শহীদদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করারও তাদের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে কারণ সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত ক্লাস করে তারা সেটা ভালভাবে করতে পারবে না। অতএব সেই জায়গায় স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে তারা যদি মনে করেন যে সেটা জাঁকজমকভাবে হয়নি তবে তাহা তা মনে করতে পারেন এবং দুঃখিত হতে পারেন। সেজন্য আমরা নাচার। ছাত্ররা ঠিকঠিকভাবে পড়াশুনা করুক সেটা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই চান। স্কুলে পার্লামেন্ট আছে, কলেজে ইউনিয়ন আছে, তারা যদি সেখানে debate করে, আলাপ আলো-

চনা করে তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে তারা শোভাযাত্রা, সভাসমিতি করবে, তা তারা করে যেতে পারেন, তাতে সরকারের ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। সরকার তখনই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যখন তারা দেখেন যে কোমলমতি বালকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত না খেয়ে চৈত্র মাসের এই রৌদ্রে তারা ঘোরাফিরি করে, এবং অসুস্থ হয়ে পরে। তখন আবার বলবেন যে স্কুল কলেজ খুলে রেখে শিশুদের এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছেন। অতএব মাননীয় সদস্যকে আমি সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব এবং আমরা তাদের হৃদয়ের কথা চিন্তা করেই স্কুল কলেজ বন্ধ রেখেছি। এই ব্যাপারটা এখানে Public importance কি করে যে হয়ে গেল তা বুঝতে পারছিনা, আমি তার প্রতিবাদ করে আমর বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— We shall pass on to the next item-Privat Members Resolution I would call on Shri Bir Chandra Deb Barma to move his resolution that this Assembly is of opinion that the Government should take the following measure to make the country self sufficeient in food.

a) Undertaking agrarian reforms with a vew to give land to the tillers of the soil

b) inmoducing moratorius on debts, of peasants and taking steps for advancing adequate loan to the peasants ;

c) Providing improved seeds, fer tilisers adquate irrigation facilities in t me.

Shri Bir Chandra Deb Barma:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব এই Houes এর সামনে আমি রেখেছি তার গুরুত্ব বর্তমান সময়ে অত্যন্ত বেশী এবং আমরা মনে করি যে আমরা যে গুরুতর খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা শুধুমাত্র জনসাধারণের সুখ সুবিধার কথাই নয়, খাওয়া পড়ার ব্যাপারেও বটে, সেটা বিকল হলে সমস্ত কিছুই বিকল হয়ে যায়। কাজেই এই খাদ্য সমস্যার উপরে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি মনে করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকলেই বলে থাকি যে খাদ্যে আমাদের self sufficient হতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, আমরা আমদানীকৃত খাদ্যের উপর নির্ভর করে চলতে পারিনা সব সময়। এটা কোন যুক্তি সংগত কথা হতে পারে না। কাজেই খাদ্য সম্পর্কে আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে। আজ হউক, কাল হউক, দুদিন পরে হউক, যদি দেশকে বাঁচতে হয় তাহলে, আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে। কাজেই এই আত্মনির্ভরশীলতার জন্য আমাদিগকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার সর্ব-প্রথম সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সব চাইতে একটা বড় কথা হল যে agrarian reforms ভূমি-সংস্কারের কথা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে। কেননা কৃষক যদি তার চাষোপযোগী জমি না পায়, কৃষকের হাতে যদি চাষের জন্য উপযুক্ত জায়গা দিতে না পারি তাহলে তারা খাদ্য ফলাতে পারে না, শস্য ফলাতে পারেনা। শস্য অধিক না ফললে দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমরা যে সব ভূমি সংস্কার আইন চালু করেছি, সেই আইনগুলির যে লক্ষ্য তা সাধন হয়নি এটা শুধু আমার কথাই নয়, আমাদের যে Home Minister শ্রীনন্দা, তিনি বলেছেন যে আমাদের যে সব ভূমি সংস্কার আইন, সেগুলির যে মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা সেই উদ্দেশ্যে পৌছাতে পারিনি। ত্রিপুরার ব্যাপারে

আমি কতকগুলি concrete instance, দিয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্ত্তনের ফলে ভূমি সংস্কার বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হতে পেরেছি কৃষককে কতখানি জমি দিতে পেরেছি এবং ভূমি সংস্কার আইনের যে মূল উদ্দেশ্য, সেটা সার্থক হয়েছে কিনা ? ভূমি সংস্কার আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যার হাতে অধিক জমি গিয়ে পড়ে তার সেই জমি, excess land যেটা সেটা সরকারের হাতে দিয়ে দেবে এবং সেই জমিগুলি আমরা কৃষক-দিগের মধ্যে বিলি বন্টন করব। ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেটা unstarred question No. 55 given by Shri Nripendra Chokraborty তাতে বলা হয়েছে number of total persons who hold more than 25 standard of land, সেখানে আমাদের কথা ছিল 25 standard acres of land আমরা রাখতে পারব, আর অধিক জমি সরকারের হাতে vest করতে হবে। সেখানে member হচ্ছে 158 and area of excess land of persons that have been vested to the Govt. – 109·53 acres. কাজেই এই সরকারী জবাবের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন করেছিলাম যে প্রত্যেক পরিবারের কাছে 25 standard acres থাকবে এবং বাড়তি জমিগুলি যারা laudless labourer এবং landless agriculturists আছে তাদেরকে বন্টন করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা শেষ পর্যান্ত দেখলাম যে ১০৯·৫৩ excess land পেয়েছি এবং 25 standard acres এর বাহিরে যে লোক আছে তার সংখ্যা হল ১৫৮ / এর অর্থটা হচ্ছে এত যে ইতি মধ্যে অনেক কিছু কলা কৌশল হয়ে গেছে, যাদের হাতে বেশী জমি ছিল তারা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন নামে transfer করে ফেলেছেন। কাজেই যে উদ্দেশ্যে আমাদের এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল – বাড়তি জমির যে একটা basic holding family holding আমরা করেছি এবং যে excess ceiling limit আমরা করেছি, সেই ceiling limit এর বাড়তি যেটা হবে সেটা আমরা agriculturists দের মধ্যে বন্টন করে দেব। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ১০৯·৫৩ একর বাড়তি জমি আজ পর্যান্ত পেয়েছি। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত land less agriculturiss আছেন তাদের তুলনায় এই excess land অত্যন্ত insignificance এটা West Bengalএ হয়েছে, সেখানে এটা হওয়ার কারণ fellow land পড়ে থাকার কোন রকম জো নেই। সেখানে এত density of population যে fellow land পাওয়ার জো নেই। ত্রিপুরাতে আমরা মনে করছি excess land পাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে, কেন না এখানে density of population তত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যে পরিসংখ্যান দেখছি তাতে মাত্র ১০৯ একর পেয়েছি। তারপর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যারা বর্গাদার, যারা চাষী তাদেরকে উৎখাত থেকে রক্ষা করা। এই বর্গাদার এবং ভাগচাষী যারা তাদেরকে উৎকৃষ্ট ধরণের সর্ত্ত দেওয়া, এটা ভূমি সংস্কারের একটা উদ্দেশ্য ছিল। Unstarred question no. 16 given by Shri Sunil Kr. Choudhury "Total no. of under rayats evicted during last 5 years i. e. —No cases have been reported". সরকারী শাসন যন্ত্রের এমনই চমৎকার ব্যাপার যে বর্গাদার ভাগচাষী যারা তাদে উৎখাৎ থেকে বাঁচবার জন্য যে আইন সৃষ্টি হল যে আইনে আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরে জানতে পারলাম যে কোন under raiyot evicted হয়েছে বা কোন ভাগচাষী

evicted হয়েছে, এমন কোন report আমরা পাইনা। শুধু পাইনি নয়, আমি আরও দেখাব যে আইনের ধারায় যেখানে বলা হয়েছে যে একটা competent authority for restoration of possession, সেই competent authority আমরা ধার্য্য করিনি। তারফলে যারা restoration হয়েছে, যারা উৎখাত হয়েছে, তারা কার কাছে restorationএর জন্য প্রার্থনা করবে সে জিনিষটা আজ পর্য্যন্তও আমরা নির্দ্ধারণ করিনি। Section 123 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act এ আছে যে "when under rayot of the Land as on or after 10th August, 1957 surrendered or evicted from such a land, the competent authority may······or on application made by the under rayot restore in possession of the land is surrendered from which he has been evicted. প্রশ্নোত্তরে আমরা পেয়েছি। এমন কোন report সরকারের কাছে পৌছায়নি যে কোন under rayot, কোন বর্গাদার, কোন ভাগ চাষী উৎখাত হয়েছে। এ কথা কি সত্য, আমরা জমি বহু বর্গাদার, বহু ভাগচাষী উৎখাত হয়ে গেছে। তার কারণ আমি দেখাচ্ছি যে সরকারী যে প্রশ্নোত্তর তাতেই আমরা পাচ্ছি যে share croper যারা আছে, তাদের total number-under Land Revenue Act নাম record করেছে কতগুলি caseএ। তাতে বলা হয়েছে যে সোনামুড়ায় 98, এটা একটা insignificent member দ্বিতীয় প্রশ্ন whether the member is satisfactory—no. If not, what are the reasons for not recording their rights as under rayots mutual understanding between Bargadar & Jotdar, share cropers generally do not want to come into conflict with the Jotedars. They do not appear with their records & evidence for getting their names recorded. সরকারী হিসাবে আমরা দেখি যে বর্গাদার বা ভাগচাষী নাম record করেছে তা একটা most insignificant number. এবং সরকারী ভাবেই তারা বলেছে যে এই numberটা unsatisfactory. কেন unsatisfactory ? তার কারণ Mutual under standing. আপনাদেরই ভাষা, আপনারা প্রশ্নোত্তরে যা বলেছেন Mutual understanding between Bargadars & Jutedars এ হ'ল প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হল Share Croper যারা আছে, বর্গাদার যারা আছে তারা জোতদারের সঙ্গে কোন Conflictএ আসতে চায় না। দ্বিতীয় কথা তারা তাদের নাম ধাম, নথিপত্র record নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে চায় না। সে জন্যই এই বর্গাদার বা ভাগ চাষ যারা করে তাদের যথাযথভাবে recording হচ্ছে না। কাজেই এ জিনিষটা মূলতঃ সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে যাদের জন্য এই Land Reforms Act আমরা করেছি তারা হচ্ছে share croper—বর্গাদার, তারা হচ্ছে ভাগ চাষী। কিন্তু তাদের নাম যে record ভুক্ত করা সেটা satisfactory হচ্ছে না। এটা আমার কথা নয়। একটা প্রশ্নোত্তরে সরকার বলছেন যে satisfactorily তাদের নাম record হচ্ছে না, কেন না তারা জোতদারদের সঙ্গে একটা mutual under standingএ এসে গেছেন বা তারা ভয় পাচ্ছেন to come into conflict with Jotedars. এখন এটাই যদি সরকারের কথা হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি বলব ভূমি সংস্কারের যে মূল উদ্দেশ্য সেই মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য এটাই ছিল যারা ভাগচাষী, যারা বর্গাদার

যারা Share Croper, যারা প্রকৃত চাষী, চাষের সঙ্গে ভূমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তাদের আমরা রীতিমত জমি দিতে পারিনি। তাদের হাতে চাষোপযোগী ভূমি আমরা দিতে পারিনি। আর না দেওয়ার ফলে যে উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, সেই ভূমি সংস্কার আইন তার যথার্থ সার্থক রূপ নিতে পারেনি। কাজেই আমাকে খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের মনে রাখতে হবে যে যারা চাষী তাদের যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে চাষোপযোগী জমি দিতে না পারি, ভূমিতে যদি তাদের উৎকৃষ্ট স্বত্ব আমরা দিতে না পারি তাহলে আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতায় স্বপ্ন দেখা নিরর্থক হবে। It nothing but to built castle in air. আজকে অনেকে বলেন আমাদের সৈনিকেরা war front এ যুদ্ধ করে গেছেন, আমাদের food front এ যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ করতে হলে হাতিয়ার চাই। আজকে সৈন্য বাহিনী যুদ্ধ করবে কি করে তাদের হাতে যদি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার আমরা না দেই। তাহলে war front এ তারা যুদ্ধ করতে পারে না। আজকে food front এ যুদ্ধ করবে কারা? তারা হচ্ছে চাষী, share croper, বর্গাদার এবং যারা চাষীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আমরা জানি তাদেরকে যদি আমরা জমি না দিতে পারি, তাদেরকে যদি আমরা উৎকৃষ্ট equipment যোগাতে না পারি, তাহলে চাষের আমরা উন্নতি করতে পারি না। আজকে আমাদের দেশ scientifically বহু দূরে চলে গেছে, কিন্তু it is extremely sorrowful picture যে আমাদের চাষের ব্যাপারে আমরা সেই bullock cart এ এগিয়ে চলেছি। আজকে আমাদের ভারতের কথা বাদ দিলাম, ত্রিপুরার কথাই ধরা যাক আমরা এখনও প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে আছি এবং আমাদের সে চাষের প্রথা যেটা আমাদের ঐ বলদের উপরই নির্ভর করতে হয়, হাল চাষের উপর নির্ভর করতে হয় scientific কোন equipment আমরা আজ পর্যান্ত use করতে পারি নি। কাজেই চাষের ব্যাপারে আমরা সেই আদিকালের যে ব্যবস্থা, সেই bullock cart, সেটাতেই আমরা রয়ে গেছি। আজ কালকার improved scientific method যেটা, সেটা আমরা চাষের ক্ষেত্রে লাগাতে পারছি না। কাজেই আজকে সর্ব্বপ্রথম আমাদের কথা হচ্ছে এবং resolution এ যে কথা আমরা বলেছি যে undertaking agrarian reforms with a view to give land to the tillers of the soil. যারা ক্ষেতের চাষী, মাটির সঙ্গে যাদের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক, ভূমির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক, তাদের উৎকৃষ্ট সত্ব জমিতে দিতে হবে। এই সম্পর্কে যদিও ব্যাপারটা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে এসে পড়ে, না বললে হয়তো আমার বক্তব্য অপূর্ণ থেকে যাবে কাজেই আমি এই কথা বলছি। ব্রিটিশ, শাসন যখন আমাদের ভারতে এল এর পূর্ব্বে আমাদের দেশে permanent settlement ছিল না। ছিল না। আমাদের জমির যে রাজস্ব সে রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের উপর ধার্য্য ছিল। প্রকৃত চাষীই ছিল জমির মালিক। আর উর্দ্ধতন যাদের স্বত্ব, জমিদার যারা, তারা nothing but collector, কিন্তু বৃটিশ যখন ভারতে এল তারা দেখল যে শস্যের উপর যদি রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়, তাহলে আমাদের collection এর অসুবিধা হবে। তারা permanent settlement নিয়ে আসলেন। ভূমিতে শস্য হউক, কি না হউক আমাদের কোন দরকার নেই। নির্দিষ্ট মত আমার রাজস্ব দিয়ে যাবে, রাজস্বের উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করবে। প্রকৃত মালিক যে চাষী সেদিন ভূমি থেকে সে উৎখাত হয়েছে। জমির উপর তার সমস্ত সত্ব সেদিন লোপ পেয়েছে এবং জমির মালিক যারা পূর্ব্বে ছিল more collector of taxes অর্থাৎ tax আদায়কারী জমিদার বলুন, বর্গাদার, জায়গীরদার, তালুকদার বলুন,

permanent settlement হওয়ার পূর্ব্বে তারা ছিল collector of taxes. তারা হয়ে গেল জমির মালিক। আজকেও সেই প্রথা চলছে এবং সেই প্রথা থাকার জন্যই আজকে সর্ব্বনিম্নে যারা আছে, ভাগচাষী, যারা share croper, যারা তাদের জমিতে বিন্দুমাত্র স্বত্ব থাকে না। They can be eleminated at their sweet will. এবং আমাদের যে ভূমি সংস্কার আইন সেই ভূমি সংস্কার আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল share croper, বর্গাদার, চাষীদের উৎকৃষ্ট সত্ব দেওয়া। আমরা দেখেছি সেটা একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেছে। কোনরকম সত্ব আমরা তাদের দিতে পারিনি। তাদের নামে সে record হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ, আমার কথা নয় সরকারী প্রশ্নোত্তরের ভাবার্থ। জোয়দারের ভয়ে তারা আসতে পারছে না। কিন্তু সরকার যদি আজকে তার নির্দিষ্ট নীতিতে অগ্রসর হয়, তাহলে জোতদারের ভয়ে কেন বর্গাদার এবং চাষীরা আসবে না? Mutual understanding ও আছে, conflictও আছে, দুটোই আছে। Mutual understanding between বর্গাদার এবং জোতদার। Generally they do not want to come in conflict with their Jotedars. তাদের ভয়ে আসতে চায় না। চায় না সেইজন্য, কারণ সরকারের উপর তাদের reliance নাই, চায় না এ আজকে সরকার যদি তাদের protection দিতে পারত তবে ওরা বুক ফুলিয়ে আসত। যদি তাদের বলা হত যে তোমরা এই ভূমির মালিক, তোমরা চাষ করবে, তোমরা এই জমিতে ফলাবে, তাকে উৎকৃষ্ট করে তুলবে, তোমরা জমির মালিক, তবে তার কাছে আর ভয় থাকত না। ভয় আছে সেখানেই, কেন না আমরা আমাদের policyতে ঠিক নই, আমরা আমাদের policyতে মুখে বলছি যে তোমাদের surrender করব, তোমাদের restore করব, ভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব কিন্তু তার কাজ আমরা করছি না। On the other hand আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে ভূমি সংস্কার আইনের ১৫ ধারা,—যে ১৫ ধারায় উৎখাত করার বিধান রয়েছে সরকারের হাতে, আমরা দেখেছি সেই উৎখাতের বিধান বলে কি করে লক্ষ লক্ষ লোক উৎখাত হয়ে গেছে। মহারাজার আমলে এটা ছিল যে তুমি reclaim করতে পারবে, reclaim করলে তাকে বলা হত যে তুমি এত বৎসর পর্য্যন্ত জমি চাষ করবে তারপরে সেটা assessment হবে। আজকে ত্রিপুরাকে তারা সুন্দর করে গড়ে তুলেছে। এখানকার বহু লোক যারা জমিকে reclaim করেছে, জমিকে চাষাপোযোগী করে তুলেছে, সরকারের নিয়ম ছিল এটা যে reclaim যারা করবে তাদের উপর settlement দেওয়া হবে এবং সেই settlement দেওয়ার জন্য তারা একটা concession পাবে এটা ত্রিপুরার পূর্ব্বের ভূমি সংস্কার আইন Land Lord and Tanants Act, প্রজাভূম্যাধিকারী আইন তাতে সেটা ছিল। কিন্তু আমাদের এই নূতন আইন আসার ফলে আমরা জল্লাদের মত তাদের গলা কেটে দিয়েছি। আমরা লক্ষ লক্ষ লোককে ভূমিছাড়া করেছি। কিন্তু আমরা তাদের ভূমির সঙ্গে যুক্ত করতে পারি নি, যারা বর্গাদার, যারা চাষী, তাদের সঙ্গে কোন মোকাবিলা করতে পারিনি। কাজেই আমি বলি যে ভূমি সংস্কারের যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র ধনী জোতদারদের ক্রীড়নক হয়েছি, বড় বড় যারা land holder তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়েছি। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের আমূল পরিবর্ত্তন নিয়ে আসতে হবে—এই ভূমি সংস্কারের দ্বারা আমাদের চাষীদের মনে এই confidence create করতে হবে, যে তুমি ভূমির মালিক, তুমি ভূমিকে

উন্নত করবে, ভুমি ভূমিকে শস্য শ্যামলা করবে। তোমার কাজের জন্য তোমাকে এই উৎকৃষ্ট স্বত্ব দেওয়া হল যে ভুমি থেকে তোমাকে কেহ উৎখাত করতে পারবে না। আমি বলি যখন permanent settlement ছিল তখন এই স্বত্ব চাষীর ছিল। কিন্তু বিদেশীদের যে শাসন তখন থেকেই আমাদের যে ভূমির right সেটা চলে গেছে। যারা ছিল ভূমির মালিক তারা হয়ে গেছে ক্রীতদাস, আর যারা ছিল mere খানিকটা obstacles তারা হয়ে গেছে জমির মালিক। আমরা ভূমি সংস্কারের বহু কথা বলেছি, কিন্তু সেই চিরন্তন প্রথার আজ পর্য্যন্ত কোন রকম ব্যতিক্রম করতে পারছি না।

আজও আমরা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের রাজস্ব পেতে চাই। সেজন্য আমরা আমাদের রাজস্বের হার ঠিক করে দিয়েছি। ভূমির ফসল বাড়ুক বা কমুক তার সঙ্গে সেটার কোন রকম সম্পর্ক নেই। কাজেই আজকে ভূমি সংস্কার আনতে গেলে আবার চিন্তা করতে হবে যে ভূমির উৎপাদনের ভিত্তির উপর আমার রাজস্ব হবে কিনা, ভূমির ফসলের উপর আমার রাজস্ব আসবে কিনা। যদি ভূমির ফসল বাড়ে তারজন্য আমরা কৃষকদের পুরস্কৃত করব কিনা, তারজন্য কৃষকদের আমরা উৎসাহ জোগাব কিনা এবং ভূমির উপর কৃষকের স্বত্ব পরিষ্কার ভাবে আমরা জানিয়ে দিব কিনা যে, ভূমিকে কৃষক চাষ করবে সে ভূমি থেকে কেহই তাকে উৎখাত করতে পারবে না। কাজেই এই যে Conflict, জোতদারের ভয়, এই যে mutual understanding এই সমস্তই ভূমি সংস্কারকে ব্যর্থ করার মূল কারণ। কাজেই এখানে ভূমি সংস্কারকে আমরা মোটেই কার্য্যকরী করতে পারছি না। শুধু ত্রিপুরা সরকারের নয়, সমগ্র ভাবতেই ভূমি সংস্কারের আইন এমনিভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই কথা আমাদের গুলজারী লাল নন্দ বলেছেন যে ভূমি সংস্কার ভারতবর্ষে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই আজকে ভারতবর্ষকে বা ত্রিপুরাকে foodএ self sufficient হতে হলে ভূমি সংস্কারকে আবার ঢালাও করে change করতে হবে যাতে করে যারা চাষী, যারা share croper, যারা বর্গাদার তারা যেন ভূমিতে ঠিক ঠিক রকম স্বত্ব পায় এবং ভূমি থেকে যেন তাদের উৎখাত করা না হয়। দ্বিতীয় কথা হল ঋণ—কৃষকদের উপর ঋণ, যে ঋণ তাদের ওষ্ঠে পৃষ্ঠে আটকে রেখেছে, they have been made slave, তারা ক্রীতদাস হয়ে পড়েছে ঋণের আওতায়—সেই ঋণ থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। তারই জন্য বলেছি যদি introducing moratorium on debts of peasants and taking steps for advancing adequate loans to peasents. আমার চাষী, তাকে যদি আমি মহাজনের হাত থেকে বাঁচাতে চাই তাহলে নির্ভর করতে হবে ঠিক সময় মত তুমি ঋণ পাবে, ঠিক সময় মত তুমি বীজ ধান পাবে, সময় মত তোমাকে তা যোগান দেবো, একথা না বলে আইন করে দিলে সে আইনে আমার পেট ভরবে না। আইন করে সময় মত আমার টাকা আসবে না। আইন করে সময় মত আমি বীজ ধান পাব না। কাজেই সেইজন্য প্রথমতঃ দরকার কৃষকের যে ঋণ আছে, সেই ঋণের সম্পর্কে একটা moratorium দেওয়া। সেটা যেমন ঋণ সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে হয়, সেটা যেমন Deal Settlement Act. হয় — আমি পূর্ব্বেও দেখেছি যে Bombayতে Debt Settlement Act বলে একটা Act আছে এবং Bombay Money land Act. আছে। দু'টো Actই আছে। আমরা শুধুমাত্র Bombay Money land Actটাকেই নিয়েছি, কিন্তু Debt Settlement Act বলে যে একটা Act আছে, সেই Act টাকে আমরা এখানে প্রবর্ত্তন করিনি। কেন প্রবর্ত্তন করিনি তার কারণ হল যে কৃষকদের

আমরা বন্ধু নেই। যদি কৃষকের বন্ধু হতাম তাহলে কৃষকদের মাথার উপর যে ঋণ আছে সেটা Settlement করার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করতাম। আমরা জানি অবিভক্ত বাংলায় ঋণ শালিসি বোর্ড করে মাননীয় ফজলুল হক সাহেব কৃষকদের একটা বিরাট ভরসা ও উপকার করে গেছেন। ঠিক এইভাবে প্রথমতঃ তাদের মাথায় যে ঋণ আছে তাতে একটা moratorium দিতে হবে, একটা long instalment দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করতে হবে যে তোমার এই ঋণ তুমি ধীরে ধীরে এত বৎসরের মধ্যে, within 20 years তুমি পরিশোধ করতে পারবে। কেবল এটা করলেই চলবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে ঠিক ঠিক সময় মত ঋণ দেওয়া, ঠিক ঠিক সময় মত বীজ দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। এবং তার জন্যই দরকার হলে আমরা with opend mind অগ্রসর হবো। আমরা যে Agricultural ঋণ দিচ্ছি, তারজন্য কৃষককে এখানে হাজার বার এসে দরবার করতে হয়। মাননীয় সদস্য মনসুর আলী এখানে বলে গেছেন যে তিনি নিজে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছে যে এখানে Agricultural Loan এর টাকা নেই। তাঁকে একথা বলা হয়েছে! তারপর তিনি বলেছেন যে দেখি কাগজপত্র নিয়ে আসুন। কাগজপত্রে তিনি দেখলেন যে Agricultural Loan এ যথেষ্ট টাকা রয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে আমার যেখানে এ অবস্থা সেখানে সাধারণ কৃষকের কি অবস্থা। কাজেই একথা বললে চলবে না যে আমরা Agricultural Loan দিয়েছি। প্রত্যেকটি লোককে তার সময় মত দরকার হলে টাকা, বীজ ধান বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এই সম্পর্কে আমরা যদি কৃষককে নিশ্চিন্ত করতে না পারি তবে যতই লম্বাচড়া কথাই বলি না কেন, তাতে কিছুই হবে না। তা না হ'লে তাকে মহাজনের কাছে যেতেই হবে। কেন না এখানে যে সব সরকারী আফিস রয়েছে তাতে হাজার বার দৌড়িয়ে সময় মত সে loan পাবে না কাজেই সময়ে অসময়ের যে বন্ধু মহাজন, সে ভক্ষক হলেও সেই রক্ষক মহাজনের কাছে তাকে হাত পাততে হবে। আর এমনি করে তারা মহাজনের হাতে পড়ে যায়। তাদের ঘর-বাড়ী মাটি সবই মহাজনেরা শোষে নেয়। তাতে করে যে চাষী-কৃষক তার বিন্দুমাত্র ও রক্ত থাকে না, সব উদ্ধার করে নিয়ে যায় মহাজনেরা। কাজেই তাদেরকে মহাজনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সরকারকে প্রত্যেকটি কৃষকের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে সময় মত, প্রয়োজন মত টাকা দিয়ে আসতে হবে। যেমনি ভাবে সরকারী কর্মচারী বা soldierকে বেতন দিতে হয়, ঠিক তেমনি ভাবে অনুপ্রানিত হয়ে আমাদের কৃষকদিগকে loan দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যারা কাজ করি, আমরা জানি মাসের শেষে যদি আমাদের বেতন না মিলে তবে আমাদের কি অবস্থা হয়। কাজেই কৃষককে যদি শস্যাদি ফলাতে হয় তবে আমাদের প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতে গিয়ে জানতে হবে তার প্রাথমিক দরকার কি এবং সেই মত তার হাতে টাকা তুলে দিয়ে আসতে হবে। কেন না দেশের সবচাইতে বড় বন্ধু হল কৃষক, আর তাদের উপর নির্ভর করে এই দেশের বড় বড় দালান কোঠা ইমারত গড়ে উঠছে। এই কারণেই যদি আমরা কৃষকদের হাত শক্তিশালী বা উন্নত না করি তাহলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে, ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে। আজকের দিনে যদি আমাদের self sufficient হতে হয় তবে কৃষকের মাথার উপরে যে ঋণের বোঝা তা পরিষ্কার করে দিতে হবে—তুমি নিশ্চিন্ত যে long instalmentএ ঋণের টাকাটা শোধ করে দিতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের প্রয়োজন মত, সময়মত

বাড়ীতে গিয়ে বীজ ধান বা ঋণের টাকাটা দিয়ে আসতে হবে। আর তৃতীয়তঃ advancing adequate loan, improved seeds, fertilizer and irrigation facilities etc. in time. যদিও আমরা improved seeds, fertilizer & irrigation ইত্যাদির কথা বলি—এ গুলি কৃষকদের হাতে দিতে হবে। Demonstrative farm করে হবে না—আমারা Sectt. এর সামনে বাগান করে demonstrative farm করলাম, লক্ষ লক্ষ টাকা তাতে উদ্ধার করে দিলাম, তাতে দেশের উপকার হবে না, কৃষককে হাতে কলমে সেটা শেখাতে হবে। সেই fertilizer, irrigation ইত্যাদির facility তাদেরকে দিতে হবে। আর যদি সেটা না করা হয়, তবে লক্ষ টাকা খরচ করেও কিছু হবে না, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কিছু হবে না—যে অন্ধকারের দেশ, সেই অন্ধকারেই থাকবে। কাজেই আজকে এখানে যা বলা হচ্ছে, তা অত্যন্ত সহজ ও সরল, এর মধ্যে কোন রকম ফাঁক নেই। প্রথমতঃ কৃষককে তার ভূমির উপর উৎকৃষ্ট স্বত্ব দিতে হবে যাতে কৃষক সেই ভূমি থেকে কোন রকমে উৎখাত হতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ তার মাথার উপর যে ঋণের বোঝা তা পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজন মত, সময় মত তাকে বীজ ধান ও loan দিতে হবে। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত improved scientific equipmmts রয়েছে agriculture এর ব্যাপারে সেগুলো হাতে কলমে তাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে। ঐগুলি demonstantion farn করে নয়, তাদের হাতে করে শিখিয়ে দিয়ে য তে তাদের কাজে utilize হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তার জন্যই আমি বলব যে মনের পরিবর্ত্তন দরকার। আজ উপর তলা থেকে আমরা যদি মনে করি যে কৃষক সে ছোট লোক, সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে মরবে, আর আমি ৩ তলার বাড়ীতে থেকে বড়লোক হয়ে থাকব; এই মনোভাব যতদিন আমাদের থাকবে, ততদিন আমরা উন্নতি করতে পারবনা, দেশের সর্ব্বনাশই ডেকে নিয়ে আসব। কাজেই এই সর্ব্বনাশা মনোভাব আমাদের দূর করতে হবে, কৃষক-চাষী হচ্ছে আমাদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। যেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যেরা নিজের জীবন দিয়ে দেশকে বাঁচায় তেমনি কৃষক ও দেশকে বাঁচাবার প্রকৃত ভিত্তিস্থল। এই কথা মনে রেখে যদি অগ্রসর হই এবং যে সমস্ত কথা আমি বলেছি সেগুলো যদি ঠিকমত implenemr করি তবে আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারব, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে এবং আমি মনে করি এত দৃঢ় বিশ্বাস সকল সদস্যেরই আছে। এই কথা বলে আমি যে resulation নিয়ে আসছি তা হাউসের সামনে পেশ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। তিনি তার নিজের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে কৃষকের উন্নতিকল্পে যে আইন পাশ হয়েছিল, তা ব্যাপক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কথা কিছুটা স্বীকার করতে পারি, কেননা যাঁরা উকিল, advocate, ব্যারিষ্টার শ্রেণীর তারা এই ব্যর্থতার কলা কৌশলের পথগুলি দেখিয়ে দিয়েছেন বড় জোরদার করে, কিভাবে এই আইনকে ফাঁকি দিতে হয়। মাননীয় সদস্যদের অবশ্যই জানা আছে যে আইনের অনুবলে হাজার হাজার বর্গাদার, হাজার হাজার জোতদার যারা তালুকে ছিলেন, তারা তাদের জমির স্বত্ব পেয়েছেন। লক্ষাধিক জোতদারের নামজারী হয়েছে প্রায় বিনা বাঁধায়, কিন্তু আইন

প্রয়োগের ফলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেছে তার কথা মাননীয় সদস্য কটিও বলেননি। কেবল অসুবিধার দিকটাই তিনি তুলে ধরেছেন। আইন প্রয়োগের সাথে সাথে সব মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান একদিনে হয়ে যাবে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। এই ভূমি সংস্কার আইনটি মাত্র ১৯৬০ ইং তে চালু করা হয়েছে, survey & settlement এর কাজ এখন ও চলছে, সেই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তিনি বলেছেন মাত্র সামান্য কয়েকজন বর্গাদারের নাম record করা হয়েছে। ত্রিপুরার সমস্ত sub-division এর কাজ এখনও হয়নি, তাই বর্ত্তমানে যে figure আছে তা উনার কাছে তত বড় মনে হয়নি। আর excess land সম্পর্কে যে কথা উনি বলছেন যে সামান্য মাত্র excess land আছে, বাকীটা বেনামী হয়ে গেছে, এগুলির কোনটাই সত্য নয়। আমি জানি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬০-৬১ ইং তে যারা বড় বড় জোতদার ছিলেন, তাদের ceiling limit ঠিক করার পূর্ব্বে তারা বহু জমি কৃষকদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এর ফলে বহু কৃষক জমির মালিক হয়েছেন। আইন প্রয়োগের ফলে কুর্ফা প্রজারা প্রজাতে পরিণত হচ্ছেন। যারা তালুকের প্রজা ছিলেন, তারা সরা সরি এখন সরকারের প্রজাতে পরিণত হচ্ছেন। আর এখন যারা বর্গাদার আছেন তাদের উপরস্থ যে সব জোতদার আছেন তাদের স্বত্ব transfer হওয়ার ফলে বর্গাদারের স্বত্বের কোন হানি হবে না। এটা এই আইন প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই কৃষক বা বর্গাদারদের কোন উপকার হয়নি, তা মোটেই সত্য নয়। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমরা খাদ্য সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলছি, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, তবে খাদ্য সমস্যা আছে, এবং খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরাতে এখনো খাদ্যের বিশেষ একটা অভাব দেখা দেয়নি, তবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ত্রিপুরাতে এখনও যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বেড়েছে। কাজেই যারা কৃষক ধান উৎপাদন করেন, তারা যদি তাদের উৎপাদিত ফসলের মূল্য বেশী পায়, তা মোটেই অন্যায় কিছু নয়।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble member not to disturb another member in his speech.

Sri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় সদস্য বলেছেন যে excess land সরকার এখনও দিতে পারেন নি। এ কথাটা সত্যি। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের excess land এর হিসাব এখনও শেষ হয় নি। তা ছাড়া মাননীয় সদস্য একজন বিজ্ঞ Advocate এবং তিনি জানেন যে excess land দিতে হলে কতগুলি stage পার হতে হয় এবং যার জমি সে কত রকমের সুযোগ পায়। যেমন তার appeal এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট appeal —এই সব বিভিন্ন stage পেরিয়ে আসতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। ত্রিপুরাতে বহু জোতদারের excess land record হয়েছে, কিন্তু সবগুলি নেওয়া হয় নি। দীর্ঘদিন যাবত ত্রিপুরাতে কোন proper survey settlement হয় নি। তার যে ফল সে ফলভোগ করতে হবে বর্ত্তমান ত্রিপুরা সরকারকে। ছয় বৎসর হয়ে গেছে, হয়ত আরও কয়েক বৎসর যাবে—যেতে পারে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সরকার শুধু খাজনা বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছেন, ফসল বাড়ুক এটার দিকে কোন নজর নেই। মাননীয় সদস্য জানেন যে, যদি বন্যার ফলে ফসল নষ্ট হয় তা হলে provision আছে খাজনা মকুব করার জন্য।

(Inturruption)

দরখাস্ত করাবেন। দরখাস্ত না করলেই কি মকুব হবে নাকি ?

মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, বর্গাদারের নাম record হয় নাই। আর বর্গাদার কোন ক্ষেত্রে উৎখাত হয়েছে কি না প্রশ্ন করেও তা জানা যায় নি। উৎখাত যদি না হয়ে থাকে তা হলে তার হিসাব সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভবপর নয়। মাননীয় সদস্য একথাও বলতে পারেন নি যে কোন কোন জায়গায় কোন কোন বর্গাদার উৎখাত হয়েছে। মাননীয় সদস্য একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন যে, বৃটিশরা Permanent settlement ঘোষনা করারআগে কৃষকরাই জমির মালিক ছিল। জমিদার যারাছিল তারা শুধু খাজনা পেত। জমিদারদের state গুলো খাস ছিল নবাবী আমলে কিন্তু কৃষকদেরও বাস্তবিক পক্ষে কোন লিখিত সত্ত্ব ছিল না। Permanent settlement এর পূর্ব্বে দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তা বৃটিশেরই স্বার্থ হত। কিন্তু বৃটিশের স্বার্থে দশশালা বন্দোবস্ত হওয়ার পরে সে Permanent settlement এ পরিণত হয় তাতে কৃষকরা শুধু জমির মালিকানা পায় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই (intercuption)

Hon'ble Speaker sir, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যে আইন চালু করে তাতে এটা আমি স্বীকার করি যে, জমিদার ও বৃটিশের নিজের স্বার্থে সেই দশশালা বন্দোবস্ত ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। জমিদাররা যারা বৃটিশের আশ্রিত ছিলেন তারা প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছেন একথা সত্যি। কিন্তু তবুও এই প্রথম, সেই বৃটিশ আমলেই,কৃষকরা যে জমির মালিক এই কথাটির প্রচলন সেই আমলেই হয়। তার পূর্ব্বে হিন্দু বা নবাবী আমলে সমস্ত জমির মালিক ছিলেন নবাব বা রাজা।

মাননীয় সদস্য যে morotorium ঘোষনার কথা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি ঋণ write off করা আর moratorium ঘোষণা করা একসাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। morotorium বিশেষ জরুরী অবস্থার মধ্যে কোন কোন দেশে একশতাব্দীর মধ্যে মাত্র একবার ঘোষণা করা হয়ে থাকে। ঋণ write off ত্রিপুরা রাজ্যেও হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরার কৃষকদের খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন। কিন্তু ঋণ মকুব করে দেওয়া আর morotorium ঘোষণা করা এক নয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যখন ভেঙ্গে পরে তখনই moratorium ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এমন কোন ঘটনা দীর্ঘদিন যাবত ভারতবর্ষে ঘটেনি। আমার যতটুকু মনে পড়ে এই শতাব্দির চতুর্থদশকে একবার মাত্র America তে যখন Bank গুলোর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে তখন শুধু Bank গুলোকে বাঁচাতে moratorium ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের সরকার এরকম কোন moratorium ঘোষণা করেছে বলে আমার জানা নেই। তবে Debt settlement Board এর যে কথা বলেছেন তার একটা যুক্তি আছে। আমার যতটুকু জানা আছে ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী-মণ্ডলী এ বিষয়ে বিবেচনা করছেন যে, কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার জন্য ত্রিপুরাতেও Debt settlement Board প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা। তবে সময় সাপেক্ষ।

প্রস্তাবক Agricultural loan সম্বন্ধে জানাব মনছুর আলীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের agricultural loan দিতে অসুবিধা হয়, কতগুলো Procedure

follow করতে হয় এবং এইসবক্ষেত্রে সব জায়গায় একই রকম নীতি follow করা হয় না এবং সব কর্ম্মচারীও তার দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারেনা। আমি আমার Sub-division এ কয়েক বৎসর আগে একটা ঘটনা দেখেছি। তদানীন্তন মহকুমা শাসক ১০০ জন কৃষককে সমাজকর্মীর কথানুযায়ী petition ডেকে এনে তার টেবিলেই বসে sanction করেছেন।

(Interruption)

নাম বলবো না। Social worker—যার সুনাম আছে, বদনাম নেই। প্রায় ১০০ জন লোকের ঋন মঞ্জুর করে দিলেন কোন রকম enquiry ছাড়া। আমি তখন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা যে করলেন, আপনার তো দায়ীত্ব আছে। তিনি উত্তরে বললেন এক্ষেত্রে আমার দায়ীত্ব নেই, কারণ আমি সমাজ কর্মীকে বিশ্বাস করি। ঋন নিতে হলে কৃষকটিকে তহশীলের খাজনার চেক দেখাতে হবে। আর Affidavit করে Court থেকে encumbranec free certificate produce করতে হবে, কাজেই ওদিক দিয়ে আমার কোন দায়ীত্ব নেই। জমির মালিক হলে সে ঋন পাবে, জমির মালিক না হলে সে ঋন পাবেনা। মনে হয় এই সরল নীতিটি যদি অন্যান্য মহকুমায় প্রচলিত হয় তবে কৃষকদের কোন অসুবিধা হবেনা। অনেক ক্ষেত্রেও, যদি মহকুমা শাসকরা কৃষকদের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করে যান, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হবেনা। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, seeds, fertilisers, irrigation arrangement. Irrigation এর ব্যবস্থা ত্রিপুরায় হয়েছে। কোন কোন জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। খোয়াই এবং কমলপুরে দেখেছি যে এই irrigation এর ব্যবস্থার ফলে বহু জমিতে বোরো ধানের ফসল হয়েছে এবং সেগুলোতে ভাল বোরো ফসল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এই সরকারী irrigation প্রচেষ্টার জন্যেই, কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমাদের seeds আনতে হয়। আর আমাদের কৃষকরাও বর্তমানে বীজ এর জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। পূর্ব্বে আমরা দেখেছি কৃষকরা নিজেদের ঘরে বীজ রাখতেন, এখন অনেকেই রাখেন না। কারণ সরকার অনেক সময় কম মূল্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যেই বীজ দিয়ে থাকেন। আর একটা কারণ হ'ল এই যে, পাকিস্তান থেকে যেসব উদ্বাস্তু এসেছেন তারা এখনও স্থায়ী ভাবে বসেন'নি। এজন্য সরকারের উপর চাপটা বেশী করে পড়ে। কাজেই সরকার দেননা একথা সত্যি নয়, সরকার দেন। যেহেতু বিদেশ থেকে আনতে হয় কাজেই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আশা করি মাননীয় সদস্য যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমি তার যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছি। কাজেই এই প্রস্তাব সমর্থনের পক্ষে কোন যুক্তিই থাকতে পারেনা।

Mr. Speaker :—I now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয় অনেক কথাই বলেছেন। শুনেছি তিনি একজন মন্ত্রীপদ প্রার্থী, Development Minister পদ প্রার্থী। কাজেই এখন থেকেই তিনি উত্তর দেওয়ার মহড়া সুরু করেছেন, যদিও তিনি এখনও মন্ত্রী হন নি। কাজেই তার কথার খুব বেশী মূল্য দেই না। মন্ত্রীরা বলতেন তাহ'লে আমি বিচার বিবেচনা করতাম। এ সমস্ত লোকের কথার মূল্য দিতে আমরা এখানে বসিনি। আমরা অবশ্য এযাবৎ অনেক শ্লোগান

শুনে এসেছি। জয় কিষাণ, জয় জোয়ান ইত্যাদি থেকে জয় ভারত পর্য্যন্ত সুরু হয়েছে জয়ের কোন অন্ত নাই। কেবল শ্লোগানের পর শ্লোগান এবং তার আগে একটা জয়। যাদের জয়ের জন্য শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, একমাত্র তাদের জয় ছাড়া সবারই জয় হচ্ছে। জয় কিষাণ বলছেন সত্য কিন্তু কিষাণের জয় তো হচ্ছেই না বরং ক্ষয় হচ্ছে। আর যে মন্ত্রীরা জয়ধ্বনী করছেন তারাই ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছেন, তাদের গাড়ী বাড়ী সবই হচ্ছে। কৃষকেরা ক্রমশঃই খুটকা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একদিন দুদিনের কথা নয়। উনি বলেছেন যে একদিনে তো আর সব হয় না। আমিও স্বীকার করি একদিনে উন্নতিও হয়না, যে একদিনে সব হয় না, কিন্তু আজ আঠার বৎসর শেষ হতে চলেছে। কিন্তু আজ আঠার বৎসর পরেও আমাদের কি হিসাব নিকাশ করতে হবে যে, আমাদের কৃষির উন্নত হল কি হল না এবং কেনই বা হল না? আমাদের একটী Agriculture Department আছে, একটী Irrigation Department আছে এবং তাদের মারফত আমাদের বহু লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সে কথা আমি কালকে বলেছি। আমি দেখিয়েছি যে, Agriculture Department এ ১০৩টী scheme আছে—Plan এবং Non-plan মিলিয়ে। প্রত্যেকটী schemeএর againstএ জীপ গাড়ী আছে, অফিসার আছে, ষ্টাফ আছে সব কিছু আছে। টাকা সব খরচ হচ্ছে। মুখ্য মন্ত্রী আজ অনেক অঙ্কের হিসাব দিয়েছেন। আমি ও জানি যে আপনাদের বাজেটে একটী অঙ্কের বস্তা আছে। অনেক figures সেখানে আছে। কিন্তু হলো কি? Production বাড়লো না কেন? Peracre production কমলো কেন? তার কোন জবাব নেই। কাজেই কৃষির উন্নতি হবে কি করে? Per acre production যদি না বাড়াতে পারা গেল, যদি আকাশের জলের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, if we depend on nature, বৃষ্টি হ'ল কি হল না—তার উপর যদি আমাকে নির্ভর করতে হয় কৃষির উৎপাদনের জন্য তাহলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন কোন দিনই বাড়বে না, বাড়তে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা অনেক seeds দিয়েছি। তিনি কি জানেন যে বিশ্রামগঞ্জে বেরো ধানের জন্য যে বীজ সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে সেগুলি সব পচে নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার থেকে বোরো ফসল বেড়োয়নি? তিনি কি জানেন যে বিশ্রামগঞ্জ থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত যে সমস্ত এলাকায় Agriculture থেকে গিয়ে বোরো লাগাতে বলেছিল সেখানে বোরো ফসল হয়নি। কারণ জল সেখানে নেই তার ফলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ধান রোদে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তারা সে সব খবর রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। তারা seeds বিলি করেই খালাস, টাকা খরচ করেই খালাস তার পর সে জায়গায় আমার জিনিষ আসল কি আসল না তার খবর নেওয়ার তাদের কোন প্রয়োজন নেই। প্রতি বছর বন্যা হয়, বন্যার ফলে জমিতে পলিমাটি পড়ে শেষ হয়ে যায়, সে জমিতে আর ফসল হয় না। গোমতী, মুহুরী, ফেণী, মনু প্রভৃতি প্রত্যেকটি নদীর দুপাশের জমিগুলিই বালি পরে একেবারে শেষ হয়ে গেছে, এগুলিতে এখন আর কোন ফসলই হয় না। শত শত দ্রোণ জমি এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি Irrigation, Agriculture Deptt.এ খবর দিয়াছি, তবে কেউ বলতে পারেন না কত জমি সেখানে নষ্ট হয়েছে, তার হিসাব কেউ রাখেন না। প্রতি বৎসর বন্যার ফলে নদীর নীচে আবর্জনা, বালি পারে তার bed উচু হয়ে যাচ্ছে, ফলে বন্যার জল অল্প হলেও তা দু'পারে বেয়ে যায় এবং সমস্ত জমি নষ্ট করে। নদীর bed গুলি যদি আমরা Dredger দিয়েই উচু

বা অন্য কিছু দিয়েই হউক পরিষ্কার করে না দেই তাহলে আমরা বন্যাকে রোধ করতে পারবো না এবং ফসলকেও বাঁচাতে পারব না।

সরকার বলেছেন যে তারা কৃষকদের কৃষি ঋণ দেন। ত্রিপুরাতে কত কৃষক আছে, আর কত টাকাই বাজেটে ঋণ দিবার জন্য ধরা হয়েছে? কতজনকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব কি সরকার রাখেন? তা রাখবার প্রয়োজন মনে করেন না। আর কৃষি ঋণ পায় কারা? যার জায়গা জমি আছে সেইত কৃষি ঋণ পায়। যার জায়গা জমি নাই সেত কৃষি ঋণ পায় না। ভূমিহীনদের জন্য দরদে পক্ষ ভেসে যাচ্ছে, সেই ভূমিহীনরা ত কৃষি ঋণ পাবে না, কারণ তাদের যে জমি নাই। তারা যাবে কোথায়? তারা যে গরীব, তাদের যেতে হবে মহাজনদের নিকট। সরকার যে ঋণ দিচ্ছেন এবং তার যে formality সে সব করে তারপক্ষে ঋণ পাওয়া দুঃসাধ্য। Officeকে দিতে হবে, বাবুলোককে দিতে হবে, ১৫০৲ টাকা আনতে ২৫৲ টাকা দিতে হবে, রোখতে কেউ পাচ্ছে না। কাজেই মহাজনদের কাছ থেকে ৫৲, ৭৲ টাকা দাদনে ধান, পাট, তিল, কার্পাস যা আছে, সব দিয়ে তাদের টাকা আনতে হয়। ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে সুদে আসলে মহাজনকে টাকা বুঝে দিতে হয়। তারপর তার আর কিছুই থাকে না, আবার তাকে ঋণ করতে হয়। ওই যে একটা অবস্থা চলছে, যদি তা থেকে তাদের রক্ষা করতে না পারি, তাহলে কৃষকদের আমরা বাঁচাতে পারব না। কাজেই কৃষককে যদি আমরা বাঁচাতে চাই, তাদের রক্ষা করতে চাই, তাহলে কৃষি ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারকে নিতে হবে, যদি তা নিতে না পারি, তাহলে কৃষককে রক্ষা করা, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য বাড়ানোর আর কোন পথই থাকবে না। দায়িত্ব না নিয়ে শুধু উপদেশ দিলেই আমরা এই সমস্যার সমাধান কোনদিনই করতে পারব না। কাজেই এ সমস্যা সমাধানের কতকগুলি পথ আমি এখানে রাখলাম, সরকার পক্ষ তা রাখতে পারেন নাও রাখতে পারেন, তবে ভূমিহীনদের ভূমি না দিলে, উপযুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা না করলে, সেচের ব্যবস্থা না করলে, এই সমস্যার সমাধান কোন দিনই হবে না এবং কৃষিউন্নতিও হবে না। যার যথেষ্ট জমি আছে, সে কৃষি করছে, নিজের ধান খাচ্ছে, কাজেই তার কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যে গরীব কৃষক যার জমি নেই, টাকাও নেই অথচ যার ফসল ফলাবার যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে, সে জমি পাচ্ছে না, ঋণ পাচ্ছে না. আর যার যথেষ্ট জমি আছে, ফসল বাড়াবার কোন আগ্রহ নাই, তারজন্য সরকারের দুয়ার খোলা আছে। কাজেই এই যে অদ্ভুত একটা অবস্থা এই অবস্থার অবসান করতে না পারলে আমাদের কৃষকদের রক্ষা করা এবং উৎপাদন বাড়াবার কোন উপায় নাই। সরকার এই পথে যাচ্ছেন না বলেই সারা ভারতবর্ষে আজ কৃষকদের এই একটা অবস্থা। যে টাকা ঋণ করে, সেই টাকা পরিশোধ না করতে পারায় তার যে জমি, সেটা মহাজনে নিয়ে নেয় এবং এই জন্যই সারা ভারতবর্ষেই আজ দিনমজুরের সংখ্যা বাড়ছে এবং ত্রিপুরাতেও বাড়ছে। ত্রিপুরার ক্ষেত মজুরের সংখ্যা হয়েছে ৩০,৯১০—এটা সরকারী হিসাব—আমার হিসাব নয়। এই যে ৩০,৯১০ জন agricultural landless তাদের যদি নিজের জমি থাকত, তাহলে ত্রিপুরার খাদ্যাবস্থা আরো সুদৃঢ় হত। ঐ সব লোকের জমি নেই, বীজ নেই - কাজেই তারা ফসল ফলাতে পারে না এবং পারে না বলেই আজ আমাদের দেশে বহু পতিত জায়গা আছে যেখানে কোন ফসলই ফলে না। যাদের অনেক জায়গা আছে—তারা সব জমিতে

ফসল ফলায় না, আর যারা গরীব কোন জমি নেই, তারা জমির অভাবে ফসল ফলাতে পারে না। এই রকম একটা অদ্ভুত অবস্থায় আমাদের সরকার চলছেন। আজকে আগরতলা বাজারে চাউলের দর ৪০৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে, বিশ্রামগঞ্জে ৪০ এর কাছাকাছি এবং তেলিয়ামুড়ায় ৩৮-৪০৲। অমরপুর এবং অন্যান্য পাহাড়ী এলাকায় ট্রাইবেলরা না খেয়ে মরছে। খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান সরকার করতে পারছেন কি? পারছেন না। ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত দর উঠে গেছে, এখনও সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় রেশনের দোকান খোলে নি। কেন খোলা হয় নি? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৪০৲ টাকার উর্দ্ধে দাম না উঠলে আমি ration shop খুলব না। কিন্তু সরকার দোকান খুলবেন, কি খুলবেন না, তা নিয়ে তো আর মানুষের ক্ষুধা বসে থাকে না। মানুষ আধপেটা খাচ্ছে, কেউ দিনরাতে দু'বেলা খাচ্ছে, কেউ একবেলা খাচ্ছে, কেউ হয়তো গাছের ফল খাচ্ছে, আলু খাচ্ছে, পটল খাচ্ছে, যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, এবং তা খেয়ে মরছে। কেউতো বলবেনা, যে তারা অনাহারে মরছে। তারা মরছে—সরকার বলবেন, তারা পেটের অসুখে মরছে, অনাহার জনিত রোগে মরছে, কিন্তু অনাহারে মরেছে একথা কখনো স্বীকার করবেন না। তাতে তাদের মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। তাদের মান থাকুক আর নাই থাকুক, মানুষ না খেয়ে মরেছে। তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক মানুষ অনাহারে থাকছে। আমি জানি আমাদের অফিসে, আমাদের এই Assembly seet এ, বললে অবাক হবেন না, এমন অনেক লোক আছে, যারা আধপেটা খেয়ে বা একদিনে একবেলা খেয়ে এসেছে। তারা আমাদের সরকারী অফিসের Class IV Employee. খুঁজে দেখুন অনেকে হয়তো না খেয়েই অফিসে এসেছে, অফিস থেকে গিয়ে তারপর তারা খায়। কেন আজকে এ অবস্থা চলছে? দেশের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে কি আর আজকে এ অবস্থা হতো। কিছুই তারা সময়মত করতে পারে না। কেবল বক্তৃতা দিয়ে, জয় কিষাণ, জয় কিষাণ বলে চিৎকার করে, শ্লোগান দিয়ে আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারব না। যদি খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে কৃষককে জমি দিতে হবে, যারা land less, ভূমিহীন, তাদের জমি দিতে হবে, তাদের ঋণ দেওয়ার দায়িত্ব Govt. কে গ্রহণ করতে হবে। Govt. নিজে হউক অপরকে দিয়ে হউক বা যেভাবে হউক এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। Govt. কে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে, বন্যায় বছরের পর বছর যে ফসল নষ্ট হয়, তা রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। কেবল scheme দেখিয়ে, আর deptt. দেখিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। বাজেটের অঙ্ক দেখিয়ে ও কোন কাজ হবে না। কাজেই যদি সরকার সত্যি সত্যিই চান, চান বলে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ এই Govt. কোনদিন খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, যদি না এখন যে নীতিতে চলছে তার কোন পরিবর্তন করতে না পারেন। আমি দেখিয়াছি যে করতে পারেন নি হয়তো উনি মন্ত্রী হতে পারবেন কিন্তু খাদ্য সংকটের সমাধান করতে পারবেন না। যদি সমাধান করতে চান তবে আমরা যে প্রস্তাব রেখেছি তা নিয়ে অগ্রসর হউন, তাহলে আজ হউক, কাল হউক তাতে সফলতালাভ করবেনই।

Mr. Speaker : Now, I would call on Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব নীরচন্দ্র

বাবু এনেছেন তাতে agrarian reforms এর কথা বলা হয়েছে। এইটা আমাদের Land settlementএর Contradictory. (1) সেইটাতে বলা হয়েছে to give land to the tiilers of the soil এবং লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সে উদ্দেশ্য নিয়েই এটা গঠিত হয়েছে ; কিন্তু এ কথা বলতে গিয়ে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে লর্ড কর্ণওয়েলিশ যে Tenancy Act করেন তার ফলে এই জমিদার ও তালুদারের সৃষ্টি এবং তার পরের অধ্যায়ে জমির উপর এই যে স্বত্ব এইটা একটা বড় অভিশাপ, কিন্তু এই অভিশাপকে ছেড়ে আমি পিছনের দিকে যেতে চাই না, সেইটাকে আমি সমর্থন করিনা। সেই রাজা মহারাজাও বাদশাদের আমলের সামন্তত্ন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্রকে কিছুতেই welcome করা চলেনা। সেই স্বৈরাচারতন্ত্র আরও সাংঘাতিক আরও ভয়ঙ্কর, তাকে কোন অবস্থায়ই অভিনন্দন জানানো যায় না। আজকের এই গণতন্ত্রের দিনে আমাদের দেখা উচিৎ, চাষী যে জমি চাষ করে, তার হাতেই জমি যায় কিনা তার ব্যবস্থা করা, এবং তার জন্য Land Reforms. ফসল বাড়ানো দরকার এবং তার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা দরকার। আমি বলেছি যে একটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়, তবে তার সার্বভৌমত্বের উপরই আঘাত আসে। অতএব সেই দিক দিয়া খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের জন্য আমাদের সব দিকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং তারই জন্য Land Reforms Act চালু করা হয়েছে। উনি বলেছেন যে এই পর্যান্ত মাত্র ১০৯'৫৩ একর জমি পাওয়া গেছে, এখন পর্যান্ত land settlements সম্পূর্ণ হয়নি, চাবাগানের যে এক একটা বিরাট অংশ, যেখানে জমি রয়ে গেছে। বাগানগুলি যখন তক্‌সিচি grant নিয়েছিল ২০০০—৩০০০ একর জায়গা, এখন সেখান থেকে একটা বিরাট জায়গা বের হয়ে আসবে, সেটা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও প্রচুর জমি বের হয়ে আসবে, কাজেই final settlement না হওয়া পর্যান্ত কত জমি পাওয়া যাবে তা এখনও সম্ভব নয়। এই বিষয়ে Land Reforms Act এ পরিষ্কার লেখা আছে যে এভাবে যে জমি পাওয়া যাবে, তা প্রথমে যাদের জমি নাই, তাদের দেওয়া হবে এবং তারপর যাদের অল্প জমি আছে, তাদের দেওয়া হবে। ঐ বাস্তব সম্মত ভাবে বিচার করে, একটা হিসাব করা হবে। এখন কথা হচ্ছে যে Land Reforms Act করতে এত দেরী হচ্ছে যে দেশত গেল—তাত হবেই, কারণ Survey Settlement সারা ত্রিপুরায় বিজ্ঞান সম্মত ভাবে করতে হবে, কারণ dispute যাতে খুব কম হয়। সেই জন্য scientific wayতে খুব সাবধানে সেটা করতে হয়, কারণ হৈ হৈ করে আগের মত এক জমি বন্দোবস্তের সময় এক survey or জঙ্গলের এক মাথা থেকে হাঁক দিলেন আর ঠিক করে ফেললেন যে এত শিকল জায়গা এখানে আছে। এই ভাবে যদি settlement করা হয়, তাহলে অল্প দিনেই তা করা যায়। কিন্তু প্রকৃতই যদি প্রত্যেকটি জায়গাকে দেখে, কে তার স্বত্বাধিকারী, সেখানে বর্গা আছে কিনা, তালুকের জায়গা আছে কিনা, কোরফা আছে কিনা, এবং সেখানে খাস জমি কত এই সমস্ত দেখে যদি survey করতে হয় তাহলে সময় লাগবেই। আগে এ রাজ্যে যে রকম settlement হয়েছে যে পূবে ছড়া, পশ্চিমে হটুভাঙ্গা বাঁশঝাড়, এখন হটুভাঙ্গা বাঁশঝাড় ২৫টি থাকতে পারে, একটা বাঁশঝাড় কেটে দিলে আর একটা বাঁশঝাড় সীমা অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে, এই যে জিনিষটা আগে ছিল তাতে settlement হতে পারে না, আর সমস্যারও সমাধান হতে পারে না।

কাজেই ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যান্ত যে survey settlement হচ্ছে তা এটা বাস্তব ভিত্তির উপর রেখে করা হচ্ছে। কারণ আমাদের জমি বের করে আনতে হবে এবং এটা সত্যি কথা আমরা যদি জমি বের করে না আনতে পারি, যদি আমরা tillersদের হাতে না দিতে পারি, এ সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে বলা হয়েছে যে ১৫ - ধারা মতে এখন অনেক মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে। এই ধারা সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, এই ১৫ ধারার নোটিশ নিয়ে কৃষকদের নিয়ে, landdless বা জবর দখল কৃষকদের নিয়ে আমি Settlement Officeএ গিয়েছি—তাতে হচ্ছে কি—উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি যে জায়গায় ১০ কানি জমি আছে সেখানে যদি ১১ কানি বা ১২ কানি থাকে, সেখানে ১ বা ১/২ কানি exces land লেখা হবে না, কিন্তু তার চেয়ে যদি বেশী হয়, তার উপর নোটিশ হয় এবং তাতে দেখা যায় যে অনেককে তার খাজনার ২ গুণ বা ৩ গুণ দিয়ে তাকে settlement দিবার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এমন যদি দেখা যায় যে যার আড়াই দ্রোণ জায়গার স্থানে তার নিকট পাঁচ দ্রোণ জায়গা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তার নিকট হইতে ঐ excess আড়াই দ্রোণ জায়গা নিয়ে আনতে হবে ঐ ১৫ ধারা মতে, তা না হলে land পাওয়া যাবে কোথায়? এখন নোটিশ অনেক হয়েছে কারণ আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে settled land এর তুলনায় অনেক লোকের জবর দখল জমির পরিমাণ কত বেশী। সেই দিক দিয়ে নোটিশ হচ্ছে কিন্তু যাদের ৪/৫ কানি জমি বেশী, সেটা তাদেরই বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে।

তারপর হচ্ছে moratorium, এটা সত্যি যে মহাজনদের হাত থেকে যদি কৃষকদের রক্ষা না করা যায় তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে এবং তার জন্য আমি মনে করি যে কোন রকম একটা Legiseation দরকার। এইখানে Bombay Money Lender Act না রেখে ত্রিপুরার অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটা legislation করা দরকার যাতে মহাজনদের হাত থেকে এখানকার কৃষকদের রক্ষা করা যায়। এই দিকে চিন্তাধারা সরকারের আছে এবং থাকা হওয়া উচিৎ। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে loan বা advance দেওয়া সম্বন্ধে। ত্রিপুরাতে যে সমস্ত Co-operative Society আছে, সেইগুলির মারফত কৃষকদের loan দেওয়া উচিৎ। কিন্তু বর্তমানের যে Co-operative Act, Bombey Co-operative Act of 1925 এইটা এখানে extend করা হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় এটার amendment, অদল-বদল এবং নূতন করে তৈয়ার করা দরকার এবং আমি এইবারের sessionএ এই একটা resolution এনেছি যে Bombay Co-operative Act of 1925 কে amend করা হউক। অতএব সরকারের সেইদিকে নজর আছে, কিভাবে কৃষকদের হাতে loan টা যায়। সেইজন্য এখানে Coperative মারফৎ দাদন দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বর্তমানে যে Co-operative তার মারফৎ দাদন দেওয়ার পরিণাম এই হয়েছে যে অনেক টাকা block হয়ে পড়েছে এবং গ্রামে গ্রামে অনেক Co-operative এর অবস্থা যে, সেটা আপনারা জানেন, অতএব Coperation ব্যবস্থাকে নূতনভাবে তৈয়ার করা দরকার ১৯২৫ সালের যে আইন, সেটা আজ ১৯৬৬ সালে বাস্তবক্ষেত্রে অচল, সেটাকে amend করে নূতনভাবে আইন চালু করার চিন্তাধারা ত্রিপুরা সরকারের আছে। তবে একদিনে তা হয় না, পার্লামেন্টে আপনারা দেখেছেন যে একটা আইন করতে ৩,৪ বৎসর চলে যায়,

Select Commitee নানা ভাবে সেটা বিবেচনা করেন। তাই আমার মনে হয় সরকার এই দিক দিয়ে চিন্তা করছেন, কারণ ত্রিপুরার কৃষকদের, মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং Co-operative এর মারফতে কৃষকদের loan দিতে হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে বর্গাদার। বর্গাদারের কথা হচ্ছে-রেকর্ড। এটা সত্যি কথা, সেখানে যদি বলেন যে আইনে আছে বর্গাদারের-রেকর্ড। কিন্তু আমি শুধু একটি প্রশ্ন করি, যেখানে কৃষক-বর্গাদার, তার জোতদারের সঙ্গেsettlement হচ্ছে, সে যাচ্ছেনা record করানোর জন্য, সে যে দায়িত্ব সরকার পরে যে রকম আছে, বিরোধী দলের ও সেই রকম আছে। এদিকে দিয়ে বর্গাদার রেকর্ড পরে করছে কিনা? আমি বলি, হাঁ, আমাদের মোহনপুর অঞ্চলে কিছু কিছু রেকর্ড করানোর provision আছে। আমার কথা হচ্ছে settlementএর একটা provision আছে। কিন্তু অনেক সময় বর্গাদার আসে না এবং সে এটা করাতে চায় না। কারণ সে মনে করে যে সেটা তার জোতদারের প্রভাবেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, সেই প্রভাবমুক্ত করার দায়িত্ব উভয় পক্ষেরই আছে।

তারপর seeds fartiliser and adequate irrigation. সত্যি irrigation আমাদের দরকার, জলসেচের বন্দোবস্ত না থাকলে কৃষি হয় না। সেজন্য আমাদের minor irrigation আছে এবং irrigation মারফত জলসেচের ব্যবস্থা আছে। তবে সেটার utilisation সম্বন্ধে আমাদের Estimate Committee মন্তব্য করেছে, utilisation of water ঠিক ভাবে হয় এবং জল যাতে কৃষকেরা পায় তারজন্য ব্যবস্থা করা দরকার। Irtigationএর ব্যবস্থা আছে, সেটাকে কার্যকরী করা, তার implementation এর মধ্যে যে দোষ-ত্রুটী আছে, সেটাকে দূরকরার জন্য সরকার নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন। Fertilisers এবং equipments সম্বন্ধে 50% & 75% subsidyতে আমাদের প্লেইং মেসিন এবং সোইং মেসিন এবং উইডার ইত্যাদি কৃষককে দেওয়া হচ্ছে। এখন ৫।৭টি গ্রাম নিয়ে এক একটি V. L. W. রাখা হয়েছে। V. L. W. মারফতে seeds, fertiliser ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। তবে quality সম্পর্কে অনেক সময় অনেক question হয়, এ question যে মিথ্যা নয়, তা ঠিক, সত্যিই আসে। সেই দিক দিয়ে seedগুলি যাতে ভাল qualityর হয় এবং test করে ভাল qualityর বীজ যাতে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। fertiliser সম্বন্ধে বলতে গেলে, আমাদের যদি আজকে ফসল বাড়াতে হয় তাহলে chemical apply করতেই হবে এবং তার ফলে আমাদের যে জমি এবং বর্তমানে যে ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, তার থেকে অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন করতে পারি। কারণ average ৫ মণের বেশী per kani তে হয় না। যদি আমরা chemical দিতে এবং সবাই যদি সহযোগীতা করে সেই দিক দিয়ে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং fertiliser ব্যবহারের পদ্ধতি শিখাতে পারি, তার ফলে আমাদের ফসল per kani avarage ৫ মণের থেকে ৭ মণে নিতে পারি। তাহলে আমরা ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারব। অতএব এই দিক দিয়ে আমাদের সরকারের দৃষ্টি আছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা সরকার ঠিকভাবে করে যাচ্ছেন। কিন্তু বীরচন্দ্র বাবু যে প্রস্তাবটি এনেছেন, যে উদ্দেশ্য, তা সরকার আগের থেকেই গ্রহণ করেছেন বলে আমি এটাকে সমর্থন করছিনা।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়, জনসভায় চীৎকার দিয়ে একথা বলেন যে লাঙ্গল যার জমি তার। ঠিকই তারা বলেন এবং ওনাদের মুখে এ কথাটা শুনতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয়েছে কিনা, সেটাই হয়েছে আসল কথা। বাস্তবিকই যারা জমি চাষ করে, যারা লাঙ্গল ধরে, তাদের হাতে জমি গিয়েছে কিনা সেটাই হবে বড় কথা। জনসভায় আমরা বহু বারই শুনেছি চীৎকার দিয়ে একথা বলতে, কিন্তু কার্য্যতঃ যারা ভূমিহীন তাদের হাতে জমি যায়নি। Is it land Reforms Act? এটাকে কার্য্যে পরিণত করায় এই দুরাবস্থা, তার জন্যই আজকে যারা ভূমিহীন, জুমিয়া, উদ্বাস্তু তাদের আজ পর্য্যন্ত সুষ্ঠ ভাবে পুনর্ব্বাসন হলনা। আজও আমরা দেখি এমন অনেক জুমিয়াকে এমন জায়গাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা জুম-ই করে। তারা যে জুম করত, সেই জুমে-ই তাদের জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। Surplus জমি আমাদের এই ত্রিপুরায় কত পাওয়া গিয়েছে সেটা আমি এই session এ প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তার উত্তরে কি পেয়েছি, এই ব্যাপারে আমরা যে report সংগ্রহ করেছি, তাতে কোন তথ্য, নেই থাকবার কথা নয়। এই না থাকার জন্যই তো আমরা দেখেছি যারা ভূমিহীন, যারা জুমিয়া যারা উদ্বাস্তু ভাই-বোন এসেছেন, তারা এখনও জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি এবং জুমিয়াদের বিশেষ করে যাদের Coloney পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং তারা যেখানে জুম করত সেখানেই দেওয়া হয়েছে। ঐখানে যে ফসল হতে পারে সেটা অসম্ভব। জুম জিনিষটা হল shifting cultivation, সেটা এক জায়গায় দু'বছর হয়না। কাজেই এক বৎসর পর সেখানে আর ফসল ফলানো যায় না অথচ সেই জায়গাতেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সেখানেই তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা হলে হয়ত এরকম ব্যবস্থা করতেন না, কিন্তু আমাদের কংগ্রেস সরকার তাই করেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল বাবু বলেছেন, যে কয়েক দিনে কিছুই করা যায় না, এবং মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত ও বলেছেন একদিনে কিছুই হয়না। একদিনে কিছুই হয় না একথা ঠিক। কিন্তু এই যে ১৮ বছর এক তরফা ভাবে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা নিয়েও কিছুই করতে পারল না, কিছুই করার সময় পেলোনা, একথা কেউ মানবে না। যে জার্ম্মাণ প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত, সে জার্ম্মাণ ২০ বছর পর সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে তুলল। এই যে নাৎসী শক্তি, সেই শক্তিকে খতম করে দিল রাশিয়া, পতন ঘটেছিল তার। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে আজ ১৮ বছরেও আমাদের কংগ্রেস সরকার কিছুই করতে পারলেন না। আশ্চার্য্য হতে হয় যে আজকে এ কথাই উনারা বলতে চান যে আমরা ধীরে ধীরে সমাজ-তন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছি, কৃষকদের হাতে আমরা জমি তুলে দিচ্ছি। তাদের এই যে সমাজ-তন্ত্র রূপ, কিন্তু আসল রূপ সেটা তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। আমরা দেখেছি এই আইনের ভিতর দিয়ে যারা ধনী কৃষক, যারা জমিদার, বড় বড় জোতদার তাদের হাতেই জমি তুলে দেওয়ার সময় নেওয়া হয়েছে মাত্র। কয়েক দিনে কিছুই করা যাবেনা, কিন্তু করার যা কিছু, সেই জমিদারদের জন্য সু-ব্যবস্থা। তাদের যে জমি, তাদের আত্মীয়স্বজন বা ছেলে মেয়ে যারা পেটের ভেতর আছে তাদের নামে রেকর্ড করা হয়ে গেছে। এই সময় তারা দিতে পেরেছে, কয়েক দিনের মধ্যে এই সুযোগে তারা পেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত কৃষক যারা,

যারা প্রকৃত ভূমিহীন, যারা প্রকৃত পক্ষে লাঙ্গলের অধিকারী, তাদের জমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা বা সুযোগ তাঁরা খুঁজে পেলেন না। আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরায় যে জমি আছে তা জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম। কিন্তু যতটুকু আছে তাকে সুষ্ঠ ভাবে প্রকৃত পক্ষে যে লাঙ্গল ধরে, তার হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হলে কিছুটা খাদ্য উৎপাদন আমাদের বাড়ত। সে ব্যবস্থা হয়নি বলে আজকে আমরা এত deficit যে কেন্দ্র থেকে আমাদের quota পাঠানোর পরও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মুখে শুনছি যে আমাদের এখানে deficit থেকে যায়। সে deficit আমরা কোত্থেকে পূরণ করব? কিন্তু মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন যে আমাদের এখানে অভাব হয়নি, ফসল আছে তবে দাম বেড়েছে। চমৎকার বিবৃতি তিনি দিয়েছেন, দাম বেড়েছে মাত্র। ফসল আছে অভাবও হয়নি। দাম বেড়েছে। কেন বেড়েছে সে সম্পর্কে তিনি কোন কথাই বলেন নি। কেন বাড়ল? হ্যাঁ বাড়ার কারণ আছে। অভাব যদি না থাকে তাহলে বাড়ল কেন? হ্যাঁ আরেক কারণেও বাড়ে, সেটা আমরা জানি। আপনার মন্ত্রী মহোদয় নিজেও জানেন যে যারা কালো বাজারী, যারা মজুতদার তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য। তাদের মুনাফা লুটবার জন্য সুযোগ করে দিচ্ছেন আর হাত গুটিয়ে দেখছেন নীরব দর্শকের মত। কারণ ৫০৲ উপর যদি চাউলের দাম না উঠে তবে দেওয়া হবে না রেশন। আর তোমরা লুঠো, দাম বাড়াও, যেখানে ৩৫৲ টাকা আছে নিয়ে যাও ৪০৲ টাকা পর্যন্ত। অবাধে তোমাদের লুণ্ঠন করার সুবিধা দেওয়া হবে, দেওয়াও হয়েছে। কারণ ফসল যখন প্রথম উঠে তখন আমরা দেখেছি বাজারে ১০/১২৲ পর্যন্ত কৃষকরা তাদের জমি থেকে যে ফসল তুলেছে তার দাম পেয়েছে। তখন এই সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু যারা কৃষক তারা বাধ্য হয় তাদের ফসল বিক্রি করতে। কারণ তাদের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয় ফসল বিক্রি করে। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দর এত বেড়ে গেছে যে লবন কেনার মত পয়সা হাতে থাকে না। অন্য কোন উপায় নেই এই ধান বিক্রি করা ছাড়া। হয়ত মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কেন সে ধান আটকিয়ে রাখে না? কেন সে ১০/১২৲ টাকা দরে বিক্রি করে? কিন্তু বিক্রি করতে তাকে বাধ্য হতে হয়। কারণ তার অনেক সামাজিক ব্যবস্থা আছে, অনুষ্ঠান আছে, বিবাহ আছে, শ্রাদ্ধ আছে। তা ছাড়া পূজা পার্বন আছে। সেটা বাদ দিলাম, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য বেড়ে গেছে অথচ সেগুলি না কিনেও উপায় নাই। কারণ শুধু ভাত খেয়ে মানুষ থাকতে পারে না; অন্তত লবণটুকুও ত খেতে হয়। তার আয়ের আর কোন source নেই যে সে টাকা পেতে পারে। তার surpbus না হলেও তাকে কিছু কিছু বেঁচতে হয়। কাজেই সে ক্ষেত্রে তাকে রক্ষা করা বা কৃষকদের উপযুক্ত দাম পাওয়ার কি ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরা সরকার করলেন এটা ত আমরা দেখেছি না। এটা হচ্ছে না এ জন্য যে যারা মজুতদার তারা ঐ সমস্ত ধান অল্প দরে কিনে যাতে মজুত করতে পারে আর অভাবের সময় এবং ইচ্ছা করেই ৪০৲ টাকা বা তার উর্দ্ধে দাম বাড়াতে পারে। তদুপরি Black marketএ ৫০৲ টাকা ৬০৲ টাকায়ও বিক্রি হয়। এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকার। কাজেই দেখা যাচ্ছে যারা মজুতদার, মুনাফাশিকারী, তাদেরই স্বার্থ দেখছেন সরকার। যারা আজকে tiller, যারা জমি চাষ করে, তারা খেতে পাক, তারা বাঁচুক, তাদের স্বাস্থ্য উদ্ধার হউক, উদ্দেশ্য এটা নয়। তারা না খেয়ে মরুক দিনের পর দিন। এই ব্যবস্থাই তারা করেছেন। কাজেই এই অবস্থায় যে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ কি হবে তা বলা

যায় না। সে কল্পনার বস্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে। তন্ত্র আপনাদের মনগড়া সমাজতন্ত্র না মানুষ মারা তন্ত্র, সে তন্ত্র হবে ত্রিপুরায়। সেটাই আমরা দেখছি। কৃষকদের যে ঋণ দেওয়া হয় তা যদি সময় মত না দেওয়া হয় এবং ঋণের বোঝা সেখান থেকে লাঘব করার কোন ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে কৃষকদের যে বলা হয় যে খাদ্য ফসল বাড়াও, এটা একটা প্রলাপের মত শুনায়। আজকে জমির ওতলা উদ্ধার করা বা জমিকে লায়েক করা সম্বন্ধে যদি তাদের সুবিধা দেওয়া না হয় বা যথাসময় তাদের ঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা না করা হয় - তাহলে এ ফসল বাড়ানো সম্ভব নয়। Irrigation এর কথা আমি বলতে চাই, বাজেট discussion এও আমি এ কথা তুলে ধরেছি যে irrigation এর ব্যবস্থা না করা হলে পরে ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হবে না। আমি একটি ঘটনার কথা বলছি। এখানকার কৃষক নিজেরা irrigation এর জন্য কত উৎসাহী এবং নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের খরচে তারা বাঁধ তৈয়ার করে. সে ক্ষেত্রেও সরকার তাদের সামান্য সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায় না। জম্পুই জলায় চাপলং ছড়াতে একটা বাঁধ দেওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষকেরা আবেদন করেছিল তিন চার বৎসর পূর্ব্বের থেকে। তারা আবেদন করেছিল যে আংশিক খরচ দাও, আমরা নিজেরা শ্রমদান করে নিজেদের পরিশ্রমে এই বাঁধ তৈয়ার করব। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা কোন সাড়া পায় নাই। আমি জানি তারা নিজেরা একবার সেখানে বাঁধ দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে একটা ড্রাম অথবা পাক্কা দিয়ে out let করার সুবিধা না থাকার ফলে তারা নিজেরা টাকা খরচ করে, পরিশ্রম করে এই বাঁধ করার পরেও সেটাকে টিকাতে পারল না এবং এই বাঁধ ২।৩ বৎসর ছিল এবং দেখা গেল যে জমিতে কানিপ্রতি ৫ মণ ধান পেত সেই জমিতে তারা কানিপ্রতি ১০।১২ মণ ধান উৎপন্ন করেছে। আমি জানি তাদের এই বাঁধ নির্ম্মাণ করতে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকার মত খরচ হয়েছে। কাজেই এই রকম সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও যেখানে ৫।৬ হাজারের বেশী খরচ হবেনা অথচ আবরা দেখব—বেশ কিছু জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেখানেও জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। Hon'ble Speaker Sir.

Mr. Speaker : – No speaker on a Resolution with out the permission of the Speaker shall exceed 10 minutes. Now I call on Hon'ble S. L. Singh, Chief Minister.

Shri S. L. Singh, Chief Minister : – Hon'ble Speakar Sir, এখানে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে যে যুক্তগুলি রাখা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি বলব। প্রথম কথা হল, উনি বলেছেন ইংরেজের আমলে যে শাসন ছিল সেই শাসনে কৃষকের হাত থেকে জমি নিয়ে গিয়ে জমিদার তালুকদার রাজা মহারাজার হাতে জমির মালিকানা তুলে দিয়েছিল। সেটাকে দূর করার জন্য ভারতবর্ষে এই ভূমি রাজস্বের যে আইন সেই আইন, Land Reform Act প্রবর্ত্তন হয়েছে, মধ্যস্বত্ব লোপ করার জন্য। সেই আইন ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে এখানে মহারাজার যে ভূমি আইন ছিল সেই আইনে জমির মালিক কৃষকরা ছিল না, সে আইনের বলে বর্গাদারের কোন স্বত্ব ছিল না, সেই স্বত্ব সাব্যস্ত করার আইন হল ১৯৬০ সনে, Land Revenue & Land

Reforms Act. আমি বুঝতে পারলাম না কি করে এ কথা বলা হল যে আমরা সেই স্বত্বকে সংরক্ষণ করছি। মাননীয় সভ্য নিজেও Lawer, নিজেও তা জানেন। জেনেও এর খেলাপ কি করে করলেন সেটা আমি চিন্তা করতে পারলাম না। তবে বলতে হবে যে ভূমি আইন ত্রিপুরার কিছুই হয়নি right তাদের দেওয়া হয়নি, সেইজন্য বলছে না তাই আমি মাননীয় সদস্যকে 103 sectionটী পড়তে বলব। Under Rayotকে section 100 এ যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটি ও আমি মাননীয় সদস্যকে ভাল করে চিন্তা করতে বলব। আর section 105 (b) টাকে ও আমি চিন্তা করতে বলব এবং ভাবতে বলব যে এই ধারাতে কি রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেন সেইদিকে চিন্তা করেন। Section 110এ under Rayotএর কি position সেটাকে আমি মাননীয সদস্যকে চিন্তা করতে বলব। এই আইনে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। ১১৯এ আমরা চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব মাননীয় সদস্যকে যে সেই অধিকার গুলো সেখানে দেওয়া হয়েছে। অতএব কি করে উনি ভাবতে পারলে না বা বুঝতে পারলেন যে তাকে অধিকার দেওয়া হয়নি, ইংরাজ আমলে যে আইন ছিল সেই আইন-ই যেন ত্রিপুরায় রাখা হয়েছে। প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করে এখানে পরিবেশন করার মতলবে যদি তা করে থাকেন তাহলে আমি নাচার, সেইদিক দিয়ে আমি কোনকিছু বলতে পারব না, তার বলার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে জনসাধারণকে সত্য থেকে বিরত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে under Rayotকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। যদি কোন কোন বিশেষক্ষেত্রে দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে পরে আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে, মাননীয় সদস্যরা যদি অবগত থাকেন সেই সেই জাগাতে সেই বিষয় নিয়ে যদি বলতেন তাহলে পরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। তবে আমি জানি খোয়াইতে যে বিশেষ অঞ্চল ছিল সেই অঞ্চলে সেখানকার জোতদার বা যারা বর্গাদার ছিল তারা জমিতে চাষাবাদ করত, তাদিগকে সেই ভূমি থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্র তারা করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে সেই জাগায় বর্গাদার যারা তাদিগকে সেখানে জমির অধিকার দেওয়া হয়েছে। অতএব সেখানে উদ্বেক নী দেওয়া হয়ে ছিল। যারা বড় জোতদার ছিলেন, তালুকদার ছিলেন, তারা যাতে তাদিগকে চিরকাল দাসত্বের মধ্যে রাখতে পারে সেই ব্যবস্থার জন্য যে প্রচারাদি করেছিলেন সেই প্রচার ব্যর্থ করে দিয়ে সেখানকার জনসাধারণ ত্রিপুরার যে জমি আইন সেই আইন বলে সেখানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব সেখানে যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেটাকে ব্যর্থ করার জন্য আবার একটী প্রচার হয়ত এখন চলছে। সেই প্রচার হল এই, যে এখানে বর্গাদারদের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার ভূমি আইনেই আছে যদি কোন জোতদারের জমিতে কোন বর্গাদার ফসল ফলায় তাহলে তাকে সেই জমি থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। অথচ এই জায়গাতে বলা হচ্ছে যে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আবার সেখানে তারাই বলছেন যে এই অবস্থা চলছে এবং সেখানে তারা তাদের অধিকার রাখছে। হয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে যে এটা tribal এর land, কিন্তু বর্গাদার যদি হয় tribal এর land এ সেই বর্গাদার যদি চাষ করেন তারপর তাকে কোন আইন বলে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করবে সেটা আমি কল্পনা করতে পারিনা। তারা বর্গাদারের কথা বলেন। ভূমিহীনের কথা বলেন, জুমিয়দের কথা বলেন। কিন্তু তারা যখন তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যে ঘণা করতে যায় তখন নানা দিক দিয়ে নানা-কথা বলেন, বিভ্রান্তি প্রচার করার চেষ্টা করেন। ভূমি আইন বলে তাকে যে অধিকার দেওয়া

হয়েছে, আমরা জানি যতই বিভ্রান্তি মূলক প্রচার হউক না কেন তাদিগকে সেই জায়গা থেকে বিচ্যুত করতে কেউ পারবে না যতদিন এই আইন বজায় থাকবে। তারপর বলা হয়েছে এই Rayot Record, upto-date ২,৩৪২১৪, রায়তদের নাম লিখা হয়েছে। আর ওরা বলছেন লক্ষ লক্ষ লোকদের ভূমিহীন করা হচ্ছে। ৫ জন করেও যদি এক একটি familyতে থাকে তাহলে দশ লক্ষ লোককে জমির অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে রায়তের বলে। আবার Under Rayot এর বলে ১১,৮০৯ জনকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই পর্য্যন্ত ৫৫,০০০ করা হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু সেই জায়গাতে সত্যকে বিকৃত করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে বক্তৃতা দিয়েছেন, যে ভাষণ এখানে রেখেছেন, তার কারণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে এইজন্য যে একদিন যাদের কথায় ঘোষণা প্রচার হয়েছিল সেই সমস্ত লোক এখন সেই জায়গাতে অধিকার ঘোষণা করেছে। অতএব সেই ঘোষণায় আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে বলেই এই আইনকে নস্যাৎ করার একটি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর বলা হয়েছে আমরা কাজের কাজ কিছুই করছি না। কেবল আমরা বলছি জয় জোয়ান, জয় কিষাণ। আমরা তা বলব। জয় জোয়ান জয় কিষাণ এই কথায় হয়ত কারো আতঙ্ক উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তাদের কানে সেটা হয়ত মধুর শুনাবে না। কারণ এই শ্লোগানে ভারতবর্ষের প্রতিটি লোক তার দেশকে, তার সমাজকে তার সমাজবাদী যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে তাকে রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে, সিংহ বিক্রমে দাঁড়িয়ে তার সীমান্ত রক্ষা করেছে। এই শ্লোগানেই তা করেছে এবং জাতির মধ্যে এই শ্লোগান ঐক্য এনেছে এবং এই শ্লোগানে কৃষকদের হাতে শক্তি দিয়েছে এবং তারই ফলে তারা প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য, grow more food campaign কে জাগরুক করার চেষ্টা করেছে। এই জায়গাতে মাননীয় সদস্যরা একটি কথা বারবার বলছেন মাননীয় Chief Minister নাকি বলেছেন ৪০৲ টাকা না হলে রেশনের চাল দেওয়া হবে না। তবে আমি তাহাদিগকে বলব এই আগরতলার বাজারে ৩২.৩৫ টাকা যখন চাউলের মূল্য ছিল। তখনও দেওয়া হয়েছে। অতএব তাদের যে ঘোষণা, তাদের যে কথা, তাহা সত্যের বিপরীত বলে ঘোষিত হচ্ছে তাদেরই বক্তব্যে। অতএব সেই জায়গাতে আমরা বলব যে বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণ যদি খাদ্য চায়—সেই জায়গাতে খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হলে তথায় খাদ্য প্রেরণ করা হবে, সেখানে রেশন সপ খোলা হবে এবং সেইভাবেই এই কাজ চলে আসছে। অতএব তাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করে এই ভাষণে পুনঃ পুনঃ এই কথাটি বলার কি কারণ থাকতে পারে আমি তাহা বুঝতে পারছি না। তবে আমি মাননীয় সভ্যদিগকে অনুরোধ করব খাদ্য নিয়ে যেন রাজনীতি না করানো হয়। সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সভ্যদিগকে অনুরোধ করব যেন সেইদিক দিয়ে তারা চিন্তা করেন। তারপর বলা হয়েছে যে আমরা ফসল বিক্রি করতে পারি নি। আমি সেই জায়গায় বলব যে আমরা ফসল বিক্রি করছি। যে জায়গাতে আমরা ২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপন্ন করতাম সেই জায়গায় আমরা ২,৪২,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপন্ন করেছি। অতএব সেটা আকাশ থেকে উৎপন্ন হয় নি। উন্নত ধরণের কৃষি এবং উন্নত ধরণের কাজ, আমরা করছি। সেই সমস্ত জায়গায় উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়েছি সেচের ব্যবস্থা করেছি, তারই ফলে তা হয়েছে। আমি বলব এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন

৩০,০০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ৬,০০০ মেট্রিক টন wheat যে চাওয়া হয়েছে সেটাতে ঘাটতি পুরণ হবে না। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে আবার অনুরোধ করব ত্রিপুরার এই যে wastage হচ্ছে 14·3 percent, এই 14·3 percent কে যদি আমরা কমাতে পারি তাতে ২৭,০০০ মেট্রিক টনের উপরেও আমাদের wastage কমবে এবং সেটাকে কমাবার চেষ্টা কৃষকেরা করবে। কারণ হল তাদের জমিতে যখন ফসল পাকে তখন নানারকম বন্য পশু পশু পাখী তা নষ্ট করতে থাকে। অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে 2 percent wastage হয়েছে জমি থেকে গোলাজাত করে বাজার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত। অতএব আপনাদের চিন্তা ধারায় তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা জানি সেইভাবে কৃষকদের যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি এবং সেইভাবে আমরা প্রচার করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার এই 14 percentকে 5 percentএ আনা সম্ভবপর। অতএব সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এটা করা হয়েছে। (Interruption) শিশু যদি হয়—অঙ্কটা মাথায় ঢুকিয়ে চিন্তা করার জন্য আমি বলব। কারণ ওনারা শিক্ষিত মানুষ। কেবল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয় এবং petition সংগ্রহ করার জন্য নয়, কারণ petition সংগ্রহ করার দিন চলে গেছে, বক্তৃতা দেওয়ার দিন চলে গেছে। অতএব আমরা অনুরোধ করব, আমরা সেই দিকে লক্ষ্য করে যদি আমাদের কার্য্যকে পরিচালিত করি তাহলে ত্রিপুরার এই যে খাদ্যভাব আমরা দেখছি, তাকে আমরা দমন করতে পারি। যাতে নিজের পায়ে আমরা স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে পারি তারই অভিযান চলেছে। আমরা প্রত্যেকের কাছে নিবেদন করব যাতে সেই অভিযানকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করি। তারপর বলা হয়েছে যে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আমরা দিচ্ছি না। আমরা জানি মুখে যা বলব কাজে তা আমাদের করতে হবে এবং কাজে রূপায়িত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ যা দিবালোকের মত সত্য আমরা যা করি এবং জনসাধারণ তা দেখে। অতএব সেখানে নস্যাৎ করার জন্য বড় বড় বক্তৃতা দিলে পরে সেই কাজ নস্যাৎ হবে না। অতএব আমি অনুরোধ করব জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করার জন্য এই grow more food campaign-এ রাজনীতি যেন আমরা না ফলাই। কারণ সেই দিক দিয়ে আমরা যদি মনে করে থাকি যে ত্রিপুরাকে স্বাবলম্বী করতে পারব তাহলে আমাদের সেই বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কৃষকদেরও সেদিকে আগ্রহ আছে। আলুর চাস আমরা বৃদ্ধি করেছি। আলু অন্যান্য দেশে principal food হিসাবে ব্যবহৃত হয়, খাদ্যের অভ্যাসও আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে বলব। রাশিয়ার কথা এই জায়গাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব চিন্তা করতে যে এতবড় একটা বিশাল বিরাট ভূমি, সেই বিশাল, বিরাট ভূমিতে লোকসংখ্যা কত? তারা Atomic বিদ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় পৃথিবীর মধ্যে অগ্রতম রাষ্ট্রে পরিগণিত হয়েছে কিন্তু খাদ্য অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে কি না সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব। আমি Atomic যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারি, খাদ্য ব্যবস্থা এমন নয় যে রাতারাতি সেই ব্যবস্থা করা যায়। আজ ১০ বৎসর

চলছে, এখনও খাদ্য ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য নানা দিক দিয়ে চেষ্টা করছে, তবুও এখন পর্য্যন্ত তারা খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। তাঁদিগকে আমি চিন্তা করতে বলব যে আমাদের per capita land কত ? psr capita লোক সংখ্যা কত ? পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় একটি নেই এই ভারতবর্ষের মত। অতএব আমি চিন্তা করতে বলব যে আমর কোথায় আছি।

(Interruption)

সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে যেন আমরা কথা বলি। Fascismকে আমরা কেবল একাই রুখিনি। Fascismকে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষেরাও রুখেছে। অতএব সেই জায়গাতে মিউনিক প্যাক্ট সম্বন্ধে চিন্তা করতে বলব। সেই মিউনিক প্যাক্ট নাজির সাথে তারা করেছে। সেই প্যাক্ট এর পরে পোলাণ্ড আক্রান্ত হয়েছে, ফ্রান্স আক্রান্ত হয়েছে ফ্যাসিজমকে রুখার জন্য সেই শক্তি জেগেছিল, সেই শক্তিকে যখন ফ্যাসিষ্ট কানা ট্র অ্যাটাক করল তখন সে বুঝতে পারল যে ফ্যাসিজমের শক্তি কত বড়। কত ধ্বংশকে বরণ করে নিয়ে তাকে রুখতে হয়েছে। সেই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব যে, আজ চীন যুদ্ধের দামামা দিয়ে উত্তর প্রান্তে দাঁড়িয়েছে, যদি তারা যুদ্ধকে অবলম্বন করতে চান তারা তা করতে পারেন। আমরা যুদ্ধকে নিন্দা করি, ঘৃণা করি। সুতরাং আমরা জানি যে, অভ্যন্তরে আমরা যে পরিকল্পনা করেচি সেই পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে হলে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করেই আমরা তা করেছি।

Moratorium সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে; ঋণ সালিশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে সেই দিক দিয়ে সরকার চিন্তা করেছে। যেমন আমরা মহাজনি এ্যাক্ট প্রবর্তন করেছি। তার মধ্যেও যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তা সংশোধন করতে পারি কিনা এবং Debt সম্বন্ধেও আমরা চিন্তা করব কি করে কৃষকদের মাথার উপর থেকে সেই ঋনের বোঝা আমরা দূর করতে পারি। সেই অনুযায়ী আইন রচনা করার জন্যও আমরা চেষ্টা করেছি।

Co-operativeগুলো আমরা গড়ে তুলেছি। সেই Co-operative এর মাধ্যমে, প্রতি ব্লকে ব্লকে ধানের টাকা আমরা জনসাধারণের কাছে পৌছিয়ে দিত পারব এবং তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব আমরা যা বলি, তা আমরা করি। এই জায়গাতে রিজলিউশন এর বিরুদ্ধাচরণ করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I request the mover of the Resolution to reply. Only 5 minuted allowed.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই যে Resolation আমি Houseএ রেখেছি এবং এর যে প্রত্যুত্তর এসেছে এতে আমি Convinecd হয়েছি যে এই Resolation এর সারবত্তা রয়েছে। এ সম্পর্কে আমি কতগুলি ফিগার উল্লেখ করব যা Praceedings bookএ দেওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২ লক্ষ Under Rayat recorded হচ্ছে, তার একটা সঠিক figure House এর কাছে দিলে এটা ভবিষ্যতে আমাদের guidance এর পক্ষে সুবিধা হত।

(**Interruption**)

রায়তের কথা উনি বলেছেন। Total number of Rayat who have land above ceiling limit divisionwise whose survey settlement operation under the present survey settlement Deptt. has been completed সেই ceiling limitএর উপরে আছে ৬১৪ জন।

(**Interruption**)

Ceiling limit এর উপরে আছে ৬১৪ জন। Below ceiling limit above ceiling holding আছে ১৫৮৮৩ জন। Below family holding, above basic holding ৫০৭৭৩ জন, আর Below family holding, lands & basic holding হচ্ছে ১৬৫২৮১,— Proceedings December 1964.

(**Interruption**)

কাজেই আপনাদের কাছথেকে এটা আমি আশা করেছিলাম যে, সঠিক figure আপনারা দেবেন। মুখের উপর তুবড়ী ছুড়ে অনেক বক্তৃতা দেওয়া যায় কিন্তু figure এই Houseএর সামনে দিতে এ কার্পণ্য কেন? আমি জানি কতগুলো false figure দিয়ে বর্তমান settlement operation হচ্ছে এবং এই false figure দিয়ে জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়া যায় না। তার জন্যই আমি বলছি যে আজকে............

(**Noise**)

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— Point of order Sir, উনি বলেছেন যে false figure দেওয়া হয়েছে এটা উনি বলতে পারেন না।

Mr. Speaker :— Yes. It is unparliamentary. You should withdraw it.

Shri Birchandra Deb Barma :— The question of withdrawal does not arise. If it is unparliamentary it will be expunged from the record. আমি বলছি যে question arise করেছে, এই House এর সামনে facts & figures দেওয়ার সাহস যদি থাকে আমি বলব.........

(**Inturruption**)

Shri S. L. Singh : Hon'ble speaker Sir, is that word unparliamentary.

Mr. Speaker : — Yes, it is unparliamentary. you should withdraw it.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— It is not according to the record ... ...

Mr. Speaker :— No, no, 'false' is unparliamentary.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— If it is unparliamentary, I am withdrawing it. But I am saying, it is not in conformity with records.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিং :— He can not challange the deeision of the Speaker whether it is unparliamentary or not,

Mr. Speaker : Yes, it is unparliamentary and he has withdrawn it.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— But I am speaking that it is not in conformity with records. It must be in conformity with records. Why they have not the courage to place the accurate figures in the table. Why they have not the courage.........

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিং :— Hon'ble speaker, Sir, The hon'ble member has not withdrawan it.

Mr. Speaker :— Yes, yes, he has withdrawn it.

(NOISE)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— Yes, he has withdrawn it and the speaker has said so.

(NOISE)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— অত মেজাজ দেখাবেন না। মেজাজ ঠাণ্ডা করে দেব একদিন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— Hon'ble speaker Sir. এই House এর সামনে facts & figures নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সাহস যদি না থাকে তাহলে আমি বলব তিনি মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দিন। এই House এর সামনে facts figures দিয়ে বলতে হবে।

(NOISE)

এই House এর সামনে আমরা চাই facts, figures. আমি যে কথা বলছি it is the available record, যেটা আমরা এই House এর সামনে পাচ্ছি।

(NOISE)

মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়ের মনে থাকা দরকার যে, এই Assemblyতে যারা এসেছেন তারা মাঠে বক্তৃতা করতে আসেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার' এই Land revenue সম্পর্কে যে তথ্য আমি দিয়েছি সেটা হচ্ছে latest available Record এ ছাড়া যদি অন্য কোন record থাকে I shall challenge I shall ask him to place it on the Table............

(Noise)

Mr. Speaker : The discussion on the Resolution is over. I will now put the question to vote. The question before the House is—that this Assembly is of opinion that the Government should take the following measures to make the country self-sufficient in food ;

a) undertaking agrarian reforms with a view to give land to the tillers of the soil,

b) introducing moratorium on debts of peasants and taking steps for advaning adequate loans to peasants ;

c) providing inproved seeds, fertiliser, adequate irrigation facilities in time. As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes have it' 'Noes have it, so the resolution is lost.

There is another resolution to be moved by Shri Monchor Ali. Now I would call on Shri Monchor Ali to move his resolution that "যেহেতু ত্রিপুরার জনসংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যেহেতু সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন অনেক ঘন-বসতিপূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকায় জনসাধারণের গোচারণ ও কৃষি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব এই বিধান সভা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা তদন্তক্রমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল পুনর্গঠনের সুপারিশ করার নিমিত্ত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদের নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক"।

Shri Monchor Ali :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এনেছি তার সমর্থনে আমি বলতে চাই যে বর্ত্তমানে যেখানে Forest Reserve আছে, তার সুবিধা অসুবিধা তদন্তক্রমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল পুনর্গঠনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক যাতে তাদের সুপারিশ মত বনাঞ্চল পুনর্গঠন করা যেতে পারে। এই হল আমার প্রস্তাবের মূল বক্তব্য। ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে, মহারাজার আমলে ১৯৪১ সালে যখন লোক গননা হয় তখন এখানে লোক সংখ্যা ৬,১৩০১০ জন আর বর্ত্তমানে সেই জায়গায় লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ। মহারাজার আমলে যেখানে Reserve forest এর এলাকা ছিল ৯৪৭ বর্গ মাইল সেখানে আজকে তা দাঁড়িয়েছে ২৪৫২ বর্গ মাইল। তার মধ্যে ৮৬১ বর্গ মাইল সংরক্ষিত ফরেষ্ট এলাকা আছে। ত্রিপুরার আয়তন হচ্ছে ৪১১৬ বর্গ মাইল, তার মধ্যে জলাশয় আছে প্রায় ২০০ বর্গ মাইল। কাজেই ত্রিপুরার মোট আয়তন থেকে রিজার্ভ ফরেষ্ট অঞ্চল বাদ দিলে দেখা যাবে প্রায় ১৪০০ বর্গমাইলের মধ্যে এখানে ১৫ লক্ষ লোক বনবাস করছে। একটি কমিটি করে forest অঞ্চল তুলে দেওয়া হউক এটা আমার উদ্দেশ্য নয়, সেটা বিজ্ঞান সম্মতভাবে হওয়া উচিত। ফরেষ্ট আজকাল এমন জায়গায় হওয়া উচিৎ যেখান থেকে জনসাধারণ খাওয়া, পরা ইত্যাদি করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট রিজার্ভের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। রিজার্ভ ফরেষ্ট শুধুমাত্র ত্রিপুরার বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করবে তাই নয়, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বনভূমি সংরক্ষনও তার শ্রীবৃদ্ধি করে ত্রিপুরার রাজস্ব বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে তুলবে। কিন্তু ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অবস্থা তা আমাদের ভুললে চলবেনা। ঘন বসতিপূর্ণ এমন অনেক এলাকা এখন গড়ে উঠেছে যে, সে সমস্ত অঞ্চল রিজার্ভ বহির্ভূত না করলে জনসাধারণ নিদারুন অসুবিধার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কটের

দিয়ে আমাদের কৃষিউপযোগী জমির অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাই যে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা রিজার্ভ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, সেই সব অঞ্চলের লোকদের অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে চলাফেরার অসুবিধা ছাড়াও গোচারণে বিঘ্নসৃষ্টি হচ্ছে। গো-মহিষাদির জন্য হঠাৎ রিজার্ভ এলেকায় গো-মহিষাদি প্রবেশ করার নিমিত্ত অনেক মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হচ্ছে। এই জন্য বিষয়-টির পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করা হউক এবং জন-সাধারণের সুবিধা, অসুবিধা তদন্তক্রমে কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করবেন তা সরকার ভালভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। জনসাধারণ যাতে বনাঞ্চল ঘটিত নানা রকম অসুবিধা হতে রক্ষা পায় সেজন্য আমি আশা করি যে মাননীয় সদস্যরা আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে মাননীয় কংগ্রেসী সদস্য যে একটা প্রস্তাব এনেছেন Reserve Forest সম্পর্কে সেটা ত্রিপুরা বিধান সভায় একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকা থেকে Reserve Forest এর কিছু অংশ বাদ দিয়ে Reserve Forest area পুনর্গঠন করা হউক এই যে প্রস্তাব, আমি এটাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা এমন একটা problem হয়ে দাঁড়িয়েছে যে জনসাধারণের pressure এ পড়ে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক উনি এই প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ তা না হলে লোকমহলে যাবার আর কোন উপায় নেই। প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ যাই হউক না কেন, সেটা বলিষ্ঠ হউক আর যাই হউক, কিন্তু প্রস্তাবটা যে এনেছেন তাতে এই প্রমাণিত করে যে এটা কতখানি accurate বা ঠিক। বাস্তবিকই এ রাজ্যে যে দুইটি ডিপার্টমেন্ট জনসাধারণকে বেশী উৎপীড়ন করছে সেগুলি হল, পুলিশ ও ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট। এই দুইটা ডিপার্টমেন্টের মত আর কোন ডিপার্টমেন্ট এত উৎপীড়ন করে না। উঠতে বসতে, সব সময়ই দক্ষিনা না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুবার উপায় নেই। Reserve Forest এমন জায়গায় করা হয়েছে যে মানুষের বাড়ী ঘরে যেতেও তার ভিতর দিয়ে না গিয়ে উপায় নাই। গরু, মহিষাদি আনতে গেলেও Reserve areaর ভিতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। মতিনগর, আনন্দনগর প্রভৃতি গ্রামে যদি যাওয়া যায়, সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গিয়েছেন, সে সমস্ত জায়গায় এমন সব position এ Reserve Forest area করা হয়েছে যে জনসাধারণের বাড়ী হতে বের হলেই Reserve. তার ফলে লোকজনের চলাফেরা বা গরু মহিষাদি নিয়ে ঘরের বাইর হওয়া একটা বিপদ-স্বরূপ। গাছের ডালার ছায়া পড়ছে, সেই ডাল কাটার উপায় নেই। ক্ষেতে গাছের পাতা পড়ছে, সেই পাতাটিকে পর্য্যন্ত সরাবার উপায় নেই। Reserve Forest-এ বানরের বাস। সেই বানরে ফসল নষ্ট করছে কিন্তু তা মারতে পারা যাবে না। Forest এর ভিতরে চোর, ডাকাত লুকিয়ে থাকে এবং গরু চুরি করে নিয়ে চলে যায়, পাকিস্তানের চোর, ডাকাত ঐ সব forest এর ভিতর লুকিয়ে থাকে এবং গরু পাচার করে নিয়ে যায়। সোনামুড়ার, বক্সনগর, আনন্দনগর প্রভৃতি জায়গায় যান প্রত্যেকেই তা বলবে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, আমাদের population ও অনেক বেড়েছে, এই সব কারণে Reserve Forest area পুনর্গঠন করা দরকার বলে

আমি মনে করি। তা ছাড়া আমাদের এখানে Reserve Forest এর area ও অত্যন্ত বেশী। অন্যান্য রাজ্যে ২৫-৩০% area Reserve Forest থাকে কিন্তু আমাদের এখানে প্রায় ৪০-৫০%। কাজেই আমি বলব যে ত্রিপুরার Reserve Forest area পুনর্গঠন করা এখন প্রয়োজন।

Mr. Speaker : – I would now call on Shri Bir Chandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— মাননীয় Speaker Sir, কংগ্রেসের সদস্য যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন আমি তাঁকে wel-come করছি। আমি জানি বিভিন্ন Assemblyতে ও ভোটাভুটির ব্যাপারে তারা Chief whipএর কথা মান্য করেন—কিন্তু বক্তৃতার ব্যাপারে তারা বিরোধী সদস্যের চাইতে সরকারী সদস্যদের কম সমালোচনা করেন। আমি পার্লামেন্টে দেখেছি অন্যান্য বিধান সভায়ও দেখেছি যে তাদের বক্তৃতা দেওয়ার যে freedom তাদের আছে সে freedom সবখানেই ব্যহত। কাজেই আজকে ত্রিপুরার যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সে অবস্থায় মাননীয় মুনছুর আলী সাহেব Forest Reserve সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। ত্রিপুরার Indian Forest Act আসার পরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে Supreme Court-এর যে ruling, সে ruling এ পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে ত্রিপুরায় মহারাজের সময় যে Reserve Forest ছিল তার সঙ্গে বর্তমান Indian Act এর যে Reserve Forest তা আকাশ পাতাল প্রভেদ। আগে Reserve Forest এর মধ্যে জোত বন্দোবস্ত দেওয়া চলত। আগে Reserve Forest এর মধ্যে Private, individual ইত্যাদি সমস্ত রকম Capacity ছিল। কিন্তু বর্তমান Reserve Forest থেকে কেউ যদি একটা গাছের পাতা ছিড়ে নেয় he will come under the "Indian Forest Act." Reserve Forest area-র ভিতরে কেউই ঢুকতে পারবে না। যদি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে, উঠান দিয়ে Reserve Forest এর খুঁটি যায় তবে one cannot complain of the fact. They are not conversent with the laws, Indian Forest Act-এর আইন কানুন তারা জানে না। Indian Forest Act বলতে কি বুঝায় তারা জানে না। যেখানে সেখানে Resrve Forest তারা চালু করে। চালু করে কেন তা তারা জানে না। তারা জানে জনসাধারণের উপর উৎপীড়নের মাত্রা, জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা কি করে বাড়াতে হয়। আমি বলছি জনসাধারণকে তিল তিল করে শোষণের পথ এবং তিল তিল করে অত্যাচারের হাতিয়ারকে তারা আজ শাণিত করছে। কাজেই Indian Forest Act. এর অর্থ কি তারা জানে না। Indian Forest Act এ Reserve Forest বলতে কি বুঝায় তার মানে জানে না, বুঝে না। তারা যদি বাইরে গিয়ে ঘুরে আসেতাহলে বুঝবে Reserve Forest এর অর্থ কি। আজকে আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে, আমার বাড়ীর উঠান দিয়ে reserve forest এর খুঁটি যাবে আর আমাদের প্রতি পদে পদে অসুবিধা ভোগ করতে হবে এসমস্ত কথা তারা জানেনা, এইসমস্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্র তাদের অভিজ্ঞতা নেই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা হাজার হাজার বর্গমাইল reserve forest করে ফেলল। এসম্পর্কে যদি পুনর্বিবেচনা না করা হয় তাহলে জনসাধারণ তা মেনে নেবেনা, comitteeর জন্য বসে থাকবেনা। They will take action in their hand and they will redemarcate the reserve forest on their own accord.

মাননীয় মনসুর আলি সাহেব যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। আমি মনে করি যে এখনও সময় আছে reserve forest সম্বন্ধে ভালকরে পুনর্বিবেচনা করার। আইনের মর্ম যদি তারা বুঝতে পারত তাহলে reserve forestএর এ অবস্থা হতনা'। Reserve forest বাড়ী থেকে অনেক অনেক দূরে যেখানে জনমানবের কোন বসতি নেই, সেখানে Reserve Forest হবে। কিন্তু তারা তা জানেনা, এর অর্থ তারা বুঝে না। এভাবে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করবার জন্য they are the tools and mechineries? তারা জনসাধারণের উৎপীড়নের মাত্রা বাড়ায়।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Shri S. L. Singh, Chief Minister.

Shri S. L. Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে যে কতকগুলো অবাস্তর কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হল এই

Sri Atiqul Islam :— I would draw attention, whether the word 'অবাস্তর' is parliamentary or not.

(Intrruption)

Mr. Speaker : – Yes' I am giving my ruling. Irrelevant is not unparliamentary.

(Intuiruption)

Shri S. L. Singh :— এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে যে উক্তি তারা করেছেন সেই উক্তি সম্বন্ধে আমি বলছি। তারা যুক্তি দেখাতে চান যে 60% of the Tripura lands is under reserve forests. আমি বলব 18% of the land is under Reserve forest, Protected forest আছে। তারপরে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে এখানে Congress Partyর যারা সদস্য আছেন তাদের বাক্যে স্বাধীনতা নেই। কারণ প্রতিটি সদস্যেরই, যেমন opposition partyর সদস্যদের বাক্যের স্বাধীনতা রয়েছে, তেমনি congress partyর প্রতিটি সদস্যের তদ্রূপ স্বাধীনতা আছে। এই অধিকার নিয়েই তারা বলেন। আমরা বিধান করব জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী। অতএব জনসাধারণ যদি ইচ্ছা করে থাকেন এবং সেই ইচ্ছাই যদি বলবতী হয় তাহলে, জনসাধারণের ইচ্ছাকে আইনে পরিণত করতে হবে। সেটাতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকবে তাদের, those who are against the people's will.

অতএব আমরা জনসাধারণের ইচ্ছা'কে আইন বলে জানি। সব সময় তাকে আমরা সকলের শ্রদ্ধা করব। আতঙ্কগ্রস্থ হওয়ার কারণ নেই। এই প্রস্তাব আমাদের সমালোচনা করা দরকার যে কোন কোন জায়গায় people's right encroach করা হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে এই Forest Act, এবং Reserve Act. এর মধ্যে কোন রকমের অসমতুল্যতা আছে কিনা সেটা আমরা দেখব, দেখে আমরা সেইভাবে কার্য্য করব। অতএব forest land এর যে গাছ আছে সেই গাছ যদি কোন রায়তের জমিতে যায় তাহলে পরে সেটাকে কাটার অধিকার নেই। সেই জায়গাটা আমাদের পরীক্ষা করতে হবে

যে Land Reserve Act. and Forest Act. এ কোন Contradiction হচ্ছে কিনা। যদি সেটা হয় তাহলে either Land Reserve Actকে corect করতে হবে অথবা Forest Act.কে amend করতে হবে। অতএব এইজন্য উনারা যে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেইদিক দিয়ে আমরা চিন্তা করব। মহারাজার আমলের যে আইনগুলি আছে সেগুলিকেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। যে সমস্ত আইন আছে তা repeelad হয়েছে কিনা। Repealed যদি না হয়ে থাকে তাহলে deemed to be repealed একথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। অতএব সেইদিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। সেইভাবে ভেবে চিন্তে যেটা আমরা করব তার জন্য এই কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। অতএব এটা House এর সামনে রাখা হয়েছে। আমি আশা করি House এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—I now call on the hon'ble mover to reply.

Shri Manchor Ali :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে প্রস্তাব আমি এনেছি তা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সমর্থন করাতে আমি খুব আনন্দিত বোধ করছি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ।

Mr. Speaker :— The discussion on the resolution is over. I now put the question to vote. The question before the House is that যেহেতু ত্রিপুরার জনসংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যেহেতু সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন অনেক ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকায় জনসাধারণের গোচারণ ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে অতএব এই বিধানসভা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা তদন্তক্রমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল পুনর্গঠনের সুপারিশ করার নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক।

As many as are of that opinion will please "say Ayes"

Voice—Ayes.

As many as are of contracy opinion will please say-Noes.

(no voice)

Ayes have it, Ayes have it. So the resolution is carried unanimousnly.

The House stands adjourned till 11 a. m. on Monday the 28th March 1966.

— —:— —

Proceeding of the Tripura Legislative Assembly Assembled Under the Provisions of the Government of Union Territories Act : 1963.

28th March, 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday the 28th March, 1966.

PRESENT

Shri Upendra Kr. Roy, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, two Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty two Members.

Mr. Speaker :—I take up the first item of the Agenda - Questions-- Starred Questions. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 568

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 568.

QUESTION	ANSWER
1. What are the criterians of extending house rent allowances to the Government employees out-side Agartala Municipality areas :	The question of grant of House Rent Allowance is under consideration.
2. What are the Government Offices and institutions outside the Municipal areas where such benefits have been extended to the employees ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে হিন্দি স্কুল, জি, বি, হাসপাতাল'এর ষ্টাফ তারা হাউস রেণ্ট এ্যালাউয়েন্স পান কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটি এই মুহুর্ত্তে আমার কাছে নেই, আমি জেনে জানাব ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে অরফ্যানেজ, মহিলা আশ্রম, তারা সব হাউস রেণ্ট এ্যালাউয়েন্স পান, যদিও তারা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে থাকেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও আমরা জেনে জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তারা যদি হাউস রেণ্ট এ্যালাউয়েন্স পান, তাহলে অভয়নগর জুনিয়র বেসিক স্কুল, মৈত্রী ভারতী বা মেডিক্যাল ষ্টাফ অব দি অভয়নগর ডিসপেনসারী এই হাউস রেণ্ট পায়না কেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমরা সেটা দেখব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—আমি ডেফিনিট যে তারা হাউস রেণ্ট এ্যালাউয়েন্স পান, এইসব জি, বি, হাসপাতাল বা হিন্দি স্কুলের ষ্টাফ তারা হাউস রেণ্ট পায়। তারা যেখানে পায় ...

Mr. Speaker :—But it is not known to the Treasury Bench.

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম যে তথ্যটা এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে নেই, জেনে পরে জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—কি ভিত্তিতে দেওয়া হয় সেটা বলতে পারছেন না এক্ষণে ?

শ্রীবি. দাস ঃ—আমরা বলছি যে ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—এখনও কোন ভিত্তি ঠিক হয় নি ?

Shri M. L. Bhowmik :—Only Central Government employees are given House Rent at per class III rate.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ যারা নাকি এই অঞ্চলে আছেন বা মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে আছেন তারা কি ভাবে হাউস রেণ্ট পাবে তার কোন মানদণ্ড এখনও ঠিক হয় নাই বলতে চান ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সেটা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে লেখা হয়েছে, তার উত্তর এখনও আসে নাই, সেজন্য আমরা বলছিলাম যে ইট ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান, এই সমস্ত এলাকা যেগুলির কথা আমি উল্লেখ করলাম, সেগুলি সম্পর্কে আপনারা ঠিক জানেন না তারা পান কি পান না ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলছি যে আমরা সেটা জেনে জানাব।

Mr. Speaker :—Shri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :—520

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 520

1. Whether it is a fact that the experienced B. A., B. T., Head-masters of the Non-Govt. Higher Secondary Schools, who have been allowed their pay scales by the Managing Committee on dates prior to the date of Education Department's Memo No. F. 18 (60—DE)/64, dt. 16-8-65 are being deprived of their pay scales, though the Education notice published in the Tripura Gazette dated 25-1-60 is still valid ;	The position stated is not correct.
2. If so, the reason thereof ?	Does not arise.

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান, যারা নাকি প্রাইভেট স্কুলের বি. এ. বি. টি. একসপিরিয়েন্সড্ হেড মাষ্টার তাদের পে স্কেল, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের যে হেডমাষ্টার তাদের সমান কিনা ?

শ্রীএম, এল. ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমান নাও থাকতে পারে।

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব ঃ—কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সমান, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সমান নয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এখানে বলেছি যে, সমস্ত কণ্ডিশন, যে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন থাকলে পরে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের হেড মাষ্টার হতে পারা যায়, তাদের সকলকে দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণতঃ বি. এ. উইদ অনার্স, অথবা এম. এ., বি. টি হলেই আমরা সাধারণতঃ হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের হেডমাষ্টার করে থাকি কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এমন আছে যারা বি. এ. বি. টি. প্রাইভেট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে হেডমাষ্টার আছেন, যারা এক্সপিরিয়েন্সড, তাদের কথা আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে লেখা হয়েছে অন দি বেসিস অব দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, তাদেরকে দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Manoranjan Nath :—583.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 583.

QUESTION	ANSWER
a) Whether any training class is being held in the Janata College of Ramnagar ;	No
b) if not, what are the reasons thereof ;	With a completion of training of the last batch of the Social Educational Workers, the necessity of training of male social educational workers ended. Arrangement of the female social educational worker under women and children Programme in the institution is under consideration.
c) when did the last batch of trainees complete their course of studies ;	On 4th January, 1965.
d) what is the number of staff in the College ?	Teaching staff—3, Craft Instructor—3, Accountant—1, Class IV employees—3.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গত ৪ জানুয়ারীর পর এই ষ্টাপ কি কাজ করেছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর কতগুলি কোর্স ছিল। এই কোর্সগুলি নিয়ে জনতা কলেজের কাজ করতে হবে। যেমন সোস্যাল ওয়ার্কস ট্রেনিং মেল অ্যাণ্ড ফিমেল। ভীলেজ লীডারস্ ট্রেনিং। ভিলেজ লীডার যারা থাকবে, তাদিগকে ট্রেনিং দিতে হবে। সেই কাজটা হয়ে গেছে। সোস্যাল ওয়ার্কার্স ট্রেনিং মেল এণ্ড ফিমেল, সেই কাজটা হয়ে গেছে, কেবল মাত্র মেলেরটা, ফিমেলেরটা বাকী অছে। মেলের রিফ্রেশার কোর্স বাকী। তারপর হল স্পেশালাইজড ট্রেনিং। কোন একটা সাবজেক্ট যেমন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের যারা কাজ করছে তাদিগকে ট্রেন আপ করা যাবে কিনা তার ব্যবস্থা করা। এই হল প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম নিয়েই এই কাজ সুরু হয়েছে। অতএব এই কাজগুলি এখনও হয়নি। তারপর যে প্রেসার অব ওয়ার্ক ছিল সেটা কমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রিন্সিপ্যাল যিনি ছিলেন উনাকে অন্য জায়গাতে ট্র্যানস্‌ফার করা হয়েছে। তার পোস্টটা ভেকেণ্ট, এখনও ফিল আপ করা হয়নি। এখানে ক্র্যাফটস্ টীচার যারা ছিলেন তাদিগকেও অন্যত্র স্পেশালাইজড ট্রেনিং এর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে অ্যাকাউণ্টেণ্ট এবং কিছু ফোর্থ ক্লাস এম্প য়ীরা আছে। কারণ গভর্ণমেণ্ট মেটিরিয়ালস্ আছে, এইগুলিকে দেখাশুনা করতে হয়। অতএব তারা ট্রেন আপ হয়ে আসলে পরেই আমরা সেই কাজ সুরু করতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি মনে করেন যে এই স্টাফগুলি কোন কাজ করছে না এবং অনর্থক বেতন পাচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি আগেই বলেছি অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ক্লাস ফোর স্টাফ যারা আছে, এখানে গভর্ণমেণ্ট প্রপারটি আছে তা দেখা শুনা করতে হয় সেজন্য আছে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma,

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 609.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 609.

QUESTION	ANSWER
1. Whether there is a Boarding House attached to Manik Bhandar Higher Secondary School, constructed under Tribal Welfare Fund.	Yes.
2. If so, whether there is any Tribal student who resides in the Boarding ;	No.
3. If not, the reasons thereof ?	No tribal student applied for admission to the Boarding House during this session.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কতজন ছাত্র ঐ বোর্ডিং এ আছে এখন ?

শ্রী বি, দাস ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ স্কুলে কোন ট্রাইবেল ছাত্র পড়ে কি না ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল স্টুডেণ্ট পড়তে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ—পড়তে পারে is not answer.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— পড়ছে।

Mr. Speaker :— Yes. The reply must not be evasive.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যদি স্কুলে তারা পড়ে তাহলে ঐ স্কুলে অ্যাটাচড্ বোর্ডিং এ তাদের স্থান না পাওয়ার কি হেতু আছে ?

শ্রী বি, দাস ঃ—আমি এই প্রশ্নের উত্তরে আগেই বলেছি No tribal student applied for addmission to the Boarding House during this session. ফিফটিস্থ ফেব্রুয়ারী নাইনটিন সিক্সটি সিক্স লাস্ট ডেট্ ছিল ফর রিসিভিং অ্যাপ্লিকেশন। তার মধ্যে কোন অ্যাপ্লিকেশন আসেনি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ বোর্ডিংএ স্থান পাওয়ার জন্য কমলপুর এলাকা থেকে কোন ট্রাইবেল স্টুডেণ্ট দরখাস্ত করেছেন কি না শিক্ষা বিভাগে ?

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিফটিন্থ ফেব্রুয়ারী, নাইনটিন সিকস্‌টি সিক্‌স লাস্ট ডেট। তার মধ্যে আমরা পাইনি।

Mr. Speaker :— Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog :— Question No. 693.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 693.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিলোনীয়া বিভাগ হইতে কোন্ কোন্ স্কুল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা বিভাগে ১০,০০০ দশ হাজার করিয়া টাকা জমা দিয়াছে।	কোন স্কুলকে শিক্ষা বিভাগে উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা জমা দিতে হয় নাই।
২। যদি টাকা জমা দিয়া থাকে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— বিগত ডিসেম্বর মাসে শান্তিরবাজার এবং বাইকুড়ার স্কুলে ১০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে কোন পত্র লেখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— স্কুলে যে ম্যানেজিং কমিটি থাকে সেই কমিটিকে বলা হয় যে ১০ হাজার টাকা স্কুলে রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখবার জন্য। কারণ পশ্চিমবংগ শিক্ষা পর্ষদের কাছ থেকে যখন অনুমোদন লাভ করতে হবে তখন কতগুলি কণ্ডিশান ফুলফিল করতে হয়, তার মধ্যে ১০ হাজার টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা একটা। তাছাড়াও স্কুলের জায়গা, ঘরবাড়ী, শিক্ষার আসবাব পত্র ইত্যাদি টার্ম্‌স অ্যাণ্ড কনডিশানগুলি ফুলফিল করে সেখানে পাঠালে পরে তখনি অনুমোদনের প্রশ্ন আসে। কাজেই সরকারের কাছে ১০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— গত ডিসেম্বর মাসে শান্তির বাজার এই কমিটির কাছে শিক্ষা বিভাগ থেকে এই কথা লিখা হয়েছে কিনা যে এই ১০ হাজার টাকার কণ্ডিশান তোমরা ফুলফিল করলেই সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্টার্ট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— আমি আগেই বলেছি যে ১০ হাজার টাকা জমা রাখাটাও একটা কণ্ডিশান। কাজেই সেখানে যেটা লিখা হয়েছে সেটা অনুরোধ করেছি কমিটিকে রিজার্ভ ফাণ্ডে ১০ হাজার টাকা রাখবার জন্য।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— এই দশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার পরেও ঐ স্কুলটাকে মঞ্জুরী দেওয়া হয়নি কেন ?

শ্রীবি, দাস :— আমি বলেছি যে শুধু দশ হাজার টাকা জমা দিলেই চলবেনা, অন্যান্য যেসব সর্ত্ত আছে, যেমন ঘরবাড়ীর জায়গা, শিক্ষার আসবাবপত্র এইগুলিও থাকতে হবে। এই সমস্ত সর্তপূরণ করলেই পশ্চিম বংগ শিক্ষা পর্ষদের কাছে লিখে পাঠাবে অনুমোদনের জন্য।

শ্রীলুড়া আং মগ :—তাহলে এই দশ হাজার টাকা দেওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। তারা কণ্ডিশানগুলি ফুলফিল করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা অনুমোদন পায় নাই। আমার প্রশ্ন হল তাদের অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা মন্ত্রী মহাশয় করেছেন কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলি সর্তের মধ্যে এই দশ হাজার টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা একটা কণ্ডিশান। কাজেই দশ হাজার টাকা দিলেই চলবে না। আরও যে সর্ত আছে সেগুলোও পূরণ করতে হবে।

Mr. Speaker :—What is the fact ? Is it simply the Education Depratment or Education Directorate issued a circular to the schools intimating the conditions laid down by the West Bengal Secondary Education Board ? It is a mere circular or is a comitment ? I think this is what the Hon'ble Member means to say.

Shri Hlura Aung Mog :—Yes.

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন যে সমস্ত কণ্ডিশন ফুলফিল করতে বলেন তাদের এ্যাফিলিয়েশন পেতে হলে পরে, সে সমস্ত কণ্ডিশন'এর কথা আমাদের ডিপার্টমেণ্ট প্রাইভেট স্কুল কমিটিগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন বাই এ সার্কুলার।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, এই সমস্ত জানিয়ে দেওয়ার পর যে কণ্ডিশন তার রেখেছেন সেটা তারা ফিল আপ করে টাকা জমা দিয়েছে, তারপর এখন পর্যন্ত তাদের মঞ্জুরী দেয় নাই, তার কারণ কি সেটা জানাতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাফিলিয়েশন দেওয়ার অথরিটি হচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন, কাজেই তারা এখনও করেন নাই।

শ্রীলুড়া আংমগ :—এই বছরে করার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—এই বছরের সময় চলে গেছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই এই বছরের কোন প্রশ্ন আসেনা।

Mr. Speaker :—Shri Birchandra Deb Barma is absent Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—Question No. 724.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 724.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Deptt. be pleased to state :—	
(১) ইহা কি সত্য যে সরকার অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত তুইহু ও অম্পি এলাকা হইতে ধান সংগ্রহ করিয়াছেন ?	তুইহু এলাকা হইতে সরকারী খাতে ধান খরিদ করা হইয়াছে। কিন্তু অম্পি এলাকা হইতে কোন ধান খরিদ করা হয় নাই।
(২) যদি হইয়া থাকে কি দরে এবং কত পরিমাণ ধান সংগ্রহ করা হইয়াছে ?	৩৫.০০ টাকা প্রতি কুইণ্টল দরে ২১,৮৪০ কে, জি, ধান্য খরিদ করা হইয়াছে ?
(৩) ইহা কি সত্য যে, উক্ত এলাকায় ধান সংগ্রহ করার জন্য সরকার একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন ? যদি নিযুক্ত করিয়া থাকেন তাহার নাম কি ?	হ্যাঁ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা।
(৪) ইহা কি সত্য যে উক্ত এজেণ্ট তুইহু বাজারের ক্রয়বিক্রয় কো-অপারেটিভ সোসাইটির সহযোগিতায় এলাকায় অনেক লোকের নিকট হইতে জোরপূর্ব্বক ধান আদায় করিয়াছেন ?	না।

শ্রীবুলু কুকি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যেখানে ধান সংগ্রহ করার ব্যাপারে তুইহুতে যে এজেণ্ট বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, সেই সোসাইটির তরফ থেকে জোর করে এলাকার বিভিন্ন কৃষকদের কাছ থেকে ধান আদায় তারা করেছিল কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের কোন কিছু কমপ্লেন নাই।

শ্রীবুলু কুকি ঃ—তুইহু এলাকার শচীনলাল কায়বেকের কাছ থেকে সেই কো-অপারেটিভ কোন ধান খরিদ করেছিল কিনা, এবং যদি খরিদ করে থাকে সেই ধান কত পরিমাণ ছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলেছি যে এই ধরণের কোন রকম কমপ্লেন নাই, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেটা আমরা খবর নিয়ে বলতে পারব।

শ্রীবুলু কুকি ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে সেখানে যখন ধান খরিদ করা হয় তখন ধানের দর প্রতি মণ অর্থাৎ ৪০ কে. জি. ১৩ টাকা দরে খরিদ করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ওরিজিন্যাল প্রক্যুরমেণ্ট প্রাইসটা আমরা ঠিক করে দিয়েছিলাম ৩৫ টাকা পার কুইণ্টাল এবং সেই দরেই খরিদ করা হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকি ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন সেই কো-অপারেটিভের যে ম্যানেজার আছেন, তিনি অনেক ধান সেখানে জমা করেছেন এবং সেই ধান তার নিজের ইণ্টারেস্টে কয়েকজন লোককে লোন হিসাবে দিয়েছিল কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার তা অবগত নন।

শ্রীবুলু কুকি :— যদি এই সম্পর্কে সত্য হয় তাহলে সরকার তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— যদি সত্য হয়, তাহলে রাজী আছেন।

Mr. Speaker :— Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 270.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 270.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. desire to open agricultural wing in the Higher Secondary Schools situated in the rural areas of Tripura ;	Yes
2. if so, what steps that have been taken in the matter ?	Under one of the Centrally sponsored Scheme, strengthening of agriculture stream in multipurpose schools, it is proposed to start agricultural wing in the following schools— 1) Ashram School , Bagafa. 2) Barpathari Higher Secondary School. 3) Navagram Higher Secondary School.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেখানে কি নেসেসারী ষ্টাপ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— নেসেসারী ষ্টাফ দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— দেওয়া কি হয়েছে না এখনও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এখনও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এ্যাগ্রিকালচার উইং আমরা খুলে ফেললাম কিন্তু এখনও মাষ্টার দেওয়া হচ্ছে, এভাবে এ্যাগ্রিকালচারেল উইং খোলার সার্থকতা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সার্থকতা আছে বলেই সেটাকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে কার্য চলছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এগ্রিকালচার—উইং খোলার পারপাস কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রথম পারপাস হল মানুষকে এ্যাগ্রিবায়াস করার জন্য সেটা করা হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্য রেখেই সেটা করা হচ্ছে এবং সেটা করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমরা যেখানে এ্যাগ্রিকালচার প্রডাকশন খুব বাড়াতে চাই এবং সেই উদ্দেশ্যে স্কুলগুলিতে এ্যাগ্রিকালচারের উইং খুলছি। কাজেই সেখানে যদি আমরা মাষ্টার নিয়োগ না করে সেই উইং খুলি তাতে আমাদের কিছু অর্থের অপচয় হয়, কিন্তু এ্যাগ্রি-কালচারের ডেভেলাপমেণ্টের কিছু হয় না। গভর্ণমেণ্ট কি মনে করেন না যে এইভাবে মাষ্টার নিয়োগ না করে এ্যাগ্রিকালচারের উইং খোলাতে পাবলিক অর্থের মিসইউজ হচ্ছে ?

Mr. Speaker :—Firstly Wing should be started and then the teacher should be recruited.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—দুইটি সাথে সাথে আসতে হবে স্যার, আমি দুই বছর আগে উইং খুলে রাখলাম, তাতে বাজেটের টাকা সব খরচ হয়ে গেল, মাষ্টার নিয়োগ করা হল না তাহলে আমাদের অর্থের অপচয় হল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এগুলি কবে খোলা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে ইট ইজ ইন প্রসেস টু ষ্টার্ট দি এ্যাগ্রিবায়াস এডুকেশন উইং ইন দি স্কুলস এবং সেই প্রসিড্যুর অনুসারে কার্য চলছে অতএব সেটাকে যদি কেউ বলেন যে মিসইউজ অব মানি তাহলে সেটাকে আমরা মিসইউজ অব মানি বলিনা। কারণ কোন কাজ করতে গেলে পরে রাতারাতি সমস্ত স্কুলগুলিতে সেই লোক, প্রফেসার আমরা দিয়ে দেব এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। অতএব সেই ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সেই কাজে অগ্রসর হচ্ছি ?

Mr. Speaker :—Mere reply is sufficient.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই তিনটি স্কুলে এ্যাগ্রিকাল-চারের উইং কবে খোলা হয়েছে ?

Shri M. L. Bhowmik :—আমি আগেই বলেছি যে it has been proposed to start agriculture wing in the following schools.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ঐ তিনটি স্কুল কি প্রপোজালের মধ্যে আছে না সেখানে খোলা হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—প্রপোজড টু ষ্টার্ট করার বাংলা অর্থ কি দাঁড়ায় মাননীয় সদস্য নিশ্চয় বুঝতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ঐ তিনটী স্কুলে তাহলে খোলা হয়নি ?

Mr. Speaker :—It has been proposed to start.

Shri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :—512.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 512.

QUESTION	REPLY
1. Whether it is a fact the existing procedure of payment of the recurring grant to privately managed institutions causes great difficulties for payment of the staff smoothly ;	The correct procedure of payment of grants is for the schools to incur the expenditure, submit audited accounts and then claim grants as per Rules. The difficulty in case of privately managed schools of this Territory arises because they have no funds to carry on and then claim grants as per procedure.
2. If so, what step has been taken by the Govt. to change the procedure 3. and what are the results thereof ;	On a move from this end Govt. of India have approved the principal of giving advance grants to the schools as interim help on the basis of previous year's-recurring grants. As this practice does not help the newly started schools in the case of which the question of previous year's grants does not arise. Govt. of India have also approved the system of giving advance grants to such schools to the extent of actual emoluments of teachers.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে প্রিভিয়াস ইয়ারের বেসিসে ইণ্টারিম গ্র্যাণ্ট পাওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সুনির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া হচ্ছে না, ইহা কি অবগত আছেন ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুনির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা সরকার তা অবগত নন্ ।

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বললেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এইগুলি নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে সেগুলি কি তাঁরা জানেন না ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে, সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে ।

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব ঃ— এই জন্য কাদার সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে মুভ করা যেতে পারে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— আমরা গ্র্যান্ট ইন এড্ রুলস যদি চেঞ্জ না করি তাহলে এটা করা সম্ভব নয়।

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে প্রাইভেট স্কুলগুলি ভালভাবে চলার জন্য বা এইগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি পন্থা আমরা অবলম্বন করতে পারি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে অডিট রিপোর্ট পাওয়ার পর কত দিনের মধ্যে এটাকে ফাইনেলাইজ করা হয় ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটার কোন টাইম লিমিট আছে কিনা আমার জানা নাই।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— অডিট করার পরেই এ, জি, এর স্যাংশন নিতে হয় এবং স্যাংশন নিতে গেলে পরেই দেরী হচ্ছে এবং সেজন্যই এই ইন্টারিম গ্র্যান্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তা না হলে পরে তো আমাদের যে রুলস্ আছে সেই রুলসে তারা এই গ্র্যান্টের জন্য ডিমাণ্ড করবেন, সেটা তারা আগে খরচ নিজেরা করবেন তারপর সেটা অডিট হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে অডিট রিপোর্ট ফাইন্যাল হয়ে আসার পর টাকাটা দেওয়া হয়, না যে ইনষ্টলমেন্টের সময়ে রিপোর্টটা ফাইন্যাল হয়ে আসে তখন শুধু সেই ইনষ্টলমেন্টের টাকাটা দেওয়া হয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— যতটুকু মঞ্জুর হয় ততটুকুই দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— অডিট রিপোর্ট তো এ, জি, ফাইন্যালাইজ করলেন; ফাইন্যালাইজ করে বললেন এই টাকাটা তার পাওনা। ৪টা ইনষ্টলমেন্টে টাকাটা দেওয়া হয়। লাষ্ট ইনষ্টলমেন্টের সময়ে রিপোর্টটা এখানে আসল। তখন সে লাষ্ট ইনষ্টলমেন্টের টাকাটা পায় আর বাকী তিনটা ইনষ্টলমেন্টের টাকা সে আর পায় না যার ফলে স্কুলগুলি বরাবর সাফার করছে। কাজেই এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অবগত আছে কিনা এবং এটা সলভ্ করার তারা কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— বলাই হয়েছে যে এ, জিকে আমরা অডিট রিপোর্ট পাঠাই, তারপর সেটা স্যাংশন হয়ে আসে। আসার পর আমরা সেটাকে ফোর ইনষ্টলমেন্টে দিই। এর কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে কিনা আমি জানি না।

Mr. Speaker :— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— 584.

Shri B Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 584.

QUESTION	ANSWER				
		VI	VII	VIII	IX
(a) How many students appeared in admission test examination in January, 1966 for admission into Class VI to IX of Govt. Schools and aided Schools of Dharmanagar Town ;	(a)	402	22	32	142
(b) how many of the students got admission in those classes ?		208	28	27	58

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানাবেন কি যেসমস্ত ছাত্র অ্যাডমিশন পায় নাই তাদের কি অবস্থা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই স্কুলে অ্যাডমিশান টেষ্ট নেওয়া হয় এবং অ্যাডমিশান দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। যখন সীট থাকে না তখন তারা অন্যত্র খুঁজে নেয়। যারা অ্যাডমিশন টেষ্ট দিয়েছেন অথচ অ্যাডমিশান পান না তাদের কি হয়েছে সরকার তা অবগত নন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে রয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— সরকার তা অবগত নহেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আগামী বৎসরে বা এরপর থেকে ছাত্রদের অ্যাডমিশন পেতে অসুবিধা হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— সরকার তা বরাবরই চেষ্টা করছেন যাতে অ্যাডমিশন পেতে অসুবিধা না হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ধর্মনগরে আরও সেক্‌শান সিক্‌স টু নাইন বাড়ানো যায় কিনা ?

শ্রী বি, দাস ঃ— প্রয়োজন বোধে সরকার বরাবরই তা বিবেচনা করে থাকেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এই যে ছাত্রগুলি ভর্তি হতে পারে নাই এতে কি সরকার প্রয়োজন মনে করেন না ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ফিগারটা এখানে দেওয়া হয়েছে এটা জানুয়ারী মাসের অ্যাট দি টাইম অব অ্যাডমিশন। এর পরেও আমাদের শিক্ষা বিভাগ থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে আরও ৫ জন করে তারা ভর্তি করতে পারবে এবং তাছাড়াও ইতিমধ্যে আফটার জানুয়ারী অনেক ছেলে ভর্তি হয়েছে। যে সংখ্যা এখানে দেখানো হয়েছে, এটা ঠিক নয়। অনেকেই এর মধ্যে ভর্তি হয়ে পড়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন কতজন এর মধ্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— আমার এটা জানা নেই, আমি পরে জানাব।

শ্রীমুড়া আং মগ :— কেন ভর্তি হতে পারে নাই, এটা জানাবেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আমার মনে হয় অ্যাডমিশান টেস্টে স্যুটেবল বলে তারা গণ্য হয় নাই। সেজন্য ভর্তি হতে পারে নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত সরকারী স্কুলেই কি অ্যাডমিশান টেষ্ট নেওয়া হয়েছে এই বৎসরে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— সমস্ত সরকারী স্কুলেই নেওয়া হয়েছে, একমাত্র এখানকার উমাকান্ত একাডেমী ছাড়া।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— 687.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 687.

	QUESTION	ANSWER
1.	Whether any advertisement was made for the post of Physical Instructor ;	No.
2.	if how many candidates have applied for the post ;	Does not arise.
3.	on what basis the appointment had been made ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— বর্তমানে যাদিগকে ফিজিক্যাল ইনস্‌ট্রাক্টর পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাদিগকে কি ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনার প্রশ্ন কোন ইয়ারে তার উল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি ৬৪-৬৫ এর কথা বলছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—লাষ্ট ইয়ারের কথা বলছি।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—না, এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয়নি কারণ এই পোষ্টে আমরা ডিরেক্ট রিক্রুট করিনা, যারা এসিষ্টেন্ট গ্রাজুয়েট টিচার আছেন তাদের ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং তার থেকে এইসব পোষ্টে তাদের এ্যাবজর্ব করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের এ্যাবজর্ব করা হয়েছে তাদেরকে প্রমোশন হিসাবে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— যাদের নেওয়া হয়েছে, তারা ফিজিক্যাল ট্রেনিং পাশ করেছেন, তার পেস্কেল হায়ার দ্যান দি অর্ডিনারী গ্র্যাজুয়েট টিচার, কাজেই তাদের সেটা প্রমোশন হতেও পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি মীরা ভট্টাচার্য্য নামে একজন ক্র্যাপ্ট ট্রেইনড টিচার ছিলেন, তাকে ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটার হিসাবে যে নেওয়া হয়েছে, তাকে ফিজিকাল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ফিজিক্যাল এডুকেশন ট্রেণ্ড এই রকম বহু টিচার আছেন তাদের ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটার হিসাবে নেওয়া হয়নি অথচ আন ট্রেণ্ড পার্সনকে নেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত ঘটনা জানেন কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা ফিজিক্যাল ট্রেনিং পেয়েছে তাদের সকলকে ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ক্রমে ক্রমে। সকলকে একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। According to plan and scheme সেটা করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—প্রশ্নটা হচ্ছে আন-ট্রেণ্ড পার্সনকে ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটারের পদে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag :—698

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 698.

QUESTION	REPLY
১। বিলোনীয়া বিভাগে রাজনগর এলাকায় গরু চুরির উপদ্রপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড়াইয়া, বলদাখাল ও শ্রীরামপুর গ্রামের অধিবাসীগণ স্থানীয় এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ী বসানর দাবী জানাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে কিনা?	না
২। যদি দরখাস্ত করিয়া থাকে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে?	প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে বড়াইয়া, বলদাখাল এবং শ্রীরামপুর এলাকায় যে পুলিশ ফাঁড়ী বসানোর জন্য তারা দাবী করেছে, ইতিমধ্যে অনেক গরু তাদের চুরি হয়ে গেছে কিনা সেখানে?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবে আগেই বলা হয়েছে যে বড়াইয়া বলদাখাল এবং শ্রীরামপুর, এই এরিয়া থেকে কোন রকম দরখাস্ত সরকার পান নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ :—আমি জানতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই পুলিশ ফাঁড়ী না থাকার দরুণ সে জায়গায় বহু গরু চুরি হচ্ছে একথা সত্য কিনা?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই এরিয়াতে বিলোনীয়া সাবডিভিশানে আটটি বি, ও, পি, সেণ্টার আছে এবং সেখানে তারা ইনটেনসিভ প্যাট্রলিং করছে এবং সেখানে যাতে গরু চুরি না হয় সেইদিকে বরাবর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। তারপর যে এরিয়ার কথা বলা হয়েছে সেই এরিয়া থেকে দেড় মাইল থেকে তিন মাইল দূরে একিমাতে একটি বি, ও, পি, সেণ্টার আছে, তারা সেখানে ইনটেনসিভ প্যাট্রলিং করছে, এবং বরাবর লক্ষ্য রাখছেন যাতে গরু চুরি না হয়।

শ্রীলুড়া আং মগ :—একিমা থেকে বড়াইয়া বলদাখাল'এর দূরত্ব ১৪ মাইল, ইহা সত্য কিনা?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যতটুকু ধারণা সেটা দেড় মাইল থেকে তিন মাইলের মধ্যে, ১৪ মাইল কিনা সেটা সরকারের সঠিক জানা নেই।

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই যে বর্ডার এলাকায় গরু চুরি হয়েছে, সে সমস্ত গরু রিফিউজিদের। আমি জানতে চাই যাদের গরু চুরি গেছে, তাদের সরকার থেকে কোন সাহায্য করা হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—চুরি যাতে না হয় বরাবর সরকার সে দিকে লক্ষ্য রাখছেন। চুরি যাদের হয়ে গেছে, সেই সম্বন্ধে কোন কিছু বিবেচনা সরকার করবার আগে অন্ততঃ খবরাখবর নেবেন।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি এই চুরি যে সংগঠিত হচ্ছে, এটার জন্য সম্পূর্ণ সবকার দায়ী ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার এইজন্য দায়ী নয়।

Mr. Speaker :— Is the Hon'ble Member likes to say that the Government has any hand in it ?

শ্রীলুড়া আং মগ :— সেখানে পুলিশ ফাড়ী বসান প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সর্ব্বত্র পুলিশ ফাড়ী দিয়ে ঢেকে রাখার মত সংস্থা এখনও আমাদের গড়ে উঠে নাই। তবে এই যে মনোভাব যে পুলিশ ছাড়া সংরক্ষিত হবে না, সেটা অত্যন্ত খারাপ মনোভাব, এই মনোভাব যদি আমাদের থাকে তাহলে পুলিশ দিয়ে সেটা রক্ষা করা চলবে না। কারণ মনোবলই যদি না থাকে, আমার যতটুকু ধারণা বর্ডারের প্রত্যেকটি জনসাধারণের সেই মনোবল আছে, তারা সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সেইভাবে কাজ করবেন, এই বিশ্বাসও আমার আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পাঁচ শত মাইল বর্ডার পুলিশ দিয়ে ঢেকে রাখার ক্ষমতা সরকারের নাই অতএব এটা করা সম্ভব নয়।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে বড়াইয়া, বলদাখাল এরিয়া, সেখানে পুলিশ ফাঁড়ী বসানর প্রয়োজন বোধ করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র পুলিশ ফাঁড়ী বসানর আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ হল এই পুলিশ থাকলেও চুরি হবেনা তার কোন মানে নেই। কারণ এটা এমন কোন ব্যাপার নয় যে পুলিশ ফাঁড়ী থাকলেই কোন চুরি হবেনা বা কোন শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হবেনা এইরকম প্রতিশ্রুতি কোন সরকার বা আমরা দিতে পারবনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কথা হচ্ছে এই এলাকাতে কোন পুলিশ ফাড়ী বসাতে গভর্ণমেণ্ট রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেই সমস্ত অঞ্চলে পুলিশ ফাঁড়ী বসানোর কথা বর্ত্তমানে নাই।

Mr. Speaker :— Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma :— 720

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 720.

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that all the police officers in the radio organisation, Tripura except the Radio operators are getting the benefit of revision of pay scale as the corresponding police personnel of similar rank in unarmed branch of Police ;	No, the pay scales of the Radio Officers including the Radio operators have been revised. There being no Police rank for Supervisors, Operators etc. except for Uniform only, the question of sanctioning corresponding Police Scale to them does not arise.
2) if so, what are the reasons of not giving the same benefit to the Radio operator ;	Does not arise.
3) whether the Radio operator grade I and Grade II are allowed to draw proficiency pay at the rate of Rs. 40/- & 20/- respectively in addition to their pay as recommended by technical standard committee ;	No, but the Radio operators are allowed technical pay ranging from Rs. 10/- p. m. to Rs. 20/- p.m. based on the length of service as Radio operators.
4) if not, the reasons thereof ?	The pay structure in Tripura is based on that prevailing in West Bengal. Since proficiency pay is not being given in West Bengal, question of allowing such proficiency pay to the radio staff of Tripura Police does not arise.

Shri Birchandra Deb Barma :—Will the Hon'ble Minister say whether the Asstt. Commandant of Radio is getting similar pay that of Asstt. Commandant of Armed Section ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether the Inspector, Communication is getting the same pay scale of the Inspector of unarmed section ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether the Radio Mechanics are getting the same pay of Sub-inspector of Unarmed section ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Whether it is a fact that the Government of India has confirmed the police rank to the Radio Operator and the Radio Mechanics corresponding to that of A. S. I. and S. I. Rank ?

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, it is not a fact.

Shri Birchandra Deb Barma :—I refer to letter, New Delhi on 11/31st July, 1959 corresponding to 27 Shravan, 1881. Letter written to the Chief Secretary by the Under Secretary, to the Government of India. Will the Hon'ble Minister please refer to that correspondence ?

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, that letter is not with me, so I can not give reply to this question off hand. So I Demand Notice.

Shri Birchandra Deb Barma:—Will the Hon'ble Minister be pleased to say whether the Radio Mechanic by the same correspondence has given the corresponding Police rank of S. I. of un-armed Police ?

Shri M. L. Bhowmik :—They have been given that rank only in uniforms.

Shri Birchandra Deb Barma :—Will the Hon'ble Minister be pleased to refer to the letter or correspondence by which they have been given this rank as regards only to uniforms ?

Shri M. L. Bhowmik :—I cannot give reply to this question. So I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Should I mean to say that the Hon'ble Minister is giving answer without any reference to the correspondences given by the Government of India ?

Shri M. L. Bhowmik :—I am giving reply to the questions as far as possible on the basis of correspondences with the Government of India.

Shri Birchandra Deb Barma :—So will the Hon'ble Minister be pleased to speak that by what correspondence they have been given rank only as regards their uniforms ?

Shri M. L. Bhowmik :—I shall give reply to this question later on.

Shri Birchandra Deb Barma :—My definite question is that they have been given the rank of S. I. in all respect, whether it is a fact or not ?

Shri M. L. Bhowmik :—I have already given reply to this question that they have been given the rank of S. I. of Police in respect of uniform only.

Shri Birchandra Deb Barma :—And is this in respect of Radio Operator or in respect of Radio Mechanic also ?

Shri M. L. Bhowmik :—This is in respect of Radio Operator only.

Shri Birchandra Deb Barma :–Not in respect of Radio Mechanic ?

Shri M. L. Bhowmik :—Not in respect of Radio Mechanic.

Shri Birchandra Deb Barma :—Will the Hon'ble Minister be pleased to answer by reference to the Government of India's letter by which Radio Mechanic has been given corresponding Police rank ?

Shri M. L. Bhowmik :—I am not in a position to reply to this question. So I demand notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Would it be correct to say that the Radio Operator and Radio Mechanics have been given the corresponding Police rank by the same communication ? There is no different communication. Radio Operator and Radio Mechanic have been given the police rank by the same communication of the Government of India ?

Shri M. L. Bhowmik :—I demand Notice.

Shri Birchandra Deb Barma :—Will the Hon'ble Ministei be pleased to say what is the pay scale of the Radio Operator at present ?

Shri M. L. Bhowmik :—Radio Operators, prior to 1961 Rs. 65-3-95-115/- plus technical pay. From 1. 4. 61 the scale of Radio Operator is Rs. 125-3-140-4-156-EB-4-200/-plus technical pay.

Shri Birchandra Deb Barma :—Then from 1963 whether there is any revision of pay scale of these employees ?

Shri M. L. Bhowmik :—No, there has not been any revision of pay scale.

Shri Birchandra Deb Barma :— Since 1961 ?

Shri M. L. Bhowmik :—Since 1961 ? These Radio Operators have already been in the identical pay scale with that of West Bengal pay scale.

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—727.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 727.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে অনেক হোমগার্ড ছাটাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে ;	না, কোন হোমগার্ডকে ছাটাই করিয়া দেওয়া হয় নাই।
২। সত্য হইয়া থাকিলে কি কারণে এবং কতজন ছাটাই করা হইয়াছে;	প্রশ্ন উঠে না।
৩। যাহাদের ছাটাই করা হইয়াছে সরকার তাহাদের জন্য বিকল্প কার্য্য সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা ?	যেহেতু কোন হোমগার্ডকে ছাটাই করিয়া দেওয়া হয় নাই, অতএব বিকল্প কার্য্য সংস্থানের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

Mr. Speaker :—Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—269.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 269.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the attention of the Govt. has been drawn to the news published in the daily "Jagaran" dated October 20, 1965 under the head line— "মধুবন সমবায় সমিতি লিঃ এর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ"	Yes.
2) If so, whether the matter has been inquired into ; and	Yes.
3) with what result ?	The allegations levelled are not based on fact.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে এনকোয়ারীটা কি হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—এ্যাসিসটেন্ট রেজিষ্টার, কো-অপারেটিভ করেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—এনকোয়ারী করার সময় যারা কো-অপারেটিভের সদস্য তাদের সকলের সাক্ষী নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এনকোয়ারী করার যে সমস্ত পদ্ধতি, তিনি তাই অবলম্বন করেছেন।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—689.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 689.

QUESTION	REPLY
1. How many physical instructors are deputed in the Physical Education Office ;	Nil.
2. what is the duty of the physical instructors in the office ?	The Physical Instructors are to perform the following duties :— a) Impart specialised Training in different games and sports for school students. b) Organisation of Short Course training for School Teachers.

c) Organisation orientation„Training for National Physical Efficiency Tests.

d) Organisation of Scouts & Guides & bulbuls and arrangement of Training.

e) Holding of Social Service Camp with Scouts and Guides.

f) Organisation of competitions at different levels.

g) To help the institutions to organise their sports and games and competitions.

h) To guide & supervise the Physical Education Programmes in Schools and Clubs.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি তাদের কেন অফিসে রাখা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— আমি উত্তরে বলেছি কি কারণে, কি সমস্ত প্রগ্রামের কাজ তারা করছেন। ডাইরেক্টরেটে থাকেন না সেকথা আমি পূর্ব্বেই উত্তরে বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— যে প্রগ্রামগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে সেই প্রগ্রামগুলি কি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট অফিসে না স্কুলে, না ময়দানে, কোথায় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— আমি পূর্ব্বেই বলেছি এডুকেশন ডাইরেক্টরেটে যে সমস্ত ফিজিকেল ইনস্ট্রাক্টর আছে তারা এই সমস্ত প্রগ্রামের কাজ করে যাচ্ছেন।

Mr. Speaker :—No more Supplementary ?

Shri Aghore Deb Barma : — No.

Mr. Speaker :— The question hour is over. I would request the Hon'ble Minister to lay on the table of the House the replies to the un-answered-starred questions as well as the unstarred questions.

Mr. Speaker :—I pass on to the Next item—

GOVERNMENT BUSINESS
(FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1966-67.

Mr. Speaker :—To day in the List of Business—6 Demands viz. Demand Nos. 12—Police, 2—Land Revenue, 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes & Duties are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular demand and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax. 3—State Excise Duties, 4 Taxes on Vehicles and 5—Other Taxes & Duties together and I shall all have one general debate on these four demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 12—Police.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,46,47,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 12—Police.

এখানে বাজেটে এই অর্থ রাখা হয়েছে, আমাদের ডিফেন্সের জন্য সেটা করা হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানত: এই বাজেটে অংক বর্দ্ধিত করা হয়েছে এবং ইমার্জেন্সী আছে বলেই সেটা বর্দ্ধিত হচ্ছে। তার সাথে সাথে ল' এণ্ড অর্ডারের জন্য সাধারণত: যা রাখা হয় ঠিক সেইভাবে এই অর্থ এখানে ধরা হয়েছে। অতএব আমি মনে করি যে হাউস এটা ইউনেনিমাসলী এই ডিমাণ্ডকে স্যাংশান দেবে।

Mr. Speaker :—There are 5 Cut Motions against this Demand. I would call on Shri Hlura Aung Mag to discuss on Failure to check smuggling by border Police.

I would request the Hon'ble Members speaking in support of the Cut Motions that they should confine their comments in the points you see, specific grievances for which that have given notice.

Shri Atiqul Islam :—আমরা কি এণ্টায়ার ডিমাণ্ডের উপর বলতে পারব না স্যার ?

Mr. Speaker :—No, specific demands. There are different things. So if we allow all the Members to speak on the whole demands then there will be repeatation. It is better to inform the House the particular grievance which he has concentrated in his mind and all the Cut Motions put together.

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা কাট মোশন রেখেছি, তার কারণ হচ্ছে এই যে আমরা আগামী দিনের বাজেট যেটা করেছি, তার মধ্যে যে বর্ডার পুলিশ তার যে বিভিন্ন খরচ এবং পে এণ্ড এষ্টাব্লিশমেণ্ট এবং এই সমস্ত মিসেলিনীয়াস খরচ বাবদ ১,৪৬,৪৭,০০০/- আমরা এই বাজেটের মধ্যে রেখেছি, এই বাজেটের টাকা ঠিক যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে আজকে আমরা সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে পারি নাই এবং রুলিং পার্টি আজ এইভাবে এই টাকাগুলির অপব্যয় করে চলেছেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এই যে আমাদের সমস্যা, এই সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না। বর্ডারে অহরহ গরু চুরি থেকে আরম্ভ করে নানা ব্যাপারে অনেক জিনিষপত্র পাকিস্তানে যে পাচার হয়ে যায় সেটা আজ পর্য্যন্ত বর্ডার পুলিশ দিয়ে তারা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং তারজন্য আজ এই রকম চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্ডারের যে সব এলাকা, যেমন ঋষ্যমুখএর কথা আমি বলছি, সেই ঋষ্যমুখ, হরিপুর গ্রামে সেখানে শারদাচরণ দেবনাথের পাঁচটি গরু চুরি হয়ে যায় এবং ২০শে মার্চ রাত্রে শিবপুর গ্রামে শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী ও শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী তার পাঁচটি গরু, শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ তার ২১শে মার্চ দুইটি গরু চুরি যায়। তার মূল্য হবে দুইশত টাকা এবং রামনগর গ্রামে শ্রীহরনাথ চক্রবর্ত্তী তার ঠাকুর মণ্ডপ থেকে অনেক জিনিষপত্র চুরি গিয়েছে এবং এছাড়া আমরা দেখছি যে রাজনগর সেই বলদাখাল, শ্রীরামপুর এই সমস্ত এলাকায় গত পাকিস্তানী আক্রমণের পর এই কয়েক মাস'এর মধ্যে সেখানে প্রায় ১০০ জোড়া গরু চুরি হয়ে গেছে। আমি নাম বলছি এখানে :—

শ্রীমহেন্দ্র দে—৪টি বলদ, ১টি গাই।
শ্রীপ্রসন্ন দে—১টি বলদ।
শ্রীহরিমোহন দে—৪টি বলদ।
শ্রীযোগেন্দ্র দে—৪টি বলদ, ২টি গাই।
শ্রীরবীন্দ্র পাল—২টি বলদ।
শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল—২টি বলদ।
শ্রীহরেন্দ্র দে—১টি বলদ, ১টি গাই।
শ্রীশচীন্দ্র দেব—১টি বলদ।
শ্রীশচীন্দ্র সূত্রধর—১টি গাই।

Mr. Speaker :—In same village ? What is the number of cattle lifted in Hrishyamukh area ?

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—ঋষ্যমুখ এরিয়ার মধ্যে বিগত ১৮ই মার্চ, হরিপুর গ্রামে মোট ১২টী এই ছাড়া একজন চক্রবর্ত্তী তার.........

মিঃ স্পীকার ঃ—অল ইন হরিপুর ?

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—এই ছাড়া বলদাখাল, শ্রীরামপুর, রাজনগর এলাকার দক্ষিণদিকে এখানেও চুরি হয়ে গেছে এই দুই মাসের মধ্যে তার লিষ্ট আমি দিচ্ছি—

নাম	বলদ'এর সংখ্যা	গাই'এর সংখ্যা
	...	
শ্রীমহেন্দ্র দে	৪	১
শ্রীপ্রসন্ন দে	—	১
শ্রীহরিমোহন পাল	৪	—
শ্রীযোগেন্দ্র দে	৪	২
শ্রীরবীন্দ্র পাল	২	—
শ্রীহরেন্দ্র দে	১	১
শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল	২	—
শ্রীযতীন্দ্র দে	১	১
শ্রীশচীন্দ্র সুত্রধর	—	১
শ্রীহরকুমার নাথ	২	—
শ্রীনিবারণ কর্মকার	২	—
শ্রীক্ষেত্রকুমার নাথ	২	—
শ্রীভগবান শর্মা	৪	২
শ্রীনরেন্দ্র ডাক্তার	২	—
শ্রীহরেন্দ্র মোহন নমঃ	২	—
শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস	২	—
শ্রীহরিমোহন শীল	২	—

এই যে চুরি হচ্ছে এই চুরিকে প্রটেক্‌শন দেওয়ার জন্য সেই এলাকাবাসী সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করেছে। সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর জন্য তারা অনেক আবেদন নিবেদন করেছে। কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্তও পুলিশ ফাঁড়ি হয় নাই। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা বিগত বৎসর বলদ কেনার জন্য কিছু ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু তাদের ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় তারা দেখছেনা। সেটা করার জন্য সরকার তাদের কোন প্রোগ্রাম মাফিক সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন না। এই সাহায্য দেওয়া গরু আজ তারা হারাতে বসেছে। তাদের এই যে চাষের গরু হারিয়ে যাচ্ছে তারজন্য সরকার তাদের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ কিছুই দেন নাই আজ পর্য্যন্ত। না দেওয়ার ফলে সেই জায়গাতে আজ সমস্ত মাঠগুলি পড়ে রয়েছে। সেখানে কোন চাষ হচ্ছে না। তাদের চাষের কোন বলদ নাই। সমস্ত জমিগুলি পড়ে আছে। সেখানে লাঙ্গল দেবার কোন যন্ত্রপাতি নাই। সেজন্য এই হাউসের কাছে আমি বলব যে এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে এই বর্ডার রক্ষার জন্য আমরা যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করছি সেটা কোন কাজে লাগবে না। আমি বলব যে এই সমস্ত টাকা ঠিক ভাবে খরচ করে বর্ডারের জনসাধারণকে এই গরু চুরির হাতথেকে

রক্ষা করা হোক এবং আমি বলব যে আমরা যে ভাবে চলে আসছি এই ভাবে যদি চলতে থাকি তা হলে বর্ডারের জনসাধারণের কাছে আমাদের সরকার দোষী সাব্যস্ত হতে বাধ্য। কারণ এই যে চুরি হচ্ছে এটাকে এক রকম সায় দেওয়ার মত বলেই মনে হয়। বার বার বলা সত্ত্বেও প্রটেকশনের ব্যবস্থা সরকার করলেন না এবং ঐ এলাকার লোকেরা কোন রকম সাহায্য পাচ্ছে না। তারা সেখানে পুলিশের ব্যবস্থা করতে পারলেন না, পুলিশ ফাড়ি দিতে পারলেন না সেখানে। তাই আমি বলব যে উদ্দেশ্যে সরকার এই টাকা রেখেছেন তা ঠিক ভাবে খরচ হচ্ছে না। সুতরাং এ্যাষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি এনে এটাকে অপচয় করা হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব মন্ত্রী মণ্ডলীকে এই টাকাটা যাতে বর্ডার সুরক্ষার কাজে ঠিক মত ব্যয়িত হয় সেই দিকে যেন তারা নজর রাখেন। তা না হলে সরকারের তরফ থেকেও তারা সেফগার্ড পাবে না। সেজন্য আজ চতুর্দ্দিকে রব উঠছে। বিগত ২৫শে মার্চ, ১৯৬৬ইং তারিখে জাগরণ পত্রিকায় ঠিক এই খবর পরিবেশিত হয়েছে। ১৪৩ সংখ্যায় জাগরণ পত্রিকায় এই যে বর্ডারের চুরির উপদ্রব অহরহ চলছে, বিলোনীয়া সীমান্তে অরাজকতা, রাতের পর রাত গরু চুরি, তার প্রতিকার নাই। এই শিরোনামায় পত্রিকায় খবর বেড়িয়েছে। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই প্রায় এই ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যে ভাবে গরু চুরি হচ্ছে, ৬৪ সালের পর থেকে ঋষ্যমূখ, শিবনগর এবং দক্ষিণে কৃষ্ণনগর থেকে আরম্ভ করে মতাই পর্য্যন্ত যে সমস্ত গরু চুরি হয়ে গেছে প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকার উপরে ভারতের ক্ষতি হচ্ছে এবং এই সমস্ত গরুগুলি সমস্তই পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে। এটার কোন প্রটেকশান আমরা আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। সেজন্য আমি বলব এই ভাবে যদি অব্যবস্থা চলতে থাকে তা হলে কি ভাবে বর্ডারের জনসাধারণ সেখানে সরকারের আশায় বসে থাকবে এবং তারা হয়ত সেই দিকে প্রটেকশান না পেয়ে বিপক্ষে বা অন্য দিকেও সরে যেতে পারে। সেজন্য আমি মনে করি সেই দিকে নজর রেখে স্মাগলিং যাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই বর্ডার সংরক্ষণের জন্য যে বাজেট রাখা হয়েছে সেটা ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I will call on Shri Aghore Deb Barma to start discussion on "Police access on certain parts of Tripura". I would draw the attention of the Hon'ble member and tell him that he must dwel on the 'access' of recent times.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে বাজেটের মধ্যে অর্থমন্ত্রী পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি যে, টাকা এখানে রাখা হয়েছে তার পরিমানে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের নিরাপত্তা, সম্পত্তির উপরেই হোক বা নিজের উপরেই হোক বা বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে কিনা সেগুলি আমাদের নিশ্চয়ই তলিয়ে দেখা দরকার। আমরা কি দেখতে পাই? আজকে পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্য রাখা, নিরাপত্তার জন্য রাখা। কিন্তু পুলিশই আজকে দেশের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে দুর্নীতি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। এই হচ্ছে আমার অভিযোগ। আমি এই কথা

বলছি যে, আজকে ইনটারিয়রগুলির মধ্যে সমস্ত পুলিশ ফাঁড়ি অনর্থক বা অকারণে রাখা হয়েছে। কারণ গরু বাছুর হামেশাই চুরি হচ্ছে। মোহনপুর থেকে সীমনা, কাতলামারা, এমন দিন বাদ নাই, এই দিকে সোনামুড়া বা ত্রিপুরার তিন দিকে যে পাকিস্তানের সীমান্ত —

Mr. Speaker :—That point has been discussed

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি একটা সামান্য রেফারেন্স দিয়ে যাচ্ছি। তারপর সেই বর্ডার গুলি সুরক্ষিত না করে বিভিন্ন গ্রামে বা এলাকার মধ্যে সাধারণত পুলিশ ফাড়ির কোন প্রয়োজন নাই। যেখানে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে এই সমস্ত এলাকার মধ্যে পুলিশ ফাড়ি রেখে দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে। ইদানিং যে ঘটনা আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই এখানে—ছামনুর এলাকার মধ্যে একটা আউটপোষ্ট পুলিশ ফাঁড়ি আছে। সেখানে অমল বর্দ্ধণ নামক আউট পোষ্টের এক দারোগা সেখানে যারা পাহাড়িয়া নিরক্ষর এবং যারা আইন কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাদের উপর হামেশা জুলুমবাজী চালিয়ে তাদের কারণে অকারণে, বাজারে মাঠে ঘাটে ধর পাকড় করে তাদের থেকে অর্থ ইত্যাদি আদায় করে। সে সমস্ত ঘটনা যদি আজকে আমরা বিচার বিবেচনা করি তাহলে আজকে ছামনু বা গোলাঘাটী বা মান্দাই বাজার এই ভাবে খোয়াই এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বহু ইনটারিয়রের মধ্যে পুলিশের আউট পোষ্ট আছে। এইগুলি মিছামিছি মানুষকে যন্ত্রনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজেই বর্ত্তমানে যে ভাবে এই পুলিশ ফাড়িগুলি কার্য্য চলছে, এই পুলিশ ফাঁড়িগুলি অতি সত্বর ঐ এলাকাগুলি থেকে উঠিয়ে আনা দরকার। তদুপরি আজকে আমরা এই পুলিশ বাজেট থেকে দেখি, যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট, যার জন্য বাজেটে মোটা অংক ব্যয় বরাদ্দ আমরা রাখছি, কিন্তু কার্য্যত আমরা দেখতে পাই, প্রথম বাজেট সেসানেও আমি অভিযোগ করেছিলাম যে পুলিশ হলো দুর্নীতির, সমস্ত দুর্নীতির, সমস্ত বলি কারণ আজকে পুলিশ সাধারণ মানুষকে দুর্নীতি করার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছে। কি ভাবে? আমরা যদি আজকে আগরতলা থেকে বিশালগড় এর দিকে যাই তাহলে চেক পোষ্টের মধ্যে যারা পাহারাদার সেজে বসে আছেন তারা মোটর গাড়ীগুলি, ট্যাকসি, বাস, সেগুলি ওভার লোড হউক বা না হউক, সেখানে তাদের প্রত্যেককে আসা এবং যাওয়ার সময় দিন এক টাকা করে বকশীস দিতে হয়। কিছুদিন আগে জিরানীয়া থেকে আমি ফিরছিলাম। একটা বাস খালি, সামনের সীটে মাত্র দুই জন লোক। তথাপি আশ্রম চৌমুহনীর কাছে দাঁড় করিয়ে আমার সামনে এক টাকা দিল তখন আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি দিলে কেন? সে তার উত্তরে বলল কি করব বাবু এখনত পেসেঞ্জার নাই, কোন দিন যদি একজন প্যাসেঞ্জার বেশী থাকে তখন যদি কেস বা মামলা লাগিয়ে দেয় তাহলে এই এক টাকার জন্য যে কত টাকা বের হবে তার কোন ঠিক নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের আইন বা মামলা সম্পর্কে ত সকলেরই ধারনা আছে, যে একবার যদি কোন রকমে মামলা রুজু করা যায় তাহলে বছরের পর বছর চলে তার, কোন শেষ নাই। প্রত্যেক তারিখে তারিখে হাজিরা দিতে হবে, টাকা দিতে হবে। এই ভাবে মানুষকে হয়রাণি করা হয়। অতএব আমি বলব সাধারণ মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন করার জন্য আজকে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ি বসেছে এবং এই দুর্নীতি যাতে মানুষ করে তারা সেখানে তা শিখাবে। অতএব আমি বলব পুলিশ হল

দুর্নীতির একটা স্তম্ভ। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কে আমার বহু অভিযোগ ছিল। যাহা হউক এই সম্পর্কে আর খুব বেশী আমি বলতে চাই না। আমার মূল বক্তব্য হল আজকে এই যে রাজত্ব, এই রাজত্বের মধ্যে মানুষকে সুখ শান্তির নাম করে যে পুলিশকে পালন করা হচ্ছে, তার মধ্যে আমরা দেখি যে, পুলিশকে আমরা পালছি জনসাধারণকে রক্ষার জন্য নয়, আমাদের মন্ত্রীদের রক্ষাই হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় কথা। আজকে রুলিং পার্টি অর্থাৎ সরকারকে রক্ষা করাই হচ্ছে বড়। সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণ এর সুখ শান্তি করা বা জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রতি তাদের নজর কম। অতএব আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই পুলিশ যে ভাবে মানুষকে দুর্নীতি শিখাচ্ছে, দেশকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার ট্রেণিং দিচ্ছে এটাই আগামী দিনে এই রুলিং পার্টির কবর রচনা করবে এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। পুলিশ সম্পর্কে আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে, এখানে তিনদিকে পাকিস্তান, সীমান্তকে সুরক্ষিত করা খুবই দরকার সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বাজেটের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ টাকা বি, এম, পি, ও পি, এ, সি খাতে রাখছি সেই টাকাগুলি অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে তারা ভারতীয়, তারা ভারতবর্ষের লোক কাজেই তাদের—

Mr. Speaker :— It is not relevant. You are to ventilate the specific grievences. I would draw the attention of the Hon'ble Member to Rule 13 (c).

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, here it is a question of Police excess.

Mr. Speaker :— Yes, I have already given my ruling.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখছি। এখানে ছামনুর মধ্যে যে কল্পমোহন নামে একজন নোয়াতিয়া, তার উপর অরুণ বর্দ্ধন যে অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডের কাছেও সে দরখাস্ত করেছে কিন্তু তার কোন প্রতিকার সে পায় নাই। এই রকম বহু জায়গার মধ্যে, যেমন মান্দাই বাজার। সেখানে কথাবর্ত্তা নাই, ধরে নিয়ে মারপিট করে। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে হামেশাই ঘটছে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি অতি সত্বর বন্ধ করার জন্য ইনটিরিয়ার থেকে পুলিশ ফাঁড়ি অতি সত্বর উঠিয়ে নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Umesh Lal Singh.

There are many other Cut Motions. Let me hear one from the right side.

Shri Umesh Lal Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সামনে যে বাজেট তুলে ধরা হয়েছে, আমি তা সমর্থন করছি। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পুলিশের ভিতর দুর্নীতি এবং দুর্নীতি জনসাধারণকে শিখাবার জন্য এটা রাখা হয়েছে। আমি তার প্রতিবাদ করছি। পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট গঠিত হয়েছে একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ডিপার্টমেণ্টেল যে সমস্ত আইন কানুন আছে, সেগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীদের শিখান হয় এবং যা নিয়ম কানুন সেটা যাতে জনসাধারণের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত হতে পারে তারও চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Member, particularly to meet the arguments advanced by the speakers from the opposition :—

One on failure of the Government to check smuggling, another police access made under the eyes of the Government.

Shri Umesh Lal Singh :— আমি এখানে স্বীকার করতে পারছিনা যে পুলিশ ফেল্যুর হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :— You should have to establish that police have not failed.

শ্রীউমেশ লাল সিংহ ঃ— চেক পোষ্ট আমাদের যেসমস্ত আছে এখানে স্মাগ্‌লিং বন্ধ করার জন্য সেখানে পুলিশ রাখা হয়েছে এবং দরকার হলে হয়ত আরও বেশীও রাখতে হবে। স্মাগ্‌লিং হলে পরেই সেটা বিচারের জন্য আনা হয়। আমাদের বর্ডার এত বেশী বড় এবং প্রাকৃতিক সীমানা সেখানে না থাকায়, বর্ডারকে সেই ভাবে সর্বদা দৃষ্টি গোচরে রাখা ততটা সম্ভবপর হয়না এবং তার জন্য যদি বা কোন স্মাগলিং হয় তবে সেখানে পুলিশের কোন দায়িত্ব আছে, আমাদের জনসাধারণের দায়িত্ব আছে যাতে স্মাগ্‌লিং না হতে পারে আমরা দেখতে পাই, কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্যও বলেছেন যে বহু গরু স্মাগলিং হয়েছে, বহু জিনিষ স্মাগ্‌লিং হয়ে চলে যায়, গরু চুরি হয়ে যায়। সেটা হয়না আমি একথা বলছিনা। যদিও বা হয়, তাহলে আমার সেখানে পুলিশ আছে এবং তখন তখন পুলিশের কাছে আনলে পরে জনসাধারণ যদি তাকে সাহায্য করে তবে সেই স্মাগ্‌লিং চিরদিনের জন্য বন্ধ করা যায়। পুলিশ সবসময় সে কাজ করতে পারেনা, জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া। আরেকটা কথা এখানে বলেছেন মাননীয় সদস্য Police excess in certain parts of Tripura. আমি এই সম্পর্কে বলব যে আমাদের যত্‌সব আউট পোষ্ট তৈরী হয়েছে, পুলিশ হলে পরেই সকলের উপর একসেস করবে এটা ঠিক নয় এবং আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে পুলিশের একটা নিয়ম কানুনের ভিতরে থেকে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাকে কাজ করতে হয় এবং সেই কাজের যদিও বা কোথাও কোন একসেস হয়, তার জন্য আমাদের সেখানে তার বিচারক রয়েছে, তার শাস্তি হতে পারে যদি দোষ প্রমাণিত হয় আর প্রমাণিত না হলে পরে তাকে ছেড়েও দিতে পারেন পুলিশ অফিসার। তারজন্য সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ একসেস হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। আমাদের পুলিশ যে ট্রেণিং নিয়ে আসছে, তাতে তাদের আমরা জনসাধারণের উপর অত্যাচারের কাজ বা জুলুম করার কাজ বা একসেস করার কাজ শিখান হচ্ছে একথাটা আমি স্বীকার করতে পারিনা। এই বলেই এই কাট মোশানের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ রাখছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Birchandra Deb Barma. I would also like to draw the attention of the Hon'ble Member to start discussion only on non-revision of pay scale of Police Radio Organisation. I would request him not to revise the discussion. He may add any new facts.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে পুলিশ ওয়ারলেস অরগ্যানিজেশান একটা আছে এবং দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং মোষ্ট এফেক্‌টিভলী। ত্রিপুরা রাজ্যে তার

যে দরকার, সেটা অত্যন্ত বেশী, কেননা পুলিশ ওয়ারলেস অরগ্যানিজেশান বিকজ অব দি ডিফি-কালটিজ অব কমিউনিকেশন আমাদের মোষ্টলী রিলাই করতে হয় এই ওয়ারলেস অরগ্যা-নিজেশনের উপরে এবং পার্টিকুলারলী ইন টাইমস অব ইমারজেনসী এই ওয়ারলেস অরগ্যানিজেশান খুব এফেকটিভলী কাজ করেছে। আমরা জানি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, এই অরগ্যানিজেশনের মধ্যে রেডিও অপারেটর এবং রেডিও মেকানিক যারা তাদের vide their correspondence of 31st July, 1959 President has been pleased to confer the Police Rank to Radio Operator and Radio Mechanic. কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমরা শুনেছি যে অনলী অ্যাজ রিগার্ডস ইউনিফর্ম তাদের এই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। আমি বলি যে দ্যাট ইজ নট দি ফ্যাক্ট। বাই সেম করেসপনডেন্স রেডিও মেকানিককে এবং রেডিও অপারেটরকে এই পুলিশ র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। রেডিও অপারেটর যারা ৮০ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত বেতন পায় তাদের এ, এস, আই পুলিশ র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে আর রেডিও অপারেটর ১০১ এবং তার উপরে এস, আই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে যেটা মেকানিক যারা ১০০ থেকে ২৫০ যারা পায় তাদের এস, আই, র‍্যাঙ্কে দেওয়া হবে। ২৫০ এবং তার উপরে যারা পায় তাদের সাব ইন্সপেকটরের র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে এবং অ্যাকর্ডিংলী রেডিও মেকানিক যারা দে হ্যাভ বীন গিভেন দি করেসপনডিং পুলিশ র‍্যাঙ্ক। রেডিও মেকানিক এবং রেডিও অপাটেরদের আন-আর্ম্মড পুলিশ সাব ইন্সপেকটরের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে যেটা রেডিও মেকানিকদের মধ্যে যারা সাব ইন্সপেকটর এবং রেডিও মেকানিকদের মধ্যে যারা ইন্স-পেকটরের র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন করেসপনডিং পুলিশ র‍্যাঙ্কের রিভিশন অব পে স্কেল তারা সেই র‍্যাঙ্কে পেয়েছে। কিন্তু মোষ্ট আন রিজনেবলী রেডিও অপারেটর যারা, পার্টিকুলার্লী যাদের এস, আই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে তাদের এই রিভিশন অব পে স্কেল দেওয়া হচ্ছে না। পূর্ব্বে তাদের পে স্কেল ছিল ৮০-৫-১২৮-৮-২০০= ১০-২২০ সেই পে স্কেল আজ পর্য্যন্ত তারা পাচ্ছে। এর মধ্যে কত উঠতে পারে। পুলিশ সাব-ইন্সপেকটরের বা ইন্সপেক্টরের যে পে স্কেল সেটা বিভিন্ন সময়েই রিভাইজড হয়ে আসছিল। যেমন প্রথম তারা ইনিসিয়ালী পেত পুলিশ সাব ইন্সপেক্টাররা ৬৪-৪-১০০/-। তারপর ১৯৫১-৫২তে সেটা রিভিশন হয়ে ১০০-৪-২০০/-, ১৯৫৯ এ ১৫০-৪-২৫০/-। তারপর যে লেটেস্ট যেটা আসল ৬১তে সেটা ২০০-১০-৩৫০/-। কাজেই পূর্ব্বে বা যে রিভিশন অব পে স্কেল সাব ইন্সপেক্টারদের দেওয়া হয়েছিল তাতে রেডিও অপারেটর যারা তাদের পে স্কেল ভাল ছিল। তারা পূর্ব্বে যে পে স্কেল পেয়েছিল সেই পে স্কেলেই তারা নিত। কেননা আগের যে রিভিশন অব পে স্কেল তাতে পুলিশ অরগ্যানিজেশন এর রেডিও অপারেটরদের যে স্কেল ছিল সেটা তাদের নিয়ে ছিল। কিন্তু লেটেস্ট যে পে স্কেল আসল ২০০-১০-৩৫০/- যেটা উপরে তখন তারা এর জন্য বলল যে যেটা ৬০ থেকে এফেক্ট দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে ২০০-১০-৩৫০/- সেই রেঙ্কে যেন তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা তাদের আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেন যে এটা অনলী অ্যাজ রিগার্ডস ইউনিফর্ম আমি বলব সেটা ঠিক নয়। কেননা এটা মেকানিক যারা একই অর্ডারে একই কমিউনিকেশনে এই রেডিও মেকানিকদেরও পুলিশ রেঙ্ক কনফার করা হয়েছে এবং সেই পুলিশ রেঙ্ক কনফার করার জন্য তারা

করেস্পনডিং ইন্সপেক্টর এবং সাব ইন্সপেক্টর, আন-আর্মড রেঙ্কের যে পে স্কেল সেই পে স্কেল পেয়ে আসছে। আমি বলছি সেটা ভাল কথা। রেডিও মেকানিক যারা পেয়েছে সেটা খুব ভাল। আই অ্যাম স্যাটিসফাইড। আমি চাই যে সিমিলারলী রেডিও অপারেটর যারা তাদেরও পে স্কেল ইন দি সেম্ লাইন অব পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের মত দেওয়া হোক। এই ক্ষেত্রে আমি আরও কতগুলি কথা বলব যে টেকনিক্যাল রিকমেণ্ডেশান কমিটি তাদের প্রফিসিয়েন্সী অ্যালাউন্স হিসাবে তাদের ২০ টাকা এবং ৪০ টাকা দেওয়ার জন্য রিকমেণ্ড করেছেন গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড টু এর জন্য। এখানে বলে রাখা ভাল যে রেডিও অপারেটরদের মধ্যে একটা ডিপার্টমেণ্টাল এক্জামিনেশন হয়। তাতে ফার্স্ট গ্রেড টু এর এক্জামিনেশন হয়, তারপর গ্রেড ওয়ানের এক্জামিনেশন হয় এবং গ্রেড ওয়ান যারা হয় বা গ্রেড টু যারা হয় তাদের জন্য টেকনিক্যাল রিকমেণ্ডেশান কমিটি রেডিও অপারেটরদের জন্য প্রফিসিয়েন্সী অ্যালাউন্স ২০ টাকা এবং ৪০ টাকা রিকমেণ্ড করেছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই যে রেডিও অপারেটর যারা আছে তারা গ্রেড ওয়ান হলেও দে আর গেটিং সিমিলার পে। গ্রেড টু এবং গ্রেড ওয়ানের মধ্যে প্র্যাকটিক্যালী দেয়ার ইজ নো ডিস্টিংশন। কাজেই এই ডিপার্টমেণ্টাল এক্জামিনেশনের মধ্যে তারা কোয়ালিফাইড গ্রেড ওয়ান হয়েও দে আর নট গেটিং অ্যানি সর্ট অব ডিফারেন্সিয়েশন অব পে। গ্রেড ওয়ানের যে বেতন, গ্রেড টু এরও সেই বেতন। তাদের বলা হয় অনলী অ্যাজ রিগার্ডস ইউনিফর্ম তারা পুলিশ পার্সোন্যাল। কিন্তু পুলিশ পার্সোন্যাল এর জন্য তাদের ওভারটাইম ওয়ার্ক করিয়েও ওভারটাইম অ্যালাউন্স দেওয়া হয় না। কাজেই অনলী অ্যাজ রিগার্ডস ইউনিফর্ম ইট ইজ নট ট্রু। ইট ইজ নট কারেক্ট। কাজেই আমি মনে করি রেডিও অপারেটরদের সম্পর্কে এই যে নন্‌রিভিশন অব পে স্কেল ইট শুড বি কন্‌সিডারড অ্যাণ্ড দে শুড বি গিভেন ইকোয়্যাল পে স্কেল অব সাব-ইনস্পেক্টার অব পুলিশ আন-আর্মড রেঙ্ক। তারপর পুলিশ অরগ্যানিজশনে এই রেডিও অরগ্যানিজেশনে যে ব্যবস্থা রয়েছে, আর একটা ব্যবস্থা যে তাদের হেড অব দি স্টাপ যিনি তিনি হচ্ছেন অ্যাসিস্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট, রেডিও অরগ্যানিজেশন। তিনি হচ্ছেন একজন নন-টেকনিক্যাল পার্সন। অন্যান্য জায়গায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে অ্যাডভাইসার। তিনি হচ্ছেন একজন টেকনিক্যাল পার্সোনেল। তিনি বুঝেন কোন কাজ কি রকম। টেকনিক্যাল একস্পারিয়েন্স তার আছে। কিন্তু আমাদের এখানে রেডিও অরগ্যানিজেশন এর যিনি আছেন তিনি তার কিছুই বুঝেন না। কাজেই তাদের প্রমোশন সম্পর্কে তাদের কাজকর্ম ভাল কি মন্দ এটা বিচার করা সম্পর্কে দেয়ার ইজ নো স্টাফ টু ডিস্টিং-গুয়িশ হোয়েদার অ্যানি পার্সন ইজ ওয়ার্কিং স্যাটিসফ্যাক্টরিলী অর নট। তারজন্য রেডিও অর-গ্যানিজেশনে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিফারেণ্ট রাখার জন্য রেডিও অরগ্যানিজেশনের ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের এখানে রয়েছে। কিন্তু তাদের কাজ এফেক্-টিভলী দেখার জন্য হেড অব দি অরগ্যানিজেশন যিনি থাকবেন তাকে টেক্নিক্যাল পার্সোন্যাল হতে হবে। কাজেই রেডিও অরগ্যানিজেশনে একটা রি-অরগ্যানিজেশন দরকার যাতে প্রতিটি স্টাফ ইভেন টেকনিশিয়ান যারা তারাও যাতে ১৯৬০ এর রিভিশন অব পে স্কেল পায়। অ্যাসিস্-টেণ্ট রেডিও অপারেটর যারা ছিল তারা অ্যাসিস্টেণ্ট সাব ইনস্পেক্টরের পে স্কেল পেয়েছেন। অর্থাৎ এই যে আমি বল্লাম যে যারা ছিলো ৮০ টু ১০০, তাদের এ, এস, আই করা হয়েছে এবং

এ, এস, আই যারা, তারা করেসপণ্ডিং টু এ, এস, আই পুলিশ র‍্যাঙ্ক পেয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে এস, আই, যাদের ১০০ থেকে উপরে যারা বেতন পেত, তাদের এস, আই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে এবং এই যে কতগুলি লোক গোটা ২০/৩০ জন লোক হবে কম পক্ষে, তাদের এস, আই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে, এস, আই র‍্যাঙ্ক দেওয়া সত্বেও পুলিশের যে এস, আই এর যে রিভিশন অব পে স্কেল সেটা তারা পাচ্ছেনা। অথচ এ, এস, আই, এই রেডিও অর্গেনাইজেশানে যারা আছেন, অর্থাৎ ৮০ টু ১০০ বেতন যাদের ছিল তারা এ, এস, আই অব পুলিশ র‍্যাঙ্ক তাদের দেওয়া হয়েছে। তারা এ, এস, আই অব পুলিশের বিভিশান অব পে স্কেল পাচ্ছে। কাজেই এদিক থেকে একটা ডিফারেন্সিয়েশান ট্রিটমেণ্ট হচ্ছে এবং আমি তারজন্য বলব এই পুলিশ রেডিও অর্গেনাইজেশান সম্পর্কে, কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা ষ্টেট যেখানে কম্যুনিকেশানের অভাব, যেখানে মেইনলি আমাদের ডিপেণ্ড করতে হয় এই সব ওয়ারলেস অর্গেনাইজেশানের উপর, কাজেই এটা বিশেষ এফেক্‌টিভলী ওয়ার্ক করা দরকার, কাজেই তাদের ডিসসেটিসফাইড রেখে আমরা তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে পারিনা। তাদের খাওয়া পড়াব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে আমরা তাদের কাছ থেকে পুরাপুরি কাজ প্রত্যাশা করতে পারি। কাজেই আমার মনে হয় এই যে রেডিও অর্গেনাইজেশন রয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীগণ বিচার করে দেখবেন, যাতে করে এই রেডিও অর্গেনাইজেশানের রিভিশান অব পে স্কেল ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হয় এবং রেডিও অর্গেনাইজেশানটা যাতে আমরা ভাল করে আবার রি-অর্গেনাইজেশন করতে পারি। অর্থাৎ that the head of this Radio Organisation, there must be a technical person who is completely conversant with this technical knowledge of Radio Organisation. এই রেডিও অর্গেনাইজেশানের কাজ-কর্ম যার ভাল জানা নাই, এই রকম একজন লোককে যদি আমরা তার মাথায় দিয়ে রাখি, যমন এখানে এ্যাসিস্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট যিনি আছেন, he is not a technical person but he is to make all necessary arrangement for promotion, for any other things. এই প্রমোশান দেওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে আমি বলব ; because he has no technical qualification—কাজেই তিনি বুঝতে পারবেন না কে যোগ্য, কে ভাল কাজ করছে না করছে। কাজেই এই সমস্ত বিচার বিবেচনা করে আমি বলছি যে—There should be a re-organisation of Police Radio Organisation of this State, এবং এই grievance জানাবার জন্যই— I am moving this Cut motion.

Mr. Speaker :— I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion on withdrawal of Out-Post from the interior of Tripura.

Shri Birchandra Deb Barma :— He is absent Sir.

Mr. Speakar: Then I would call on Shri Monoranjan Nath.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হাউসের সামনে যে ডিম্যাণ্ড পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ যে কাট মোশন

রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। এখানে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য যে কাট মোশান রেখেছেন On failure to check smuggling by border Police, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব তিনি যে বলেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় গরু চুরি হচ্ছে, আমি বলব চুরি হতে পারে সেটা অস্বাভাবিক নয়, তবে আমার ধারণা যে অনেক সময় চুরি না হলেও চুরির ভান করা হয়, এই সম্পর্কে আমি এই হাউসের সামনে বলব। তার কারণ আমি জানি পাকিস্তানে গরুর দাম অনেক বেশী এবং আমাদের দেশে যখন স্মাগলিং হয় তখন সেই সমস্ত গরু এমনিতে নেওয়া যায়না, বর্ডারে এমন কতকগুলি লোক আছে, তারা দেশের সম্পত্তি বিদেশে পার করে, তারা এই সমস্ত গরু বাজার থেকে হাল চাষের জন্য খরিদ করে, তারপর তারা কিছুদিন বাড়ীতে রাখে, তারপর পাকিস্তানে পাচার করে এবং এজাহার দেয় থানাতে যে আমার গরু চুরি হয়েছে, চারটা কি পাঁচটা চুরি হয়েছে এইভাবে থানাতে রিপোর্ট করে, গরু চুরি হয় সেটা আমি অস্বীকার করি না।

Mr. Speaker :— Cut Motion is—'Failure to check smuggling' the smuggling of any kind.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে কতকগুলি গরু চুরি হয়ে গেছে, আমি সেই সম্পর্কেই বলছি।

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, Hon'ble Member Shri Hlura Aung Mag has specifically mentioned about the theft cases of Haripur, Belonia and Hrishyamukh area.

Shri Birchandra Deb Barma :— Whether Hon'ble Minister has any right to disturb during the speech of a Member ? He can only raise a point of order. Whether it is a point of Order ?

Mr. Speaker :— Yes, he has drawn the attention of the Speaker, it is an order.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চেয়েছিলাম যে তিনি যে ১০০ জোড়া গরু চুরির কথা বলেছেন, স্মাগলিং হয়েছে, সেকথা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারছিনা। কারণ আমি যতটুকু জানি বিগত এক বছরে আগের তুলনায় অনেক স্মাগ্লিং কমেছে এবং স্মাগ্লিং যে না হয় সেটা আমি বলছি না, তবে স্মাগ্লিং যতটুকু তিনি বলেছেন, ততটুকু নয় এবং স্মাগ্লিং বন্ধ করার জন্য সমস্ত বর্ডারের মধ্যে পুলিশেরা হাতে ধরে পাহাড়া দিবে সেটা সম্ভবপর নয়, সেটা কখনও হতে পারে না। এটা বন্ধ করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা করা দরকার এবং আমাদের মধ্যে যে সমস্ত লোক আছেন, যারা স্মাগ্লিংকে সহযোগিতা করেন তাদেরকে দমন করা দরকার এবং সর্বসাধারণের যদি সহযোগিতা থাকে তাহলে পরেই স্মাগ্লিং বন্ধ হতে পারে। তবে তিনি যে পরিমাণ বলেছেন যে ১০০ জোড়া গরু চুরি গেছে সেটা আমি স্বীকার করতে পারছি না।

Mr. Speaker :— He has categorically mentioned, whose cattles have been smuggling or stolen. In my opinion, when the cattle has been taken away from India to Pakistan you see, whether it is by stealing or by any other means, it is smuggling.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসের সামনে আগেই বলেছি, যে সমস্ত স্মাগলিং এর কথা তিনি বলেছেন সেটা আমি ঠিক ঠিক মত গ্রহণ করতে পারছি না, কারন অনেক লোক তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন, গরু নিজেরা হয়ত পাকিস্তানে পাচার করে ইনফর্মেশান দেন স্মাগলিং হয়েছে, সুতরাং সেই সম্পর্কে আমি বলব যে ··· (ইণ্টেরাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— ওর্ডার, ওর্ডার, ওর্ডার প্লীজ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— যে সমস্ত থানাতে ইনফর্মেশান দিয়েছেন, সেই সমস্ত থানা থেকে এফ, আই, আর ড্র করা হয়েছে এবং তদন্ত করা হয়েছে এবং প্রতিকারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ ফারীর কথা বলছেন, তার উত্তরে বলব যে আমাদের ইণ্টার ন্যাশন্যাল বাউণ্ডারী হচ্ছে ৫২৮ মাইল, সে জায়গাতে প্রতিটি জায়গায় পুলিশ ফারী বসান সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং কোন সরকার'এর পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এখানে গরু চুরি দেখিয়ে সেখানে পুলিশ ফারী বা আউট পোষ্ট বসাতে হবে এই কথায় আমি কোন যৌক্তিকতা পাচ্ছি না। যখন সরকার পক্ষ বিবেচনা করবেন যে এখানে বিশেষ ভাবে স্মাগলিং আরম্ভ হয়েছে এবং নানা রকম ক্যাটললিফ্টিং আরম্ভ হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সরকার সেদিকে দৃষ্টি দেবেন এবং ফারী বসানের প্রশ্ন আসবে। মাননীয় অঘোর দেববর্মা মহাশয় যে দেশের আভ্যন্তরীণ আউট পোষ্ট বসিয়ে দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে বলেছেন, আমি একথা স্বীকার করি না। কারন পুলিশ দেশের শান্তি রক্ষক, তারা দেশের অশান্তি বাড়াবার জন্য নয়। আজকে আমরা যে সব সময়ে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে থাকি একমাত্র পুলিশ থাকাতেই আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছি। নতুবা দেশের আভ্যন্তরে যে সমস্ত লোক আছে, দুর্নীতিপরায়ন যে সমস্ত লোক আছে, তাদের দরুন যে সমস্ত লোক যারা দেশের সৎ নাগরিক, তারা চলাফেরা করতে পারতেন না। শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারতেন না। পুলিশ দেখলেই আমি দেখছি কতকগুলি লোক আছেন যারা পুলিশের নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন, চমকে উঠেন। কাজেই আমার মনে হয় পুলিশ সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করাটা স্বাভাবিক, কারন মনের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে মানুষ চমকে উঠে। পুলিশ সাধারনতঃ সৎ নাগরিক যারা তাদেরকে উৎপাত করার কোন কারন নাই। যারা অসৎ নাগরিক, তাদের ধরবে তখন তারা নানা রকম কারন দেখাবে, প্রিটেনশান করবে যে তাদের মারপিট করেছে। যদি তাদের উপর মারপিট করে থাকে তাহলে তারা সুপারইনটেণ্ডেণ্ট কেন, কোর্টে কেস করতে পারতেন। তবে সে সমস্ত কেস-কয়টি কেস হয়েছে এবং কয়টি সাক্ষী হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেন নাই বা কোন প্রমাণ দেন নাই। কাজেই পুলিশ একসেস করে, পুলিশ যে অশান্তি করছে তার কোন সত্যতা আমি উপলব্ধি করতে পারছি না। ছামনু আউট পোষ্টের দারগাবাবু নাকি সেখানে অত্যাচার চালাচ্ছেন পাহাড়িয়াদের মধ্যে। আমি বলব সে সমস্ত অত্যাচার যদি হয়ে থাকে সেখানে সুপারইনটেণ্ডেণ্ট সাহেব আছেন, আই, জি. পি আছেন, তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পারতেন, তারা নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করতেন এবং কৈলাসহর কোর্ট'এ কেস করতে পারেন বা খোয়াই কোর্টে কেস করতে পারেন। এই সমস্ত কথা

বিধানসভায় বলা চলে। কিন্তু সেই সত্যতা প্রমাণিত হত যদি তাঁরা কোর্টে কেস করত এবং সেই দারোগা বাবুকে সাসপেনসান করাতে পারতেন বা তারা দারোগা বাবুকে বিচারে আনতে পারতেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে তাঁরা কিছু না বলে তাঁরা এখানে বললেন। আমি বলব যখন অপরাধীকে পুলিশ ধৃত করে তখন তাদের সেন্টিমেন্টে লাগে। তখন সে নানারকম পিটিশন করে থাকে। মিথ্যা অজুহাত নিয়ে তখন সে সমস্ত কথা উঠতে পারে। পুলিশ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় লোককে কোন অত্যাচার করে না। এখানে বলা হয়েছে রেডিও অপারেটর এবং এস, আই র‍্যানক সম্পর্কে। রেডিও অপারেটরের এস, আই, র‍্যানক সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তাদিগকে পোষাকের বেলায় সেই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। তারা বর্ত্তমানে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের স্কেল পাচ্ছেন। সুতরাং আমি তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিরোধী পক্ষ থেকে শুনে আসছি যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে স্কেল তারা চান, তা দেওয়াও হচ্ছে। কিন্তু রেডিও অপারেটরদের বেলাতে তাদের এই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের স্কেলের কথা বললেন না কেন সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না। সুতরাং বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে কাট মোশন রাখছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পুলিশ বাহিনী, তার উপর সরকারের আস্থা নেই। কারণ যদি আস্থা থাকত তাহলে আমার কথা হচ্ছে যে তারা বি, এম, পি, পি, এ, সি, এবং আসাম রাইফেলকে ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ে আসতেন না। ওদের উপর যেমন আস্থা নেই তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের উপরও সরকারেব আস্থা নেই।' আস্থা যদি থাকত তাহলে আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনী তাদিগকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের দিক দেখতে পেতাম। আজকে আসাম রাইফেল এবং বি, এম পি, এবং পি, এ, সি, এর বাবদে আমরা প্রায় ৫০,১০,১০০ টাকা খরচ করছি। অথচ যদি এই টাকাটা দিয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পুলিশ বাহিনী, তাকে আরও শক্তিশালী করা যেত এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে বেকার, যে যুবক তাদের আমরা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারতাম এবং নিয়োগ করে তাকে শক্তিশালী করে আমাদের যে দেশ সেই দেশকে রক্ষা করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করতে পারতাম। কিন্তু এখানে কি দেখছি? এখানে দেখছি যে এই সরকারের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের উপরতো আস্থা নাই-ই, এমন কি তার যে নিজের যে যন্ত্র পুলিশ বাহিনী তার উপরও তাদের আস্থা নাই। এই হচ্ছে সরকারের চেহারা। অতীতে আমরা দেখেছি গত গ্রেট ওয়ারে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাহিনী সেই বাহিনী সাফল্যের সংগে জাপানের বাহিনীর সংগে লড়াই করেছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ যে সামরিক জাতি নয় এবং তারা যে যুদ্ধ জানে না এইকথাটা ঠিক নয়। কাজেই তাদের যদি ঠিক ঠিক ভাবে ট্রেন আপ করা যায় তাহলে তারা যুদ্ধ করতে পারে এবং আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে যেকোন বাহিনীর সঙ্গে তারা লড়াই করতে সক্ষম। তারপর কথা হচ্ছে যে বাঙ্গালীদের অবশ্য

আগে সেরকম স্বীকৃতি দেওয়া হত না যে তারা খুব ভাল যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমাদের জেনারেল চৌধুরী তিনি একজন বাঙালী। সেটাই প্রমাণ করে যে বাঙালী যুদ্ধ করতে জানে। কাজেই বাঙালী জাতি যুদ্ধ করতে জানে না এই কথাটা ঠিক নয়। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের যে মানুষ তাদের দুঃখ কষ্টে না ফেলে রেখে তাদের অন্ততঃ আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের যেটা নাকি বর্ডার সেই বর্ডারের সেফটির জন্য আমাদের এখানে আসাম রাইফেল এবং বি, এম, পি…

Mr. Speaker ;—This discussion on B. M. P. has already been done. This is not allowed,

শ্রীসুনলীকুমার চৌধুরী ঃ—আচ্ছা আসাম রাইফেলের কথাই বলছি যে আসাম রাইফেলকে কেন আমরা তা হলে রাখলাম বা ৩২,২৯,৩০০ টাকা খরচ করে কেন রাখা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এমনি খাটতি অঞ্চল। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের সব সময় ডিপেণ্ড করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের টাকা কেন আসাম সরকারকে দিচ্ছি? গরীবের হাতী পোষবার সখ কেন? কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আমার মনে হয় যে সুশিক্ষিত করে নিলে তারাই আমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে। এই কথা বলে আসাম রাইফেলের বাবদে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ৫।৬ টা কাটমোশন রাখা হয়েছে আমার এই ডিমাণ্ডটার উপর। প্রথম একটা হল ' Failure to check smugling by border Police". সেটা বলতে গিয়ে মাননীয় সভ্য মহোদয় বলেছেন এবং একটা লিষ্ট পাঠ করেছেন হাউসের সামনে এবং দেখিয়েছেন যে ঋষ্যমুখ প্রভৃতি এলাকা থেকে রাজনগর প্রভৃতি এলাকা থেকে গরু চুরি হচ্ছে। গরু চুরি হলে পরে ইমিডিয়েটলী পুলিশ থানায় যে থাকে তাদের রিপোর্ট করতে হবে। তবে আমি জানি না তারা সেই রিপোর্ট করেছেন কিনা। আর চুরি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হবে যে এটাকে ডীল করে লোক্যাল পুলিশ। আর স্মাগলিং, লিফটিং অল দিজ্ অ্যারেঞ্জমেণ্টের জন্য হল বর্ডার পুলিশ। অতএব সেই দিক দিয়ে স্মাগলিং হচ্ছে না এমন কথা আমি বলছি না। স্মাগ্লিং হচ্ছে। এখন সেই স্মাগলিংকে বন্ধ করার জন্য, লিফটিং বন্ধ করার জন্য বর্ডারে সিকিউরিটি ফোর্স রাখা হয় এবং সিকিউরিটি ফোর্স হিসাবে তারা সেখানে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিজেদের গরু বেচে দিয়ে গিয়ে থানায় রিপোর্ট দেয় আমার গরু চুরি হয়েছে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমাদের বক্তব্য হল এই স্মাগলিং হচ্ছে না তা নয়। আমরা এফেকটিভলী স্মাগলিং এবং লিফ্টীং ষ্টপ করছি এবং সেখানে আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স টি, এ, পি, বি, এম, পি, এবং আসাম রাইফেলের তারা রয়েছে। অতএব এফেকটিভলী ডীল করার জন্যই তারা আছে এবং তারা এফেকটিভলী সেটা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয় বলেছেন যে পুলিশ অ্যাকসেস ইন সার্টেন পার্টস অব ত্রিপুরা। তা বলতে গিয়ে মান্দাই, খোয়াই অঞ্চলের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব এই যে যখন কোন নিরীহ জনসাধারণের উপর কোন একটা

অঞ্চলে অনবরত মার্ডার, ডাকাতি, রবারি হতে থাকে এবং সেই জায়গাতে নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করার যে দায়িত্ব সেটা সরকারের। অতএব সেই দায়িত্ব পালন করার জন্যই তারা সেই সমস্ত জায়গাতে আছে। শিশুকালে পড়েছিলাম। আজ সেকথা আবার মনে পড়ছে। 'বাঘ, পেঁচা, চোর লুকায় আঁধারে, বাদুরেরা ঝুলে তেঁতুলের ডালে। রৌদ্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে বাঘ, পেঁচা, চোর লুকায় ভীত হয়, সন্ত্রস্ত হয়। অতএব যারা ডাকাত, পুলিশকে দেখলে ভয় পায়, চোর পুলিশ দেখলে ভয় পায়, মার্ডারাস, পুলিশ দেখলে তাদের আতঙ্ক হয়। অতএব সেই সমস্ত অ্যাণ্টি সোস্যাল, এলিম্যাণ্টস, যারা নির্বিকার চিত্তে ডাকাতি করে, মার্ডার করে এবং জনসাধারণের উপর নিপীড়ণ করে তাদের ভীতির কারণ স্বরূপ পুলিশ রয়েছে। তাহলেই বুঝতে পারব যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে এবং তারিই ফলে দেখা যাচ্ছে ক্রাইমস এ'সমস্ত অঞ্চলে কমছে। তাহলে পুলিশ রাখার উপযোগিতা জনসাধারণ উপলব্ধি করছেন এবং সেই দিক দিয়ে আমরাও উপলব্ধি করছি সেই জায়গাতে পুলিশ থাকা দরকার।

তারপর বলা হয়েছে, বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় বলেছেন নন-রিভিশন অব দি পে স্কেল অব পুলিশ রেডিও অরগ্যানিজেশন। এখন সেই জায়গাতে পুলিশ রেডিও অরগ্যানিজেশন বলতে—

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The Hon'ble Minister speaking will have the floor.

(After recess)

Mr. Speaker :—The discussion on demands for grant No. 12 is to continue. I would call the Hon'ble Chief Minister to continue his comments. We are just starting the discussion on the cut motion moved by Shri Birchandra Deb Barma,

Shri S. L. Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, non-revision of pay scale of Police Radio Organisation সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য পেশ করেছেন সে সম্বন্ধে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে বলছি যে আমাদের আগের যারা Radio Operator ছিল, তাদের 80-200/- pay scale ছিল। তারপর Govt. of India সেই scale revise করে 65-3-95-115/- Technical pay according to the length of service of individual persons excepting 59 appointees. তাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল যে এই scale এ option দিতে পারবে কিনা, যারা previous scale এ option চায়। আবার 1961 এ সেই scale revised হয় 125-200/- on that basis একটা recommendation আমরা করেছিলাম 150-330/- and proficiency pay of Rs. 40/- for Radio Operator grade—I & 20 Wireless Operator—gr.—II. This is inclusive of D. A. তারপরে Ministry of Home Affairs থেকে যে letter আসে আমাদের এখানে 1962, 14th August এ তাতে বলা হ'ল যে emergencyর জন্য আমরা করতে পারছিনা। এটা যেন স্থগিত রাখা হয় till

the emergency exists. তারপরে revision of pay scale সম্বন্ধে আমরা লিখি, তার সাথে সাথে scaleটি revised হয়েছে 1961 থেকে। সেটি মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার অলরেডি বলেছেন। তারপরে হল supervisor, Radio Operators have no equivalent Police Ranks. On a referenee to the Govt. of India regarding Polic Ranks, all this based on the pay ranges, the Govt. of India have sanctioned Police Ranks for the purpose of scale of uniforms. সেই অনুসারে সেটা চলছেও। কাজেই এই যে cut motion এ বলা হয়েছে যে এটা করা হয়নি, সে সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন যে, India Government এর অনুদানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। Govt. of India বলেছেন যে nearst Stateএর scale অনুযায়ী scale করার জন্য এবং তদনুসারে আমরা West Bengal scale গ্রহন করেছি। এখানে West Bengal scaleএর কথা বলা হয়েছে এবং আবার যখন West Bengal scale এর মত সমান করা হয় তখন তার objection করা হয়। আমি এর কোন যুক্তি খুঁজে পাই না।

Withdrawal of out post from the interior of Tripura সম্বন্ধে বলা হয়েছে। Interiorএ Police excess হয়েছে বলেছেন এই cut motionএ, বলা হয়েছে যে জিরানীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে, খোয়াই অঞ্চলে interriorএ যে Police post গুলো রাখা হয়েছে তার কোন যুক্তি তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছি বলেই সেই যায়গাতে Police post গুলো রাখা হয়েছে। যার ফলে আমরা সেখানে anti-social elements যারা murder ইত্যাদি করত, লুঠতরাজ করত, জনসাধারণকে ভীত প্রদর্শন করতো, সে সকল ভীতির মধ্য থেকে সেখানকার জনসাধারণ মুক্ত হয়েছে। তারপরে এখানে Police excess সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি Police excess হয় তাহ'লে court আছে, মাননীয় সদস্যরা বক্তৃতা করছেন সেখানকার জনসাধারণকে advise করবেন, বিশেষ করে যে কোন জায়গাতে যদি কারো উপর পুলিশ excess করেন, সেখানে higher authority আছে তাদের কাছে বলবে অথবা courtএ আশ্রয় নেবে তাদের against এ, অতএব court তার বিচার করবে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা জানি যে এটাকে ঠেঙ্গানো হচ্ছে। তার কারণ আমরা জানি peace and tranquility এর জন্য, law and order সংরক্ষণের জন্য পুলিশ রাখার দরকার আছে এবং পুলিশ থাকবে। কিন্তু আজকে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে পুলিশ বাহিনী জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে কাজ করে। অতএব interriorএ তাদের যে কাজ সেই কাজ পালন করতে গিয়ে তারা হয়ত কয়েক জায়গাতে আমি আগেই বলেছি যারা ডাকাতি করে তারা পুলিশকে দেখলে ভয় পায়। murdererরা ভয় পায় চোরেরা ভয় পায়। অতএব সেই দিক দিয়ে তারাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়। তাতে বুঝা যায় সেখানে পুলিশ সক্রিয় ভাবে তাদের যে duty সেই duty প্রতিপালিত করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। সেই জন্যই সেখানে পুলিশ থাকার আবশ্যকতা নির্ভর করছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী যে cut motion রেখেছেন to represent disapproval of the policy under laying the demand-Police-for expenditure of Assm Rifles. এটা বলতে গিয়ে উনি অনেক কথা বলেছেন।

প্রথম বলেছেন ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীর উপর আস্থা নাই, ত্রিপুরার লোকের উপরও আস্থা নাই। কারণ B. M. P., P. A. C., Assam Rifles রাখা হয়েছে। বাঙ্গালী যুদ্ধা জাতি, tribalও যুদ্ধা জাতি। কোন জায়গায় কোন সময়ে একথা বলা হয়নি। আমরা যা ভাল করে জানি tribals, non-tribals প্রতিটি লোক কি আসামী, কি বিহারী, কি U. P. ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকই যুদ্ধা ছিল এবং তারা যুদ্ধ করেছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতএব বিহারের লোকেরা যুদ্ধ করে নাই, বা উত্তর প্রদেশের লোকেরা যুদ্ধ করে নাই, আসামের লোকেরাযুদ্ধ করে নাই, একথা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে যেটা তারা করেছেন এবং তারা করেও যাচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গায়। যে Armed Police বাহিনী আছে তাদের সহযোগিতা নিয়েই আমরা border Police force গঠন করেছি। সেটাতে কি সে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, কাশ্মীরী যেই হউক না কেন প্রত্যেক জায়গায় জনসাধারণকে নিয়ে এই force গড়ে উঠেছে এবং এই force গড়ে উঠবে। অতএব আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে নাই একথা বলতে গেলে পরে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ আমরা জানি এখানে T. M. P. force গঠন করা হচ্ছে, এখানে Home Guard গঠন করা হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে যারা স্কুল কলেজে পড়ছে—তাদের A. C. C., N. C. C. training দেওয়া হচ্ছে। তার মানে হল এই যে এই বিদ্যায় তাদের পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। এ হল ভারতবর্ষের নীতি। সেই নীতির উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের বাহিনীকে গঠন করবার জন্য সর্ব্বরকম চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আসাম রাইফেল, B. M. P., P. A. C. যে অমিতবিক্রম দেখিয়েছে এই কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান—বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরা সীমান্তে সেটার জন্য আমি Asssm Rifles এবং যারা যারা এখানে অমিতবিক্রমে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে এই borderকে secured করেছে এবং তারা যে এই কর্ত্তব্য করল সেজন্য তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। Assam Rifles রাখা হয়েছে ত্রিপুরার যে border সেই borderএ security রাখার জন্য interriorএর security রাখার জন্য তাদেরকে রাখা হয়েছে। অতএব এই বাজেটে সেই অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। সেইদিক দিয়ে Assam Riflesকে রাখার দরকার নেই বলে Cut Motionএর মধ্য দিয়ে যারা প্রদর্শন করতে যাচ্ছেন আমার মনে হয় তারা ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ হিসাবে চিন্তা করছেন না। তারা ভারতবর্ষকে চিন্তা করছেন কতগুলি কোঠারীয় provincialism হিসাবের এর মারফতে এবং এর মধ্য দিয়ে যাতে territory security গড়ে উঠে তাহাই এই cut motionএর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। কারণ আজকে ত্রিপুরায় যে B. M. P. তারা ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে যাবে, আসাম রাইফেল ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় যাবে, যে কোন প্রান্তে যাবে এর জন্য কোন সুনির্দ্দিষ্টভাবে অংকিত করে রাখা হয়নি। যে B. M. P., P. A. C. ভারতবর্ষের অন্য কোথাও যাবে না। যখনই দরকার পড়বে প্রতিরক্ষার তখনই তারা সে সমস্ত অঞ্চলে যাবেন—পাঞ্জাবী যেখানে আসবে, বাঙ্গালী সেখানে যাবে তারমধ্যে আদান প্রদানের মধ্যদিয়ে provincialismএর কুটারী আগে যে গড়ে উঠেছিল সেটাকে দূর করতে হবে। তারা provincialismকে রূপায়িত করার জন্যই এই কথাগুলি বলেছিল বলে মনে হয় যে ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীর উপর আস্থা নাই। কি করে যে একথা বলল তাতে বুঝা যাচ্ছে যে

নিজেদের পুলিশ বাহিনীর উপরই আস্থা নাই বলেই তারা এই সমস্ত cut motion এনেছেন—Failure to check smuggling by border Police. তাহলে তারা বলছেন এই যে T. A. P. যারা এখানে আছে তারা তাদের কর্ত্তব্য কর্ম করছে না। অতএব তারাই তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে cut motionএর মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে Police excess in certain parts of Tripura. এই সমস্ত জায়গাতে B. M. P. আছেন অতএব তারা সেই সমস্ত জায়গাতে ত্রিপুরার যে বাহিনী তার উপর নিন্দা প্রস্তাবের মত সেই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন। তারা জানে এইভাবে একটা dissaitisfaction every sphere of lifeএর মধ্যে creat করা যায় তাহলে পরে একটা dishonour created হতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যদি এই cut motionগুলি এনে থাকে তাহলে House সেইভাবে সেটা বিবেচনা করবে। তারাই নিজেরা বলছেন যে ত্রিপুরার interiorর মধ্যে যারা আছেন তারা ত্রিপুরায় armed Policeএ আছেন এবং sumgglingকে বন্ধ করার জন্য effelively তারা সেখানে আছেন। কাজেই সেই জায়গাতে ঐ cut motionগুলি আনছেন—ত্রিপুরার যে জোয়ান, ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙ্গালী এবং tribal মিলে যেটা গঠিত হয়েছে তাদের উপরে তারা অবিশ্বাস রাখছে। কারণ তারাই জনসাধারণের উপর, যারা হাতিয়ার ধরছে শান্তিরক্ষার কাজে ত্রিপুরার নওজোয়ানেরা তাদের উপর এই যে অনাস্থা, এই যে অবিশ্বাস তারা রাখছে তার কারণ হল এই যে anti-social activitiesকে তারা জোর করে জনসাধারণের সহযোগিতায় বন্ধ করতে পেরেছে তারই জন্য আমার মনে হয় ঐটি দেখে তাদের ভীতি ও আশংকা হয়েছে। এইজন্যই তারা এই cut-motionগুলি রেখেছেন। এই cut-motionগুলির মধ্য দিয়েই তা প্রতিফলিত হচ্ছে। তার আর একটি উদ্দেশ্য আছে এই যে emergency still continue, northern part of Indiaতে যেখানে চাইনিজরা বর্ত্তমানে আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে এবং যুদ্ধের হুমকি দেখাচ্ছে, সাধু সাধু ভাব দেখাচ্ছে সেই মুহুর্ত্তে আসাম রাইফেলসকে সরিয়ে দাও, আসাম রাইফেলসকে রাখার কোন দরকার নেই এই কথার বলার মানে হল এই ত্রিপুরার যে security, সেই securityকে দুর্বল করার জন্য, ত্রিপুরার অভ্যন্তরে পুলিশ যে বীরত্ব সহকারে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করে যাচ্ছে তাকে দুর্বল করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। তার জন্যই বলা হচ্ছে পুলিশের উপর armsএর উপর আমাদের কোন বিশ্বাস নেই। অতএব এই ধরণের উক্তি যদি আমরা করি তাহলে শত্রুর পক্ষে সেটা সহায়ক হবে। এই দিক দিয়ে এই যে cut motion এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার মূল প্রস্তাব Houseএর সামনে উত্থাপন করছি। আশা করি House এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এই প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I would now put the motions to vote. First I put to vote the cut motion. I now first put to vote the cut motion by Shri Hlura Aung Mag.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to check smuggling by boarder Police.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voices—Noes.

Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the cut motion by Shri Aghore Deb Barma.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Police excess in certain parts of Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—Ayes,

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it. Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion by Shri Birchandra Deb Barma.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Non- revision of pay scale of Police Radio Organisation.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it. Noes have it.

I would now put to vote the cut motion by Shri Aghore Deb Barma.

The question is that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on withdrawal of out post from the interrior of Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it. Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion by Shri Sunil Kumar Choudhury.

The question is that the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlaying the Demand—Police for expenditure of Assam Rifles.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it. Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the main Motion.

The question is that a sum not exceeding Rs. 1,46,47,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1967 in respect of Demand No. 12—Police.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contray opinion will please say 'Noes'

(No Voice)

'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The motion is carried.

I would now call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his Demand for grant No. 2—Land Revenue.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 29,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

এখানে Land Reform করতে গিয়ে এবং তার বাবদ যে খরচ আমাদের হচ্ছে সেই অর্থের বরাদ্দ দরকার Land Revenue Department এর জন্য। এই কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য এই Demand আমরা হাউসের সামনে রেখেছি। যদি Land Reform করতে হয় তবে তারজন্য যে আইন প্রণীত হয়েছে তার মর্মকথাই হল এই যে intermediary আমরা রাখব না। Intermediaries সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় যারা ভূমিহীন, যারা কৃষক, যারা জুমিয়া তাদেরকে জমি দিতে হবে। তাই এই কার্য্য সুরু হয়েছে। এই কার্য্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য আজকে হাউসের সামনে এই Demand রাখা হয়েছে। আশা করি হাউস তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— There are cut motions tabled against this Demand No. ; 5 cut motions tabled by two Hon'ble members.

I would now request Shri Birchandra Deb Barma to discuss on three cut motions tabled by him. The discussion may be held to-gether. But I shall put them to vote separately.

Shri Birchandra Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, এখানে কতগুলি cut motions রাখা হয়েছে। First হচ্ছে—want of prescribed competent authority to decide question of accrual of under raiyaty right u/s 2 (v) of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.

Second হচ্ছে—want of provision for filing rent suit under Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 in case of non-payment of rent by under raiyat to raiyat.

Third হচ্ছে— Non-implementation of the provision of restoration of possession of under Raiyat u/s 119 and 123 of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে under section 2 (v) of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, আমরা define করেছি under raiyat কারা এবং দেখিয়েছি যে তার মধ্যে যারা বর্গাদার, যারা বর্গা নিয়ে ধান চাষ করে তারা সকলেই under raiyat. Under raiyat বলতে persons who cultivate or hold lands of raiyat under agreement expressed a implied on condition of paying thereon rent in cash or in kind or delivering a share of the produce and includes a person who cultivates or holds a land of a raiyat under the system generally known as "Bhag", "Adhi" or "Barga".

আমার প্রথম cut motion হচ্ছে যে এখানে Land Reforms Actএ prescribed competent authority নেই—যার কাছে accrual of under raiyat এর right সম্পর্কে আমরা petition file করতে পারি। Question arise করছে এখন এই record of right যেটা হচ্ছে তারমধ্যে under raiyat এ যাদের যাদের নাম তারা record করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে subsequent to that যদি under raiyat কোন application করে তবে তারা কার কাছে apply করবে। কেননা under raiyat এর যে right যেটা accrue করছে সেই সম্পর্কে তারা কার কাছে apply করে সেই right establish করতে পারে। কেননা under raiyat এর যে right "Bhag, Adhi, Barga" চাষ করা এইটা প্রত্যেক বৎসরই হচ্ছে। Record of right একবার settled হল during Survey & Settlement operation. Survey settlement এর operation এর মাঝেও "Adhi, Bhag, Barga" ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। In some cases এইটা এইভাবে দেওয়া হচ্ছে in order to evade the operation of law, যেমন অনেকখানে মজুর, ক্ষেত মজুর বা labourer চুক্তি হিসাবে কতকগুলি documents করে সেখানে not as share croper but as labourer সেগুলি দেওয়া হচ্ছে in order to evade provision of law. কিন্তু actually এখানেও "ভাগ, চাষী, বর্গা যেভাবে দেওয়া হয় সেভাবেই সেই produce divide করা হচ্ছে। এখন এমন কোন competent authority যদি থাকে যার কাছে এইগুলি apply করা এবং apply করে এগুলি decide করা যায় তারজন্য একটা authority থাকা দরকার। যে অমুক অমুক রায়ত অমুকের কাছে জমি বর্গা দিয়েছে এবং বর্গা দিয়ে সে বর্গার যে শষ্য সেটা নিচ্ছে। কিন্তু actually in order to evade law এই রকম বিভিন্ন ধরণের document করছে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে Survey Settlement operation এর চলতি অধ্যায় বা তার পরবর্ত্তী stageএ কেহ যদি ভাগ, বর্গা বা আধিবর্গা বা ভাগচাষে তার জমি করায় তবে তার যে ভাগচাষী যারা আছে, আধি বর্গাদার যারা আছে

তাদের for the accrual of under raiyats' right—তাদের নাম record করাব জন্য authority থাকা দরকার। যে authorityর কাছে তারা application করতে পারবে যে অমুক under rayait এর underএ আমি বর্গাচাষী করছি কাজেই আমার নাম বর্গাদার হিসাবে record কর। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে in order to evade operation of law তারা এমন সব document করছে যে documentএর দ্বারা এই বর্গা, আধি বা ভাগচাষের যে documentতা তারা করছে না। কিন্তু after taking evidence or undertaking oral or other evidence যদি সেই prescribe authority দেখে যে actually সে বর্গাচাষে ধান করছে, বর্গা-চাষে আধি বর্গাচাষে সে জমি let out করছে। তাহলে বর্গাদার হিসাবে তার নাম যাতে record করা হয় সেইরকম prescribed authority আমাদের থাকা দরকার, যাদ্বারা ভবিষ্যতেও আমরা এই under raiyat এর right এর যে সুবিধা আছে সেই সুবিধা আমরা যাতে পেতে পারি। আমার first cut motion হচ্ছে under raiyat এর right accrual সম্পর্কে prescribed authority থাকা দরকার। যার কাছে আমরা apply করতে পারব যে under raiyat হিসাবে আমার right accrue করেছে সেই হিসাবে আমার নাম record কর।

দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে non-filing of rent suit সম্পর্কে আমরা দেখেছি in Section 118 eviction of under raiyat এর provision আছে। Eviction of under raiyatএর মধ্যে who fail to pay rent within a period of three months after it falls due. অর্থাৎ under raiyat যদি rent না দেয় তাহলে তাকে evict করার provision আছে। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন raiyat intentionally rent নিচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে এমন একটা prescribed authority, থাকা দরকার যার কাছে under raiyat rent জমা দিতে পারে। For filing of rent suits and for realisation of rents through court, through prescribed authority. তার কোন provision নেই। Raiyatও apply করতে পারে for realisation of rent. বা under raiyat prescribed authority কে দিয়ে দিতে পারে। এখানে reasonable rent কি হবে তারজন্য একটা provision আছে। কিন্তু under raiyat থেকে যদি raiyat ইচ্ছাকৃতভাবে rent নিতে চায় তবে prescribed authorityর কাছে যাতে under raiyat rent দিয়ে দিতে পারে এবং সেই rentটা legally দেওয়া হয়েছে বলে যাতে গ্রাহ্য হতে পারে তার কোন provision নেই এবং raiyatএরও কেবলমাত্র eviction এর জন্য একটা prescribed authority রয়েছে। কিন্তু এমন কোন prescribed authority নেই যার কাছে for realisation of rent সে মামলা করতে পারে। এমন হতে পারে যে সে eviction ইচ্ছা করে না সে কেবল মাত্র rentটা চায়। তবে কিন্তু এখানে realisation of rents সম্পর্কে কোন prescribed authority নেই, যার কাছে application করে rentটা realize করতে পারে, অথবা under raiyat ও ইচ্ছা করলে সে rentটা জমা দিতে পারে। যেখানে raiyat ইচ্ছাকৃতভাবে rent নিচ্ছে না অর্থাৎ এমন হতে পারে যে Raiyat under raiyat এর উচ্ছেদ চাই। কাজেই সে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই rent নিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে

যদি একটা prescribed authority থাকে তার কাছে rent জমা দিতে পারে যে এই rent আমি জমা দিয়েছি। Raiyat ও without evicting the under raiyat সে rent realize করার ইচ্ছা করতে পারে। Without evicting under raiyat, raiyat যদি competent authority এর কাছে apply করে, সে competent authority under raiyat এর কাছ থেকে rent realize করে যেতে পারে তারজন্য একটা competent authority থাকা দরকার। কিন্তু এ রকম কোন competent authority এর মধ্যে নেই। তৃতীয় cut motion হচ্ছে, Non-Implementation of the provision of the restoration of possession of under raiyat u/s 11 and 123 of Tripura Land Revenue and Land reforms Act, 119 হচ্ছে restoration of possession of Land of under raiyats, where a person has taken possession of any land by evicting a under-raiyat therefrom on the ground that the land has been reserved for personal cultivation by him and failed to cultivate the Land personally within one year from the date of which he took possession thereof and ceases to cultivate the Land personally in any year there, the under raiyat would be restored to possession. আমি personally cultivate করবো এ বলে যদি কোন under raiyatকে evict করে থাকে কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যদি cultivate না করে থাকে, তাহলে under-raiyat will be restored to possession অর্থাৎ under raiyat তার দখল ফিরেয়ে পাবে. এ হচ্ছে 119 provision এবং 123 বলছে যে 10th August, 1957 এর মধ্যে যে যে under raiyats surrender করেছে বা evicted হয়েছে, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি ছাড়ে—ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ক্ষেত্রে হয় না জোর করে তার থেকে surrender বা ইস্তাফা পত্র লিখে নেওয়া হয়। Under compulsion surrender করান হয়। আইনে সে provision দিয়েছে যদি কেউ surrender করে তাকে উচ্ছেদ বা evict করে তার তা restoring হবে। যদি কেউ surrender করে দেয় within 1957 on or after 10th August 1957 তাকে restore করা হবে। কিন্তু এই যে competent authority তা আমরা prescription করছি না, এর ফলে most important provision—restoration of possession of the under raiyat তার implementation হচ্ছে না। সুতরাং যে যে দোষ রয়ে গেছে সেগুলি দূর করার জন্য আমরা cut motion রেখেছি। কারণ এ গুলো হচ্ছে most important provisions of Act, এবং restoration of possession of the under raiyats এর ক্ষেত্রে এইগুলি implementation এর জন্য কোন competent authority আইনে নাই। কোন একটি starred question এর উত্তরে বলা হয়েছে যে not a single case of restoration of possession to the under-raiyats এ পর্য্যন্ত হয়েছে। সুতরাং এ সমস্ত গলদ দূর করার জন্য এবং আইনের provision গুলো যাতে যথাযথভাবে implement হয় তজ্জন্য আমি সরকার পক্ষের যারা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুতরাং আমি যে তিনটা cut motion এনেছি উক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তা যুক্তিযুক্ত।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রথম যে cut motionটি এনেছেন—want of prescribed competent authority to decide questions of accrual of under raiyaty right U/S 2(v) of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, সে সম্বন্ধে আমাদের এখানে Administrator পরিষ্কারভাবে তার power in his order No. F.74(14)—Rev/60(10), dt.13th May 1961 বলে দেওয়া আছে, তাতে Circle Officerকে সে competent authority proscribe করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে 137এ যে rules আছে সে rules follow করে সেখানে যদি বর্গাদার তার বর্গাদারের right সম্বন্ধে জ্ঞাত করে সেই rulesএর formality observe করে সেগুলি বিচার করা হয় এবং সেই questioned dispute গুলো দেখা হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি খুব shortএ to the point বক্তব্যটি রাখছি, তিনি বলছেন want of provision. Want of provisionএর মধ্যে দেখা যাচ্ছে—118 এর মধ্যে বলা আছে that the under has to pay the rents in a period of three months after it falls due, provided that the competent authority may think that whether they will grant further time or not exceeding six months for payment of the rents. এখানে বলা আছে, provision আছে যদি under raiyat —এখানে provision নেই তিনি বলেছেন তার cut motionএ। আমি তাই provisionএর point এ বলছি এখানে provision আছে যে under raiyat যদি ফেল করে তবে ১১৮ ধারায় সাবসেকসন এ যে ধারা আছে তাকে extension করবার right আছে। সে court fee দিয়ে circle officer অথবা Asstt. circle officer এর কাছে প্রার্থনা করতে পারে। সেখানে circle officer তার merits and demerits দেখে ৬ মাস সময় দিতে পারে। তারপর···(Interruption)

Rent সম্বন্ধে ৩ মাস সময় দিতে পারে। কিন্তু Evictionএর প্রশ্ন আছে যদি fail করে। সেখানে under raiyat আছে। বর্গাদার যদি সে তার dues দিতে Fail করে তাহলে সেই provisionটা সেখানে কার্য্যকরী হবে। এবং non-implementation of the provision of restoration of possession of under raiyat under section 119 and 123 of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. সেখানেতে বলেছেন যে non-implemention the provisin of restoration of the possession of the under Raiyat এখানে যে cut motion তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১১৯ ধারায় যে বক্তব্য আছে where a person who has taken possession of any land by evicting an under raiyot therefrom on the ground that the land had been reserved for personal cultivation by him, fails to cultivate such land personally within one year from the date on which he took possession thereof or ceases to cultivate such land personally in any year during a period of 4 years next following, the under raiyat shall

be entitled to be restored to possession of the land from which he was evicted. সেখানেও আমরা দেখি যে 119 এবং 123 সেটা inforce, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন tenant, কোন raiyat কোন under raiyat তার যে restoration of possession দরকার ছিল যা Rules এও আছে, Rulesএর 160 এবং 163তে যা provision আছে সেটাকে সেইমতে এবং court fee ১৲ টাকা দিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন দরখাস্ত করেনি, কিন্তু সেই দরখাস্ত করতে হবে। সেই Circle officer and Asstt. Settlement officerদের আমাদের Administrator power delegated করেছেন। এবং সেটা আছে। কিন্তু সেই দরখাস্ত আজ পর্য্যন্তও আসেনি। কিন্তু যদি দরখাস্ত আসে তাহলে implementation এর scope সেখানে আছে। তাই আমি দেখছি যে তিনি যে cut motion এনেছেন সেটার বক্তব্য হচ্ছে provision. সেখানে sufficient provision আছে আর প্রথমটা হচ্ছে prescribed competent authority. সেখানে by Gazette notification, Administrator prescribed authority circle officerকে করেছেন এবং সেজন্যই আমার মনে হয় যে এই cut motionটা আনার কোন সার্থকতা নাই। তাই এটার আমি বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Hlura Aung Mag to start discussion on his cut motion.

Shri Hlura Aung Mag M.L.A. :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে cut motionটা রেখেছি তার সমর্থনে আমি এখানে এই কথাই রাখব, settlement বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৯৫৬-৫৭ থেকে, কিন্তু কার যে দশ বৎসরের মধ্যে complete করে দেওয়ার যে tergated সময়, এই সময় প্রায় শেষ হতে চলছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমরা দেখছি না যে ইতিমধ্যে settlement বিভাগ তার সমস্ত record করা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এখনও Settlementএর Survey করার জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। বিগত বৎসরের ভিতর যে টাকা খরচ করে কাজ সমাধা করার কথা ছিল এখন তার চাইতেও বেশী টাকা খরচ আমাদের করতে হবে। এযাবৎ কাজ খুবই মন্থর গতিতে হয়েছে। কোন কোন স্থলে একজনের জমি আর একজনের নামে record করা হয়েছে। রিফিউজি এবং জুমিয়া অধিবাসীদের পুনর্ব্বাসন ক্ষেত্রেও তাদের জমি ঠিক ঠিক ভাবে record করা হয়নি। তার ফলে বহু রিফিউজি এবং জুমিয়া তাদের পরচা পাচ্ছে না। বিলোনিয়া খাজুরিয়া, বীরেন্দ্রনগর, কলসীবাজার, বগাফা, দেবদারু, এবং লাউগাং এলাকায়, মনু এলাকায় যে সমস্ত জুমিয়া এবং রিফিউজি পুনর্বাসন পেয়েছে, Settlement বিভাগ ঠিক ঠিক ভাবে সেই সমস্ত স্থানে তাদের নামে জমি record করে নাই। তার ফলে বহু জোতদার তাদের জমি গ্রাস করার সুযোগে পেয়েছে। তারফলে অনেকবার Settlement বিভাগকে সেখানে যেতে হয়েছে। তাতেও সেটার কোন মীমাংসা ওনারা করতে পারছেন না। এরকম বহু জায়গায় দেখতে পাই। তাই বলি Settlement বিভাগ এইভাবে কাজ করতে গিয়ে যে দেরী হচ্ছে, তারজন্য আমাদের সরকারের যে টাকা

নিঃশেষ করা হচ্ছে,—target সময়ে না হয়ে আরো যে কত সময় লাগবে সে কথা মন্ত্রীমহোদয়রাও বলেছেন যে এখন সে কথা বলতে পারছি না, কখন যে Settlement Operation এর কাজ শেষ হবে তার সময় তারাও বলতে পারেন না। তাই target সময় রাখার কোন যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখন সেই target এর সময় পার হয়ে চলেছে এবং নূতন বৎসরের জন্য যে টাকা চাওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে বলবো যে Survey Settlement Operation এর কাজ একদম মন্থর গতিতে চলছে। এবং তার মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক দেখা গেছে। এমন কি Settlement করতে গিয়ে যারা বর্গাদার বা জোতদার আছে তাদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে বর্গাদারদের নাম record করা হচ্ছেনা এবং সেটা সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি করেও দেখা যায় যে তাদের নাম record করা হচ্ছেনা এবং এরকম অনেক জোতদার আছেন যে বর্গাদারদের উৎখাত করার জন্য তারা আগের থেকেই বহু রকম মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করেছে। এবং Settlement Officerরা Spot এ গিয়ে সেই বর্গাদারকে সেখানে পাচ্ছেনা। সেখানে গিয়ে যখন তালাস করলো যে বর্গাদার আছে কি না, তখন জোতদার বললো— না কোন বর্গাদার নেই আমার জমিতে। জোতদাররা এইভাবে বর্গাদারদের উৎখাত করেছে। এবং record করার দিক থেকেও আমাদের Settlement বিভাগ ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে নাই। এইজন্য আজ ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত আমাদের Settlement Operationএর কাজে দেরী হচ্ছে, এখন অমরপুর, সাব্রুম এবং বিলোনীয়ার দিকে এখন পর্য্যন্ত তা হয় নাই। এমন জায়গা এখনো আছে যে Attestation Survey পর্য্যন্ত হয়নি। এই হলো অবস্থা। এবং এই অবস্থার দরুণে আমাদের Settlementএর আরো টাকা রাখার জন্য এখানে বাজেট রাখা হয়েছে। আমি মনে করি ঠিক ঠিক ভাবে এবং ঠিক ঠিক সময় মত যদি আমাদের কাজগুলি চালু করার জন্য মন্ত্রীরা এইদিকে মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন তাহলে ভাল হতো। কিন্তু সেটা না হলে এখন এই অবস্থার মধ্যে আইনের দিক দিয়েও ১৯৬১ সালে Land Reforms Act প্রযোজ্য হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে, খাজনা আদায়ের সময়টা খুব দেরী হবে। আমি বলবো এই কথা যে খাজনা ১৯৬০-৬১ সাল থেকে আদায় করার কথা আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় খাজনা আদায় করতে পারে নাই— Settlementয়ের কাজের গণ্ডগোলের জন্য। সেইজন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। তদুপরি খাজনা যদি আদায় করতে যায় তাহলে সব কৃষক দিতে পারবে না। এবং একত্রে সেটা দিতে পারবে না এটা দেখা যাচ্ছে। এইজন্যও খাজনার দিক দিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীরা যাতে খাজানা মকুব করার জন্য চেষ্টা করেন সে সম্পর্কে আমি আবেদন জানাব। আর Land Revenue যেভাবে এখন ধার্য্য করা হচ্ছে সেইদিক দিয়া আমি বলতে চাই এই কথা যে বর্ত্তমানে যে খাজনা আমরা দিয়ে আসছি সেই খাজনাকে খাজনার rate বলে গণ্য করা হচ্ছে না। এই Land Reforms Act যখন প্রযোজ্য হলো তখন থেকেই এবং Settlement Operation সময়েই যেটা rate করা হবে সেটাই rate. পূর্ব্বে কোন rate ছিল না এরকম বলা হচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে মহারাজার আমলে যে খাজনা নেওয়া হতো সেটাই যদি খাজনা হতো তাহলে

Land Reforms Actএ যে Provision আছে—যে টাকা প্রতি দুই আনা বাড়াবার সেই ভাবেই ধার্য্য হতো। কিন্তু সেভাবে ধার্য্য না করে এখন চার পাঁচ গুণ পর্য্যন্ত খাজনার rate বাড়ানো হচ্ছে এবং সেটা কোন কোন জায়গায় একর প্রতি সাত টাকা এবং বিলোনীয়ায় সাড়ে সাত টাকা, আট টাকা এবং সদরে আট টাকা, সাড়ে আট টাকা। এ রকম সমস্ত Division এর মধ্যে খাজনা যেটা ধার্য্য করা হচ্ছে সেটা বর্ত্তমানে যে খাজনা দেওয়া হচ্ছিল তার তিন চার গুণ বেশী। পাঁচ গুণ বেশী পর্য্যন্তও খাজনা ধার্য্য হয়েছে। এবং সেইদিক দিয়ে আমি বলবো যেখানে Act এ Provision আছে যে টাকা প্রতি মাত্র দু'আনা বাড়াতে পারবে, এটা না হয়ে কেন এই monopoly ভাবে ধার্য্য করা হচ্ছে জমির খাজনা। এইদিক দিয়ে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করবো এইদিকে যেন লক্ষ্য রাখেন। Land Reforms Act এ খাজনার দিক দিয়ে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার Provision রয়ে গেছে তা যেন তারা পায়। এখন সরকারের তরফ থেকে যেভাবে খাজনা ধার্য্য হচ্ছে সেটা Land Reforms Act এর বিরোধী। যে সব সুযোগ সুবিধা Act এ দেওয়া আছে তা থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেইজন্য আমি বলবো এই rateটা অত্যন্ত বেশী এবং আবার সেটা দেখার প্রয়োজন আছে। সেইদিক থেকে আমি বলতে চাই যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, Land Revenue এবং নজরানা যেভাবে ধার্য্য করা হচ্ছে সেটা অত্যধিক এবং আগে যেভাবে কাণি প্রতি পাঁচ টাকা বা তিন টাকা খাজনা পড়ত সেই জায়গাতে ১০০৲ টাকার নজরানা তোলা হচ্ছে এবং খাজনাও অত্যধিক ধরা হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্যই আমি Houseএ অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Ch. Datta M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, House এর সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demandটা পেশ করেছেন Land Revenue সম্পর্কে তা আমি সমর্থন করি। আর এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ও মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ যে কয়টি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা তিনটি cut motion এনেছেন। একটি under-raiyat সম্পর্কে। Want of Prescribed competent Authority to decide questions of accrual of under-raiyatyright under section 2 (v) of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. সেই সম্পর্কে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে বিভিন্ন সময় Gazette notification করে এই Deptt. এর Circle Officer এবং Asstt. Settlement Officer যারা, যারা fieldএ কাজ করছেন তাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। (Interruption) তারা যখন field এ কাজ করেন সেই সময়ই তারা এই সম্পর্কে record করেছেন। তারপর দু'নম্বর cut motion—Want of Provision for filing rent suit under Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 in case of non payment of rent by under raiyat to raiyat. এই যে cut motionটা, আমি আশ্চর্য্য হয়ে বলছি, মাননীয় সদস্য cut motion টা রাখছেন একরকম আর তিনি যখন

বললেন cut motion এর অর্থ পরিষ্কার যে raiyat যদি তার খাজনা না পায় তাহলে কি করবে ? মাননীয় সদস্য প্রজাদের তো দেখিয়ে দিয়েছেন যে আইনের Provision আছে যে under raiyat যদি খাজনা না দেয় আমাদের raiyat এর পক্ষে নালিশ করে Govt. তার খাজনাটা আদায় করে নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

তিনি cut motion রাখলেন raiyat এর পক্ষে আর বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাখলেন under raiyat এর পক্ষে। তিন নম্বর cut motion এর উপর Non-implementation of the Provision of restoration of Possession of under raiyat under section 119 & 123 of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. এই দুইটি section বিভিন্ন সময়ে by gazette notification সমস্ত ত্রিপুরায় প্রযোজ্য হয়েছে। যদি এইরকম কোন ঘটনা না ঘটে তাহলেও জোর করে কাউকে Possession দিতে হবে, যদি কারো কোন grievence না থাকে, এই কথাটার অর্থ আমি বুঝলাম না। আইনে একটি কথা আছে suomotu.

Interruption

উচ্ছেদের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, যাদের ক্ষমতা আছে তাদের কাছে যদি কোন নালিশ না পড়ে বা দরখাস্ত না পড়ে তাহলে এইভাবে কাজ করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ Survey settlement এর কাজটা যেভাবে চলছে, এর পূর্ব্বে যখন Survey Settlement Deptt. হয়নি ক্রীষ্টিল সার্ভে হয়েছে। সার্ভে হয়তো হয়েছে কিন্তু সেটা কোন rational Basis এ হয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি মহারাজার আমলে যে ক্রীষ্টিল সার্ভে হয়েছিল তার যে খাজানার হার, সেই খাজনার হার টিলা এবং লোঙ্গা জমিতে একই ছিল। একই জায়গার পাশাপাশি নাল জমির একজনের খাজানার হার ছয় আনা আর একজনের পাঁচসিকা। Rational Survey Settlement খুব একটা হয়নি, ক্রীষ্টিল সার্ভে হয়েছে। Cadestal Survey কোন হয়নি। কাজেই এই যে বিশেষ ধরণের একটি কাজ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে Survey Settlement করা তারজন্য বিভিন্ন section এর যতজন বিভিন্ন অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে by Gazette notification এ এবং এই ক্ষমতা এইসব Officer প্রয়োগ করেছেন। Under raiyat এর right বহু সময় Established হয়েছে। এর পূর্ব্বে মাননীয় সদস্য পক্ষ থেকে যে cut motion হয়েছিল তার উত্তরে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন যে বহু সময়ে Under raiyat এর rights Established হয়েছে। কাজেই কাজ হয়নি একথাটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ যে দুইটি cut motion রেখেছেন তার উপরে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রিফিউজিরা পরচা পায় নাই একথা ঠিক নয়। Survey Settlement operation এর সময় যে কোন জায়গায় যাকে দখলদার পাওয়া গেছে তার নামই record করা হয়েছে। তবে স্বত্ব যদি না থাকে তাহলে পরচা দেওয়া হয় না। যাদের স্বত্ব নেই, সরকারের খাসের জমি দখল করে বসে আছে তাদের পরচা দেওয়া হয় নাই এবং অনেকগুলি কলোনীতে আইনতঃ বাধা ছিল তারজন্য দেওয়া হয়নি। তারাও পাবেন। আর একটি কথা বলছেন যে Enhancement of Land Revenue and Nazarana এর উত্তর মাননীয় সদস্য Cut Motion আলোচনাতে নিজেই বলেছেন যে সরকার থেকে বলা হয়েছে। সরকার থেকে বলা মানে আইনের কথা। বর্ত্তমানে যে Land Revenue Act আছে,

সেটা হচ্ছে fixation of land revenue. পূর্ব্বের Land Revenue যা ছিল সব জায়গাতে classified land revenue ছিলনা, যার জন্য বর্ত্তমানে আইন করে এই rational basisএ classified land এর জন্য land revenue ধার্য্য করা হয়েছে। আর নজরানার কথা যেটা বলেছেন সেটাও আইনসঙ্গত ভাবে দেওয়া হচ্ছে। জমির মূল্য, বর্ত্তমান বাজার দর বা জমির আয় এই সবের দিকে লক্ষ্য রেখেই নজরানা ধার্য্য করা হচ্ছে। কারণ জুলুম করে নজরানা আদায় করা হয়না। যদি land কেউ বন্দোবস্ত না নিতে চান, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তা'হলে সরকার তাদের জোর করে land গছিয়ে দেননা। যারা land বন্দোবস্ত নেন, তারা নিজেদের আগ্রহে, নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের সামর্থের ভিতরে উপযুক্ত নজরানা দিয়ে জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, তাহ'লেই এই যে land revenue বাড়ানো হয়েছে একথাটা সত্যি নয়। আইনের বিধান অনুযায়ী, according to Act, যা তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, সেই ভাবেই কাজ করা হয়েছে। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে Cut Motion রেখেছেন তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে demand place করেছেন তার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam M.L.A.:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খাজনা সম্পর্কে আমরা আগে আরো অনেকবার বলেছি কাজেই এনিয়ে আজকে নূতন করে আলাপ করার কোন সার্থকতা নেই। যে খাজনার হারটা চালু আছে এটাও যে খাজনা, এটাও যে অস্বীকার করা যায় না। Land Reforms Act, section 40তে সে কথা বলা আছে। কাজেই সেই সমস্ত বিষয় আমি আজকে আবার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এগুলি বলার জন্য আজকে আমি দাঁড়াই নি। আমি Settlement Deptt.এর mismangement সম্পর্কে কতগুলি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই। Employeeরা যখন চাকুরী করে তখন তারা এটা আশা করে যে তারা তাদের চাকুরীর মধ্য দিয়ে, যদি সৎভাবে তারা কাজ করে, তারা পুরস্কৃত হবে। যেই পুরস্কৃত হচ্ছে এইটা যে তাদের Seniority তা মানা হবে, Promotion এর সময় তাদের Seniority গ্রাহ্য করা হবে। অন্ততঃ এটুকু তারা চাকুরী করার সময় আশা করে। Settlement Deptt, এ যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে বহুক্ষেত্রে seniorityটা observe করা হচ্ছেনা।

(Interruption)

জনৈক সদস্য :—Hon'ble speaker, sir, Hon'ble Member is not Speaking on the cut motion.

Mr. Speaker :—Cut Motions, this is only the members who has given notice of cut motions. They should speak to the points. Other members Speaking in the opposition bench can speak many other things.

Shri Atiqul Islam M. L. A. :— Settlement Deptt.এ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন Employeeকে Promotion দেওয়া হচ্ছে যিনি অনেক Junior. Juniorকে Promotion দেওয়া হলো এবং যে Senior সে Promotion পেল না। অথচ Settlement Deptt. এ Seniorityর List আছে তাতে কার নাম প্রথম, কার নাম দ্বিতীয়, কার নাম তৃতীয় সব লেখা

আছে। Recently ও দেখা যায় একজন কাহ্নগোকে Promotion দিয়ে circle officer করা হলো। সেক্ষেত্রে Seniority List এ যার নাকি প্রথম নাম তাকে Promotion দেওয়া হলো না। এইভাবে যদি প্রমোশান দেওয়া হয় তাহলে Employeeরা কিভাবে কাজ করবে এবং তাদের কাজকর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা থাকবেই বা কেন? একথা আমি বহুবার বলার চেষ্টা করেছি। Employeesরা যদি discontent থাকে, Employeesদের interest যদি আমরা না দেখি এবং officersরা যা করবেন সেগুলিকে Ministersরা যদি সমর্থন করে যান তাহলে কক্ষণও Employeesরা তাদের সন্তুষ্ট মন নিয়ে কাজ করতে পারবেন না। এই যে ঘটনাগুলি Settlement Deptt. বা আরো Deptt.এ ঘটছে সেগুলির দিকে যদি Ministers নজর না দেন, তাদেব Legitimate Demandটাকে যদি তারা Protection না দেন, officersদের খামখেয়ালির কাছে যদি তাদের Surrender করতে বলেন তা হলে Employees-রা কথনো ভাল ভাবে কাজ করতে পারবে না। Settlement Deptt. এ বহু Employee আছে যারা নাকি এখানে on Deputation-এ আছে। ১০।১২ জন কানুনগো আছে যারা নাকি এখানে on Deputation-এ আছে। সেই 1959 থেকে আজকে পর্য্যন্ত তারা এখানে Deputation-এ আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে কি ছেলে নাই যারা এই কাজ করতে পারে। 1959-এ Settlement Deptt. এর কাজ শুরু হলো, আজকে 1966 শুরু হলো এখনো তারা Deputation-এ কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি পেশকারের Post-এ ও Deputation লোক Settlement Deptt. এ আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে কি পেশকার হওয়ার মত লোক নাই যার জন্য West Bengal থেকে Deputation-এ লোক আনতে হবে।

প্রশ্ন :— পেশকার ?

Shri Atiqul Islam :— হ্যাঁ পেশকার। সেই পেশকার এখানে এসে এখন কানুনগো হয়ে গেছে। এবং কানুনগোর পর তিনি বোধ হয় এখন A. S. O. হয়ে গেছেন। আমাদের এখানে কি লোকের এত অভাব যে পেশকার হওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আমরা জানি আমাদের এখানে graduate লোকও U. D. clerkএর postএ কাজ করছে settlement অফিসে। অথচ West Bengal থেকে আনা যারা Intermediate, তারা কনুনগো grade II. তাদের আমরা grade Iএ lift দিয়ে এমন কি circle officerএ lift দিয়ে appointment দিয়ে দিলাম। আর আমাদের এখানকার ছেলেরা B. A. পাশ করার পরও U. D. clerk হয়ে কাজ করছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি যদি আমরা Settlement Deptt.এ চলতে দেই তাহলে আমাদের ছেলেরাই বা কোথায় যাবে, আর যারা employee তারাইবা কিভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পাবে। আমরা এটা জানি যে Govt.এর একটা instruction আছে যাদের মাইনা ৫০০৲ বা তার বেশী তাদের movable বা immovable property কি আছে সেই সম্পর্কে একটা statement Govt.এর কাছে দিতে হবে। সব Deptt.ই বোধহয় করেছেন বাদে Settlement Deptt. Settlement Deptt. থেকে কোন Statement Govt.এর কাছে দেওয়া হয়নি এবং settlement officer নিজেও statement দেননি যে তার movable বা immovable properties কি আছে। এটা কি করে হতে পারে যে যিনি একটা Deptt.এর Head তিনি

তার underএ যেসব employee আছে তাদের কাছ থেকে কোন statement আদায় করেননি বা তিনি নিজেও কোন statement দেননি। যদি তিনি দিতেন তাহলে অন্যদের কাছ থেকেও চেয়ে নিতে পারতেন। এখন Govt. থেকে একটা standing instruction থাকার পরেও এই একটা Deptt.এ কি করে চলে এবং এই ঘটনা চলার পরেও তার কাছ থেকে কোনরকম Explanation চাওয়া হয়নি কেন? আর জীপের কথা তো না বলাই ভাল। কারণ সরকারী জীপ যে personal purposeএ ব্যবহার করেন না এমন officersএর সংখ্যা খুব কম পাওয়া যাবে। বিশেষ করে settlement officer তো করেনই। বোধহয় সমস্ত officerই করেন। কিছুদিন আগেও settlement officer তার এক আত্মীয়কে নিয়ে গিয়ে ডুয়ার্স দেখিয়ে এনেছেন। অবশ্য settlement officer একথা বলতে পারেন যে সবাই যখন করতে পারে তখন আমি কেন করবো না। যখন সব officerই আত্মীয় স্বজন নিয়ে সরকারী Jeepএ বেড়ায় আমারও ত বেড়াবার অধিকার আছে, কাজেই সেই কথাটা যত কম বলা যায় তত ভাল। Settlement Deptt.এর এ সমস্ত ঘটনাগুলো যদি ministerরা দেখেন যাতে এ সবগুলো ভবিষ্যতে না হতে পারে, যাতে নাকি promotion দেওয়ার সময় Seniority observe করা হয়। যদি সেগুলো strictly observe না করেন তাহলে employeeদের মধ্যে discontent থাকবে এবং এতে discontent employeeদের দিয়ে কাজ চলতে পারে না। আমি এখানে আর একটা বিষয়ে জানাতে চাই যে, যেখানে survey operation complete হয়ে গেছে সেখানে খাজনা আদায়ের জন্য notice serve করা হচ্ছে। এখন সেইসব জায়গাতে, সেইসব plot of landএর জন্য খাজনা realised হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের কাছে enhanced rateএ খাজনা দেওয়ার জন্য notice serve করা হচ্ছে, আমি এবিষয়ে chief ministerএর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। Chief minister বলেছেন যে, আপনি D. M.এর সাথে দেখা করুন। আমি D. M.এর সাথে দেখা করেছি এবং একটা written চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঘটনাটা কি হলো না হলো জানতে পারলাম না। অথচ আমি শুনেছি বিভিন্ন এলাকাতে, যেমন Sekerkot এলাকায় যারা সেই জমির খাজনা একবার দিয়ে দিয়েছে সেই জমির খাজনা আবার enhanced rate এ আদায় করেছে। আমি particular এরিয়ার নাম দিয়ে complaint করেছিলাম এবং কিছুকাল আগে বর্ত্তমান D. M. Mr. Phani Majumder এর সঙ্গে দেখাও করেছিলাম যে আমার complaintটার কি হলো তিনি বললেন যে এই ব্যাপারে আমরা enquiry করছি, এখনও কোন খবর পাওয়া যায় নি। এই যদি হয় যে জমির খাজনা একবার দিয়ে ছিলাম তার খাজনা যদি আবার enhanced rateএ দিতে হয়, এর চেয়ে বেআইনী কাণ্ড আর হতে পারে না। যদি এরও একটা redress আমরা না পাই এবং তারজন্য যদি মামলা মোকদ্দমা করতে হয় তাহলে Assembly বা আছে কি জন্যে, এবং ministers ও আছে কি জন্যে। ইতিমধ্যে খাজনা আদায় শুরু হয়ে গিয়েছে তারা enquiry করুক না করুক আমার চিঠির কোন জবাব দেন নি। বা আমাকে বলা হয়নি যে enquiry করা হচ্ছে বা pending enquiry খাজনা আদায় stop করে রাখা হয়েছে। তারা আমাকে একথা বলেননি যে Pending enquiry তারা খাজনা আদায় stop করে রেখেছে

কিন্তু খাজনা আদায় করা হচ্ছে, double খাজনা same plot of land এর জন্য দিয়ে যাচ্ছে এর একটা redress হওয়া উচিত এ ব্যাপারে Govt.এর Immediate step নেওয়া উচিত। আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই, আমি শুনেছি যে বিভিন্ন colonyতে যে সমস্ত refugee আছে তাদের কাছে আজকে ৯ বছরের আড্ডার চেকের খাজনা চেয়ে notice serve করা হয়েছে, এবং তিন বছরের জমির খাজনা চেয়ে notice serve করা হয়েছে, এখন আমি যদি এক সঙ্গে ৯ বছরের আড্ডার খাজনা এবং তিন বৎসরের জমির খাজনা চাই তাহলে তাদের পক্ষে সেটা দেওয়ার সম্ভব হবে না। আজকে এতকাল পরে একসঙ্গে ৯ বৎসরের আড্ডার খাজনা ও তিন বৎসরের জমির খাজনা চাই এবং তাদের থেকে যদি তা আদায় করতে না পারে, তাহলে যা হবার তাই হবে। Procedure অনুযায়ী যা হবার তাই হবে। খাজনা আদায়ের জন্য ক্রোক হবে ফলে তাদের একটা সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে সর্ব্বত্রই। শুধু particular জায়গাতে নয় —notice serve করা হচ্ছে—৯ বৎসরের আডডার খাজনা এবং তিন বৎসরে জমির খাজনা এসব দিকে Covt. এর attention দেওয়া উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে যে সমস্ত refugee এখানে Property exchange করে এসেছিলেন registered document এর বলে তারা এখন কোথাও গিয়ে পাত্তা পাচ্ছে না। তারা নিজের জমিও নামজারী করতে পারছে না এবং কোথাও গিয়ে কৃষির ব্যাপারে loan তারা পাচ্ছে না। কারণ তাদের নামে কোন property তারা দেখাতে পারছে না। এখন এই যে লোকগুলো এখানে আসল নিশ্চয় তাদের ব্যাপারকে regularise করে নিতে হবে, যখন তারা এসে পড়েছে যে ভাবেই হউক। তাদের যে deed সেটা একটা un-registered documents হিসাবে রয়ে গিয়েছে। যাদের সঙ্গে exchange করে এসেছেন তারা চলেওগিয়েছে কাজেই এখন তারা এখানে সেখানে ঘুরছে।

(interruption)

জায়গা দখল করে থাকলেতো তার নামে record করা হবে কিন্তু that is not enough কাজেই এই যে একটা problem. এই problem টার দিকে নজর রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ তারা কোন registered কবলা দেখাতে পারছেনা। ফলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছে তারা। আমি আশা করি গভর্ণমেণ্ট এই সব problem এর দিকে attention দিবেন।

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Chief Ministcr to give reply to the debate.

Shri S L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir. Revenue সম্বন্ধে discuss করতে গিয়ে যে cut motion এনেছেন, general policy সম্বন্ধে discuss করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে seniority লঙ্ঘন করা হচ্ছে। Seniority লঙ্ঘন করা হয় না। তবে these are technical departments. যেমন Draftsman তার হাত drafts এ পরিষ্কার নয়। তখন ঐ সব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে seniority লঙ্ঘিত হয় ঐসব technical department এ তারপরে বলা হয়েছে যে deputation এ যারা এসেছে তারা আছে। ডেপুটেশনে যারা ছিল তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর চলে গেছে, সেটা হয়ত মাননীয় সদস্যের জানা নেই। তারপরে বলা হয়েছে যে ৫০০৲ টাকা বা তার উপরে কর্ম্মচারী যারা তারা statement

দেননি। আমি জানি ৫০০৲ টাকা এবং তদূর্দ্ধে যে সব কর্ম্মচারী বেতন পান তারা প্রত্যেকেই movable & immovable propertyর statement দিয়েছেন।

(interruption)

আমি Houseএর সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলছি। তিনি Houseকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সত্যের অপলাপ করেছেন। বলা হয়েছে যে তিনি ডুম্বুরে গিয়েছেন। তিনি সেখানে গিয়ে থাকবেন হয়ত তার নিজের প্রয়োজনে। তাহলে মাননীয় সদস্যকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ভ্রমণের জন্য গিয়েছিলেন। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব যদি মাননীয় সদস্য এবিষয়ে লিখিতভাবে আমাকে জানান। তাহলে আমি বুঝব যে তিনি তার বক্তব্য প্রমাণ করতে আগ্রহী। তা না হলে আমি বুঝব যে তিনি যেমনিভাবে কর্ম্মচারীরা statement দেয়নি বলেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই এ কথাটাও বলছেন কারণ কথা বলতে হবে।

(Interruption)

আমি বলছি, আপনি যখন এই Houseএর সামনে বলছেন যে তিনি ভ্রমণ করতে গিয়েছেন সেখানে, আপনাকে তা প্রমাণ করতে হবে। আমি চাই যে সেই সৎ সাহস নিয়ে মাননীয় সদস্য সর্বপ্রকার সামর্থ নিয়োগ করে তা প্রমাণ করবেন।

তারপরে মাননীয় সদস্য যে cut motion এনেছেন to discuss on want of prescribed Competent authority to decide questions of accrual of under raiyats rights u/s 2(v) of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act. মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এটা define করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে একটা starred question করা হয়েছিল সেই সময় বলা হয়েছিল যে, ভাগ, আঁধি এবং বর্গা under raiyat হিসাবে পরিগণিত করার যে definition সেই definitionএ সেটা বলা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যকে বলব যে. As per sub-section of section 2 of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act 1960—under Raiyat means a person who cultivates or holds the land of a Raiyat under agreement,—express or implied, on condition of paying these for rent in cash or in kind or delivering a share of the produces and includes a person who cultivates or holds land of a raiyat under the system generally known as 'Bhag' 'Adhi' or "Barga" অতএব এখানে competent authorityরকে definitionএর এটা নয়। এখানে বলা হয়েছে কে under Raiyat হবে আর তার definition. অতএব definitionকে ধরে তিনি competant authority এনে এখানে বলে যাবেন, সেটাকে আমরা নীরবে সহ্য করব, সেটা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। Definitionকে এনে তিনি competant authority জাহির করতে চান Lawyer বলে সেটা জাহির করতে দিতে আমরা সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি Lawyer হতে পারেন কিন্তু তিনি হয়ত এটাকে অন্যভাবে বিকৃত যদি করেন.................. ।

(interruption)

এটা তাদের স্বভাব আছে কাজে সেটা তারা পারেন House সেটাকে definition হিসাবেই গ্রহণ করবে। আর Section 2(v) defines an under raiyat it does not say that separate competent authority is to be prescribedএর দ্বারা এ বুঝা যায় না যে separate

competant authority prescribe করতে হবে। এটাতে বলা হয়েছে যে, ভাগচাষী কে under raiyat হবে—তার definition হিসাবে এটা দেওয়া হয়েছে। Not for prescribing the competent authority. অতএব মাননীয় advocate সদস্যকে একথা বলে রাখছি। তিনি সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে আইনের গতি কি হবে, সেটা উনি পর্য্যবেক্ষণ করতে পারেন। সেই স্বাধীনতা উনার আছে।

(interruption)

তারপরে বলা হয়েছে যে, during survey & settlement operation, record of rights যেটা আছে, are being prepared and surveying officers are the competent authority. অতএব সেটা আছে। সেক্ষেত্রে যদি এই definitionকে কেউ না মানে, এটা হল আমার right এই rightকে যদি কেউ বিচ্যুত করে তাহলে court আছে, সেভাবে চলবো যদি আমি কোন আইনকে লঙ্ঘন করি, এটা তাদের আদেশ। সেই আদেশ যদি কেউ অমান্য করে তার জন্য court আছে, সেখানে তিনি মোকদ্দমা করবেন। বিধিবদ্ধ ভাবে তা নির্দ্দেশ করা হয়েছে। অতএব আইনকে অমান্য করার ক্ষমতা বা definitionকে লঙ্ঘন করার কোন ক্ষমতা যদি কেউ করে তাহলে পরে তার শাস্তি বিধান court করবে। তার পরে বলা হয়েছে যে want of provision for filing rent suit under Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 in case of non-payment of rent by under raiyat to raiyat. এক্ষেত্রে আইনের যে ব্যাখ্যা আছে তা বলছি the under raiyat are liable to eviction under section 108-D of the Act if they fail to pay rent within a period of 3 months after it falls due. Rent can be realised by suit instituted in courts under the provisio of the transfer of property Act, contract Act and provincial small Cause Act. As such provision in the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act of this ....were not considered necessary. এই জিনিসগুলি পড়বেন। কি কি আলোচনা করবেন—না, transfer of property Act, contract or agreement ভেঙ্গেছে—সেইজন্য করতে পারেন, and provincial small causes court এ করতে পারে। অতএব তার সেই ক্ষমতা আছে। অতএব সেই অনুসারে করতে পারে। অতএব মাননীয় উকিল সদস্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি তাকে তারই আইন দিয়ে সেটি তার সামনে উপস্থিত করছি। অতএব তিনি সেটা ভালভাবেই বিবেচনা করছেন যে উনার যুক্তি এখানে টিকমই হচ্ছে না। তারপর বলেছেন উনি non-implementation of the provisions of the restoration of possession of under raiyat. Under section 119 and 123 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act. আমি তাকে সেই আইনের ব্যাখ্যা দিয়েই তার সামনে উপস্থিত করব। বোধ হয় মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই সেটা অনুধাবন করবেন এবং মনে মনে করছেনও। No case has come to the notice of the Govt· where a person has taken possession of any land by evicting an under-raiyat

therefrom on the ground that the land has been reserved for his personal cultivation has failed to cultivate such land personally within one year from the date on which took possession thereof or has ceased to cultivate such land personally in any year during the period of 4 years that following as provided u/s 119 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 তারপর বলা হয়েছে in regard to section 123 of the Tripura Land Revenue & Lands Reforms Act, 1960. It may be stated that no case has come to the notice of the Govt. where an under raiyat of any land has during the period from 10th August, 1957 to the date of the enforcement of the Act has surrendered or has been evicted from such land. Therefore implementation of the Section 123 of the Act does not arise. (A voice from the opposition) —শুনুননা। আপনারই আইন দিয়ে আপনার সামনে সেটা উপস্থিত করছি আপনি সেটা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখুন। তারপর বলা হয়েছে progress of Survey & Settlement in Tripura so far acheievd rather unique in comparision with West Bengal, Assam & other neighbouring state. তারপর বলা হয়েছে regarding non-fulfilment of Survey & Settlement operation within the target period. যখন আমাদের Survey & Settlement এর ১০ বৎসরের জন্য programme ছিল সেটা Survey & Settlement এর programmeএর জন্য। তারপর ১৯৫৯-৬০তে Tripura Land Revenue & Land Reforms Act এ যে বোঝাটা আছে তা তাদের উপর চাপিয়ে দেওরা হয়েছে। অতএব আরও ৫ বৎসর সেই কারণে সেটা বর্দ্ধিত করা হয়েছে এবং সেটার সেই কাজ চলছে। অতএব এই জায়গাতে যে cut motion এখানে আনা হয়েছে সেটি এখানে যুক্তিসই নয়। তারপর নজরানা সম্বন্ধে enhancement of Land Revenue সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই জায়গাতে আর cadastral survey যেটা ছিল—ত্রিপুরাতে সেটা ছিল না সেই Survey—Scientific Survey, ত্রিপুরাতে হয়েছে এবং সেই অনুসারে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হয়েছে ৩০ বৎসরের জন্য। আর যদি কোন কিছু আপত্তি থাকে তাহলে পরে ১০ বৎসর পরে তার আপত্তি স্থাপন করতে পারে। তারপর বলা হয়েছে নজরানা সম্বন্ধে। আমি নজরানা সম্বন্ধে বলব। জুমিয়া যারা Landless agricultural worker যারা, Co-operative Society or Jumia, or Landless agricultural ...... artisan or a Co-operative Society of artisans. In addition to the above classes displaced persons have also been allotted land without any premium. অতএব দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরায় যে লোক ছিল তাহাদিগকে premium ছাড়াই আমরা করেছি। যারা সক্ষম লোক, যারা ২০ দ্রোণ, ২৫ দ্রোণ নিয়ে বসে থাকবে তারা premium দেবেন না তার কোন তাৎপর্য্য আমি দেখছিনা। অথচ এখানে বলা হচ্ছে যে জুমিয়া যারা, landless agricultural worker যারা, Co-operative Societyর member যারা—জেনে রাখা ভাল, মাননীয় সদস্য জানেন নিশ্চয়ই,—Landless agricultural worker যারা, artisan যারা, co-operative society র মেম্বার যারা এবং তার সাথে displaced persons তাদেরকে premium দিতে হয় না।

অতএব House এর সামনে এমনভাবে কতকগুলি বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যাতে মনে হয়, যারা গরীব আছে তাদিগকে বিভ্রান্ত করে, মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়ে দিয়ে তাদের থেকে টাকা পয়সা আদায়ের ফন্দি স্বরূপেই ইহা করা হচ্ছে। আর অন্য কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি cut motion এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি এবং Houseএর সামনে আমার Demand No. 2 রাখছি। আশা করি House এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—Discussion is over. I would now put the motions to vote. First I put to vote the cut motions one after another. First of all I put to vote the cut motion of Shri Birchandra Deb Barma.

The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on want of prescribed competent authority to decide questions of accrual of Under raiyaty right u/s 2(v) of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the next motion tabled by Shri Birchandra Deb Barma.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on want of provision for filling rent suit under Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 in case of non-payment of rent by Under-raiyat to raiyat.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the next motion.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Non-implementation of the provision of restoration of provision of Under-raiyat u/s 119 & 123 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I will again put to vote.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion tabled by Shri Hlura Aung Mag.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on non-fulfilment of Survey Settlement operation within the target period.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Vices—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the 2nd cut motion tabled by Shri Hlura Aung Mag.

The question is that the Demand be reduced by Rupees one hundred to discuss on enhancement of land revenue and nazarana under present survey and settlement.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices "Noes".

Noes have it. Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the main Motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 29,00,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 2 Land Revenue.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'. No voice.

"Ayes" have it. "Ayes" have it.

The Motion is carried.

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move the Demand for grant No. 1, No. 3, No. 4, No. 5 together.

Shri S. L. Singh, Chief Minister—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income.

Demand No. 3— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 73,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

Demand No. 4—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 28,000-/, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

Demand No. 5—On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,000/-, [inclusive of the sums specified in column No. 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 5—Other Taxes and duties.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৪টি Demand আমি Houseএর সামনে রাখছি। আশা করি House এই Demand গুলোকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—There is one cut motion against the Demand No. 3. The cut motion is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on Prohibition of issuing license for liquor shops tabled by Sri Sudhanwa Deb Barma.

There are two cut motions against the Demand No. 4. The cut motion moved by Sri Hemanta Deb Barma is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for introducing bus services at the roads viz. (1) Ampi—Teliamura, Teliamura—Khowai, Udaipur—Amarpur, Agartala—Takarjala, Kumarghat—Kailashahar, Pecharthal—Kanchanpur, etc.

The cut motion moved by Sri Sunil Kr. Choudhury is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on ventilate the specific grievence, viz. to introduce State Transport in Tripura.

I now request the Hon'ble member Sri Sudhanwa Deb Barma to discuss his cut motion.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করা হয়েছে, আর সেই সময় আমাদের ত্রিপুরায় আমরা দেখছি মাদক দ্রব্যের দোকানের licence আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই যে আমাদের নৈতিক মান উন্নয়ন করার ব্যাপারে এটাকে সহায়ক বলে ওনারা মনে করেন। তাই আমরা এটা কি ধরে নেব যে মাদক দ্রব্যের দোকান যে বাড়ানো হচ্ছে তাদিয়ে আমাদের সমাজের মান উন্নত হবে? সেটাই আমার আজকে জিজ্ঞাস্য। এটার উত্তরে হয়ত Ruling party বলবেন—আজকে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, তদনুযায়ী চাহিদাও বেড়ে গেছে। তাই আজকে দোকান বাড়ানো দরকার। আমার এই Cut Motion এর বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে হয়ত এই যুক্তিই আসবে। আমি মন্ত্রী মহোদয়গণকে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফতে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এটা কি একটা essential commodity যার ফলে লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে তার চাহিদাও বেড়ে গেল। ওনারা যদি মনে করেন এটা essential commodity তাহলে তাঁরা সেটা বাড়াতে পারেন এবং সেই অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু তা যদি মনে না করেন তাহলে এটাকে বাড়াবার কোন যুক্তি থাকে না। মাদক দ্রব্য যদি আজকে বাড়ানো হয় তাহলে সমাজের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে সেই দুর্নীতির বৃদ্ধি করার পথকে আরও সহায়ক করে দেবেন। আমি এখানে যে cut motion এনেছি সেই cut motionএর পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই cut motionএর পক্ষে এমন কোন কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই মাদক দ্রব্য বর্জন আমাদের ত্রিপুরাতেও যে প্রয়োজন তা বিশেষ কোন যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হয় না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

Mr. Speaker :—I now call on Shri Hemanta Deb.

Shri Hementa Deb M. L. A. :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে cut motionটি রেখেছি তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে অনেক শহর বাজার, শহরাঞ্চল এই জাতীয় বহু জায়গার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন পেঁচারথল—কাঞ্চনপুর, অম্পি—তেলিয়াড়া, উদয়পুর—অমরপুর, কুমারঘাট—কৈলাসহর এই সমস্ত শহর বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে রাস্তাঘাটের সৃষ্টি হয়েছে তাতে আজ পর্য্যন্ত কোন বাস সার্ভিস চালু করা হয় নাই। অথচ দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে কৈলাসহরের লোকেরা শহরে না গিয়া মামলা মোকদ্দমা বা বিভিন্ন কাজকর্ম্ম করতে পারে না। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই এখনো বাস সার্ভিস হয় নাই। অথচ খোয়াই একটা important জায়গা। তেলিয়ামুড়া—অম্পিতে এখনো বাস সার্ভিস চালু হয়নি। উদয়পুর—অমরপুর এখনো বিধিবদ্ধভাবে কোন বাস চালু হয়নি। কাজেই যোগাযোগের যে প্রয়োজন তা মিটাবার জন্য এখনো ঐ সমস্ত রাস্তায় সুষ্ঠুভাবে বাস সার্ভিস চালু হয়নি। এই অব্যবস্থার ফলে ঐ সমস্ত এলাকার লোকেরা আসা যাওয়ার ব্যাপারে কত কষ্টভোগ করছে তা বর্ণনাতীত। এই

অসুবিধা দূর করবার জন্য বাস সার্ভিসের অত্যন্ত প্রয়োজন। আরো দেখা যায় আগরতলা—টাকারজলা পর্য্যন্ত বহুদিন যাবৎ একটা রাস্তা আছে। কিন্তু সেই রাস্তায় আজ পর্য্যন্ত বাস চালু হয়নি। কেন হয়নি? না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? সরকার একটু দায়িত্ব নিয়ে, যত্ন নিয়ে কাজ করলে সব করতে পারেন। কিন্তু তারা করবেন না। আমার এই Cut Motion এর বিরুদ্ধে বিরোধীতা করার বিশেষ কোন কারণ নাই বলে আমি মনে করি। কিন্তু তবুও তারা তা করবেন। অথচ বিরোধীতা করতেই হবে Cut Motion এর বিরুদ্ধে তাই তারা করবেন। কিন্তু Houseকে যে তারা সন্তুষ্ট করতে পারবেন তাহা আমি আশা করি না। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই Cut Motion দেশের মঙ্গলের জন্য, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আশা করি— House আমার এই Cut Motionটিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— I now call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে যে Cut Motionটা আছে সেটা একেবারে বাস্তব। এইটার বাস্তবতা সম্পর্কে কেউ অস্বীকার করতে পারে তা আমার ধারণা হয় না, তার কারণ হচ্ছে এটা শুধু আমার দেশের কথা নয়, এটা বিভিন্ন Province এর কথা। তারা তার বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেনে। উপলব্ধি করার ফলে তাদের সেখানে এটা হয়েছে। West Bengal, Assam এ হয়েছে। তবু আপনারা বলতে পারেন যে এইটা Province এ হয়েছে, Union Territoryতে হয়নি, কিন্তু মনিপুরেও হয়েছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এই রাজ্যে এটা এখনও হয় নাই। কেন হয়নি? তা হয় না এই কারণে যে আমরা চাইনি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকুক, নির্ব্বিবাদে রাস্তায় চলাফেরা করুক। আমরা চাই, তারা বাদুরের মত বাসে ঝুলে থাকুক Over load করুক, পুলিশ পয়সা পাওক। কারণ পুলিশ হাত দেখাবে Over load দেখলেই—সঙ্গে সঙ্গেই ১৲—২ টাকা আমদানী হয়ে গেল, কেননা over load বেআইনী। আর যেই মাত্র ১—২ টাকা দেওয়া হল, এমনি ঐটা আইনসম্মত হয়ে গেল, আবার বাস চলতে আরম্ভ করল। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই জনসাধারণে দৈনন্দিন এই অসুবিধাগুলি feel করছে। এমনও কোন সময় হয় যে State transport বিভিন্ন রকমের মাল বহন করতে পারেন, তারপর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সেই বাসের বন্দোবস্ত করতে পারেন। ঐটাও State transport এর অন্তর্ভুক্ত। আজকে এইখানে plan period এর ভিতরে যেসব রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার কথা ছিল সেগুলিও আজ পর্য্যন্ত হয়নি। সাবরুম হইতে আগরতলার রাস্তার কি অবস্থা? বৃষ্টি হলে আর বাস সার্ভিস থাকেনা। ঐসব গাড়ীর spare parts or spare চাকা ইত্যাদি না থাকার ফলে অনেক সময় রাস্তায় বসে থাকতে হয়। Spare parts অন্যস্থান হইতে এনে গাড়ী ঠিক করে তারপর চালু করতে হয়। কিন্তু যদি state transport হত তাদের জন্য Mechanical Section একটা থাকত, তারা

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখত গাড়ীর condition ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ আমরা পূর্ব্ব থেকেই জানতে পারতাম গাড়ীটা চলার উপযোগী আছে কিনা। এরকম সতর্ক হয়ে যে গাড়ীগুলি রাস্তা চলার উপযোগী সেইগুলি দিলে পরে রাস্তা চলার যে বিভ্রাট তা আর আসত না। State transport না থাকার ফলে প্রাইভেট গাড়ীর মালিকরা তাদের খেয়াল খুসীমত ভাড়া আদায় করে, কোন Rate fix করা নাই। আজকে যখন বিভিন্ন জায়গায় গাড়ীর Demand তখন ধরুন ধর্ম্মনগর থেকে কমলা নিয়ে কেউ সাবরুম যেতে চায়, যেহেতু কমলার ব্যবসা লাভজনক। কাজেই ঐসব গাড়ীওয়ালাকে যদি high rate না দেন তাহলে আপনি গাড়ী পাবেন না। কাজেই State transport থাকলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল যাতায়াতের rate fix করা থাকত এবং তাহাতে জনসাধারণের সুবিধা হত এবং একটা নির্দ্দিষ্ট দরে মাল বেচাকেনা করা যেত। কথায় কথায় এখানে বলা হয় যে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা এনে আমরা বাজেট করি কাজেই আমরা ইচ্ছামত বাজেট তৈরী করতে পারি না। কিন্তু কথা হল কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে না চেয়েও আমরা কিছু কিছু কাজ করতে পারি। State Transportএর মাধ্যমে আমরা কিছু Income করতে পারি এবং রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় করে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি করতে পারি। মাল transport করা যায়, বাস-সার্ভিস করা যায়—

(Interruption)

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে যুক্তির অবতারণা করেছি, সেই State Transport-এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার কিছু সমাধান করা যায় এবং ত্রিপুরার উন্নতি এবং আশা-আকাঙ্খার কিছুটা রূপায়ণ করা যায়। এই cut motionএর সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb

Shri Gopesh Ranjan Deb :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 3 তে যে cut motion রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি বলতে চাই যে, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বত্রই সে আন্দোলন চলেছে এবং বিশেষত: ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এদেশে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন খুবই প্রয়োজন এবং মহাত্মা গান্ধী এ নিয়ে আন্দোলনও করে গিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে Parliamentএর বিভিন্ন সদস্য এবিষয়ে তাদের মতামত রেখেছেন। তারা সবাই মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের পক্ষপাতী।

(interruption)

এবং ভারতবর্ষের যে সকল মনীষি ছিলেন, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি মুসলমান সকলেই মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সমর্থন করে গিয়েছেন। বিশেষ করে আমরা ত্রিপুরার মানুষ আমাদের যারা উপজাতি তাদের মধ্যে পূজা, পার্ব্বন ইত্যাদিতে দেখতে পাই যে, অনেক সময় তারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন এবং মাদকদ্রব্য ছাড়া তাদের পূজাদি চলে না। কিন্তু Licence বন্ধ করে দিয়ে এই উপজাতিদের মনে আঘাত করা.........

(interruption)

মাদক বর্জ্জন প্রয়োজন হলেও ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য এখন পর্য্যন্ত সেটা চালু রাখা হয়েছে। আমরা ক্রমশ: প্রচারের দ্বারা তাদের বুঝিয়ে.........

(interruption)

Mr. Speaker :—I request the honourable Members to maintain silence in the House.

Shri Gopesh Ranjan Deb :—আমরা আরও জানি যে, ক্রমশ: Licenceও কমান হচ্ছে। গতবারের যেসব Licence issue করা হয়েছে তার মধ্যে এবার ১৪।১৫টা Licence issue করা হচ্ছে না। তারপর বছরের মধ্যে যেসব বৃহস্পতিবার, 15th August, 2nd October যেমন dry day আমরা পালন করি সেটাও মাদক বর্জ্জনের দিকে একটা পদক্ষেপ। ক্রমশ: মাদকদ্রব্য ত্রিপুরা থেকে বর্জ্জন করা হবে এটা আমরা আশা করি। হঠাৎ করে এটা বন্ধ করে দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতিদের মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি আমরা করতে চাই না। Demand No. 4 সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য বলেছেন যে State Transportএর খুবই দরকার। কিন্তু আমরা জানি যে ত্রিপুরা তিনদিক দিয়ে পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। ভারতের সঙ্গে তার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা আসামের কাছাড় দিয়ে। ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই বললেই চলে। সবেমাত্র ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেল হয়েছে। তাও আমাদের আগরতলা সহর ১৪০ মাইল দূরে। তাছাড়া এখানে বড় খাল বা নদী নাই যে ষ্টীমার চলিবে। কাজেই ষ্টেট ট্রেন্সপোর্টের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে এবং এখানে যে State Transport যে প্রয়োজন আছে সেটা সবাই উপলব্ধি করে। আমরা জানি যখন ১৯৬৪ ইংরাজীতে কেন্দ্রীয় হোম মিনিষ্টার এখানে এসেছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও উন্নয়নমন্ত্রী তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন একটা State Transport Board গঠন করার জন্য। সে সম্পর্কে তারা অনুরোধও করেছিলেন এবং তাতে কথা ছিল যে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের প্রথমদিকে এখানে একটা State Transport Board করা হবে। State Transport Board করলে পরে এখানে কোথায় তার জন্য office হবে, কোথায় garrage হবে এবং কোন কোন রাস্তায় সেটা চলবে এটা বিচার বিবেচনা করে করতে হবে। তার জন্য প্রথমে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল এবং token হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে 1966-67এ। পরে এটা Supplementary Budget দ্বারা Cover করা হবে। Board যখন হবে তখন 1966-67এ preliminary কাজ আরম্ভ হবে। মাননীয় সদস্য হেমন্ত দেববর্ম্মা কতগুলি রাস্তার নাম করে বলেছেন যে সেখানে কেন Bus Service চালু করা হয়নি। তিনি বোধহয় জানেন না যে, দীর্ঘকাল যাবত সে সব রাস্তায় Bus Service চালু আছে। Pecherthal to Kumarghat Bus Service চালু আছে। Kumarghat to Kanchanpur Jeep চলে.........

(interruption)

সেটাতো কাঞ্চনপুর। সেখানে যেতে হলে কুমারঘাট হয়ে যেতে হয়। ঐ রাস্তাটিকে আরও wide না করা পর্য্যন্ত সেখানে Bus Service চালু করা সম্ভব নয়। কাজেই এসমস্ত রাস্তাগুলো ক্রমশ: উন্নত হওয়ার সাথে সাথে bus service চলবে। State transport না হলেও Syndicate এর মারফতে এটা চালু করার সুযোগ হয়েছে। Transport এর যে উন্নতি হয়েছে তাতে কোন

সন্দেহ নাই। ওনারা দাবি করছেন State transport. State transport এর Preliminary work আরম্ভ হয়েছে, কাজেই ছাটাই প্রস্তাব এনে ব্যয় বরাদ্দ ছাটাই করতে হবে, এমন কোন কারণ আমি দেখি না। অতএব মূল প্রস্তাবের সমর্থন করে এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Chief Minister Shri Sachindra Lal Singh.

Shri Sachindra Lal Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সকল ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার ভিতরে একটাতে বলা হয়েছে যে মদের Licence দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে India Govt. এর যে policy, সেই policy অনুসারে এটা করা হচ্ছে এবং সেই ভাবে টাকাও বাজেটে রাখা হয়েছে। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে এটাকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তাই এটা বন্ধ করার আগে আমাদিগকে চিন্তা করতে হবে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে ত্রিপুরার tribals যারা তাদেরকে একটা previlage দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেরা manufacture করে utilize করে এবং সেটা তাদের মনোভাবের উপর দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। অতএব মদ্য বর্জন করা এটা India Govt. এর policy নয় এবং সেই অনুসারে যারা habituated তাদের জন্য এটা করা হয়েছে এবং তাদের যদি আমরা হঠাৎ করে বলি যে তোমরা মদ খেওনা, মদ খাওয়া বন্ধ করে দাও, সেটা হবে অবাস্তব পরিকল্পনা। কাজেই এই অবাস্তব পরিকল্পনাকে সামনে রেখে আমরা চলতে পারিনা। কেননা আমরা জানি যে সেই অবস্থা এখন বিদ্যমান আছে। অতএব সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদ তৈরী করতে পারবে। আর percentage of liquor যেটা ছিল তা ক্রমশ: কমিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। পূর্ব্বে ৩০।৪০% ছিল, সেটাকে কমিয়ে এখন ২০% নিয়ে আসা হয়েছে। অতএব সেই ভাবে আমাদের যে পদ্ধতি সেই ভাবে পরিচালনা করছি। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে বাঙ্গালীরাও মদ্য পান করে থাকেন। কিন্তু আমি এমন কথা বলিনা যে ট্রাইবেলসরা বেশী খায় বা বাঙ্গালীরা বেশী খায়। কে বেশী খেল কে কম খেল তারা হয়তো সেটা বলতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে, যারা habituated, তাদেরও সে মদ খাওয়াটা ঠিক নয় এটা যে খারাপ জিনিষ, সেই কথা মাননীয় সদস্যরা যখন বুঝতে পারছেন তখন আমি অনুরোধ করব তারা যেন একথাটা তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন এবং প্রচার করেন। অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে আমার নিজের যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। অতএব সেই পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের যে policy আমরা নিয়েছি তদনুযায়ী আমাদের কার্য্যক্রম চলছে। মাননীয় সদস্যরা যদি মদ্য বর্জনে উৎসাহিত হয়ে থাকেন এবং নিশ্চয়ই তারা উৎসাহিত, তাহলে জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে যারা addiction করে থাকেন বলে মনে করে থাকেন যে এটা খারাপ তবে সেটাকে বন্ধ করার জন্য তারা চেষ্টা করে যাবেন। অতএব একে অন্যের উপর দোষারূপ করে নিজের ত্রুটি চালিয়ে যাব সেটা সমাজের দিক দিয়ে অত্যন্ত হানিকর হবে। তাই আমি সদস্যদিগকে অনুরোধ করব যাতে আমরা এই দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কার্য্যক্রম পরিচালনা করি।

Transport সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা কতকগুলি রাস্তার নাম উল্লেখ করে বলেছেন অম্পি—তেলিয়ামুড়া, তেলিয়ামুড়া—খোয়াই, উদয়পুর—অমরপুর, আগরতলা—টাকারজলা, কুমারঘাট—কৈলাসহর, পেচারথল—কাঞ্চনপুর ইত্যাদি। অম্পি—তেলিয়ামুড়া রাস্তার বাস সার্ভিস চলছে আর তেলিয়ামুড়া—খোয়াই রাস্তায় কেন বাস সার্ভিস চলছেনা—সে সম্পর্কে আমি বলছি যে চেবরী এবং খোয়াই যে নদী ২টি আছে তার উপর আমরা এখনো ব্রীজ করতে পারিনি। তাই সেই রাস্তায় বাস চলাচলের একটা বিরাট অসুবিধা আছে। মাননীয় সদস্যরা অবশ্য এই সম্পর্কে অবগত আছেন। সেখানে যে ব্রীজ করা যায় না, তা নয় ব্রীজ করা যায় এবং সেই জন্য পরিকল্পনা ও আছে। আমি এই কথা বলতে চাই না যে জন সাধারণের কোন অভিযোগ নেই। তাদের অভাব অভিযোগ নিশ্চয় থাকবে আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই দুটি নদীর উপর যে ব্রীজ করার দরকার তার জন্য টাকার প্রয়োজন। অতএব মাননীয় সদস্যাদিগকে চিন্তা করতে বলব যে রাতারাতি ব্রীজ তৈরী হয়ে যাবে এবং বাস চলাচল করবে এমন কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। আর আমরা জানি যে আমাদের কতগুলি fair weather এবং all weather road আছে। কাজেই যতক্ষন পর্য্যন্ত না আমরা কোন রাস্তাকে all weather road বলে declare না করতে পারছি এবং বিশেষ বিশেষ যেসব অসুবিধা আছে সেগুলি যতক্ষণ দূর করতে না পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে রাতারাতি ব্রীজ করে ফেলা যাবে, তা কখনও হয়না। এইসব কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না।

উদয়পুর, অমরপুর সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, সেই রাস্তায় বাস চলছে। আগরতলা—টাকারজলা রাস্তা এখনও all weather road বলে আমরা declare করিনি, কাজেই সে রাস্তায় বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। Kumarghat—Kailashahar রাস্তায় বাস চলছে। তারপর পেচারথল কাঞ্চনপুর road is fit for Bus Service. অতএব আমরা যতগুলো রাস্তা করেছি সে সব রাস্তায় যাতে বাস চলাচল করতে পারে সেই চেষ্টা আমরা করছি। সেইজন্য road গুলো development করা দরকার। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত রাস্তাগুলো develop করা না যায়, বললে পরেই সেখানে বাস সার্ভিস চালু করা যাবেনা। অতএব জনসাধারণের সুবিধার জন্য সে সমস্ত রাস্তা দরকার সেগুলিকে আমরা develop করার চেষ্টা করব। State Transport সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকারের দিকে চেয়ে না থেকে এখান থেকে টাকা সংগ্রহ করে তা করা হউক। আমরা জানি আমাদের বাজেট ভারত সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করে গড়ে তুলছি। সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে তিনি যদি ভারত সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকেই State transport করতে পারেন তা'হলে ভাল কথা। যদি মাননীয় সদস্যের সেই অর্থ থেকে থাকে তা'হলে বলব, মাননীয় সদস্য সেই টাকা দিয়ে গাড়ী খরিদ করে যদি আমাদিগকে দিয়ে দেন তা'হলে আমরা State transport immediatly করব। ১ কোটি ২১লক্ষ টাকা, উনি যদি সেই টাকাটা এভাবে খরচ করতে পারেন তা'হলে কৃতার্থ হব। তবে মাননীয় সদস্যকে বলব যে, Bus আনতে গেলে পরে foreign exchange দরকার হবে। অতএব সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলব, brainটা সেদিকে

খাটাবার জন্য তাকে আমি অনুরোধ করব। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এই সব difficulties আছে। আমাদের Budgetএ সেজন্য আমরা টাকা বরাদ্দ রেখেছি যাতে আমরা Transport Corporation গড়ে তুলতে পারি। Plannig Commission সেজন্য মঞ্জুরী দিয়েছেন। মাননীয় সদস্যকে তাই বলব যে, আমরা আজ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি বলেই State Transportএর কথা চিন্তা করছি। তাই আমি আমার মূল Demand Houseএর সামনে রেখে Cut motionএর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি এবং আশা করব House এই Demand সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker : The discussion is over. I now put the demand for grant No. 1 to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 8000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 1-Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say Noes'

(No Voice)

Ayes have it, Ayes have it So the motion is carried.

The discussion on Demand No. 3 is closed. I would now put the motion to vote. I would first put the cut motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on prohibition of issuing license for liquor shops.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voices Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(Voices—Noes)

Noes have it, Noes have it.

So the cut motion is lost.

I would now put the main motion to vote. The question is that a sum not excuding Rs. 73,000/- [inclusive of the sums specified in calumn 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 3 State Excise Duties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

Ayes have it, Ayes have it. So the motion is carried.

The discussion on Demand No. 4 is closed. I would now put the motion to vote. First I would put the cut motion to vote one by one. The cut motion moved by Shri Hemanta Deb, that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for introducing bus services at the roads viz (1) Ampi—Teliamura, Teliamura—Khowai, Udaipur Amarpur, Agartala—Takarjala ; Kumarghat—Kailashahar, Pecharthal—Kanchanpur etc.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'
(voices "Ayes")
As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—
(voices "Noes")
Noes have it. Noes have it.
So the motion is lost.

Another cut motion moved by Shri Sunil Kr. Choudhury, that the demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance, viz to introduce State Transport in Tripura.

As many as are of that opinion will please say "ayes."
(voices 'ayes')
As many as are of contrary opinion will please say 'noes'.
(voices 'noes'.

Noes have it, Noes have it. So the motion is lost. Now I put the main motion to vote moved by Hon'ble S. L. Singh, the question is that a sum not exceeding Rs. 28,000/- [inclusive of the sum specified in Col—3 of the schdeule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

As many as are of that opinion will please say 'ayes'. (No voice)
(voices —"ayes")
As many as are of contrary opinion will please say 'noes'
Ayes have it, Ayes have it.
So the motion is carried.

I would now put the demand for grant No. 5 to Vote. The motion is that a sum not exceeding Rs. 1,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 5—Other taxes and duties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.
(voices—'ayes')
As many as of contray opinion will Please say 'Noes.'
(no voice)
The motion is carried.

As the business of the House is over the House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 29th March, 1966.

APPENDIX—'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE.

STARRED QUESTION NO. 351

by **Shri Dinesh Deb Barma,** M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1) How many persons arrested under different sections of the D. I. Rules, 1962 during August, 1965 to October, 1965 have been kept as Division I under-trial prisoners ?	2 (two) persons arrested under different sections of the Defence of India Rules during August, '65 to October, '65 were kept as Division I under-trial prisoners.

STARRED QUESTION NO. 352

by **Shri Dinesh Deb Barma,** M. L. A.

QUESTION	REPLY
a) What is the present number of students in Engineering College of Tripura ;	31
b) how many of them belong to Tripura ;	26
c) when the College building will be started ;	Site already selected. Constructional works of the buildings for the College will be taken up by the State P. W. D. as early as possible after completion of codal formalities, such as, expenditure sanction, calling of tenders etc.
d) what is the strength of the staff of the Engineering College ?	PRESENT STRENGTH :

Principal	1
Professor	3
Asst. Professor	2
Lecturer	4
Workshop Superintendent.	1
Head Clerk	1
L. D. C.	1
Store-keeper	1
Skilled Workman	5
Class IV	2

STARRED QUESTION NO. 355
by **Shri Dinesh Deb Barma,** M. L. A.

QUESTION	REPLY
a) Whether the detenues of Agartala Jail are given diet as non-labouring Prisoners ;	Yes
b) if so, what is the reason for treatment of Agartala detenues as such ?	As they are non-labouring.

STARRED QUESTION NO, 397
by Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTIONS	REPLIES
1. The nature of the economy drive made during this period of emergency by the various departments of this Government ;	It has been possible to effect economy during the period of emergency in different Departments of the Government of Tripura in the following manner :— 1. There were 100 non-technical vacant posts in different Departments but the posts were not filled and the work was got done through the existing staff. 2. No expenditure was incurred on which washing of Government buildings and vernishing of Government furniture, equipments etc. 3. Expenditure on office furniture equipments etc., was incurred very cautiously and only in cases there was absolutely necessary. This resulted in a saving of 20% over the normal expenditure.

4. Utmost economy was also observed in the matter of payment of travelling allowances, Overtime Allowances etc. of the Officers and Staff. Only essential tours were allowed to be undertaken and overtime allowance was also allowed only in very exceptional circumstances. On the whole expenditure on these items was kept down to the minimum.

2. Total amount of money saved by this drive ;	Rs. 41,23,802/-
3. total amount of money saved by the Chief Minister, Development Minister & the three Deputy Ministers in matters of T. A. and other allowances drawn by them while responding to this economy drive ?	The Chief Minister, Development Minister and the Deputy Ministers undertake tours which are considered administratively necessary with due regard to economy. In fact, in the case of Ministers, Deputy Ministers, it was considered very necessary that they maintain fullest contact with the masses, build up their morale and seek co operation in defence efforts. The Development Minister however, did not undertake any tour during the period from the midle of August, 1965 to January, 1966, while he was sick. All the Ministers have drawn their salary and other allowances as provided statutarily.

STARRED QUESTION NO. 402 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Quantity of foodgrains lost (a) in transit, (b) in storage, (c) due to theft and (d) other sources during last 5 years :	A Statement is attached.
2. quantity of foodgrains considered to be damaged and unfit for consumption during the period ;	1960-61 8,916.328 Kg. 1961-62 6,359.200 Kg. 1962-63 16,415.137 Kg. 1963-64 48,360.200 Kg. 1964-65 41,038.700 Kg.
3. steps taken to avoid these wastages ?	Departmental field staff are posted at Railway stations to supervise clearence of foodgrains. Value of quantity found short beyond certain limits is deducted from the bills of the transport contractors at market prices. If shortage occurs due to fault of the contractors, value of the entire shortage is deducted from their bills. If shortage occurs in the godowns due to negligence of the staff disciplinary action is taken against them. Instructions have been issued to all concerned for minimisation of storage losses. All Sub-Divisional Officers/Addl. Sub-Divisional Officers have been instructed to undertake surprise checks with a view to avoid transit shortages.

Statement in Reply to the Starred Question No. 402.

Part (i) of the question.

	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65.
(a)	325050 Kg.	175414 Kg.	897046 Kg.	716250 Kg.	633518 Kg.
(b)	109072 Kg.	49523 Kg.	16201 Kg.	11750 Kg.	9217 Kg.
(c)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil.
(d)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil.

Sri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

	Question	Reply.
	Whether Nikhil Tripura Mahila Samity received any financial aid, grant or loan from the Government for any welfare work ;	No.
2.	if so, description of such grant, aid or loan received by them during last 10 years. ;	Does not arise.
3.	names of members of the Governing Body of this organisation ;	Does not arise.
4.	whether the accounts of the organation was ever audited by the Govt. ;	Does not arise.
5.	whether the Govt. is satisfied that the money given to this organisation has been properly utilised ?	Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 711. BY
SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA, M. L. A.

	QUESTION	REPLY
1.	Whether it is a fact that bus fare from Agartala to Sekerkot and Agartala to Bishalgarh are same :	... Yes.
2.	whether return tickets are issued only for Agartala to Sekerkot and not for Agartala to Bishalgarh :	Return tickets in general are issued to travellers between Agartala-Sekerkot while return tickets for Agartala-Bishalgarh are limited.
3.	if the answer to question Nos. 1 & 2 are affirmative. What are the reasons ?	The rates of bus fare according to stages are being fixed by the State Transport Authority, but no rate for return tickets on any bus route has been fixed by the S. T. A.

APPENDIX—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 713
by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A.

Question: **Reply** (AS ON 31-3-65)

Total number of S. C. & S.T. students enrolled in Primary, Middle, High & Higher Secondary Schools in Tripura upto December—1965;

1. Type of Schools	No. of students Enrolled. Sch. Caste:	Sch. Tribe
(i) Primary Schools (Basic & Non-Basic)	14,890	24,378
(ii) Middle Schools (Basic & Non-Basic)	1,256	1,524
(iii) High/Higher Secondary Schools	1, 929	1,719

2. sub-Division-wise break up

2. Sub-Division wise Enrolment of Sch. Castes and Sch. Tribes students.

Name of Div: Pry./Jr. Basic : Middle : High/Higher School. Sr. Basic/Secondary School Jr. Basic School.

	S. C.	S. T,	S. C.	S. T.	S. C.	S. T.
1	2	3	4	5	6	7
Sadar	5602	8903	601	643	1,007	892
Sonamura	1065	749	62	52	107	32
Amarpur	868	1341	41	5	34	15
Sabroom	523	772	26	74	49	22
Belonia	817	1418	150	58	109	111
Dharmanagar	765	2003	41	286	99	40
Kailashahar	1327	1768	27	68	92	140
Kamalpur	1501	1467	137	51	94	41
Khowai	1334	4308	153	246	219	339
Udaipur	1088	1639	18	41	119	87

UNSTARRED QUESTION NO. 721 by
Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A.

Question. **Answer.**

(1) Whether the enquiry to the complain against O/C Birganj has been completed;

Yes

(2) if so, the result thereof ?

During the enquiry, no evidence could be produced in support of the allegetion agsinst O/C Birganj P. S.

UNSTARRED QUESTION NO. 660
by Shri Atiqual Islam M. L. A.

Question.	Answer.
1. Total amount of money collected in Defence Fund, Kashmir Fund & Chief Minister Fund,	A. National Defence Fund 5,24,038.21P. (upto February, 1966). B. Chief Minister's Fuud for Relief to Jammu & Kashmir. 29,376.52P. C. Chief Minister's Relief Fund. 1,33,318.54P
2. total amount of the expenditure incurred in each of the said Fund,	A. National Defence Fund. Nil. B. Chief Minister's Fund for Relief to Jammu and Kashmir Rs. 20,500/- C. Chief Minister's Relief Fund. Rs. 63,731.32P.
3. the nature of the expenditure incurred ?	A. Does not arise. B. Remitted to Chief Minister, Jammu & Kashmir. C. Disbursements made to distressed.

UNSTARRED QUESTION NO. 555
by Shri Nripendra Chakraborty M.L.A.

Question.	Replies.
1. Total number of items of Audit objections outstanding for settlement relating to the period ending on December 1965;	2,074
2. a department-wise break-up of the number & the amount of money involved in each Deptt.;	Rs. 36,38,203.00 as in Annexure—'A'
3. whether number of Audit objections are on increase;	No.
4. whether replies to objections are made within a fortnight as required;	Yes. As far as possible.
5. if not, the reasons thereof ?	Certain cases require more time for collection of materials by references to outlying offices etc.

(Annexure—'A')

	Name of Departments.	Total number of Outstanding Audit Objections upto December 1965.	Money involved Rs.
1.	Office of the D. S. S. & Board.	1	NIL. (The objections relates to distribution of stars & medals received free of cost from Army Record Office.)
2.	Chief Forest Officer.	55	1,017
3.	Addl. D. M. & Collector (Food Section) (Iucluding Sub-Divisions)	87	3,29,708
4.	Office of the District & Sessions Judge.	2	388
5.	Inspector General of Prisons.	3	944
6.	Office of the Settlement Officer.	15	25,349
7.	Superintendent of Police.	143	362,747
8.	Collector of State Excise.	2	10,824
9.	Director of Rehabilition.	1	11,000
10.	Director of Industries.	37	51,693
11.	Addl. D. M. & Collector (R. W. Supplies)	4	10,300
12.	Director of Health Services.	23	66,441
13.	D. M. & Collector (Land acquisition)	10	2,37,050
14.	D.M & Collector (Estb. Section)	342	46,729
15.	Director of Education.	388	6,46,012
16.	Department of Animal Husbandry & Veterinary Services.	230	2,61 481
17.	Director of Agriculture.	143	4,11,630
18.	D.M. & Collector (C.D. Section)	384	8,32,285
19.	P. W. Department (Principal Engineer)	204	3,32,605
	TOTAL :—	2,074	36,38,203

Unstarred Question No. 551 by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION	REPLIES
1. The shortfall in Capital Expenditure on different heads during 1964-65 (Upto December, 1965) 2. the causes for such shortfall ?	Two Statements, one for the year 1964-65 and other for the period upto Dec.'65 during the year 1965-66 are attached. (Annexure A & B).

ANNEXURE 'A'

STATEMENT SHOWING THE SHORTFALL IN CAPITAL EXPENDITURE ON DIFFERENT HEADS OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 1964-65

Sl. No.	Name of Departments.	Head of Accounts.	Budget provision or Final Grant.	Total expdr. for 1964-65.	Amount of shortfall.	Causes of shortfall.
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
1.	L. S. G. Department.	95-Capital Outlay on Improvment of Public Health	6,50,000	—	(—) 6,50,000	Budget Provision could not be utilised owing to late receipt of the sanction from the Govt. of India.
2.	Director of Agriculture.	95-Capital Outlay on schemes on Agri. Improvment and research. (A.2-Estab. of Bone Digester).	26,000	25,820	(—) 180	Petty savings.
3.	Public Works Deptt.	-do-	4,49,500	3,07,082	(—) 1,42,418	1) Slow progress due to early monsoon. 2) Less progress due to taking up of the works late after observing all formalities.
4.	Director of Industries	96-Capital Outlay on Industrial & Economical Development.	2,52,500	2,52,110	(—) 390	Petty savings.
5.	Public Works Deptt.	100-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage works. (Non-Commercial).	5,11,600	3,94,491	(—) 1,17,109	Saving as anticipated progress could not be achieved due to non availability of land.
6.	Public Works Deptt.	101-Capital Outlay on Electricity Scheme.	32,65,000	32,22,313	(—) 42,687	Petty saving—could not be anticipated earlier.
7.	Public Works Deptt.	103-Capital Outlay on Public Works. (Construction of buildings—including roads)	1,91,75,800	1,47,19,886	(—) 44,55,914	(1) Non-finalisation of sale deed for purchase of Agartala Palace. (2) Non-availability of sites. (3) Dearth of resourceful contractors.
8.	Addl. D. M. (Food)	124-Capital Outlay on schemes of Govt. trading. (Purchase of Food Grains)	1,93,20,000	1,61,14,858	(—) 32,05,142	Shortfall due to non-adjustment of the entire value of Food grain supplied by the Regional Director of Food, Govt. of India in the books of the A.G. Assam & Nagaland.
9.	1. Addl. D.M. (C.D. Sec.) 2. Director of Industries. 3. L. S. G. Department.	126-Grants to State for Development purposes.	67,500	—	(—) 67,500	Budget Provision could not be utilised owing to late receipet of the sanctionn from the Govt. of India,

ANNEXURE 'B'
tn reply to
Unstarred Question No.551.

STATEMENT SHOWING THE SHORTFALL IN CAPITAL EXPENDITURE ON DIFFERENT HEADS OF ACCOUNT FOR THE YEAR 1965-66 (FROM APRIL TO DECEMBER 1965)

Sl. No.	Name of Departments.	Heads of Accounts.	Proportionate Budget Grants upto Dec. '65 for the year 1965-66	Total expdr. upto Dec.'65	Amount of short-fall	Cause of short-fall.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	L. S. G. Department.	94-Capital Outlay on Improvement of Public Health.	4,87,500	— (—)	4,87,500	Due to no-receipt of the sanction from the Govt of India
2.	Public Works Deptt.	95-Capital Outlay on schemes of Agri. Improvment & research.	6,93,000	1,58,123 (—)	5,34,877	Working season generally starts from Oct.-Nov & therefore expdr. by the end of Dec.' 65 is on the lower side compared to proportionate grant.
3.	Cooperative Department.	96-Capital Outlay on Industrial and Economical Development.	1,12,500	— (—)	1,12,500	Drawal authority for 10,000/- reccipt upto Dec. '65 but could not be disbursed due to non-fulfilment of condition by the Societies.
4.	Public Works Deptt.	100-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works. (Non-Commercial)	3,56,000	2,21,800 (—)	1,34,200	Working season generally starts from Oct. Nov. No. work can generally be done during monsoon, hence the expenditure upto December is on lower side compared to proportionate grant.
5.	Public Works Deptt.	103-Capital Outlay on Public Works. (Including Roads).	1,51,08,700	52,85,959 (—)	98,22,741	1)Non-availability of stone chips, cement, rod etc. 2) Lack of resourceful contractors. 3) Non-adjustment of land acquisition. 4) Expected to be utilised within the Financial Year. 5) Apart from the above, the working season starts from Oct.- Nov. Hence the expenditure to the end of December '65 does not compare favourably with the proportionate Grant.

1	2	3	4	5	6	7
6.	Public Works Deptt.	101-Capital Outlay on Electricity Scheme.	24,12,000	17,34,252 (—)	6,77,748	Difficulty in procuring materials well in time and also lack of transport facilities for importing materials from out side Tripura.
7.	Addl. D.M, (Food)	124-Capital Outlay on Schemes of Govt. trading. (Purchase of Food Grains)	1,32,57,751	79,84,788 (—)	52,72,963	Due to non-receipt of total quantity of rice indented for and also for non-receipt of intimation of debit for adjustment by the A.G. from the Regional Director of Food, Govt. of India in respect of supply made from August 1965 to December 1965.
8.	I. Addl, D. M. (C.D. Sec) 2. Director of Industries 3. L. S. G. Department.	126-Grants to States for Development purposes.	1,38,000	— (—)	1,38,000	Budget Provisison could not be utilised owing to non-receipt of sanction from the Govt. of India.

Un-Starred Question No. 475 by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.
Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Whether the proposals for the revision of pay scales sent to Central Government on 17-5-65 and 19-5-65 have been approved;	A proposal has been sent to the Government of India for rectification of omissions and errors occured in the recent orders for the revision of scale of pay in respect of certain categories of employees. Decision of the Government of India is still awaited.
2. if so, details of the sanctioned proposals;	Does not arise.
3. whether omissions in case of certain categories of teachers in Government service in the revised scales introduced with effect from 1-4-61 have been covered by these proposals;	Yes.
4. if not, what further steps are being taken in the matter?	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 321
BY SHRI HLURA AUNG MAG, M.L.A.
SHRI ATIQUL ISLAM, M. L. A.

QUESTION	REPLY
১। 'সমাজের কথা' (অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য এম, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত) নামক পুস্তকে 'আইন ও শৃঙ্খলা' শিরোনামায় উপদেষ্টা পরিষদ সম্পর্কে যে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া নিতে বলিয়া যে সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন্ তারিখে এবং কে দিয়াছেন ?	শিক্ষা অধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক গত ১লা জুলাই ১৯৬৫ ইং সনে সংশ্লিষ্ট ইনস্পেক্টার অব স্কুলস্ দিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকার স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষককে বইখানির ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
২। উক্ত সার্কুলারে কি বলা হইয়াছে ?	নির্দ্দেশ পত্রের অবিকল নকল দ্রষ্টব্য (অপর পৃষ্ঠায়)

MOST IMMEDIATE

No. F. 33(1)-DE/61(2)
Govt. of Tripura
Education Directorate

Dated, Agartala, July, 1965.

To

The Inspector/Asstt. Inspector of Schools.
Sadar 'A'/Sadar 'B'/Dharmanagar/Kailashahar/Kamalpur/Khowai/Udaipur/
Belonia/Sabroom/Amarpur/Sonamura.

Sub :—Corrections to be effected in 'Samajer Katha'
by Prof. Shishir Kumar Bhattacherjee.

Sir,

Some inaccurate information appears to have been embodied at pages 2 and 40 of 'Samajer Katha' by Prof. Shishir Kr. Bhattacherjee. The book has been prescribed as a text book for class V. As it is desirable that the young boys and girls should not learn things which are incorrect, necessary corrections are required as per correction slip enclosed herewith, which may please be circularised among all schools under your jurisdiction. The heads of the schools may be advised to effect necessary corrections in the text book in question in his/her school and also to instruct the teachers entrusted with teaching this subject using the book as text book to explain the correct position to the students. Action taken in this regard may be intimated to this office.

Yours faithfully
Sd/- H. C. Dutta Chaudhury,
for Director of Education
Tripura.

সমাজের কথা—অধ্যাপক শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য

১। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য অধ্যাপক শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত সমাজের কথা পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় ২০-২৩ লাইনে "ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় —

... ...

উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হন"—এই অংশটুকু নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে —

"১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। ত্রিপুরায় প্রথম নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্ব্বাচনে ২ জন লোকসভা সদস্য ও ৩০ জন নির্ব্বাচনমণ্ডলী সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইহা ছাড়াও চীফ্ কমিশনারকে সাহায্য করিবার জন্য ৩ জন উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন।"

২। ৪০ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে "পেচারথল" স্থানে "মনু" হইবে।